রিপোর্টার ও সংবাদসূত্র

খবরের আকৃতি-বিকৃতির নায়কেরা

মূল

হার্বার্ট স্ট্রেনৎজ

অনুবাদ

এ ইউ এম ফখরুদ্দিন

সহকারী সম্পাদক ডেইলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট

With the compliments of
United S... ...rmation Service
BANGLADESH

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪০২
জুন ১৯৯৫

মুদ্রণ সংখ্যা ঃ ১০০০

বা এ ৩১৯৯

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
সমাজবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক
গোলাম মঈনউদ্দিন
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মুদ্রাকর
আমিনুল ইসলাম
কাশবন মুদ্রণালয়
১ ভিতরবাড়ি লেন
নবাবপুর ঢাকা

প্রচ্ছদ
আবদুস সোবহান

মূল্য
পঁচাত্তর টাকা মাত্র

RIPORTAR O SANGBADSUTRA - Bengali Translation of the book:
NEWS REPORTERS AND NEWS SOURCES by Herbert Strentz
Copyright © 1989, Iowa State University Press, Ames, Iowa 500104. All Rights reserved.
Translated by A.U.M. Fakhruddin and Published by Gholam Moyenuddin, Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh
First edition:June 1995. Price Taka 75 only
ISBN 984-07-3208-0

www.pathagar.com

পূর্বকথা

খবরের কাহিনী কাগজে প্রকাশ বা বেতার/টিভিতে সম্প্রচারিত হওয়ার আগে আগে কী হয় সেটি নিয়েই এই বই। একজন রিপোর্টার টাইপরাইটার বা ওয়ার্ড প্রসেসরের সামনে কিংবা মাইক্রোফোনের সামনে বসলেই খবরের আদল তৈরি হয় না। কী খবর শ্রোতা/দর্শকের কাছে পৌঁছাবে সেই শব্দটি লেখা বা উচ্চারিত হওয়ার বহু আগেই নির্ধারিত হয়। ব্যাপারটি ঠিক নিয়তি বা পূর্বনির্ধারিত বিষয় হিসাবে নয় বরং রিপোর্টারের যোগ্যতা ও খবরের সূত্রটির সাথে ঐ রিপোর্টারের সম্পর্কের প্রকৃতি কী তার ভিত্তিতেই খবর কী হচ্ছে তা নির্ধারিত হয়। এই বইয়ের শিরনাম যা বলে বা যে আভাস দিতে চাইছে, সংবাদের বিষয় নির্ধারণের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যোগসাজসকারীদের যোগসাজসের ব্যাপারটি আকস্মিকভাবেই ঘটে থাকে।

বইটির বক্ষ্যমান দ্বিতীয় সংস্করণটি কলেবরের দিক থেকে প্রথম সংস্করণের চেয়ে কিছু বড়। তবে এর মানে এই নয় যে, এই দুই সংস্করণের প্রকাশের মাঝে যে বেশ কয়েকটি বছর চলে গেছে সেই সময়টিতে এই বইয়ের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত বহু বিষয়ে জিজ্ঞাস্যের জবাব পাওয়া গেছে। আর এইসব প্রশ্ন বা সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন রিপোর্টার, প্রশ্ন উঠেছে খবরের সূত্রকে ঘিরে। প্রশ্ন উদয় হয়েছে শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের মনে। কিন্তু আসলে ঘটনা ঘটেছে অন্য রকম। বহু প্রশ্নের উদয় হয়েছে, অনেক সমস্যা বেরিয়ে এসেছে, খবর জুড়ে নিয়েছে কাগজের আরও অনেকখানি জায়গা, খবর হয়েছে সন্ত্রাস ও নানা নৈতিক ইস্যু, আগের চেয়ে আরও অনেক বেশি মানুষের জীবন-মৃত্যুর খবরে আরও বেশি আকীর্ণ হয়ে উঠেছে সংবাদ মাধ্যম। খবর পরিবেশনা ও *কাভারেজের* প্রবণতার যে পরিবর্তন এসেছে এই দ্বিতীয় সংস্করণে সে বিষয়টিও আলোচিত হয়েছে। সাংবাদিকেরা এখন জননেতা ও লোক-ব্যক্তিদের আরও অনেক বিষয় নিয়ে লিখছেন তবে একইসঙ্গে যেসব লোক দুর্ঘটনা, অপরাধ কিংবা অন্যধরনের বিপর্যয়ের কারণে 'খবর' হচ্ছেন তাঁদের ব্যক্তিগত ও একান্ত জীবনের বিষয়গুলিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখার জন্যে আরও বেশি যত্নবানও হয়েছেন বলেই মনে হয়।

তবে এই বইয়ের দু'টি সংস্করণেরই যে বিষয়টি অভিন্ন তা এই বিশ্বাস ও আস্থা যে, একটি সুপরিজ্ঞাত জনসমাজ, একটি গুজব, জল্পনা-কল্পনা ও সন্দেহ-সংশয় নির্ভর জনসমাজের তুলনায় অনেক বেশি সুস্থ ও নিরাপদ। রিপোর্টার ও খবরের সূত্রকে যখন

www.pathagar.com

দুঃখ-বেদনা ও অস্বস্তিকর খবরকে এজমালি করে নিতে হয় তখনও একথা সত্যি। আর তাই এই আশাও একইভাবে করা চলে যে, এই বইটি প্রতিবেদন প্রক্রিয়ার নানা সূক্ষ্ম তারতম্যের বিষয়ে রিপোর্টার, খবরের সূত্র ও সংবাদ পাঠক/শ্রোতা/দর্শককে আরও বেশি করে সচেতন করে তুলতে সহায়ক হবে। আর এতে করে একটি মুক্ত জনসমাজ যে চাপ ও আনন্দের মাঝে বাস করে সেটাকে আমাদের সবার আরো ভালো করে বুঝে ওঠার, চাপ ও সমস্যার মোকাবেলায় সুবিধে হয়। আর বোধ করি সামনে ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯১-এ 'বিল অব রাইট্স' ও মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর যে দ্বিবার্ষিকী আছে তার উদযাপনী আনন্দকে পরের শতকেও উত্তরিত করার এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত উপায়।

আমার ছাত্রছাত্রী ও সহযোগী যারা নানাভাবে এই বই লেখায় সাহায্য করেছে তাঁদের বিশেষ করে, ড্রেক বিশ্ববিদ্যালয় অনুষদের হেনরি মাইলাম, গ্র্যাজুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্টদ্বয়: মার্ক বার্গস্মা ও জন ইজলি, আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণালয়ের কর্মীবৃন্দ, লিপি সম্পাদক রিচার্ড মিলার ও ড্রেক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আমি ঋণী; তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই। তাঁদের সকলের কঠোর শ্রমের ফলেই বইয়ের এই দ্বিতীয় সংস্করণটি দিনের আলো দেখেছে। এছাড়া, যেসব ব্যক্তি ও সংবাদ সংগঠন এ কাজে আগ্রহ দেখিয়েছেন, সমর্থন দিয়েছেন ও তাঁদের নানা উপকরণ এ সংস্করণে ব্যবহারের সদয় অনুমতি দিয়েছেন আমি তাঁদের, বিশেষ করে, *কলাম্বিয়া জার্ণালিজম রিভিউ* ও *কুইল*-এর সম্পাদকদেরকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

পূর্বকথা

প্রথম অধ্যায় : সংবাদের প্রভাব ও শক্তি ১

দ্বিতীয় অধ্যায় : ছোটখাটো ভুলচুক ও হিমালয় প্রমাদ ২৬

তৃতীয় অধ্যায় : সাক্ষাৎকার গ্রহণ ৬০

চতুর্থ অধ্যায় : খবরের সূত্রের নিরাপত্তা বিধান ও উন্নয়ন ৯৩

পঞ্চম অধ্যায় : গতানুগতিক ও অগতানুগতিক সংবাদসূত্র ১২৯

ষষ্ঠ অধ্যায় : রিপোর্টার ও খবরের সূত্র ঃ পিশাচ ও তার শিকার? ১৬৮

পাদটীকা ২০২

নির্ঘণ্ট ২১০

www.pathagar.com

প্রশ্ন, ওকে বাঁচতে দাও

প্রশ্ন, ওকে বাঁচতে দাও
জিজ্ঞাসা, ওকে সজীব রাখো, লাশ করো না
ওটা বড্ডো ভঙ্গুর - উত্তম প্রশ্নের বেঁচে থাকার অধিকার আছে
প্রশ্নের জবাব সংলাপের পালাটা খুব একটা লম্বা হয় না কখনও
বিরাট প্রশ্নগুলি তো অব্যয়, অক্ষয়, মণীষার পরম রত্ন
সুবিশাল প্রশ্নগুলি গড়ে তোলে হৃদয়ের সেতুবন্ধন
নিবেদিত গোটা ব্যক্তিসত্তায়
কোনও প্রশ্নকেই খতম করার জবাব অযথা
একরোখা, সুনিশ্চিত যে কেউ
সত্যকে আর যা-ই হোক শ্রদ্ধা করে না
শ্রদ্ধাশীল নয় সেই জিজ্ঞাসার প্রতি যা তাকে করা হয়
আমার জবাব ছাড়িয়েও আরও অনেক কিছু আছে
আছে অর্গল ভেঙ্গে ভেতরে আসার মতো অনেক আলোক উদ্ভাস!
জ্ঞানের উদার সৈকত ভেঙে প্লাবিত করতে দিগ্বিদিক
তৈরি সদা
তাই, জিজ্ঞাসা জাগলেই, ওকে বাঁচতে দাঁও

www.pathagar.com

১ সংবাদের প্রভাব ও শক্তি

যা দেখা যায় আসলে তা না-ও হতে পারে

ভূমিকা

কোনো লোকের যদি জানা না থাকে যে, তার হাতের রিভলবার বা বন্দুকটা গুলিভর্তি রয়েছে আর আকস্মিকভাবে ওটা থেকে গুলি বেরিয়ে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনা ঘটালে লোকটির যে দশা হয় খবরের রিপোর্টারদের ব্যাপারটাও অনেকটাই ঐ রকমের। কাগজের ছাপা পাতায়, টিভি ও রেডিওতে খবর বা খবরের ভাষ্য এমন এক অপ্রত্যাশিত অবস্থা নিয়ে আসতে পারে যা এমনকি সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের কাছেও বিস্ময়কর, মর্মান্তিক ও দুঃখজনক হতে পারে। এই অধ্যায়ে মূলত সংবাদের এই 'গুলিভরা-বন্দুক' এর সাদৃশ্য কল্পনার বিষয়টিই তিনটি মূল দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হবে।

১. *সংবাদের বিষয়বস্তু ও সংবাদের প্রভাব এক নয় ঃ* সংবাদপত্রের শক্তিকে সচরাচর মত গড়ে তোলা ও ইপ্সিত বা পরিকল্পিত ক্রিয়ার সৃষ্টি করার শক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। আসলে সংবাদপত্রের শক্তিকে একমাত্র সংবাদমাধ্যমগুলির বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে দেখলে চলবে না। অর্থাৎ একে খবরের *কাভারেজ*, স্তম্ভকার ও ভাষ্যকারের কথাবার্তা, বক্তব্য, সম্পাদকীয় মন্তব্য ও বিজ্ঞাপনের ভিত্তিতেই বিচার করলে চলবে না। যা চোখে পড়ে বা শোনা যায় প্রভাব বলতে তাতে ঐ দেখা বা শোনার চেয়েও আরও বেশি কিছু জড়িত। আমাদের দেহের ভাষা ও আগের বার্তার কারণে, আমরা যা বলি বা লিখি সেগুলি হয় ভুল বোঝা হয় অথবা অতিরিক্ত অনেক বেশি বোঝা হয়ে থাকে। এটা আরও হয়ে থাকে এই অতি সাদামাটা কারণে যে, যোগাযোগের অন্য লোকটির মন আগে থেকে একটা ধাঁচে গড়া হয়েই ছিল। এই

www.pathagar.com

পরিস্থিতিতেই আমরা আন্তঃব্যক্তি পর্যায়ে নানা প্রচ্ছন্ন স্পর্শকাতার সূক্ষ্মতার প্রভাব উপলব্ধি করি।

২. *কি প্রতিবেদত হ'লো তা নির্ধারণে খবর কেমন করে যোগাড় করা হলো-এটা সাহায্য করে ঃ* রিপোর্টার যেভাবে খবর/তথ্য যোগাড় করে সেটাই সংবাদপত্র খবরের কী চিত্র দিচ্ছে ও কী তথ্য শ্রোতা/দর্শক/পাঠককে দেওয়া হচ্ছে তা নির্ধারণে সাহায্য করে। এই খবর যোগড়ের প্রক্রিয়াটি সংবাদপত্রের প্রভাব ও ক্ষমতার অংশ। সংবাদ-কাহিনীর প্রক্রিয়া ও এর প্রতিক্রিয়া বা ক্রিয়াফলের মধ্যেকার তফাৎটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। খবরের সূত্রের সঙ্গে খবরের/তথ্যের অংশীদারীতে কিংবা বিভিন্ন খবরের সূত্রের মধ্যে মধ্যস্থ ব্যক্তি হিসাবে একজন রিপোর্টার ঐ খবর কখনও না লিখে, ছেপে বা সম্প্রচার না করেও প্রভাব খাটাতে পারেন। তথ্যজ্ঞাপক ও মধ্যস্থ ব্যক্তি হিসেবে রিপোর্টারের ভূমিকা বিস্ময়করভাবে অভিন্ন। এই বিষয়টি বিশেষ করে লক্ষণীয় যখন কী ছাপা বা সম্প্রচারিত হচ্ছে তার নির্ভরযোগ্যতা ও প্রামাণিকতার জন্য সংবাদমাধ্যমের বার্তাকক্ষ সংবাদসূত্রের ওপর অত্যন্ত বেশি গুরুত্ব আরোপ করে।

৩. *খবরের ব্যাপারে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সংবাদ কাভারেজ-এর সম্ভাব্য ফলাফলটি দুর্বল বিষয় ঃ* একজন রিপোর্টারের শেখার অন্যতম সবচেয়ে কঠিন পাঠটি হচ্ছে, কোনো একটি ঘটনা বা বিষয়কে তিনি *'কাভার'* করবেন কি না সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। তবে ঐ *কাভারেজ*-এর সম্ভাব্য ফলাফল কি হবে - এই বিষয়টি ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় যেসব শর্ত প্রযোজ্য সেগুলির মধ্যে অন্যতম সবচেয়ে কর্মনির্ভরযোগ্য বিষয়। ঐ সংবাদ-কাহিনীর পরিণতি সাধারণত ঐ রিপোর্টারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। বরং সংবাদের নির্ভুলতা, সঠিকতা এবং পাঠকের কাছে ঐ সংবাদের তুলনামূলক কৌতুহল জাগানোর ক্ষমতা ও গুরুত্বই রিপোর্টার ও সম্পাদকের বিচার-বিবেচনার এখতিয়ারের মধ্যে বেশি করে পড়ে। আর বলাইবাহুল্য, এই এখতিয়ারে কাজ করার জন্য রিপোর্টার ও সম্পাদকেরা যোগ্যতাসম্পন্নও বটে। একটি ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে যদি এই ভয়ে রিপোর্ট না করা হয় যে, এতে ক্ষতি হতে পারে তাতে আদৌ রিপোর্টই হয়তো হবে না কিন্তু কোনো বিষয় বা ঘটনা রিপোর্ট করলে তাতে ভালো হতে পারে এই ভেবে যদি রিপোর্ট করা হয় তাতে হতাশ হবার কারণও ঘটতে পারে। আর তাই একজন রিপোর্টারের জন্য সুবিবেচনার কাজ হবে তিনি যদি একটি সংবাদ-কাহিনীকে ভালো বা মন্দ এভাবে না দেখে, সেটির যাথার্থ্য, নির্ভুলতা, আশু অপরিহার্যতা, প্রাধান্য, নৈকট্য ও প্রাসঙ্গিকতার মানদন্ডে বিচার করেন। এই শিক্ষাটি রিপোর্টারের জন্য দুরূহ পাঠ সন্দেহ নেই, কেননা দেখা যায়, রিপোর্টার হয়তো চাইছেন, একটি সংবাদ-কাহিনীর একটি সুনির্দিষ্ট ফলাফল থাকুক, কিংবা এমনও হতে পারে যে, খবরটির সূত্র ও শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের তরফ থেকে বড়রকমের চাপ আসছে এইজন্যে যে, তাঁরা

www.pathagar.com

সংবাদ-কাহিনীটির সম্ভাব্য ক্ষতিকর ফলাফলের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন আর সে কারণেই ঐ রিপোর্টার কেবল ঐ সুর্নিদিষ্ট ফলটিই চাইছেন।

মিস পিচ / মেল ল্যাজারাস

সংবাদের বিষয়বস্তু, শক্তি ও প্রভাব

সংবাদক্ষেত্রের শক্তি বলে যে কথাগুলি প্রচলিত সেগুলি আক্ষরিক অর্থে সচরাচর মুদ্রণ মাধ্যমকেই বুঝিয়ে থাকে। আর এ ধরনের উল্লেখের কিছুটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এতে কিছুটা বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হতে পারে কেননা, 'শক্তি' কথাটি বলতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি মাত্রায় পরিবর্তন আনার আনুষ্ঠানিক ও সংগঠিত নিয়ন্ত্রণকে বুঝিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে প্রভাবের বিষয়টি হতে পারে *প্রচ্ছন্ন* সূক্ষ্ম, পরোক্ষ, কিংবা অপরিকল্পিত।

"শক্তির" তাৎপর্যটি "সরকারের চতুর্থ শাখা" [১] হিসাবে সংবাদপত্রকে উল্লেখের মাঝেই স্পষ্ট। মার্কিন সংবিধানে ক্ষমতা পৃথকীকরণের যে তত্ত্ব সন্নিবেশিত রয়েছে তাতে নির্বাহী, ব্যবস্থাপকসভা ও বিচার বিভাগের পাশাপাশি এই সংবাদপত্রের শক্তিকেও আলাদা করে দেখা হয়েছে। আমাদের এই আলোচনার পরিসরে 'প্রভাব'-এর যে উল্লেখ রয়েছে সেই দৃষ্টিকোণটি সংবাদমাধ্যম ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠন যেমন, বাড়ি, চার্চ (ধর্মপ্রতিষ্ঠান) ও বিদ্যালয় ইত্যাদি যে তথ্য যোগান দেয় তাতে প্রতিক্রিয়া দেখানোর দায়িত্বটি *শক্তির চূড়ান্ত আধার* সার্বভৌম জনসাধারণের ওপর ন্যস্ত করে। উল্লিখিত 'শক্তি' ও 'প্রভাব'- এর তাৎপর্যের মধ্যেকার তারতম্য যেমন পরিচ্ছন্ন নয় তেমনি একটি থেকে আরেকটিকে আলাদা করাও সহজ নয়। আর তাই এমন এক জটিল বিতর্কিত অবস্থার প্রতিফলন পাওয়া যায় সংবাদসূত্র নিয়ে বিভিন্ন রিপোর্টারের যেভাবে কাজ করে ও তারা তাদের সংবাদ-কাহিনীর নিয়ে কাজ করার বেলায় যে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ নিয়ে কাজ করে সেগুলির মাঝে।

দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি আরও সহজ করে তুলে ধরা যায়। যেমন, টিমষ্টার্স ইউনিয়নের অভ্যন্তরে দূর্নীতির ওপর প্রতিবেদনের জন্যে পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী রিপোর্টার ক্লার্ক মলেনহফ সংবাদপত্রের ক্ষমতার একজন খোলাখুলি প্রবক্তা। একটি

www.pathagar.com

সংবাদ-কাহিনীর রিপোর্টার যদি সরকারের দূর্নীতি নিয়ে লেখেন সেটা তাঁর মতে ব্যর্থ হবে যদি না ঐ প্রতিবেদনের দরুণ কারুর চাকরি না যায়, কেউ জেলে না যায় কিংবা আইন লঙ্ঘনের জন্য অন্যান্য দন্ড না পায়। মলেনহফ তাঁর প্রতিবেদনের জন্য সরকার বা বাদীপক্ষের উকিলের সাথে কাজ করেন, তাঁর সঙ্গে তথ্য বিনিময় করেন, নানা প্রয়াসের মধ্যে সমন্বয়বিধান করেন। এসব কাজই তিনি করেন "খারাপ লোকগুলিকে" নাগালে পাওয়া স্বার্থে। । একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, "আপনি এই যে অ্যাতো দূর্নীতির ওপর খবর লিখছেন তারপরেও তো সরকারের ভেতরে আরও নানারকমের দূর্নীতি ছেয়ে যাচ্ছে! এতে কী আপনি দমে যাচ্ছেন না? কী করে এ কাজে আপনার উৎসাহ উদ্যম তবুও বজায় থাকছে?" তাঁর জবাবটা ছিল কার্যত এরকম ঃ "আরে বলবেন না, এ নিয়ে আমারও যে ক্ষণিকের জন্যে হলেও ভাবান্তর ঘটে না তা নয়। তবে কি জানেন, আমি সকালে যখন দাড়ি কামাই তখন আমার মনে সরকারের প্রশাসন যন্ত্রে বিপুল ব্যয়ের শ্রাদ্ধ, ওখানকার সকল রেকর্ডপত্র চেক করা আর ওখানে কী সব হচ্ছে এসব কথাই আমার চোখের সামনে মিছিল করে, ভীড় জমায় আর আমি আমার শেভ করার কাজটা আরও দ্রুত চালিয়ে যেতে থাকি, কাজে না নেমে পড়া পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাই না।"

ঠিক একইভাবে কোনো একটি সরকারী সংস্থা একটি টিভি ষ্টেশনকে খারাপ লোকদের পাকড়াও করার ব্যাপারে সরকারের সাথে কাজ করার সুযোগ করে দিতে পারে। টিভির সাংবাদিক-ক্রূরা কোনো বীমা সংক্রান্ত কারচুপির ঘটনার গোপন টিভি চলচ্চিত্রায়ণের কাজ করে পুলিশের সাথে সহযোগিতা করাতে পারে। সাদা পোশাকী এজেন্টরা সাজানো মক্কেল হিসাবে কোনো সন্দেহভাজন লোকের কাছ থেকে জালিয়াতিমূলক বীমা পলিসি কিনতে পারে আর সেটা টিভির লোকেরা কথা ও ছবিতে রেকর্ড করে নিতে পারে ব্যাপারটা সাধারণ গ্রাহকরা একথা বুঝে ওঠার আগেই যে ঐ বীমা পলিসিতে যে আর্থিক প্রাপ্তিযোগের অঙ্গীকার থাকার কথা আসলে তার কিছুই পাওয়া যাবে না। আর এর নীট মুনাফা হলো ঃ পুলিশ ঘটনার সবাক চলচ্চিত্র পেয়ে গেল আর ঐ টিভি ষ্টেশনটির হাতে এসে গেল সান্ধ্য *প্রাইম-টাইম* খবর পরিবেশনার জন্য একটা জবর খবর যাতে পুলিশ ও অপরাধীরা সক্রিয় অবস্থায় ক্যামেরায় ধরা পড়েছে।

বহু সাংবাদিক খবরের সুত্রগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার ধারণায় খুব একটা উৎসাহ বোধ করেন না। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে, রিপোর্টাররা তো আর প্রাইভেট ডিটেকটিভ নয়, সংবাদ মাধ্যমের দায়িত্ব খবর রিপোর্ট করা। আর মন্দ দাগী লোকদের ধরার কাজটা হলো পুলিশ ও বাদী পক্ষের উকিলের। তাঁদের মতে, সংবাদ-কাহিনীর ছাপার সাথে সাথে রিপোর্টারের দায়িত্ব ফুরিয়ে যায়। বস্তুত এখানে যুক্তি হচ্ছে, সরকারী

www.pathagar.com

কর্মকর্তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করলে তাতে খবরের অন্যসূত্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষতি হতে পারে। বীমা কেলেঙ্কারীর ঘটনার যে নজির এখানে দেওয়া হয়েছে সেই ঘটনার ব্যাপারে সাংবাদিকরা এই মর্মে আশঙ্কা প্রকাশ করবেন যে, পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতাক্রমে কাজ করলে সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিচার-মামলার পরবর্তী *কাভারেজ* ও পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক সবকিছু না চললে ভিডিওটেপের মালিকানা কার হবে, অথবা সাদা পোশাকের এজেন্ট যদি অসদাচারণ করে কিংবা ঐ সন্দেহভাজন লোকটি যদি মারমুখী, হিংস্র হয়ে ওঠে তাহ'লেই বা কী হবে-এসব সংশয়ও তাঁদের দেখা দেয়। আর তাই, এই ধরনের সাংবাদিকেরা কোনো ঘটনার তদন্তের শুরুতেই সরকারী সংবাদসূত্রের সঙ্গে যে কাজই করবেন না তা নয় বরং তাঁরা ঐ তদন্তের পরবর্তীকালেও সরকারী সূত্রগুলি থেকে ঘটনার ব্যাপারে নিজেদেরকে দূরে রাখবেন, আদালতে রিপোর্টার সাক্ষী দিতে কিংবা মামলার কোনো পক্ষকেই তাঁদের অপ্রকাশিত কোনো তথ্য বা অসম্প্রচারিত কোনও উপকরণ আলামত দিতে চাইবেন না। এই পরিস্থিতিতে সাংবাদিকের সহযোগিতা কেবলমাত্র এই মর্মে এক বয়ান বা জবানবন্দীতে সীমিত থাকবে যে, যা কিছু ছাপা বা সম্প্রচারিত হয়েছে ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে তা ঐ রিপোর্টারের জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সঠিক।[২]

সংবাদসূত্রের সাথে ও ঐ সূত্রের ওপর কাজ করার মধ্যেকার পার্থক্যটি সবসময় স্পষ্টভাবে আলাদা করে চিহ্নিত করার কাজটি সহজ নয়। একজন রিপোর্টারের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান নির্ভর করে প্রধানত তাঁর সংবাদ-কাহিনীর যাথার্থ্য, নির্ভুলতা ও সঠিকতার ওপর, তাঁর তথ্য সংগ্রহের ষ্টাইল বা কলাকৌশলের ওপর নয়। সংবাদসূত্রের সঙ্গে যে ধরনের সম্পর্কের কারণে সংবাদের সব বিষয়বস্তুর ওপর তার নিয়ন্ত্রণ কমে যায় কিংবা পাঠক/শ্রোতা/দর্শক ও অন্যান্য সংবাদসূত্রের কাছে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হয় সে বিষয়ে ঐ বিষয়ে রিপোর্টারকে অত্যন্ত সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। এ ব্যাপারে সংবাদসূত্রের সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখলে সমস্যা অনেকখানি কম হয়।

মিশ্র ও অনিশ্চিত ফল

খবরের কাগজ ও টিভি স্টেশনগুলি হয়তো একজন অঙ্গরাজ্য গভর্ণরের দৃষ্টান্ত অশেষ ভূল কার্যকলাপের ওপর রিপোর্ট করেন। এ মাধ্যমে এসব খবরাখবর পরিবেশন করা হয়। তারপর যখন ঐ রাজ্যে নতুন করে গভর্ণর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ঐ গভর্ণর মহোদয়ের ঐসব কার্যকলাপের সংবাদ পুনঃপরিবেশনার কারণে তাঁর ঐ পদ থেকে বিদায়ের ঘণ্টা বেজে ওঠে; শিশুদের ওপর অত্যাচার-নিগ্রহ ও পদের অপব্যবহারের ওপর টিভিতে সিরিজ অনুষ্ঠান প্রচারের ফলে অঙ্গরাজ্য পর্যায়ে ঐ ধরনের অপরাধ দমনের লক্ষ্যে নানা আইন প্রণীত হয় ও ঐসব আইনের শর্তের আওতায় শিশু নির্যাতনের কোনো সন্দেহজনক *কেস-এর* সন্ধান মিললে তা রিপোর্ট করার জন্যে

www.pathagar.com

চিকিৎসক ও স্কুলের শিক্ষকদেরকে বলা হয়; নগর পরিষদের কোনো সদস্যের নির্বাচনী প্রচারাভিযানে কোনো বসতিজমির উন্নয়নকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অর্থসম্পদ দিয়ে সাহায্য করেছে — এই মর্মে সংবাদ-কাহিনী খবরের কাগজে প্রকাশিত হবার পর ঐ নগর পরিকল্পনা কমিশন কোনো পৌর জমি বা এলাকায় নতুন 'কার জোন' প্রতিষ্ঠার অনুরোধ আবেদন প্রত্যাখ্যান করে, কোনো স্থানীয় ম্যাসাজ পার্লারে অসামাজিক কার্যকলাপ চললে সেখানে অপরাধ দমনসংক্রান্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার স্কোয়াডের অতর্কিত অভিযানের পর একজন রিপোর্টার ঐ পার্লারে কোনো মর্যাদাসম্পন্ন পদস্থ লোককর্মকর্তার অবৈধ নারী সংসর্গের ঘটনা তাঁর প্রতিবেদনে লেখার পর ঐ কর্মকর্তা তাঁর পদ থেকে ইস্তফা দেন।

ওপরে যেসব দৃষ্টান্ত দেওয়া হ'লো সেগুলি সংবাদপত্রের খবর তৎপরতার ফল নিঃসন্দেহে। তবে এখন আসুন আমরা আরও অন্য কিছু দৃষ্টান্তের কথা বিবেচনা করি।

যখন সংবাদ-কাহিনীতে সঠিকভাবে রিপোর্ট করা হয় যে, একজন পুলিশ প্রধান একটি সিঁদেল চুরির কেসে হস্তক্ষেপ করেছেন। তার কারণ, ঐ চুরির ঘটনায় তাঁর নিজের ছেলেই জড়িত ছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এজন্য ঐ পুলিশকর্তাটিকে মৃদু তিরস্কার করা হয়। কিন্তু পুলিশের যেসব লোক সাংবাদিকের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেছিল তাদেরকে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। একটি কাউন্টি কারাগারের নানা সমস্যা সম্পর্কে একটি খবরের কাগজের সম্পাদকীয় প্রচার অভিযানের কারণে একটি নতুন কারাগার ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য সরকারের বন্ড ইস্যুর নিদারুণ ব্যর্থতা ঘটে। নগরীর বিদ্যালয়সমূহের ভবিষ্যৎ প্রশ্নে সংবাদমাধ্যমে সমালোচনার ফলশ্রুতিতে ঐ নগরের পৌরনির্বাচনে ভোটারদের শতকরা ২৫ জনেরও কম ভোটদাতা ভোট দেবার জন্যে কেন্দ্রে যায়। একই কারণে রক্তদানকারীরা রক্তদান করলেও তাতে তাদের এইড্‌স রোগাক্রান্ত হবার কোনো ভয় নেই — এই মর্মে জনসংযোগ অভিযান সত্ত্বেও রক্তদানকারীর সংখ্যা কমে যায়। দ্বিতীয় গ্রুপের এই যে নমুনাগুলির কথা উল্লেখ করা হ'লো, এগুলি সম্পাদক ও রিপোর্টারের বিস্ময়ের কারণ হতে পারে এজন্য যে, এসব ক্ষেত্রে 'গুলি ভরা বন্দুক' থেকে গুলি বেরিয়ে যায় নি। সামাজিক সমস্যাবলী ও রাজনৈতিক ইস্যুসমূহের সু-প্রামাণ্য সংবাদ *কাভারেজ*-এর পরেও সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে বাঞ্ছিত কর্মতৎপরতা ও সক্রিয়তার সৃষ্টি হয় নি। সাড়ার সৃষ্টি হয় নি তথ্যাবগতির পথ ধরে প্রত্যাশিত আকারে। এ ধরনের প্রতিক্রিয়া বা ফলাবর্তনমূলক নেতিবাচক ঘটনায় রিপোর্টাররা আত্মজিজ্ঞাসা ও সংলাপে ডুবে যান। সম্পাদকরা যখন শোনেন তাঁরাই জনসমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি তখন তাঁদের কাছেও ব্যাপারটি বিদ্রুপাত্মক মনে না হয়ে পারে না। তাহ'লে এখানে প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয় গুলিভরা বন্দুকের গুলি কেন বের হলো না?

www.pathagar.com

অতিসরল অভিমত ঃ সংবাদপত্রের ক্ষমতা ও প্রভাব নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, প্রতিবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অতিসরল ধারণা। কোনো সংবাদখন্ড বা কাহিনী খবরের কাগজে ছাপা কিংবা বেতার-টিভিতে সম্প্রচারিত হওয়ার পরই কিছু ঘটে। তাই যুক্তি দেখিয়ে বলা হয়, খবরটার জন্যেই ঐ একটা কিছু ঘটে। এই সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে এজন্যে যে, সংবাদ মাধ্যমগুলি যত না সমাজের আয়না হিসাবে কাজ করে বলে মনে করা হয় তার চেয়েও বরং অনেক বেশি মনে করা হয়ে থাকে যে, সংবাদ-মাধ্যম ঘটনার স্বপ্নদ্রষ্টা হিসাবে কাজ করে। সংবাদ-মাধ্যমগুলিকে যদি আদৌ ক্ষমতাবানই মনে হয়ে থাকে বা প্রভাবশালী মনে হয় তাহ'লে সেটি হয়ে থাকে খোদ সমাজ কোন দিকে মোড় নিচ্ছে বিষয়টিকে সংবাদমাধ্যম বিশ্বস্ততার সাথে প্রতিবেদিত করে বলেই।

সংবাদমাধ্যমগুলির প্রভাব বা ফল সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে যে অতিসরল ধারণার জন্ম হয় তার অংশত উদ্ভব ঘটে গোড়ার দিকের যোগাযোগ তত্ত্বের কারণে। আর এই তত্ত্বটি বলাই বাহুল্য বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধের সময়কার জার্মান ও বৃটিশ প্রচারণাযন্ত্রের দৃষ্টত প্রত্যক্ষ ক্রিয়াফলের প্রভাবে। এই তথাকথিত *অধঃস্তকীয় তত্ত্ব* (Hypodermic theory) এমন এক প্রক্রিয়া যার আওতায় এক নিষ্ক্রিয় ও নীরব দর্শক জনতার মাঝে 'তথ্য' ইঞ্জেকশন করে দেওয়ার মত কাজ চলে। পরবর্তীকালে *দ্বিপর্যায় যোগাযোগ প্রবাহ তত্ত্ব* (Two step flow communication theory) গড়ে ওঠে। এই তত্ত্বের আওতায় স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, লোকজন সাধারণত একটা বিষয়ে আরও বেশি জানার ও নেতৃত্বের জন্যে অন্যের দ্বারস্থ হয়। এই প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ে সংবাদ/তথ্য মাধ্যমগুলির বিভিন্ন বিষয়ের তথ্য *অভিমত নেতাদের* কাছে (Opinion leaders) গিয়ে পৌঁছায়। এরাই আবার দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্যরা যাঁরা উপদেশ-পরামর্শের জন্য তাঁদের শরণারপন্ন হন তাঁদেরকে প্রভাবিত করেন। সংবাদ/তথ্য মাধ্যমগুলির বিষয়-উপস্থাপনাবিন্যাসগত দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে মাধ্যমগুলির প্রভাবের কথা ধরলে দেখা যায় যে, লোকে কী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে সেটাকে সরাসরি প্রভাবিত না করলেও, লোকে কী বলে ও কী নিয়ে বলাবলি করে তা নির্ধারণ করে। অবশ্য এইযে সব তত্ত্বের কথা বলা হচ্ছে তা সার্বজনীনভাবে সর্বত্র প্রয়োগ না করা গেলেও এখানে অন্তত এমনসব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় যেগুলি মাধ্যমের প্রচ্ছন্ন ক্রিয়াফল লাভে প্রয়াসী।

কিন্তু এসবের পরেও বিষয়বস্তু প্রভাবের সমান-এই যুক্তি জনপ্রিয় বলতেই হয়। কেননা, যারা তাদের নিজ স্বার্থ, প্রার্থী বা সংস্থা কতোখানি সংবাদ-মাধ্যমের মনোযোগ লাভ করেছে তারা সেটা দেখানোর ব্যাপারে সক্রিয় উৎসাহ প্রদর্শন করে। সংবাদ-

www.pathagar.com

কাহিনির বিষয়বস্তুর কারণে না হলেও এবং লোকজন যে জনমত নিজেদের মাঝে গড়ে তোলে তা সত্ত্বেও ঐ রীতিটি চলতেই থাকে।

আমাকে বিভ্রান্ত করবেন না, আমার মন আসলে আগে থেকে তৈরি হয়েই আছে ঃ আমরা যা করি, পড়ি, যে চার্চে যাই, যার সাথে কথা বলি, যার সাথে বা যা নিয়ে পড়াশোনা করি, যার সাথে মিশি — এসবের সিংহভাগই বিশ্বাসকে আরও পোক্ত করে। অপছন্দের কাউকে বলতে গেলে আমরা খুঁজে বের করার জন্য ক্বচিৎ উদ্যোগী হই তেমনি আমাদেরকে কেউ যদি ভিন্ন কিছু করাতে চায় কিংবা আমাদের মন বদলাতে চায় তাহ'লে কাজটা আসলে হবে আমাদের জীবনধারা মোকাবেলা করার ব্যাপার, শুধু কোনো ইস্যুর মোকাবেলা নয়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনও হয়, আমরা যে ধারণা পোষণ করি তার বিরুদ্ধে যতো সাক্ষ্য-প্রমাণই জমে উঠুক না কেন, আমরা আরও জোরেশোরে আমাদের ঐ ধারণা আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করি। এক্ষেত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণ আমাদের ধারণা বা বিশ্বাসকে যতই অমূলক করে তোলে আমাদের ঐ ধারণা বা অভিমত যেন ততোই আরও জোরদার হয়ে ওঠে। নজির হিসেবে আমরা টিভি ইভাঞ্জেলিস্ট জিম ও ট্যামি ব্যাক্কার-এর ব্যাপারটাকে বিবেচনা করতে পারি। ওদের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অনেক সমালোচনামূলক সংবাদ-কাহিনী ও জবরদস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিল। কিন্তু তারপরেও অনেকের জোর ধারণা ছিল যে, এসব সাক্ষ্য-প্রমাণ শেষ পর্যন্ত টিকবে না। তবে ৬৭ বছর বয়েসী একজন ধর্মবিশ্বাসী (খ্রিস্টান) *অরল্যান্ডো সেন্টিনেল* পত্রিকাকে বলেন যে, "ব্যাপারটা মোটেও নতুন কিছু নয়। ঘাঘু শয়তান জানে কী করতে হবে। যেসব ধর্মপ্রচারক তাঁদের ধর্মপ্রচারের কাজে সফল তাদের পেছনে তো শয়তান লেগেই আছে। এভাবেই শয়তান লেগে আছে ওর‍্যাল রবার্টস, রেক্স হামবার্ড [৩] এদের পেছনে।" আরেক সংবাদের সূত্র জানায়, "জিম ব্যাক্কার ফ্লোরিডার কোনো এক হোটেলে কোনো নারী নিয়ে রাত যাপন করেছে" - এ হতেই পারে না। ওর অন্তঃকরণ তো আসলেই খাঁটি, নিষ্কলুষ, পবিত্র। আর থাকাটা যদি সত্যি হয়ও আমরা বরং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাবো, সে যেন সুপথে ফিরে আসে।" [৪] যত সাক্ষ্য-প্রমাণ এভাবে জিম ব্যাক্কারের বিরুদ্ধে জমে ওঠে ততই পরিস্কার হয়ে ওঠে যে, ব্যাক্কাররা আসলেই অত্যন্ত সফল ধর্মপ্রচারক, শয়তানই ওদেরকে ধ্বংস করার জন্যে লেগেছে। ঠিক একইভাবে, অন্যান্য বিশ্বাস ও আচরণও আরও জোরদার হয়ে উঠতে পারে, এমনকি, ঐ বিশ্বাস ও আচরণ দৃষ্টতঃ ভুল হলেও; এর কারণ, একাগ্র ও নিষ্ঠাবান না হলে কোনও কিছুর ফলাফল লক্ষণীয়ভাবেই অত্যন্ত খারাপ হতে পারে। অনেক সাংবাদিকই খোলামেলা সরকারের পক্ষপাতি। সরকারের উদার-খোলামেলা ব্যবস্থার সমস্যা নিয়ে যে সব যুক্তিতর্ক দেখানো হয়ে থাকে তাঁরা তার পালটা যুক্তি দেখান যে, যে কোনো ফলাফলই হোক না

www.pathagar.com

কেন তা গোপনে হলে তাতে ভাল কিছু হয় না, বরং জঘন্যতম কিছু হওয়ার আশঙ্কাই ষোল আনা।

সহজ, সরল জবাবের চেয়ে জনপ্রিয় আর কিছুই হতে পারে না ঃ খবরের '*কাভারেজ*' কোনো একটি বিষয়ের বা ঘটনার ফলাফলকে প্রভাবিত করে বলে যে ধারণা প্রচলিত তার ভালো দিকও আছে। খবরে কী প্রতিবেদিত হয় কিংবা সম্পাদকীয়তে কীসের পক্ষে বক্তব্য দেওয়া হয় তার মধ্য দিয়ে খবরের মাধ্যমগুলি ঘটনা কী আকার নেবে সেটিকে প্রভাবিত করতে পারে। তবে খবরের মাধ্যমগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলোচনা ও সাধারণ ক্রিয়াফলের ক্ষেত্রে অবদান রাখার ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আলোচ্যসূচি নির্ধারণের কাজটি করার প্রবণতা দেখায়। রাষ্ট্রের একজন প্রেসিডেন্ট ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার কিংবা কোনও বড় ইস্যুকে তরিয়ে নেবার ব্যাপারে সংবাদ-মাধ্যমগুলিকে কৃতিত্ব দেওয়ার ঘটনা থেকে এটা অনেক দূরের ব্যাপার। কিন্তু তারপরেও কোনো সংবাদমূলক ঘটনার *কাভারেজ*-এর সঙ্গে ঐ ঘটনার ফলশ্রুতির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা এবং কোনো *নন্দঘোষের* সন্ধান কিংবা কাউকে কৃতিত্ব দেওয়ার ব্যাপারটার মধ্যে দিয়ে আসলে সংবাদ-মাধ্যমগুলিকে সুবিধেজনক ' নন্দঘোষ' কিংবা নায়ক বানানো হয়। সংবাদপত্র (ক্ষেত্র) অবশ্য তেমন নায়ক হতে যে অনিচ্ছুক তাও নয় কিংবা মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর আওতায় দেওয়া অধিকার ও স্বাধীনতা হেফাজত করার দাম হিসাব বিবেচিত দুর্ভাগ্য-বিপর্যয়ের জন্য দোষ ঘাড়ে নিতেও খুব একটা কুণ্ঠিতও নয়। ভালো-মন্দ যা-ই হোক, সমাজে সংবাদপত্রের প্রভাবের সিংহভাগই অনেক বেশি প্রচ্ছন্ন, সূক্ষ্ম ও পরোক্ষ।

তথ্যজ্ঞাপক ও মধ্যস্থ হিসাবে রিপোর্টার

আমাদের সমাজে সংবাদ-মাধ্যমের ভূমিকাটির মূল্য পরিপূর্ণভাবে বুঝতে হলে, একথা বুঝতে হবে, স্বীকার করতে হবে যে, কোনো সম্পাদকীয় লেখা না হোক, কোনো কলাম লেখা না হোক কিংবা কোনো সংবাদ কাহিনী লেখা না হোক বা পড়া না হোক, সম্প্রচারিত না হোক বা খবরও কেউ না শুনুক তবু সাংবাদিকের একটা প্রভাব প্রতিক্রিয়া আছেই। ঐ সাংবাদিক কেবল খবরের সূত্রগুলির সাথে কথা বলে, খবর তথ্য ইত্যাদি যোগাড় করেও তিনি একটি সংবাদযোগ্য ঘটনা বা ইস্যুর ফলশ্রুতি বা পরিণতির একটা চেহারা গড়ে তুলতে পারেন।

খবরের সূত্রগুলিকে পরিজ্ঞাত করা

যখন খবরের কোনো সূত্রকে এমন কিছু বলার বা জানাবার দরকার পড়ে যা ঐ খবরের সূত্রের জানা রয়েছে বলে মনে করা হয় এমন ক্ষেত্রে কোনো কোনো সময়

www.pathagar.com

রিপোর্টার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। ক্যালিফোর্ণিয়ার সাগর উপকূলে একটা নৌদুর্ঘটনায় এক ব্যক্তি ডুবে মারা যায়। কয়েকজন জখম হয়। এ ঘটনার কয়েক ঘন্টা পর একটি আভ্যন্তরীণ খবরের কাগজের রিপোর্টার সলিল সমাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তির বাড়িতে টেলিফোন করতে গিয়ে বিব্রত বোধ করেন এই ভেবে যে, যে লোক ফোন ধরবে বা কথা বলবে সে খবর পেয়ে হয়তো বা খুব ঘাবড়ে যাবে। ঐ রিপোর্টারের তখন এমন মনে হতে পারে যে, যে ব্যক্তি মারা গেছে তার পরিবারের লোকেরা অতিমাত্রায় মানসিকভাবে স্পর্শকাতর। আর তেমন অনুমানের বেলায় রিপোর্টার এও ধরে নিতে পারেন পরিবারের প্রত্যক্ষ কোনো সদস্যের কাছে দুঃসংবাদটা সরাসরি বলার চেয়ে বরং ঐ বাসায় পড়শী কেউ থাকলে কিংবা ঐ ব্যক্তির কোনো জ্ঞাতি আত্মীয়কেই বলা শ্রেয় হবে। সেই খবরটা পরে সে পরিবারের কাউকে জানাবে। দেখা গেল, রিপোর্টার ফোন করার পর অন্যপ্রান্তে খুবই প্রফুল্ল সাড়া পাওয়া গেল। রীতিমতো খোশমেজাজী *হ্যালোই* বলা যায়। আর তারপর যিনি মারা গেলেন তাঁর ওপর শোকজ্ঞাপক পটভূমিমূলক লেখার জন্য তথ্য জোগাড় করা হবে কি খোদ রিপোর্টার সাহেবই ঐ পরিবারের কাছে দূর্ঘটনার খবর প্রথমবারের মতো জানিয়ে আরও বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার সূত্র হিসেবে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার টেলিফোন নম্বরটি পর্যন্ত ঐ পরিবারকে জানান। দূরের কোনো এক অঙ্গরাজ্যে এক প্রাইভেট বিমান দূর্ঘটনায় একজন স্থানীয় মহিলা প্রাণ হারান। ঐ এলাকা সম্পর্কে এপি'র এক রিপোর্টে বিমান দূর্ঘটনার খবরটি পড়ে এক রিপোর্টার নিহত মহিলার বাড়িতে ফোন করলেন। উদ্দেশ্য, কিছু বাড়তি তথ্য সংগ্রহ করা। কিন্তু দেখা গেল, তখনও বাড়ির লোকজন দূর্ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানে না। রিপোর্টার সাহেব তাই নতুন কোনো তথ্যই পেলেন না। স্বাভাবিক কারণেই বাড়ির লোকেরা পরে তাঁকে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেয়।

যেসব লোকের খবরের সূত্র হবার কথা তাদেরকে খবর বা তথ্য যোগানোর ব্যাপারে রিপোর্টার কী ভুমিকা পালন করতে পারে তার বিশদ বিবরণ এ দৃষ্টান্তে পাওয়া যাবে। এখানে ভুমিকা ও নিয়মবিধি দুটিই বদলে গেছে। বাস্তব তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহকার রিপোর্টার হবার পরিবর্তে ঐ সাংবাদিক এক্ষেত্রে এমনভাবে ও এমন এক সময়ে খবরের সূএকে 'তথ্য' জানান যার জন্য ঐ খবরের সূত্র সাংবাদিকটিকে চিরদিন মনে রাখবেন। এটা কি করে কেমন করে? *করোনার* (অপঘাত মৃত্যুজনিত বা খুনের মামলার বিচারক) ও মেডিক্যাল পরীক্ষক যাঁরা এধরনের হাজারো মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী তাঁরাও স্বীকার করেন, এধরনের বিষাদভারী খবরকে অপেক্ষাকৃত লঘু ও কম আঘাতজনক করার কোনো ফর্মূলাই আসলে নেই। এধরনের খবরের রিপোর্টারকে অবশ্যই সোজা কথায় সহমর্মী ও সহানুভূতিশীল হতে হবে। তাঁকে তথ্যও যোগাতে হবে, দুঃখ প্রকাশও করতে হবে। খবরের সূত্র হিসাবে কেউ দরকারের সময়টা মোটামুটি ফ্রী ও একা আছেন কিনা

www.pathagar.com

কিংবা তার কোনো পড়শীর সাথে যোগাযোগ করা যায় কি না- এটাও আগে থেকে স্থির করে নেওয়া সুবিবেচনার কাজ হবে। ঠিক একইভাবে ঐ পড়শীটির মতো একই উদ্দেশ্যে শোকপ্রাপ্ত ব্যক্তির কোনো আত্মীয় কিংবা মৃতের পরিবারকে সাহায্য-সহায়তা করছেন এমন ধর্মযাজকের সঙ্গেও যোগাযোগ করা যেতে পারে। টেলিফোনে কথা বলার সময় হঠাৎ করে কথা ছেঁটে টেলিফোনের রিসিভার ঠক করে ক্রেডলে রেখে দেওয়া কিংবা খবরের সূত্রের সঙ্গে অন্তত কিছু খবরাখবরের আদান-প্রদান না করাটা ভাল নয়। পরিস্থিতি বুঝে রিপোর্টার কিছু জিজ্ঞাসাও করতে পারেন কিংবা খবরের সূত্রের সঙ্গে দেখা করতেযেতেও পারেন। পরে আবার তাঁকে বা অন্য কাউকে টেলিফোনও করা যেতে পারে।

এ ধরনের আদান-প্রদান বা যোগাযোগ ঐ রিপোর্টারের জন্য অস্বস্তিকর।[৫] কেননা, তিনি তথ্য যোগাড় করে সেটাকে এক নৈর্ব্যক্তিক শ্রোতৃবর্গের কাছে পৌঁছে দেবার কাছেই অভ্যস্থ। এহেন রিপোর্টার নিজে এমন পরিস্থিতিতে হঠাৎ করেই 'খবরের সূত্র' হয়ে যান। আর তিনি ঐসব লোকদের কাছেই খবর পৌঁছান যেসব লোকের আসলে তাঁকে বরং বলার কথা ছিল, কী ঘটনা ঘটেছে। আসলে, এই হ'ল রিপোর্টিং বলতে যা কিছু বোঝায়।

কিন্তু না, সত্যিকার অর্থে তা-ও নয়। রিপোর্টাররা প্রায়ই অসতর্কতার কারণে ও অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাঁদের সংবাদ-কাহিনীতে অভিমত, মতামত, ধারণা ও প্রত্যাশা-অনুমান ব্যক্ত করে ফেলেন। কোনো কোনো সময় আবার রিপোর্টাররা তথ্যের অতো অসতর্ক ও অনিচ্ছাকৃত আদান-প্রদানও করেন না। '৭০-এর দশকে যে বিশেষজ্ঞতাধর্মী যে বিশেষ ধরনের সংবাদ প্রতিবেদনের ধারা গড়ে ওঠে ও বিকাশ লাভ করে তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হবার কারণেই খোদ রিপোর্টাররা লোক ও সরকারী কর্মকর্তা যারা শক্ত ও কঠিন সব সমস্যার সমাধান চান তাঁদের কাছে তথ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হয়ে উঠেছেন।

ফিনিক্স-এর *আরিজোনা রিপাবলিক* পত্রিকার অনুসন্ধানী রিপোর্টার ডোনাল্ড বোলেস ১৯৭৬ সনে তাঁর গাড়িতে গোপনে পেতে রাখা বোমার বিস্ফোরণে প্রাণ হারান। অনুমান করা হয়, আরিজোনা অঙ্গরাজ্যে জমি বা বিষয় সম্পত্তি নিয়ে নানা জালিয়াতিমূলক ঘটনা সম্পর্কে তিনি প্রচুর মূল্যবান খবরাখবর রাখতেন। তিনি এ বিষয়ে এর আগে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের অপরাধ সংক্রান্ত বাছাই কমিটির এজলাসে সাক্ষ্যও প্রদান করেন। নানা সংবাদ প্রতিবেদনের সুবাদে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সুসংগঠিত অপরাধচক্রসমূহ ও তাদের নাগাল পাওয়ার জন্যে ব্যস্ত অপরাধদমন সংস্থাগুলির মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ সূত্র। কিন্তু মিঃ বোলেসের ঐ সহিংস হত্যাকান্ড অনুসন্ধানী সম্পাদক ও রিপোর্টারদের দমাতে পারে নি। বরং তাঁরা

www.pathagar.com

আরও প্রেরণাদীপ্ত ও উদ্যমী হয়ে ওঠেন। আর এরই ফলশ্রুতিতে জন্ম লাভ করে *ইনভেসটিগেটিভ রিপোর্টারস অ্যান্ড এডিটর্স* (আই আর ই), ইন্‌ক। মিঃ বোলেস অবশ্য নিজেই মৃত্যুর বছর খানেক আগে এ সংগঠনের গোড়াপত্তনে সাহায্য করেন। এরপর স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে একদল সাংবাদিক মিঃ বোলেসের অসমাপ্ত কাজের ওপর কয়েকটি প্রতিবেদন বা নিবন্ধ লেখা তৈরি করার জন্যে আরিজোনায় আসেন। তাঁদের এ কাজের উদ্দেশ্য ছিল এটা প্রমাণ করা যে, মিঃ বোলেসকে হত্যা করে আর যা-ই হোক রিপোর্টারদের দমানো কিংবা ঠেকানো যাবে না।

ডেস ময়নস রেজিস্টার পত্রিকার অন্যতম রিপোর্টার জেম্‌স রিসার কোনো কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে সাক্ষ্য না দিলেও তিনি খাদ্যশস্য রপ্তানীর বেলায় সংঘটিত দূর্নীতির ওপর রিপোর্টের জন্য পুলিৎজার পুরস্কারে সম্মানিত হন। তিনি স্বীকার করেন যে, দূর্নীতি দমনের জন্য যেসব আইন এখন প্রণয়ন পর্যায়ে রয়েছে ও এ ব্যাপারে আরও যেসব প্রস্তাব রয়েছে সে ব্যাপারে মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যরা তাঁর মতামত চান যা তাঁর জন্য বেশ বিব্রতকর। তাঁর এই অস্বস্তিবোধের কারণ এতে আসলে তিনি যে সংবাদ-কাহিনী *কাভার* করছেন তাতেই অংশীদার হবার বা জড়িয়ে পড়ার বিপদ দেখা দেয়। এক্ষেত্রে তাঁর প্রস্তাবিত সমাধান হচ্ছে, কংগ্রেসের কাছে এর যেসব বিকল্প খোলা রয়েছে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা বা কাজে লাগানো আর ভেতরের যেসব তথ্য পাওয়া যায় সেগুলি সরকারি কর্মকর্তাদেরকে পারস্পরিক ভিত্তিতে অবহিত করার ব্যবস্থা করা। তবে তিনি যাঁরা তাঁর খবরাখবরের সূত্র সেইসব সরকারি কর্মকর্তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোনো নীতির জন্য ওকালতি করা থেকে বিরত থাকেন।

বোলেস ও রিসারের কম করে হ'লেও দু'টি অতিরিক্ত সুবিধা ছিল যা খবরের সূত্রগুলির সঙ্গে কাজ করা সব রিপোর্টারের সবসময় হাতের নাগালে থাকে না। এক, বোলেস ও রিসার জানতেন, তাঁরা যেসব লোকের সাথে যোগাযোগ রাখছেন, কথা বলছেন, তাঁরা যে তথ্য চাচ্ছেন সেই তথ্য পরে কাজে লাগানো যেতে পারে। আর এক্ষেত্রে তাঁরা তাদের খবরের সূত্রের জিজ্ঞাস্যের জবাব দেবেন কি না দেবেন সেটা স্থির করার বিষয়টি একান্তভাবেই তাঁদের। এছাড়া, তাঁরা যদি জিজ্ঞাসার জবাব দেনও তাহ'লে সেক্ষেত্রে কী পরিসরে তাঁরা বাঞ্ছিত তথ্য ও অভিমত প্রদান করবেন সেটিও তাঁরাই স্থির করবেন।

সম্প্রতি কয়েক বছরের আদালতের রেকর্ডপত্র থেকে দেখা যায়, রিপোর্টারদেরকে অনেক সময় জেলের ভয় দেখিয়ে তথ্য প্রকাশ করার জন্য আদালতের আদেশ দেওয়া হয়। রিপোর্টার সংশ্লিষ্ট কোনো এক বিশেষজ্ঞতাসুলভ ভাবে সুপরিজ্ঞাত হওয়ার কারণে ও সমাজে বিরুদ্ধমতাবলম্বী গোষ্ঠিগুলির সঙ্গে এদের অনেকেরই যোগাযোগ থাকে---- এই ধারণার ভিত্তিতে জুরি, অ্যাটর্ণি জেনারেল, পুলিশ ও আরও অনেক সরকারি

www.pathagar.com

কর্মকর্তা আদালতের আদালতে উপস্থিত হয়ে বাধ্যতামূলকভাবে সাক্ষ্যদানের নির্দেশ, আদালত অবমাননার কার্যবিধি ও অন্যান্য আইনগত ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে থাকেন। খবরের রিপোর্টার ও সূত্রগুলি সম্পর্কের এ ধরনের নতুন সংজ্ঞায়ন একাধারে আমাদের জনসমাজে রিপোর্টারের ভূমিকা পরিবর্তনের প্রতীক ও লক্ষণ - উভয়ই বলা যায়।

ঐ রিপোর্টার যখন খবরের কাগজের একাধিক সূত্রের মধ্যে একটা সংলাপ সংযোগ গড়ে তোলেন তখন সে ব্যাপারটা ঐ রিপোর্টারের জন্য এক সুদূরপ্রসারী ভূমিকা হয়ে ওঠে যদিও ঐ ভূমিকায় এমন কিছু নাটকীয় নয়। বস্তুত পক্ষে, ভূমিকাটি খুবই আটপৌরে। রিপোর্টার ও খবরের সূত্র উভয়পক্ষই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এর ঝুঁকির দিকটা সম্পর্কে আদৌ তেমন খেয়ালে রাখেন না, ব্যাপারটা এমন সাধারণ ও সচরাচর বলেই। তাছাড়া, এতে আস্থার বিষয়টিই বা কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ তা-ও তলিয়ে দেখেন না। রিপোর্টার ও সংবাদসূত্রের এধরনের সম্পর্কসূত্রে রিপোর্টার একটি সূত্র থেকে তথ্য পেয়ে আরেকটি সূত্রকে প্রথম সূত্রের তথ্য ও মন্তব্যের ব্যাপারে তাঁর সাড়া কী জানতে চান। বিতর্কিত ও তুলনামূলকভাবে ক্রমঘটমান ও প্রকাশমান সংবাদ-কাহিনীর ওপরই রিপোর্টার সাধারণত এ ধরনের সংলাপ যোগাযোগ গড়ে তোলেন। এই রিপোর্টার খবরের সূত্রগুলির মধ্যে আগুপিছু ছুটোছুটিমূলক যোগাযোগ করে কাজ করতে অথবা এই আলোচনা-সংলাপ যোগাযোগে তৃতীয় কিংবা চতুর্থ খবরের সূএকে জড়িত করতে পারেন। আর এ পরিস্থিতিতেও সংবাদসূত্রগুলির কেউই একে অন্যের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে না।

এধরনের আদান-প্রদান তথা যোগাযোগে যা কিছু অনুমান করা হয় তার মাঝে একজন রিপোর্টারের যোগ্যতায় খবরের কোনো সূত্র কতোখানি আস্থাবান কিংবা তাঁর একটা অভিমত বিভিন্ন স্তরে জ্ঞাপন করানোর ব্যাপারে খবরের সূত্রের প্রত্যাশা কিংবা এ দু'টির একটি কিছু সমন্বয়ের প্রতিফলন ঘটতে পারে। খবরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্র যদি কিছু বলার জন্য রিপোর্টারের অনুরোধে সাড়া দেন তাহ'লে সেক্ষেত্রে এমন একটা ধারণা ঐ সুত্র করে যে, রিপোর্টার খবরের মূল সুত্রের সঠিক বরাত বা ভাষ্য যথাপ্রাসঙ্গিকতায় দিচ্ছেন। তাঁরা আরও অনুমান করেন যে, রিপোর্টার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোনোভাবেই কেবলমাত্র একটা সংবাদ-কাহিনী গড়ার জন্য তাদেরকে বিভ্রান্ত করছেন না। আর রিপোর্টারের প্রশ্নের ভিত্তিতে তাঁরা যেসব মন্তব্য করেছেন তার মাঝে একটা সমস্যার একেবারের মর্মমূল খুলে ও তুলে ধরা হয়েছে, সহজেই খন্ডনযোগ্য কোনো নিছক লঘু ইস্যুর এটা বয়ানমাত্র নয়। বস্তুতপক্ষে এ হচ্ছে এক অপূর্ব চমৎকার প্রক্রিয়া। এর আংশিক কারণ, খবরের অনেক সুত্রই সময়মতো কথা বলতে পারার সুযোগকে স্বাগত জানিয়ে থাকেন। তবে যদি পরবর্তী পর্যায়ের খবরের সুত্রগুলির এমন মনে হয় যে, রিপোর্টার তাঁদেরকে বিভ্রান্ত করেছে ও তাঁরা সরল বিশ্বাসে যেসব মন্তব্য

www.pathagar.com

করেছেন সেগুলি খবরের প্রথম সূত্রের তুলনায় মোটেই লক্ষ্যভেদ করতে আদৌ সক্ষম হয় নি তাহ'লে এই প্রক্রিয়ার ক্ষতি হতে পারে।

রিপোর্টারেরও এই প্রক্রিয়ায় ঝুঁকি রয়েছে। কেননা, তাঁর কাজ এমনকি নির্ভুল, সঠিক ও সম্পূর্ণ হওয়ার পরেও খবরের সূত্রগুলি মতপার্থক্য কিছু দেখা দিলে সেটার একটা রফায় পৌঁছোতে পারে এই বলে যে, যে ভুল বোঝাবুঝির কথা বলা হচ্ছে সেটা আসলে খবরের কাগজই বানিয়ে - ফেনিয়ে তৈরি করেছে। আর এ হচ্ছে রিপোর্টার তথ্যজ্ঞাপকের ভূমিকা নিতে গিয়ে যে ঝুঁকিতে পড়েন তারই একটি অংশবিশেষ।

রিপোর্টারের মধ্যস্থের ভূমিকা

বিভিন্ন সংবাদসূত্রের মাঝে রিপোর্টার মধ্যস্থ হিসাবে কাজ করতে পারেন। তিনি খবরের সূত্র ও খবরের শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের মধ্যে যে সুপরিচিত ভূমিকাটি পালন করেন - এ ভূমিকাটিও ঠিক সেরকমই।

রিপোর্টারের মধ্যস্থের এই ভূমিকাটি অপেক্ষাকৃত ছোট জনপদ-লোকালয়েই তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশি নজরে পড়ে। এধরনের লোকালয়ের রিপোর্টার বা সম্পাদকের সঙ্গে ধর্মীয়, সামাজিক ও পেশাদার মহলের খবরের সূত্রগুলির প্রতিদিনই যোগাযোগ ঘটে। স্থানীয় জনসমাজের ওপর ঐ ছোট শহরের সম্পাদকের একটা প্রভাব থাকতে পারে। এর কারণ, তিনি ঐ জনসমাজের গণ্যমান্য লোকদের সঙ্গে নিয়মিত আলাপ-আলোচনা করেন। কিন্তু তাঁদের এসব কথা বা ভাববিনিময়ের বিষয়বস্তু কখনও প্রকাশ পায় না। উত্তর ডাকোটা অঙ্গরাজ্যের প্রবীণ সাংবাদিক পল স্মিট জানান, তিনি যখন এন্ডারলিনে সম্পাদকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন তখন সেখানকার একজন নগর পরিষদ সদস্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। ঐ ভদ্রলোকের কাছ থেকে চমৎকার সব আইডিয়া নিতেন। তারপর ঐ নগর পরিষদ সদস্য ঐসব ধারণা বাস্তবায়নে নগর পরিষদকে কাজে লাগিয়ে দিতেন বা তাতে বাধ্য করতেন। আর তারপর যখন বিষয়টি খবরের কাগজে ছাপা ও সমর্থিত হ'ত তখন তার কৃতিত্বটুকু নিজে নিতেন।

বড় শহরগুলিতেও একই ঘটনা ঘটে। এখানে একজন রিপোর্টার সপ্তাহখানেকের মধ্যেই বেশ কয়েকজন সিদ্ধান্ত প্রণেতার সঙ্গে কথা বলে, একের ধারণা অন্যের কাছে চালান করে দিয়ে একটি ধারণাকে উপ্ত করতে পারেন। আসলে সরকারী এজেন্সীগুলি যতো না নিজেদের মধ্যে তথ্য বিনিময় করতে পারে, একজন প্রতিবেদক তারচেয়েও সরকারী এজেন্সীগুলির সঙ্গে অনেকবেশি বাকবিনিময় করতে পারেন। যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারেন।

নগর, শহর, কাউন্টি, অঙ্গরাজ্য ও ফেডারেল পর্যায়ের সরকারি এজেন্সিগুলি কোনো কোনো সময় প্রায় স্বাধীনভাবে কাজ করতে চায় যদিও একান্তভাবেই ধরে নেওয়া হয় যে, তারা সকলে একই ব্যক্তিসত্ত্বা তথা করদাতার জন্য কাজ করে। ধরা

www.pathagar.com

যাক, কেন্টাকি অঙ্গরাজ্যের জন্য চিত্তবিনোদন এলাকায় শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার জন্য এক মহতী পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু ঐ অঙ্গরাজ্যের সীমান্ত বরাবর সংলগ্ন ইলিনয়, ইন্ডিয়ানা, ওহায়ো, পশ্চিম ভার্জিনিয়া, টেনেসি ও মিসৌরি অঙ্গরাজ্যের অনুরূপ ধরনের কার্যক্রমগুলি তাতে কোনো বিবেচনাই পেল না কিংবা আরও ছোট পরিসরে ধরা যাক, ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের বেকার্সফিল্ডের নগর পরিকল্পনা প্রণেতারা হয়তো বেকার্সফিল্ড শহরের ঠিক গা ঘেঁষেই কার্ণ কাউন্টির পরিকল্পনাবিদেরা কী করছেন সে ব্যাপারে কোনো তোয়াক্কা না করেই নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা করছেন।

সরকারি এজেন্সিগুলি যেভাবে কাজ করে তারচেয়ে খবরের *কাভারেজ* - এর দায়িত্ব অর্পণের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই অনেক বেশি সুপ্রযুক্ত ও যুক্তিসম্মত হয়ে থাকে। *দ্য ক্যালিফোর্নিয়ান* পত্রিকার জন্য বেকার্সফিল্ড নগর পরিকল্পনা সংস্থার কাভারেজ-এর দায়িত্ব যে সাংবাদিকেরই হোক না কেন, ঐ স্থানীয় খবরের কাগজটি কার্ণ কাউন্টি পরিকল্পনা প্রণয়নের খবরেরও *কাভারেজ* করতে পারে। আর যদি ঘটনা সেরকমই হয়, তাহ'লে অন্তত ঐ পত্রিকার রিপোর্টারের মাধ্যমে হলেও কাউন্টি ও নগর পরিকল্পনাবিদেরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ গড়তে পারেন। এতে কাউন্টি ও নগর পরিকল্পনার মধ্যে সংঘাতগুলি আবিষ্কৃত ও আলোচিত হতে পারে ও সেই সংবাদ-কাহিনী কাগজে ছাপা না হয়েও সমস্যাগুলির প্রতিকারও হতে পারে। ঐ রিপোর্টার হয়তো জানবেনই না যে, ঐ নগর ও কাউন্টি পরিকল্পনার মধ্যে এধরনের সংঘাতের অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু তিনি যদি যাবার পথে শুধুমাত্র কাউন্টি কার্যালয়ে (কোর্টহাউসে) একটুখানি থেমে ও কাউন্টি পরিকল্পনাবিদদের সঙ্গে অল্প সময়ের জন্য হলেও আলাপ করে নগর ও কাউন্টি যে সীমারেখায় মিলেছে সেই বরাবর ভূমি উন্নয়নের ব্যাপারে সুবিবেচনাপ্রসূত ও বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনার জন্য যে তথ্য দরকার তার আদান-প্রদান করতে পারেন।

খবরের সূত্রগুলি রিপোর্টারের অজান্তে বা জ্ঞাতসারে তাঁকে মধ্যস্থ হিসাবে কাজে লাগাতে পারে। হোডিং কার্টারের অন্যতম পরিচয় তিনি একজন খবরের কাগজের সম্পাদক। তিনি মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগের অন্যতম মুখপাত্র এবং খবরের কাগজের একজন সমালোচকও। সেই হোডিং কার্টার এই মর্মে অভিমত ব্যক্ত করে বলেন ঃ

> রিপোর্টার রয়েছেন একজন বিনীত আবেদনকারীর ভূমিকায়। আপনি সংবাদসূত্র। আপনার কাছে এমন কিছু আছে যা রিপোর্টার চান। আর সেটি হচ্ছে তথ্য। আপনি একজন কর্মকর্তা। আপনি যদি এই নিরিখেই গোটা বিষয়টি দেখেন তাহ'লে আপনাকেও অসুবিধায় পড়তে হবে, কেননা, রিপোর্টারেরও এমন কিছু আছে যা আপনার দরকার। আপনি চান জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ রাখতে। এটি মনে রাখাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, রিপোর্টাররাও কিছু কিছু সূত্রের যোগান দিতে

www.pathagar.com

পারেন ও যোগাযোগের পথ করে দিতে পারেন যাতে করে 'জনগণের বার্তা' তাদের বিপক্ষ ও মিত্র-উভয় তরফের কাছেই পৌঁছে দেওয়া যায়।[৬]

রিপোর্টারের মধ্যস্থের ভূমিকাটির চেহারা একবার খুবই খারাপ আদলে ফুটে ওঠে। ঘটনাটি ঘটে ১৯৭১ সনে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে। এটি এক বিরল নজির। এতে রিপোর্টারের ভূমিকাটি দারুণ মসীলিপ্ত হয়েছে। ঐ ঘটনায় বিখ্যাত *নিউইয়র্ক টাইম্‌স* পত্রিকার টম উইকারকে উত্তরাঞ্চলীয় অ্যাটিকা কারাগারে যেতে হয়। ঐ কারাগারের বন্দীরা ঐ সময় বিদ্রোহ করেছিল। ঐসব বিদ্রোহী কারাবন্দী ও কারা কর্তৃপক্ষের মধ্যে সালিসী করার জন্যই কয়েকজন ব্যক্তির সাথে উইকারও আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে যান। উইকার তাঁর *এ টাইম টু ডাই* (Quadrangie/New York Times) গ্রন্থে তাঁর রিপোর্টার জীবনের এই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা তথা কাহিনীর কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন। কারাবিদ্রোহের ঐ ঘটনায় জিম্মিদের নিয়ে মোট ৪৩ ব্যক্তি প্রাণ হারায়। এদের মধ্যে মাত্র একজন ছাড়া সকলেই প্রাণ হারায় পুলিশের গুলিতে। সালিসী আলোচনা ব্যর্থ হলে আইন প্রয়োগকারী বাহিনী বলপ্রয়োগে ঐ কারাঅঙ্গণটি পুনর্দখল করে।

অ্যাটিকা কারাগারে মধ্যস্থ হিসাবে উইকারের উপস্থিতির কারণে রিপোর্টার হিসাবে তাঁর ভূমিকার কোনো অপব্যবহার বা অপপ্রয়োগ হতে পারে নি। মিঃ উইকার যে এতে জড়িত হচ্ছেন আগে থেকেই সরল ভাষায় এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়। অবশ্য প্রায়ক্ষেত্রেই মধ্যস্থ বা তথ্যজ্ঞাপক হিসাবে রিপোর্টারের এই ভূমিকাটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয় বরং তা সূক্ষ্ম, প্রচ্ছন্ন ও নেহাতই আকস্মিক।

কোনো কোনো সময় আবশ্যিকভাবেই খবরের সূত্রগুলির সাথে রিপোর্টারদের তথ্যের আদান-প্রদান করতে হয়। ওদেরকে পরিজ্ঞাতও করতে হয়। এর সুবিধা হ'ল এই যে, খবরের পাঠক/দর্শক/শ্রোতৃমন্ডলী তাঁদের জিজ্ঞাস্যের যে জবাব প্রত্যাশা করেন তা পরিবেশনের জন্য খবরের সূত্রগুলির কাছ থেকে আরও বেশি সুপরিজ্ঞাত তথ্য সম্বলিত সাড়া পাওয়া যায়। রিপোর্টার শুধুই একটি সূত্র থেকে আরেকটি সূত্রের কাছে তথ্য পাঠানোর *ডাকঘর* নয় বরং এই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় ঐ রিপোর্টার একজন অংশীদারও বটে। ঐ প্রক্রিয়ায় যা ঘটে সেটিকে কিভাবে তিনি প্রভাবিত করেন সে ব্যাপারে তিনি যতোখানি সংবেদনশীল ও সচেতন থাকবেন, তার পাঠকবর্গও ততোখানিই লাভবান হবেন।

বিকল্প সিদ্ধান্তপ্রণেতা বা সমাজকর্মী হিসাবে মধ্যস্থ ঃ মধ্যস্থ হিসাবে রিপোর্টার ও উপকারক হিসাবে রিপোর্টারের দুই ভূমিকাকে একজন কিভাবে আলাদা করে দেখবেন? কোনো রিপোর্টার কোনো সংবাদ-কাহিনী আদৌ না লিখেও তিনি প্রভাব খাটান বলে

www.pathagar.com

কেউ যখন উল্লেখ করে তখন ঠিক তারপরে কী ঘটবে সেটি অনুমান করা যায়। সেই ক্ষেত্রে সমাজের সমস্যাগুলির ও রাজনৈতিক সংঘাতের নিরসন করাকেই ঐ রিপোর্টারের প্রাথমিক ভূমিকা হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। আসলে, একজন রিপোর্টার কোনো সংবাদ-কাহিনী না লিখেও যদি কঠিন পরিস্থিতির প্রতিকার করতে পারেন, তাহ'লে সেটি কেন তিনি করবেন না? এই ভূমিকাটি তিনটি কারণে আকর্ষণীয় ঃ

১. রিপোর্টার এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে, সাংবাদিকতার চূড়ান্ত লক্ষ্য সমাজের অবস্থার উন্নয়ন এবং পৃথিবীকে আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় ও যত্ন-পরিচর্যাময় করে তোলা। যেসব বাবা-মা চাকরি বা আইনে কাজ করেন তাদের বাচ্চাদের দিবা-পরিচর্যাকেন্দ্র ভর্তুকি দেবার জন্য অঙ্গরাজ্য বা নগর বাজেট বাড়ানোর একটি সামান্য উদ্যোগ নিয়েই রিপোর্টার একাজটি করতে পারেন। আর সুপজ্ঞাত জনসমষ্টির সাড়া-প্রতিক্রিয়ার ওপরই যদি এ ব্যাপারে একান্ত নির্ভরশীল হতে হয় তাহ'লে ঐ পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য রিপোর্টার সংশ্লিষ্ট জনসমষ্টির বিকল্প প্রতিনিধিত্ব না করলে ও খবর না লিখে পরিবর্তনের জন্য নিরন্তর লগ্নি না করলে এ পরিবর্তন আসতে আরও ঢের বেশি সময় লেগে যাবে।

২. ক্ষমতার কেন্দ্রের খুব কাছাকাছি যাওয়ার ব্যাপার থেকে রিপোর্টারের মাথায় একটা ভারী অনুভূতি চেপে বসে। আর সেটি হ'ল ঐ কেন্দ্রটি কোনো ছোট শহরের অঞ্চল। নির্ধারক ও পরিকল্পনা প্রণেতা কমিশনের মতো ছোট কিছু না মার্কিন প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের মতো অতিকায়, আজদাঁহা কি না। কেউ ক্ষমতাধর জনগণের আস্থাভাজন হলে কিংবা তাদের কাছে পরিচিত হ'লে, ঐ জনসমষ্টি কি অসুবিধা ভোগ করছে তা বুঝতে তাদের সাথে সহযোগিতা করতে সুবিধা হয়। ঐ লোকটি তখন জনগণের ঐ দলে ভিড়ে যায় আর দ্বন্দ্বমান ক্ষমতার কেন্দ্রগুলির মধ্যে মধ্যস্থের ভূমিকাটি রীতিমতো উপভোগ করে।

৩. সঠিক হোক আর বেঠিক হোক খবরের প্রায় সকল সূত্রই মনে করেন যে, তাঁরাই অন্যের চেয়ে 'বড় বড় বিষয়' বা ঘটনা প্রবাহকে আরও ভালো বোঝেন। আর তাঁদের এমন আশঙ্কাও থাকতে পারে যে, "সংবাদপত্রের ক্ষমতা" অনেক মহৎ কার্যক্রমকে ভেস্তে দিতে পারে। এখানে ভুল সংবাদ-কাহিনী, সেখানে বেঠিক বরাত, ইত্যাদির কারণে রিপোর্টার সমাজ-উন্নয়নের বিরাট সম্ভাবনাময় একটি কার্যক্রমকে নস্যাৎ করে দিতে পারে। কোনো সংবাদসূত্র যদি কোনো রিপোর্টারকে আগে থেকে এই মর্মে হুঁশিয়ার করে দেয় যে, ঘটনার অসম্পূর্ণ ও গলদ তথ্যযুক্ত সংবাদ-কাহিনী প্রকাশ করলে নিদারুণ ক্ষতি হয়ে যেতে পারে তাহ'লে সেক্ষেত্রে ঐ রিপোর্টারের পক্ষে এই সিদ্ধান্তই নেওয়াই বরং ভালো যে, সংবাদ-কাহিনীটি না লেখাই সকলের স্বার্থের অনুকূল হবে। এমনকি, কোনো সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকির মেয়াদ অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত ঐ

www.pathagar.com

সংবাদ-কাহিনীটি ছাপা বিলম্বিত করার আপসরফা কাজের পক্ষেই বরং যুক্তির পাল্লা ভারী হতে পারে।

সংবাদ-কাহিনীর ফলাফল

রিপোর্টার, সংবাদ-শ্রোতা/পাঠক ও খবরের সূত্রগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক তখনই সর্বাধিক হয় যখন সংবাদ-কাহিনীর ক্ষতিকর ফলাফলের দিকে আলোচনা গড়ায়। অভিযোগ ওঠে, ছাপা ও সম্প্রচারিত খবরের বিবরণ সুনাম নষ্ট করে, মানুষের জীবন নস্যাৎ করে দেয়, এমনকি, জীবনহানিরও কারণ হয়। এতে স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। কোনো অঞ্চলে শিল্প-কারখানা স্থাপনের সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অপরাধমূলক ও সমাজবিরোধী তৎপরতা উৎসাহিত হয়, একান্ততা ক্ষুণ্ন হয়। *সংখ্যালগ্ন* জনগোষ্ঠিগুলির স্বার্থের প্রতি কিংবা প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির প্রতি ঔদাসীন্য দেখা দেয়। ও অন্যান্য সমস্যার জন্ম হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এইসব অনাচার ও অভিশপ্ত বিষয়গুলিকেই সংক্ষিপ্ত ও সমষ্টিগত নামেই সংবাদ-মাধ্যমগুলির বিরুদ্ধে "অতিমাত্রায়" খারাপ খবর ছাপার অভিযোগ তোলা হয়।

এদিকে, এই অভিযোগের আলোকে সাংবাদিকের আংশিক জবাব হ'লো ঃ যা খবর শুধু তাই-ই তাঁরা রিপোর্ট করেন। খবর 'মন্দ' বলে লোকে বার্তাবাহককে পারলে খতম করে দেয় আর কি! আর সমাজে যা ঘটছে সেটির অধিকার দিয়েছে মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনী। [৭] মতের এই পার্থক্যগুলির কারণগুলি নিম্নরূপ ঃ

১. খবরের রিপোর্টারের কাছে বিতর্ক প্রায়ই 'খবর' বলে বিবেচিত; ওটি ভালো কিংবা মন্দ সেটি বড় কথা নয়। বিতর্ক প্রায়ই সুস্থ্য সমাজের একটি সূচক বলে গণ্য। বিতর্ক সমস্যার স্বীকৃতি আর সেই একই সমস্যার লক্ষ্যেই নিবেদিত। লোক কর্মকর্তা ও শিক্ষাদাতারাসহ খবরের সকল সূত্র ও অন্যানের কাছে বিতর্ক খারাপ জিনিস। কোনো ব্যবস্থা কাজ করছে না তারই সাক্ষ্য হিসাবে ধরা হয় বিতর্ককে কিংবা মনে করা হয় এটি এমন একটি কিছু যা খবরের মাধ্যমগুলি বানিয়েছে। একজন পর্যবেক্ষক উল্লেখ করেছেন, "ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলার জন্য কোনো কিছুই তুচ্ছ হতে পারে না বলে জনমনে যে ধারণা রয়েছে, আমার আশঙ্কা সংবাদক্ষেত্রের ভাঙাচোরা ভাবমূর্তি গড়ে ওঠার পেছনে এটি অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ কারণ।" [৮]

২. সাংবাদিকতা নিয়ে ঝড় তোলা বিতর্কে আরও পক্ষ সমর্থনে সম্পাদক ও বার্তা পরিচালকরা দূর্নীতি বা অন্যান্য সামাজিক সমস্যার সংবাদ-বিবরণীর কারণে যেসব আইন-কানুন ও অন্যান্য সংস্কার ঘটে থাকে সেগুলির নজির দেন। এগুলির বিরুদ্ধে পাল্টা যুক্তি খাড়া করে আবার সমালোচকরা বলেন, সংবাদ মাধ্যম যদি এধরনের

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষ ফলের জন্য কৃতিত্ব দাবী করে তাহ'লে যখন ব্যাপার উল্টো ঘটে তখন সেই দায়িত্বও কি তাদের নেওয়া উচিত নয়?

৩. যারা জটিল সামাজিক সমস্যাগুলি বুঝতে চায় ও যারা নিজেরাই সমস্যা তৈরি করেছে ও সমস্যা জীইয়ে রেখেছে ও সে জন্য দায়িত্ব এড়াতে চাইছে - এই দুইপক্ষের উভয়পক্ষের জন্যই সংবাদ মাধ্যম হচ্ছে, হাতের নাগালে পাওয়ার ম'ত 'নন্দ ঘোষ'। নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন, লোক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিগ্রি-ডিপ্লোমা দানের আনুষ্ঠানিকতায় উপাসনা-প্রার্থনা অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে আপত্তি এবং লোক কর্মকর্তাদের একান্ত ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনার ম'ত ঘটনা লোকে সৃষ্ট বিতর্কের জন্য রুটিনমাফিক সংবাদপত্রের (সংবাদপত্রের) ও বাইরের বিক্ষোভকারীদের ঘাড়ে চাপানো হয়ে থাকে।

৪. সমস্যা বা দুর্ভাগ্যজনক নানা ঘটনা হয়তো হয়। কিন্তু যখনই ঐ সমস্যা বা ঘটনা খবরের *কাভারেজ*-এর মাধ্যমে একটি ভিত্তি পায় আর তাতে তথ্য বৃহত্তর জনসমাজে ছড়িয়ে পড়ে তখনই তারা আপত্তি জানায়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, নেশাগ্রস্তদের গ্রেপ্তার অভিযানের পরিণতি বা ফলাফলের জন্য ঐ গ্রেপ্তারের খবরের দোষারোপ করা হয় কিন্তু যারা এ ধরপাকড়ের কাজটি করলেন তাদেরকে দেখে দেওয়া হ'লো না। কিংবা কোনো তালাকের ঘটনা নিয়ে ধারণা করা হয় যে, আদালতের রেকর্ডভিত্তিক খবর বিতরণের কারণেই ব্যাপারটি আরও খারাপের দিকে মোড় নিল। এসবে স্বভাবতঃই একথা মনে করার কারণ ঘটে যে, সংবাদের যে রুটিন প্রক্রিয়ায় সরকারী রেকর্ডের বিষয়গুলি খবর আকারে ছাপা হয় সেগুলি এক ধরনের বৈধতার ভিত্তি পেয়েছে ও সমস্যা বেড়েছে। অথচ এ খবর ছাপা না হ'লে ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিরা হয়তো অচিরেই গোটা ব্যাপার বেমালুম ভুলে যেতো।

৫. সংবাদ-মাধ্যমগুলির প্রভাব-প্রতিক্রিয়াকে প্রায়ই অতিরঞ্জিত করা হয়। আর ঢালাওভাবে ঝটতি এমন রায়ও দিয়ে দেওয়া হয় যে, শ্রোতা/দর্শক/পাঠকেরা অথর্ব, ক্ষমতাহীন। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে যেভাবে বলা হয়। সেভাবে নাগরিকদের ভোট দিতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। খবরের কাগজের সংবাদ-কাহিনীতে একজন নির্বাচন প্রার্থীকে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে ফৌজদারি অপরাধের মামলা ঝুলছে বলে বিশ্বাসের অযোগ্য অভিহিত করার পরেও নাগরিকেরা ঐ প্রার্থীকে সমর্থন করেন। অবশ্য বিতর্কাতীত সংবাদ শ্রোতাপাঠকের সাড়া নিরূপন করাে চেয়ে বরং কোনো সংবাদ-কাহিনীর নিদারুণ পরিণতির সম্ভাবনাটির ওপর আলোকপাত করা কাজটি অনেক সহজ।

৬. খোদ সংবাদ-মাধ্যমগুলির ধারণা, কোনো কোনো খবরের কাভারেজ-এর ক্ষতিকর পরিণতি থাকে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায় ১৯৮৭-এর ১৯ অক্টোবরের কৃষ্ণ

www.pathagar.com

সোমবারে যখন নিউইয়র্ক স্টক একচেঞ্জের শেয়ার ও স্টকের দর অবিশ্বাস্য ৫০০ পয়েন্টের নীচে পড়ে গিয়ে ভুমিকম্পের প্রলয় অবস্থার সৃষ্টি করে তখন "খবরের কাগজের বহু সম্পাদকই খবরের শিরনাম ও সংবাদ-কাহিনীর কপি/লিপি থেকে *বিপর্যয়* বা ক্র্যাশ শব্দটি পুরোপুরি ছেঁটে দেন। এর কারণ, তাঁদের আশঙ্কা ছিল শেয়ার বাজারে তাহ'লে রীতিমতো আতঙ্ক শুরু হবে।" [৯] এই বিপর্যয়কে সম্পর্কিত করা হবে ১৯২৯-এর মহামন্দার সূচনাকারী বিপর্যয়ের সঙ্গে। এধরনের বিষয় সংবাদ-মাধ্যমগুলির বার্তা কক্ষে নিয়মিত আলোচনা হয়ে থাকে। এটি করা হয়, এই বিবেচনায় যে, খবরের কাভারেজ-এর প্রকৃতিজনিত কারণে একটি ঘটনার ফলাফল প্রভাবিত হতে পারে।

৭. পরিশেষে, বিভিন্ন ইস্যুর ওপর গণযোগাযোগ মাধ্যমগুলির কাভারেজ-এর প্রভাব প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি বড়জোর অসম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। *নিউ ইংল্যান্ড জার্ণাল অব মেডিসিন*-এ ১৯৮৬ সনে প্রকাশিত এক নিবন্ধের বিষয় থেকে মনে হয়, তরুণ-তরুণীদের আত্মহত্যার ওপর চারটি টিভি অনুষ্ঠান প্রচারিত হবার পর তাদের মধ্যে আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা বেড়ে যায় যদিও ঐ আত্মহত্যা প্রয়াসী তরুণ-তরুণী সংশ্লিষ্ট টিভি অনুষ্ঠানগুলি দেখেছিল কি না তা নির্ণয় করা যায় নি।[১০] তরুণ-তরুণীদের আত্মহত্যার ঘটনার সংবাদ কাভারেজ-এর বিষয়টি সুবিবেচনাপ্রসূত, এমনকি, প্রশংসাযোগ্য কাজ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি শ্রেণীকক্ষে আলোচনার অনুরূপ। এ ধরনের দু'ধারি সঙ্কটের বিষয়বস্তু পরিষ্কার ও স্পষ্ট। একদিকে তরুণ-তরুণীদের আত্মহত্যার বিষয়টিকে উপেক্ষা যেমন দায়িত্বহীনতার শামিল হবে, তেমনি অন্যদিকে, এ বিষয়টির ওপর খবর হলে অনুকারী আচরণ উৎসাহিত করা হবে। বিশেষ করে, গবেষকদের গবেষণার ফল যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহ'লে শেষোক্ত বিষয়টি সত্যি।

অবশ্য, এক্ষেত্রে উল্লিখিত ইস্যু নিয়ে অত্যন্ত পরিষ্কার উদ্বেগ-ভাবনার সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল যা আর যা-ই হোক ঝেড়ে ফেলা যাবে না। আমাদের সমাজে যা ঘটছে তা অন্যকে বলতে আমাদের ভয় পাওয়ার দরকার নেই। সংবাদ-কাহিনীগুলির মন্তব্য ফলাফলকে বেশি আলোকপাত সহকারে তুলে ধরার বোধগম্য কারণ থাকলেও আলোচ্য অধ্যায়ের মূল বিষয় হ'ল, কোনো বিষয়, ঘটনা বা ব্যক্তি সম্পর্কের রিপোর্ট লেখা ও ছাপা হবে কিনা তার উত্তম শর্ত ঐ ধরনের ফলাফল বা পরিণতি নয়। এর কারণ, খবরের রিপোর্টাররা ভবিষ্যদ্বাণী গণনা করে বলার চেয়ে সংবাদ-কাহিনীর বা সংবাদ-সূত্রের সঠিকতা, প্রেক্ষাপট ও বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ণয় করা কাজেই অধিকতর যোগ্য। কাজেই ফলাফল কল্পনার চেয়ে সংবাদের পাঠক/শ্রোতাদের স্বার্থ বেশি করে রক্ষিত হবে।

মিঃ/মিস 'নির্ধারক' হবার চেষ্টা ঃ সাদামাটা ক্লাসরুমের কাজ বা আলোচনায় সহজে বোঝা যায় ইচ্ছুক ছাত্ররা কেমন করে মিঃ/মিস নির্ধারক/নির্ধারিকা হতে চাইবে। এখন

www.pathagar.com

এমন একটি পরিস্থিতি খাড়া করুন যার আওতায় একজন প্রতিবেদককে বলা হবে, একটি সংবাদ-কাহিনী না লেখার জন্য যে কাহিনী (১) কারুর জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে? নয়তো (২) খবরের কাহিনীটি যেসব বিদঘুটে ফলাফল ডেকে আনতে পারে তার ঝুঁকি না নিয়েই সমস্যাটির হাতে-নাতেই নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে অধিকাংশ ছাত্রই (রিপোর্টার) সংবাদ কাহিনীটি না লেখার পক্ষেই মত প্রকাশ করবে।

একটি সমস্যা এরকম ঃ জেম্‌স হেনিংস নামে ৩২ বছরের একজন আসবাবপত্র বিক্রয় প্রতিনিধিকে সিঁদেল চুরির অপরাধে দিন কয়েক আগে গ্রেপ্তার করা হয়/খবরের কাগজে তার গ্রেপ্তারের খবরও ছাপা হয়। ইতিমধ্যে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ প্রত্যাহারও করা হয়। ফলে, ঐ খবরের আর কোনো অনুসৃতিমূলক কাহিনী বা অনুগামী ছাপার আবশ্যকতা দেখা দেয়। কিন্তু মিঃ হেনিংসের স্ত্রী সংশ্লিষ্ট খবরের কাগজের একজন সহকারী সম্পাদকের কাছে টেলিফোন করে তাঁকে বলেন, " আচ্ছা, যা হবার তো হয়েই গিয়েছে, এনিয়ে আবার একটি খবর কি না ছাপলেই নয়? মিঃ হেনিংস-এর 'বস' চুরিজনিত গ্রেপ্তারীর খবরটায় সত্যিই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এখন তিনি শান্ত হয়েছেন। গোটা বিষয় নিয়ে এর যদি প্রচার-প্রচারণা না হয় তাহ'লে তিনি জিমকে চাকরিতে রাখতে অনিচ্ছুক নন। কিন্তু অতীত ভুলবার নয়। সকলি গরল ভেল। আসল ঘটনা যা ঘটেছিল তাহ'লো এই যে, জিম কোনো লোকের কাছে তাদের আসবাবের দোকানের কিছু আসবাব রেখে দিয়েছিল। সেগুলি নিয়ে আসার পথে এই বিপত্তি। এখন যদি জিমের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ তুলে নেওয়ার পর এ সম্পর্কিত খবরটা আবার আপনারা ছাপেন তাহ'লে আবার গোটা ব্যাপারটা ফুলে-ফেঁপে ফেটে পড়বে আর জিম তার চাকরিটা খোয়াবে। আর দেখুন আমাদের ও চাকরিটা না থাকলেই নয়। আর জিম তো প্রাণপণে খাটে। কাজেই খবরটা দয়া করে ছাপবেন না।" এখন মিসেস হেনিংসকে কি বলা যাবে?

এর একটি সাধারণ ক্লাসরুম সুরাহা হচ্ছে জিমের 'বস'-এর টেলিফোন তুলে রিপোর্টার সাহেবের বলা যাতে করে জিম তার আটকে যাওয়া অবস্থা থেকে ছাড়া পায় ও তার কাজকর্মে স্বস্তি ফিরে আসে। আর একটি জবাব হতে পারে, ব্যাপারটি যাচাই করে দেখা। তাতে যদি দেখা যায়, জিম সত্যিই নিরপরাধ, তাহলে কাহিনীটি লেখা ঠিক হবে না। আর যদি দেখা যায়, 'দাল মে কুছ কালা হায়' তাহ'লে আর কথা নেই, সংবাদ-কাহিনীটি লিখে ফেলুন।

কোনো ছাত্রের কাছেই মনে হবে না যে, মিসেস হেনিংস সম্ভবত মিছে কথা বলছেন কিংবা জিম সত্যিকার অর্থেই দোষী কিনা সেটির জন্য সংবাদ-কাহিনীটি ছাপা হবে কি হবে না তা নির্ধারণের ব্যাপারে আদৌ ধর্তব্য হতে পারে। এমনকি, বহু লোকের কাছে

www.pathagar.com

এমনও মনে হয় না যে, একটি টেলিফোন করে জিমের প্রচার লাজুক 'বস'কে বোঝানোও তো যেতো যে, জিমের চাকরি যেতে হলে তার গ্রেপ্তারের পরেই সেটি করলে হ'তো, এখন আর কেন।

যদি খবরের কাগজে কোনো খবর একবার ছাপা হয়ে থাকে তাহ'লে গ্রেপ্তারের অভিযোগ তুলে নেওয়া, এটির খবরও ঐ কাগজে অবশ্যই ছাপতে হবে। খবরের কাগজের পাঠকের কাছে রিপোর্টারের একটি দায়িত্ব রয়েছে। দায়িত্ব রয়েছে খবরের রেকর্ড রক্ষার, এমনকি, হেনিংস পরিবারের প্রতিও। হেনিংস সম্পর্কিত দ্বিতীয় খবরটি না ছাপানোর সম্ভাব্য ফলাফলের মধ্যে থাকতে পারে ঃ হেনিংস কবে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াচ্ছে তা নিয়ে পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের মনে একটি প্রশ্ন জেগেই থাকবে কিংবা ঘটনার দু'তিন বছর পর হেনিংস পরিবার সম্পর্কে আরেকটি প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে ভিন্ন একজন রিপোর্টার খবরের কাগজের পাতা হাতড়ে কেবল তার গ্রেপ্তারে খবরটির ক্লিপিংই পাবেন, তার বেশি কিছু নয়। ফলে ভুল ঘটনার ঝুঁকি থাকবে। এ ধরনের সম্ভাবনাগুলি আর কিছু না হোক সংশ্লিষ্ট কর্মচারীটির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তুলে নেওয়া হয়েছে, এটি তার বস, খবরের কাগজের পাতায় দেখার পর যে ফলাফল হবার কল্পনা করা হয় তার চেয়েও ক্ষতিকর।

খবর প্রকাশ না করার ক্ষতিকর ফলাফলগুলি কেবল পুলিশ রিপোর্টের মতো রুটিন গতানুগতিক বিষয়েই সীমিত নয়। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি ফিডেল ক্যাস্ট্রোর বিরুদ্ধে ১৯৬১-সনের 'বে অব পিগ্‌স' ঘটনা সম্পর্কে *নিউইয়র্ক টাইম্‌স* পত্রিকা যা কিছু জানতো জাতীয় স্বার্থের দোহাই দিয়ে সেগুলি প্রকাশ থেকে নিবৃত্ত থাকার জন্য ঐ পত্রিকার প্রতি আহ্বান জানান। 'বে অব পিগ্‌স' বিপর্যয়ের পর অবশ্য সেই প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডিই সংবাদপত্রের সম্পাদকদের বলেন, "বে অব পিগ্‌স অপারেশন সম্পর্কে আরও বেশি তথ্য ছেপে দিলেই হয়তো আপনারা আমাদেরকে হিমালয় প্রমাণ প্রমাদ থেকে বাঁচাতে পারতেন।" [১১]

এরকম ক্ষেত্রে অর্ন্তদৃষ্টি লাভ ঘটেছে বলা যায় ২০ঃ২০। তবে সংবাদ-বিচারের বেলায় রিপোর্টার, সম্পাদক ও বার্তা পরিচালকেরা যদি তাঁরা যে সংবাদ-কাহিনী ছাপার বা সম্প্রচার করার পরিকল্পনা করছেন তার সম্ভাব্য সকল ফলাফল বিচার-বিবেচনা করেন তাহ'লে হয়তো দেখা যাবে, তাঁরা রীতিমতো গেরোয় আটকে গেছেন।

এখানে সমস্যা হ'লো এই যে, আসলেই এমন কোনো সংবাদ-কাহিনী নেই যা কাউকে না কাউকে ক্ষতি বা বেসামাল না করে। খবরের কাগজ, বেতার/টিভি সম্প্রচার, এমনকি, আমাদের দৈনন্দিন আলাপ-আলোচনা থেকে ক্ষতিকর হতে পারে কিংবা অনুদ্দেশ্য প্রণোদিত পরিণতি ডেকে আনতে পারে এমন কোনো তথ্য প্রত্যাহার করা বা

www.pathagar.com

তুলে নেওয়ার অর্থ হবে খবরের কাগজের পাতা ফাঁকা হয়ে যাওয়া, ইথার তরঙ্গও নীরব হয়ে যাওয়া আর আমাদের আলোচনায় বরফ জমে ওঠা!

খবরের কাগজ, কোনো কোম্পানীর সংবাদ-চিঠি (newsletter), গীর্জার বুলেটিন কিংবা কোনো চিঠি সম্প্রচারে নিরীহ তথ্য খুঁজে পেতে দেখুন; বহু আইটেম বাহ্যতঃ "নিরীহ" মনে হবে। এমন খবর হতে পারে ঃ ৭৫ বছর বয়স্ক পূর্ণ জীবনযাপনকারী এক বৃদ্ধের মৃত্যুজনিত শোক সংবাদ; বাগদানের ঘোষণা, রাজরাণীর দেশে ফেরা উপলক্ষ্যে চূড়ান্তভাবে কারা সেই অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে থাকবেন ইত্যাদি। এখন শোকসংবাদটির কথায় আসা যাক। এতে ঐ মৃত ব্যক্তির যেসব জীবিত ছেলেমেয়ের তালিকা যে ক্রমানুসারে দেওয়া হয়েছে কিংবা রয় নামে তাঁর পুত্রের নাম ঐ তালিকায় আদৌ থাকা উচিত ছিল কি না তা নিয়ে রীতিমতো পারিবারিক কলহ বেধে যেতে পারে; কেননা, "ঐ রয়ের ব্যাপারে 'বাবার' ধারণা কী ছিল তা তো ঢের জানা আছে! আর বাগদানের খবরে আসন্ন বিয়ের নানান খুঁটিনাটি যেসব তথ্য দেওয়া হয়েছে তা হয়তো ক'নে বা বরের মা-বাবা নিজেরাই আদৌ বলতেন না। আর রাজদম্পতির দেশে ফেরার কাহিনী অনেকের অহংকেই আহত করতে পারে। কেননা, ঐ অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে শরীক হবার মতো বিশিষ্ট সম্ভাব্য অতিথিদের কেউ কেউ ঐ তালিকায় নিজের নাম না দেখার কারণে বেসামাল হয়ে পড়তে পারেন।

অতিরঞ্জন? সম্ভবতঃ। তবে এবার এক মহিলার এই কেসটি বিবেচনা করুন। মহিলা টেলিফোনে একজন লোককে কেন্দ্র করে খবরের কাগজের পয়লা পাতায় ছাপানো সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন। তাঁর অভিযোগ হ'ল মোটামুটি এই যে, লোকটি তার ভাইকে খুন করেছে। রান্নাঘরে তার মা তাকে বাধা দিতে গেলে খুনী তাঁকেও ছুরিকাঘাত করে। এখন কথা হ'ল, টেলিফোনে যে মহিলাটি খবরের কাগজের অফিসে কথা বলেছিলেন আসলে তিনিই ছুরির আঘাতে আহত 'মা'! তিনি তাঁর জখম সত্ত্বেও মোটামুটি কথা বলার মতো সেরে ওঠায় টেলিফোনে ঐ অভিযোগ করতে পারছিলেন। খবরের কাগজে ছাপা এই ঘটনার সংবাদ-কাহিনীতে বলা হয় যে, এই মহিলা ও অত্যন্ত মারাত্মকভাবে আহত তাঁর ছেলেকে কাউন্টি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু আসল ঘটনা হ'ল, তাদেরকে প্রকৃতপক্ষে একটি প্রাইভেট ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এর কারণ, ঐ মহিলা চান নি খবরের পাঠকেরা তাদের পরিবারকে এত গরীব না ভাবুক যাদের মতো গরীবদের কাউন্টি হাসপাতালের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এই যে অপ্রত্যাশিত অনুযোগ, অভিযোগ করা হ'ল তার অন্ততঃ একটি আংশিক যৌক্তিকতা পাওয়া যাবে ঐ খবরের সূত্রের ব্যাখ্যায় ঃ এক শোকাভিভূত জননীর কাছে বাড়ির রান্নাঘরের কয়েক মিনিটের এক সহিংস তুলকালাম ঘটনায় তার গোটা

www.pathagar.com

পৃথিবীটাই খান খান হয়ে গেছে। বড় কথা, খবরের কাহিনীতে যে হাসপাতালের কথা বলা হয়েছে আসলে সেটির কথা ঠিক নয়।

কেবল উত্তুঙ্গ উত্তেজনা-শিহরণের ও হিংসাত্মক ঘটনারই অনুদ্দেশ্যপ্রণোদিত পরিণতি থাকে না। লেক্সিংটন (কেন্টাকি) হেরাল্ড লিডার পত্রিকায় এটি ফিচার ছবি (যাকে এক ধরনের 'ফলার' ও বলা চলে) ছাপা হয়। ছবিটা ডেট্রয়টের দুই যমজের। যমজ দু'টির চাচী ওদের জন্মদিনের জন্য বিশাল এক কেক বানিয়েছেন। আর তার দরুণ লেক্সিংটনের সুপারমার্কেটগুলিতে বেকিং-এর উপকরণ ইত্যাদি কেনার একটা হিড়িক পড়ে যায়। মা-চাচীদের এখন মাথাব্যথা এই নিয়ে যে, এই খোদ লেক্সিংটনে এখন আরও বড় কেক তৈরি করলেও যেহেতু ডেট্রয়ট কেকের খবর ছাপিয়ে ফেলেছে এরি মধ্যে, ওটা আর ছাপা হচ্ছে না!

রিপোর্টার সব খবরের ফলাফল আগে থেকে অনুমান করতে পারবেন-এমনটা না হ'লেও তার অর্থ এই নয় যে, দায়িত্ব ও অসম্পূর্ণ কাভারেজের জন্য একটি কায়েমী আমন্ত্রণ, প্রলোভন বা অজুহাত রয়েই গেছে। (বস্তুত, চতুর্থ ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে ঃ সাক্ষ্য-প্রমাণ বরং এর বিরুদ্ধে সাধারণত লঘুচিত্ত সংবাদ মাধ্যমগুলি, সংবাদসূত্র ও সংবাদ অবলম্বনগুলির উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ব্যাপারে বেশি সংবেদনশীল হয়ে উঠছে)। এখানে বলতে চাওয়া হচ্ছে যে, যদি সংবাদ-কাহিনীর ভালো বা মন্দ ফলশ্রুতির বিবেচনায় না রেখে সংবাদ-কাহিনীর কৌতূহলোদ্দীপকতা, গুরুত্ব ও নির্ভুলতার মানদন্ডে যদি কোনো ইস্যু বা ঘটনার ওপর রিপোর্ট লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তাহ'লে সেক্ষেত্রে খবরের শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের স্বার্থ আরও ভালোভাবে রক্ষিত হয়।

বিষয় সংক্ষেপ

সংবাদ-মাধ্যমের ক্ষমতা ও প্রভাবের আলোকে রিপোর্টারের মধ্যস্থের ভুমিকা ও সংবাদ-কাহিনীর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, রিপোর্টার, রিপোর্টিং-এর ছাত্র ও খবরের শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের জন্য সংবাদ সংগ্রহ প্রক্রিয়ার নানা সুক্ষ্ম দিক ও গতিময়তার বিষয়গুলিকে বুঝে উঠতে পারাটা অন্তত ফলদায়ক উপকারী ও দরকারীও বটে।

রিপোর্টার কেমন করে তথ্য সংগ্রহ করে সেটি শেষ পর্যন্ত পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের কাছে কি খবর পৌছাচ্ছে তা নির্ধারণ করে। আর এটি যদি শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের কাছে না-ও পৌছায়, তবুও হয়তো রিপোর্টার কেবলমাত্র ক্ষমতাময় পদে অধিষ্ঠিত লোকদের কাছে শুধুমাত্র জানতে চেয়ে ও বিভিন্ন খবরের সূত্রের মধ্যে মধ্যস্থ হিসাবে কাজ করেও সরকারী নীতির নির্দেশনাকে প্রভাবিত করতে পারেন।

www.pathagar.com

তথ্যজ্ঞাপক ও মধ্যস্থ হিসাবে একজন রিপোর্টারকে দু'রকমের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হয়। প্রথমতঃ খবর পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের কাছে নিজ দায়িত্ব-কর্তব্য অবহেলা করে কোনো সংবাদ ঘটনায় অংশীদার হবার প্রলোভন তাকে অবশ্যই রোধ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, রিপোর্টারকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, তিনি যেসব খবরের সূত্র বাছাই করবেন ও যেসব প্রশ্নের জবাব জানতে চাইবেন তা শুধু খোদ ঐ সংবাদ-কাহিনীটিকেই প্রভাবিত করবে না যে ইস্যুর ওপর প্রতিবেদন লেখা হ'ল ঐ ইস্যুর ফলশ্রুতিকেও তা প্রভাবিত করতে পারে। এসব বিষয়ের জন্য এই উপলব্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, রিপোর্টার প্রথমতঃ সংবাদ শ্রোত/দর্শক/পাঠকের কাছে দায়িত্বশীল খবরের সূত্রগুলির কাছে নয়। খবরের কোনও কাভারেজ শ্রোতা/দর্শক/পাঠককের কাছে পৌছানো উচিত সেই ঘটনার কোনো সংবাদ কাভারেজ না হওয়ার জন্য সূত্র উৎফুল্ল বোধ করেন তাতে আর যা-ই হোক, তুষ্টির কোনো অবকাশ নেই।

রিপোর্টার যেভাবে খবর সংগ্রহ করেন ও রিপোর্টার খবরের সুত্রের মধ্যেকার সম্পর্কের নানা গতিময়তা অনুদ্দেশ্য প্রণোদিত হতে পারে। এরকমটা প্রায় ক্ষেত্রেই বোঝা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুমানও করা যায় না । তবু এগুলি নিরেট বাস্তবতাময় এবং সংবাদপত্রের (ক্ষেত্রের) ক্ষমতা ও প্রভাবেরই অঙ্গ।

www.pathagar.com

২ ছোটখাটো ভুলচুক ও হিমালয় প্রমাদ

খবরের আকৃতি-বিকৃতির নায়ক হিসাবে রিপোর্টার ও খবরের সূত্র

ভূমিকা

ড্রাগনেট টিভিতে একটি গোয়েন্দা সিরিজ দেখানো হ'ত এক প্রজন্ম আগে। তারপর থেকে ঐ সিরিজটি কেবল টিভিতে আবার দেখানো হচ্ছে। এই সিরিজে জ্যাক ওয়েব অভিনয় করেছেন সার্জেন্ট জো ফ্রাইডে। এই জো ফ্রাইডের কাজ হচ্ছে "খাঁটি, নিরেট বাস্তবতা বা সত্যকে খুঁজেপেতে বের করা।" আর ড্রাগনেট টিভি সিরিজে ঐ কাহিনী টিভিতে প্রচারের সময় একটি লাইন মাঝে মাঝেই মিনিপর্দায় ফুটে উঠতো "জাস্ট দ্য ফ্যাক্টস্, ম্যাম" অর্থাৎ কিনা, ভদ্রে, শুধু সত্যি, বাস্তবতা। এটা ছিল আসলে সার্জেন্ট ফ্রাইডের মুখে রপ্ত বুলি। কেননা, এই জাঁদরেল সার্জেন্ট সাহেব অপরাধীদের শেষ পর্যন্ত পাকড়াও করে ফেলতেন আর অপরাধ রহস্যেরও কিনারা হ'ত। আর তার ফলে, 'জাস্ট দ্য ফ্যাক্টস্, ম্যাম', এই কথাগুলি গোটা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে প্যারোডির আকারে ব্যাপক প্রচার লাভ করে। তবে যদিও এ পদ্ধতিটা সার্জেন্ট ফ্রাইডে বা টিভি "বিচার-আদালতের জন্য" ভালো কাজ দেয়। একজন রিপোর্টারের বেলায় কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। একজন রিপোর্টার যদি ভাবেন, এমন কিছু তথ্য আছে তা কেবলই "একমাত্র সত্য ও বাস্তবতার উপকরণ" দিয়ে তৈরি, ওতে খবরের সূত্রের ধারণা-অনুমানের প্রভাব নেই মোটেও কিংবা রিপোর্টার যেসব উপায়ে ও ভাবে সংবাদ সংগ্রহ করে থাকেন তার কোনো প্রভাব পড়ে নি তাহ'লে ধরে নিতে হবে রিপোর্টার ভ্রান্তিবিলাসে ভুগছেন অথবা তিনি তাঁর শ্রোতা/দর্শক/পাঠককে বিভ্রান্ত করছেন।

সংবাদ প্রতিবেদক (রিপোর্টার), খবরের সূত্র ও শ্রোতা/পাঠক/দর্শকরা এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি মনে রাখলে উপকৃত হবেন ঃ

১. একেক জন লোক একই ঘটনা বা বিষয়কে বিভিন্নভাবে দেখে থাকেন।

২. একই সূত্র একই ঘটনাকে বেছে বেছে রিপোর্ট করবেন, না ভিন্নভাবে রিপোর্ট করবেন তা পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের ওপর নির্ভর করবে।

www.pathagar.com

৩. "বাস্তব বিষয়গুলি" কেমন করে প্রতিবেদিত হবে কিংবা খবর কিভাবে আকার নেবে তা নির্ভর করবে, (ক) সংবাদ-সংগ্রহ প্রক্রিয়ার প্রকৃতি; (খ) খবরের সংজ্ঞায়ন কিভাবে হয়; (গ) কেমন করে খবরকে যৌক্তিক করা হয়; (ঘ) কেমন করে খবরের প্রাক-বিচার করা হয়, ও (ঙ) ভালো সংবাদ কাহিনী তৈরি করার চাপের মোকাবেলা রিপোর্টার কেমন করে, করে।

একই ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন ছবি

বিভিন্ন মানুষ একটি ঘটনাকে কতোভাবে দেখে সেটি বোঝানোর জন্য অন্ধের হাতি দেখার কাহিনীটির প্রায়ই উল্লেখ করা হয়। কারণ, ওভাবেই ব্যাপারটা সহজেই বোঝা যায় একজন অন্ধ হাতির পায়ে হাত দিয়েছিল। ফলে জীবটাকে তার কাছে গাছের গুঁড়ির মতো মনে হয়েছে। আরেক অন্ধ হাত দিয়েছিল হাতির লেজে। সে হাতিকে দড়ি বলে। আর যে কানা লোকটি হাতির গায়ের পাশে ছুঁয়েছে তার কাছে হাতি দেয়ালের মতো মনে হয়েছে। আরেকজন অন্ধ হাতির কান ছুঁয়ে বলে, হাতি তো পাখার মতো! আর যে ছুঁয়েছিল গজদন্ত তার মত হ'ল হাতি তলোয়ারের মতো। আর হাতির শুঁড়ে যার হাত পড়লো, তার কাছে মনে হ'ল, জন্তুটা অনেকটাই সাপের মতো। এদের প্রত্যেকের ধারণাই সত্যতার একেকটি ভাষ্য হলেও পরিতাপের বিষয় এই যে, এইসব ভাষ্য ভাবমূর্তিগুলি একত্র করলেও কিন্তু সেটির চেহারা একটি আস্ত হাতি হয়ে ওঠে না। অন্ধের হাতি দেখার গল্পটা যেমন দরকারী তেমনি নির্দোষও।

দরকারী এজন্যে যে, এর একটি বক্তব্য বিষয় বা মূলভাব রয়েছে। আর নির্দোষ এজন্য যে, ঈশ্বর পরিবার, পতাকা, মা, পিঠে - এরকম সব জিনিস সম্পর্কে নানা লোকের নানা ধারণার ধাক্কাধাক্কি আছে - এরকম একটি প্রস্তাবনায় যে আবেগানুভূতির সৃষ্টি হওয়ার কথা তা হয় না। প্রতিবেদন কাজকে যা সবচেয়ে কঠিন করে তোলে তাহ'লো খবরের সূত্র সাধারণত রিপোর্টারকে প্রতারণা বা বিভ্রান্ত করতে চায় না, রিপোর্টারও চান না পাঠক/শ্রোতা/দর্শককে বিভ্রান্ত করতে। অন্ধের হাতি দেখার গল্পের অন্ধদের মতোই রিপোর্টার ও খবরের সূত্র সততার সঙ্গে তাদের দৃষ্টিতে নির্ভুল ও সঠিক ধারণা দেয় আর এই সব ধারণা সকালে একরকম থাকে বিকালে আর একরকম হতে পারে কিংবা প্রতিবেদক থেকে প্রতিবেদকে ভিন্ন হতে পারে যা সাধারণত ঐ রিপোর্টার বা পাঠক/দর্শক/শ্রোতাকে প্রতারিত করার জন্য কোনো চক্রান্তের ফল নয়।

জনগণের কায়েমী স্বার্থ আছে। আর কেমন করে তারা দুনিয়াকে দেখে তাতে তাদের এই স্বার্থগুলি প্রভাবিত হয়। সশস্ত্র বাহিনীতে নারীর চাকরির বিরোধিতা করার জন্যেই যে কাউকে যে শয়তানের অবতার হতেই হবে এমন নয়। আবার এইড্‌স রোগের জন্য বাধ্যতামূলক পরিক্ষার বিরোধিতা করার জন্য কারও অকাট নির্বোধ কিংবা

www.pathagar.com

জনগণের কায়েমী স্বার্থ আছে। আর কেমন করে তারা দুনিয়াকে দেখে তাতে তাদের এই স্বার্থগুলি প্রভাবিত হয়। সশস্ত্র বাহিনীতে নারীর চাকরির বিরোধিতা করার জন্যেই যে কাউকে যে শয়তানের অবতার হতেই হবে এমন নয়। আবার এইড্‌স রোগের জন্য বাধ্যতামূলক পরিক্ষার বিরোধিতা করার জন্য কারও অকাট নির্বোধ কিংবা অতিমাত্রায় উদ্যোম খোলামেলা হবারও দরকার নেই। অস্ত্র নিয়ন্ত্রক কিংবা দাঁতাতে বিশ্বাসী হবার জন্য কোনো রাজনীতিককে নকল কম্যুনিস্ট সাজার দরকার নেই। স্কুলের কোনো পাঠ্যবইকে নিষিদ্ধ করার দাবি করতে অভিভাবক অজ্ঞ থেকে আর যাই হোক ওকাজটা করেন না। (এই গ্রন্থকারের মত অনেক পাঠক একথা যোগ করতে প্রলুব্ধ বোধ করেন যে, তবু এসব কথাবার্তার কোনো না কোনো বয়ান সহায়কও বটে - এটি বস্তুতপক্ষে আমরা ঠিক যে কথা বলার চেষ্টা করছি সেটার আরও বাড়তি সাক্ষ্যই তো বটে।)

- দৃষ্টান্ত হিসাবে ১৯৮৬ সনের সাবেক সোভিয়েট ইউনিয়নের চেরনোবিলের যে পারমাণবিক চুল্লী দুর্ঘটনার ওপর মার্কিন সংবাদ-কাভারেজের বিষয়টি বিবেচনা করুন। এই কাভারেজ-এর অন্যতম যথার্থ মূল্যায়নে এটি ছিল অতিরঞ্জিত, শিথিল ও জাতীয়তাবাদী। এ খবরের মার্কিন কাভারেজ-এর অবয়ব গড়ে উঠেছে কমপক্ষে তিনটি ক্ষতিকর প্রভাবের আওতায়: (১) প্রতিকূল তথ্য প্রকাশে রাশিয়ার অনীহা-অনিচ্ছা; (২) চেরনোবিল ঘটনাকে প্রচারণার জয় হিসাবে দেখানোর ব্যাপারে মার্কিন কর্মকর্তাদের আগ্রহ ও (৩) অজ্ঞাতপরিচয় সূত্র ব্যবহারে মার্কিন রিপোর্টারদের আগ্রহ। ঐ অজ্ঞাত সূত্রের দেওয়া খবর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভূল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

> মার্কিন কর্মকর্তা মহলে মার্কিন সংবাদ মাধ্যমের কতোখানি স্থলাভিষিক্ত হয়েছে - এই বিষয়টি গরভাচভ তাঁর বক্তৃতায় সংবাদমাধ্যমের সমালোচনা করেছিলেন তার প্রতি এনবিসি'র প্রতিক্রিয়াটি সম্ভবত সবচেয়ে দৃষ্টিকটু রকমে লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।
>
> এই এনবিসি নেটওয়ার্ক আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সংবাদ মাধ্যমের কারও ওপরে ভরসা না রেখে হোয়াইট হাউসের একটি বিবৃতি রিপোর্ট করে যাতে বলা হয়েছে, "কোনো সংবাদ-মাধ্যমের কোনো কাজে যদি ভুল ঘটে থাকে তাহ'লে সেটি হয় ক্রেমলিনের অতিরিক্ত ঢাকঢাক গুড়গুড়ের কারণে"- এখানে বলাই বাহুল্য, হোয়াইট হাউস এনবিসি'র মুখপাত্র মাত্র পর্যবসিত হয়েছে।
>
> এতে কার্যত প্রায় আমেরিকান সংবাদ মাধ্যম যেন পাঠক সাধারণকে একথাই বলেছে, এমন পরিস্থিতিতে "আমাদের সবকিছু নিখুঁত হবেই এমনটি আপনি আশা করতে পারেন না" (এনবিসি'র টম) ব্রোকাও প্রায় এরকম কথাই বলেছেন --- তিনি বলেন, "আপনাদের উচিত, আমাদের কথাগুলি সুস্থ সংশয়ের নিরিখে বিচার-বিবেচনা করা।" [১]

সন্দেহ-সংশয় পোষণ করার কথাটি বস্তুত এক উত্তম পরামর্শ।

www.pathagar.com

কোনো কোনো সময় সংবাদ-সূত্র ও স্বার্থ গোষ্ঠীগুলির নিজ নিজ পতাকা আছে, সেগুলি তারা দেখায় ও এভাবে ওদেরকে ভাবাও সুবিধাজনক হতে পারে। আর এইসব পতাকার ওপর লেখা লিপি আভাস দেয়, ঐসব খবরের সূত্র দুনিয়াকে কেমন দেখে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়; স্কুলবোর্ডের যাঁরা সদস্য তাঁদের ব্যানার বা পতাকার পরিচয়লিপি হচ্ছে: শিশুদের জন্য। যখন কোনো রিপোর্টার স্কুল বোর্ডের কোনো গৃহীত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলেন, বোর্ডের সদস্যরা তাদের পতাকা খুলে ধরেন। ওর ভাষা হয় এরকম: "আমরা শিশুদের জন্য কাজটা করেছি।" শ্রমিক ইউনিয়নের পতাকার ভাষা হ'ল: "শ্রমিকদের জন্য"। যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রেসিডেন্টের সরকার থেকে পরবর্তী সরকার অবধি প্রেসিডেন্ট ও তাঁর কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যে পতাকার পাশে চলেন তার ঘোষণা হলো: "জাতীয় নিরাপত্তার জন্য"। বহু নগর পরিষদের তথা পৌর কর্তৃপক্ষের পতাকায় লেখা থাকে: সমাজ ও লোকালয়ের জন্য। বয়স্কাউটরা একইভাবে কাজ করে, "ঈশ্বর ও দেশের জন্য", অনুষদের ডিন ও প্রভোস্টগণ কাজ করেন, "বিশ্ব বিদ্যালয়ের জন্য"। সাংবাদিকরাও অবশ্যই কাজ করেন। আর সে কাজ হচ্ছে: "জনগণের জানার অধিকারের জন্য" কিংবা আর যে গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য তা হচ্ছে: "মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর জন্য।" তবে এটি অবশ্য আরেক কাহিনী। স্কুলবোর্ড, শ্রমিক ইউনিয়ন, নগর পরিষদ ইত্যাদির ওপর রিপোর্ট করতে গিয়ে কোনো রিপোর্টার যদি খবরের সূত্রগুলির আগ্রহ, কৌতুহল ও প্রবণতাকে হিসাবে না ধরে তাহ'লে ঐ প্রতিবেদকের এমন অনুভূতি ঘটতে পারে যে, তাকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে কিংবা মিথ্যে বলা হয়েছে। আর ঐ অনুভূতিটি হওয়ার সম্ভাবনা তখনই যখন তিনি অন্যসব খবরের সূত্রগুলির সংস্পর্শে আসবেন যারা বিশ্বাসযোগ্য বিপরীত ও এমনকি পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী।

কখনও কখনও প্রতিবেদকের সঙ্গে এমন একজন অত্যন্ত নীতিবান ব্যক্তির দেখা হতে পারে যিনি বলেন: "আপনি যদি কখনও একবারের জন্য হলেও মিছে কথা বলেন, আমি আর কখনও আপনাকে বিশ্বাস করবো না।" খুব কম রিপোর্টারের পক্ষেই এধরনের সুউন্নত নীতি রক্ষা করা সম্ভব। এমন কড়াকড়ি নীতিবান হলে দেখা যাবে, মাসখানেকের মধ্যে এই শ্রেণীর নীতিবান রিপোর্টারের কথা বলার মতো কোনো লোকই পাচ্ছেন না। আর তারফলে নিয়োগকর্তা মালিকদেরও সেইসাথে পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের কাছেও তাঁদের আরও কোনো দরকার থাকবে না। খবরের কাগজের একজন সাবেক সম্পাদক ও প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার সরকারের অন্যতম মুখপাত্র সেই হোডিং কার্টার উল্লেখ করেছেন যে, কখন কখনও বিভ্রান্তিকর খবরের সূত্রগুলির সঙ্গে কাজ-কারবার করতেই হয়; না করে উপায় থাকে না রিপোর্টারদের, ঘুরে-ফিরে বিপরীত আচরণ করেছে তাদের কাছে ফিরে যেতেই হয় কেননা, গুরুত্বপূর্ণ লোক হলে প্রায়ই দেখা যায়,

www.pathagar.com

ওরা আবার সবচেয়ে বড় বিভ্রান্তকারীদেরই দলে। আর একথাও কেউ সুনিশ্চিতভাবেই বলতে পারে না, পরের বার সেই-ই হয়তো আপনাকে এমন জিনিস দেবে যা সত্যিকার অর্থেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। [২]

সোজাসুজি নিরেট মিথ্যে বা পক্ষপাতদুষ্ট ধারণা-অনুমান বিভ্রান্তিকর হতে পারে। আর এ দু'য়ের মধ্যে ঠিক পার্থক্যটি ধরা রিপোর্টার কিংবা খবরের পাঠক/দর্শক/শ্রোতাদের পক্ষে সহজ নয়। সংবাদের সূত্র যারা রিপোর্টারকে বিভ্রান্ত করে ওরা সব সময়ই সেটি পরিকল্পিতভাবে কিংবা অশুভ মতলবে করে না। [৩]

প্রতিদিনই এই বিশেষ বিষয়টি শত শত বার যাচাই করে স্থির করে নেওয়া হয়। এটি করেন, লিপি-সম্পাদক বা সহ-সম্পাদকগণ। তাঁরা যেমন, পুলিশের দেওয়া একটি ঠিকানা টেলিফোন গাইড, নগর নির্দেশিকা বা অন্যান্য সূত্র দেখে যাচাই করে নেবার জন্যে যত্নবান হন। বার্তাকক্ষের কোনো সহযোগী কোনো শব্দের সঠিক বানান বলে দিলেও রিপোর্টার মহোদয় নিশ্চিত হবার জন্য অভিধান ঘাটেন। আদালতের আদেশ বা রায় এক ফরিয়াদীর কাছে যে রকম মনে হবে প্রতিপক্ষের কাছে তেমন মনে হতে পারে না - একথা জানেন বলে রিপোর্টার বিষয়টির ব্যাপারে লেখায় নিরাসক্তি রক্ষায় চেষ্টা করেন। বিশ্বখ্যাত সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপম্যান স্টেরিওটাইপ বা গতানুগতিকতার ওপর তাঁর ধ্রুপদী রচনায় উল্লেখ করেন যে, "আমরা একটি জিনিষের অধিকাংশই দেখি না, দেখে সংজ্ঞা বা বর্ণনা দেই না, আমরা আগে সংজ্ঞা দেই আর তারপর দেখি।" [৪] আবার তাঁর এই কথাগুলির টীকাভাষ্য করে একথাও বলা চলে যে, আমরা যা দেখতে চাই, প্রায়ই তা দেখি, যা শুনতে চাই, শুধু তা-ই শুনি।

এক সংবাদ উৎস থেকে ভিন্ন ভিন্ন বয়ান

অন্যদের মাঝে গতানুগতিকতা বা গৎবাঁধা আচরণ বুঝতে পারে কাজটা সোজা হলেও, একই লোক যে, একই ঘটনা বাছবিচার করে ও ভিন্নভাবে রিপোর্ট করতে পারে - এই ধারণা সম্পর্কে তেমন সজাগ না-ও হতে পারি। তথ্য সংগ্রহকারীর কাজ এতে আরও জটিল হয়ে পড়ে। তাই তথ্য সংগ্রাহককে বিভিন্ন সূত্র থেকে ভিন্ন ভিন্নভাবে পরিবেশিত রিপোর্টেরই মোকাবেলা করতে হবে না বরং একই ব্যক্তির কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন রিপোর্টেরও সামাল দিতে হবে।

এ ব্যাপারে দু'টো দৃষ্টান্ত আলোচনা করা যেতে পারে। স্কুলবোর্ডের একজন সদস্য বিভিন্ন শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের কাছে এক কোটি ডলারের বন্ড ইস্যুর অনুমোদনের সিদ্ধান্তকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন। যারা ভোটার তাদের কাছে এটাকে কঠিন, নিরুপায় সিদ্ধান্ত হিসাবেও উপস্থাপনা করে এজন্য আত্মত্যাগের জানাবার মধ্য দিয়ে শিশুদের স্বার্থরক্ষার পতাকাই তুলে ধরা হবে। শিশুদের কাছে বন্ড ইস্যুর

www.pathagar.com

ব্যাপারটিকে শিক্ষাদানের সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন ও আরও ভালো বেতন দেওয়ার একটা উদ্যোগ হিসাবেও তুলে ধরা হতে পারে। আর বোর্ডের অন্যান্য সদস্যের কাছে এটাকে একটা শুভ সুযোগ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হতে পারে। বলা হতে পারে, বন্ড ইস্যুর ব্যাপারটি উতরে যাবার জন্যে এখনই বেশ ভালো সময় বলেই মনে হয় যা কয়েক বছর পর না-ও থাকতে পারে। অথচ তখনই হয়তো এখন যে সব সুযোগ-সুবিধার জন্য চেষ্টা চলছে সেগুলি সবচেয়ে দরকারী ও অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারে। স্বামী বা স্ত্রীর কাছে বন্ড ইস্যুর ব্যাপারটিকে ভালো একটা কিছু করে ফেলার সুযোগ হিসাবে দেখানো যেতে পারে। দেখানো যেতে পারে, এত বছরে স্কুলবোর্ডের সভাগুলির মধ্যে এবারেই একটা কাজের মতো কাজ দেখানো গেছে।

উচ্চ বিদ্যালয় বা কলেজছাত্র বড়দের নাচে কিংবা গাঁয়ের বাড়িতে ফিরে যাওয়া উপলক্ষ্যে যে নাচের আয়োজন হয় সেই নাচে যোগ দিতে যাবার জন্য তার পরিকল্পনার কথা নানাজনের কাছে বেছে বেছে নানাভাবে বলে। এখন স্কুল বা কলেজের সহপাঠীদের সাথে ঐ ছাত্রটির তার ডেটিং-এর সম্ভাব্য মেয়ে নিয়েও আলোচনা হয়। তবে এ আলোচনা নির্ভর করবে ডেটিং-এর মেয়ের তুলনামূলক জনপ্রিয়তার ওপর আর একইসাথে যার সাথে ছাত্রটি এ আলোচনা করছে সেও ঐ নাচে যাবে কিনা তার ওপর। আর এই আলোচনায় যে বক্তা সে আর কারও সাথে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক ছিল কিনা আর সেটা সকলের জানা কি না তার ওপরেও ঐ আলোচনা নির্ভর করবে। ঐ ছাত্র ও তার সহপাঠীদের বাবা-মায়ের বিভিন্ন মুল্যবোধের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে। সম্ভবত ডেটিং-এর মেয়ের ধ্যান-ধারণা মন-মানসিকতা ও সে কি ধরনের পরিবেশে বড়ো হয়েছে - আরও কোন কোন দম্পতি তাঁদের সঙ্গ দেবে - এসব বিষয়ও বিবেচিত হবে। এমনি করে, ঐ ডেটিং-এর নানা ভাষ্য, বয়ান, বর্ণনা ইত্যাদি মিলে সেগুলির ভয়ভীতিমূলক ছবি: "ফ্রাইডে দ্য থারটিনথ"- এর টম ক্রুইজ, টিনা টার্ণার, ম্যাডোনা, পী বী হ্যারমান, অ্যান ল্যান্ডার্স ও জ্যাসন - একটা মিশ্র আদলই ফুটে ওঠে আর এর ফলশ্রুতিতে ডেটিং-এর ব্যাপারে যে ধারণা গড়ে ওঠে তা গল্পকথার কল্পকাহিনীর বানোয়াট হাতির নিটোল চেহারা হয়ে উঠতে পারে।

ওপরে দু'টি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টান্তের ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ পরস্পর বিরোধী এমনও নয়। কিন্তু শ্রোতারা তাদের চেতনায় এর যে ছবি পেয়ে থাকেন তা বাস্তবিকপক্ষেই বিভিন্ন। কিন্তু তারপরেও ঐসব ছবি একত্রে মিলেও সম্পূর্ণ অখন্ড ছবির সমান নয়। এখন আসুন, কলেজ ছাত্রের ডেটিং ও বন্ড ইস্যুর ঘটনার কথায় আসি। এ ঘটনা দু'টি যদি এত সহজেই এত ভিন্ন হতে পারে তাহ'লে রাজনৈতিক পদপ্রার্থীরা নানা শ্রোতার কাছে নানা রকমের কথাবার্তা বলছেন কিংবা

www.pathagar.com

অন্যান্য সংবাদ ঘটনার মধ্যে স্ববিরোধী বিবরণ দৃষ্টত লক্ষ্য করা যায় তখন আমরাই বা তাজ্জব হই কেন?

এ ধরনের অনুমিত দু'ধরনের কথা বলার ঘটনা ঘটলে আমরা অন্ততঃ দু'টি কারণে হতাশ হই: এক, যা বলা হয়েছে আমরা তাতে খুব বেশি করে মনোনিবেশ করি অথচ শ্রোতা-দর্শক-পাঠকের কথা যথাহিসাবে ধরি না; আর বক্তার ওপর এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া কী হবে তাও যথেষ্ট ভেবে দেখি না; দুই, কোনো ইস্যুর একটি ভাষ্যে ইতিমধ্যে আমরা পরিচিত হয়ে ওঠায়, সর্বশেষ মন্তব্যগুলিকে জায়গা করে দেবার জন্যে এখন অবশ্যই আমাদের ধারণা ও উপলব্ধি সংশোধন করতে হবে। বিশ্বজগত আরও জটিল হয়ে উঠেছে আর সেটাও উদ্বেগজনক।

যুক্তির দিক থেকে বক্তা যা বলে শ্রোতা/দর্শক/পাঠক যদি সেটাকে প্রভাবিত করে তাহ'লে ঠিক একইভাবে খবরের সূত্র যা বলে রিপোর্টারকে সেটি প্রভাবিত করতে পারে। খবরের সূত্র রিপোর্টারের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কেবল তার নিজ স্বার্থেই যে সাড়া দিতে পারেন তা নয় বরং ঐ রিপোর্টারকে তিনি কিভাবে বোঝেন সেই পরিপ্রেক্ষিতেও নিজ সাড়া ব্যক্ত করতে পারেন। আমরা তিনটি বেশ স্পষ্ট বিষয় নিয়ে বিবেচনা করে দেখতে পারি একজন মহিলা রিপোর্টার ধরা যাক, গর্ভপাতসহ স্বাস্থ্য ও মেডিক্যাল পরিসেবা খাতে ফেডারেল তহবিল প্রশ্নে যদি ত্বরিৎ জবাব দেবার জন্য নাগরিকদের প্রশ্ন করলেন। এক্ষেত্রে ঐ মহিলা রিপোর্টারটি যে সাড়া বা জবাব পাবেন তা একজন পুরুষ রিপোর্টার একই প্রশ্নে যে জবাব পাবেন তার চেয়ে ভিন্ন হবে। এখন যদি কোনো কৃষ্ণকায় বা হিস্পানিক রিপোর্টার নগর পরিষদের অগ্নি নির্বাপণ বিভাগে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির একটি নির্দিষ্ট শতকরা হারে চাকুরি দেওয়ার নিশ্চয়তাবিধায়ক একটি কার্যক্রম সম্পর্কে কোনো নগর পরিষদের সদস্যকে জিজ্ঞেস করেন তাহ'লে তিনি তাঁর কাছ থেকে যে তথ্য পাবেন সেটি একজন শ্বেতকায় রিপোর্টারকে যা বলা হবে তা থেকে ভিন্ন। যে রিপোর্টার খবরের সূত্রের সঙ্কট ও অসুবিধার ব্যাপারে সহানুভূতি দেখান তিনি সূত্রের কাছ থেকে যে সাড়া পাবেন সেটা আরেক জন নিরপেক্ষ বা বৈরি ধরে নেওয়া যায় এরকম একজন রিপোর্টার যে সাড়া পান তা থেকে ভিন্ন।

এ তালিকায় আরও এরকম বহু নজির যোগ করা সহজ। এ ক্ষেত্রে যা বলতে চাওয়া হচ্ছে তা হ'ল: রিপোর্টার ব্যক্তিটি কে ও খবরের সূত্র ঐ রিপোর্টারকে কিভাবে বুঝানো তার ওপর কী খবর শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের কাছে পৌছাচ্ছে তা নির্ভর করবে। এ কথা আরও বেশি করে প্রযোজ্য যদি খবরের সূত্রের ওপর প্রভাব সম্পর্কে ওয়াকেবহাল না থাকেন কিংবা বিভ্রান্ত হবার অবকাশ কমানোর জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা না নিয়ে থাকেন। এসব ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে: অনুসৃতিমুলক (follow-up) প্রশ্ন করা, সাক্ষাতকারের আগে কিছু ক্ষেত্র প্রস্তুতমুলক কাজ করা, খবরের সূত্রের আস্থা অর্জন

www.pathagar.com

করা, একটা ইস্যু সম্পর্কে সরকারি রেকর্ডপত্র ঘেঁটে দেখা এবং খবরের সূত্র যাতে রিপোর্টারের নিজের ও খবরের দর্শক/শ্রোতা/পাঠকের স্বার্থ ও সুবিধার অনুকূলে কাজ করে সেটা নিশ্চিত করা।

সংবাদ-সংগ্রহ প্রক্রিয়ার প্রকৃতি

সংবাদ-সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় বিকৃতির সম্ভাবনাটি অতি স্বাভাবিক বা অনিবার্য বলা যায়। এর সহজ কারণ, খবরের সূত্র ও রিপোর্টার যদি এ ব্যাপারে কোনো সমস্যার আমদানি না-ও করে থাকেন, কেবলমাত্র তথ্যের ঘনীভবনের কারণেই এটি হতে পারে। যেমন, মাত্র পাঁচটি অনুচ্ছেদে যে শোকসংবাদমূলক সংবাদকাহিনী ছাপা হয় তা হয়তো একজন ব্যক্তির দীর্ঘ ৭৫ বছরের আয়ুস্কালের সার্বিক সারাৎসার। তিনটি অনুচ্ছেদে বা চারটি অনুচ্ছেদের কলেবরে নগর পরিষদের তিন ঘন্টা স্থায়ী বৈঠকের সার-সংক্ষেপমূলক সংবাদকাহিনীকে রূপ দেওয়া হয়। যেমন, সারণি, শব্দ দিয়ে কোনো একটি আসল জিনিসের প্রতীকী চিহ্ন বা লেবেল দেওয়া হয় তেমনি কোনো সংবাদ-কাহিনী আসল ঘটনা বা ইস্যু নয় ঐ ঘটনা বা ইস্যুর প্রতিনিধিত্ব মাত্র। সময়ের সীমা এমন এক সংযম বা সীমা আরেপক বস্তু যে এ বিষয়ে সংবাদের শ্রোতা/দর্শক/পাঠক সংবেদনশীল থাকতে হয়।

একজন রিপোর্টারের সংবাদ সংগ্রহের স্টাইল বা রীতি রোজই বদলাতে পারে আবার কোনো একটি মাত্র সাক্ষাৎকার বা সংবাদসংগ্রহ পরিস্থিতির মাঝেও বদলাতে পারে। খবরের সূত্র রিপোর্টারকে কি বলবেন তা নির্ভর করবে ঐ খবরের সূত্র রিপোর্টারকে কী ভাবে বোঝেন ও রিপোর্টার কেমন আচরণ করেন তার ওপর। এ ছাড়াও একজন পরিশ্রমী রিপোর্টার তাঁর এই আচরণ ও তাঁর সম্পর্কে সূত্রের ধারণাগুলিকে তিনি বিভ্রান্ত হচ্ছেন না বা তাঁর খবরের তথ্য পরিবেশনায় বিকৃতি কমছে - এগুলি হ্রাসের কাজে ব্যবহার করতে পারেন।

প্রায় ২০ বছরের ব্যবধানে প্রচারিত টিভির দুটি প্রামাণ্য অনুষ্ঠানের মাঝে এ ধরনের নৈপুণ্যসুলভ সংবাদ প্রতিবেদনের উত্তম দৃষ্টান্ত রয়েছে। এর একটি হ'ল ঃ মধ্য আমেরিকার [৫] রাজনৈতিক উত্থান পতনের মাঝে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারক মিশনারীদের ভূমিকা সম্পর্কে বিল মোয়ার্সের রিপোর্ট ও অন্য প্রতিবেদনটি হচ্ছে মার্কিন সেনেটর রবার্ট এফ কেনেডির হত্যাকারী হিসাবে দোষি সাব্যস্ত লোকটি সম্পর্কে জ্যাক পার্কিন্সের এক নেপথ্য অনুসন্ধানমূলক প্রামাণ্য প্রতিবেদন। [৬]

১৯৮৭ সনের ৯ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম প্রচারিত এক টিভি অনুষ্ঠানে ময়ার্স খ্রিস্টান ধর্মের দু'টি ধারণার কারণে সৃষ্ট সংঘাতের পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান চালান। "এর

www.pathagar.com

একটিকে মার্কিন সরকার উৎসাহিত করছে ও অন্যটির জোর বিরোধিতা করছে। আর খ্রিস্টান ধর্মবিশ্বাসীরা তাঁদের পছন্দ মতো পক্ষ নিচ্ছেন।"

ময়ার্স এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন *গসপেল ক্রুসেড* নামে এক খৃষ্টান মিশনের ফিলিপ ভারস্টাইনের। খ্রিস্টান মিশনটি নিকারাগুয়ায় *কন্ট্রা* বিদ্রোহী ও সেইসঙ্গে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের (রেগ্যান প্রশাসনের) অন্যতম কর্মকর্তা লেঃ কর্ণেল নর্থের নিকারাগুয়ার গৃহযুদ্ধে জড়িত থাকার বিষয়টিকে সমর্থন করছিলেন। মিঃ ময়ার্স অত্যন্ত ঠান্ডামাথায় কোনোরকম উত্তেজনা বা ভয়ভীতির সৃষ্টি না করেই তীক্ষ্ণ, অনুসন্ধানী প্রশ্ন তুলে টিভির দর্শক শ্রোতাদেরকে *গসপেল ক্রুসেড* মিশনারীদের দর্শন ও ভাবাদর্শ সম্পকে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিমূলক পরিচয় লাভে সাহায্য করেন ঃ

ডারস্টাইন ঃ আমাদের বোঝা দরকার যে, কম্যুনিস্ট চিন্তা-চেতনা বা মানসিকতা যা-ই বলুন তার মোদ্দা কথা হচ্ছে: অভীষ্টলাভ উপায় বা অবলম্বনকে সিদ্ধতা দেয়। অর্থাৎ ফলটা যদি আমি হস্তগত করে নিরাপদে উত্তীর্ণ হতে পারি তো গোটা ব্যাপারটারটাই নিখুঁত, নিটোল, সঠিক, ধরা না পড়লেই হ'ল! বিলকুল ঠিকঠাক। কম্যুনিস্ট সরকার ব্যবস্থার মধ্যেও সত্য বলার মতো তড়িঘড়ি বেধড়ক মিছেও বলে ওরা। বস্তুত ওরা বিশ্বাস করে, কোনও কিছু ফাঁস না হলেই হ'ল। সেটা জায়েজ। এটা ঈশ্বর-বিরোধী মানসিকতা বৈ নয়।

ময়ার্স ঃ আচ্ছা দেখুন, কথাটা খোলাখুলিই বলি, আমার ধারণা, ঠিক এজন্যেই অনেক আমেরিকান কর্ণেল নর্থকে যাকে আপনি বলছেন নবজীবনপ্রাপ্ত একজন খৃস্টীয় ধর্মবিশ্বাসী সেই খোদ কর্ণেল নর্থই কবুল করেছেন যে, তিনি মিছে কথা বলেছেন, কিছু কাগজপত্র ছিঁড়ে নষ্ট করে তিনি তাঁর ওপরওয়ালাদের বিভ্রান্ত করেছেন, করেছেন কংগ্রেস ও জনসাধারণকে। কর্ণেল নর্থ মিছে কথার বলার এই যে স্বীকারোক্তি দিলেন তাতে কি আপনারা বিচলিত বোধ করেন নি? খ্রিস্টান হিসাবে নিশ্চয়ই আপনি এসব ব্যাপার অনুমোদন করেন না, তাই না?

ডারস্টাইন ঃ করি না। তবে খ্রিস্টানরা সকলে নিখুঁত এমনওতো আর নয়। খৃস্টানরা ক্ষমা পায়। একজন খ্রিস্টান যখন তার জীবন খ্রিস্টে অর্পণ করে তৎক্ষণাৎ তার আত্মায় পরিবর্তন আসে। আর এরকম পরিবর্তন হয় বলেই আমাদের অবস্থান যা-ই হোক না, যে পাপের পক্ষেই তারা অবস্থান করুক না কেন ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করেন। সত্যি বলতে কি, জীবনে একটা লোক সে ঠিক কোথায় রয়েছে অর্থাৎ তার পাপকে আমরা বড় করে দেখি না।

ময়ার্স ঃ এজন খ্রিস্টান মিথ্যা বলছে-এটা আপনার কাছে বড় নয়?

ডারস্টাইন ঃ অবশ্যই, আমি মনে করি একজন খ্রিস্টান যখন কোনো পাপ করে, মিথ্যে কথা বলে, সত্যি কথা বলেন না যেমনটা কর্ণেল নর্থ করেছেন---এমন

www.pathagar.com

অবস্থায় তাকে অনুশোচনা করতে হবে। কারণ ঈশ্বর ক্ষমাশীল। তিনি তাঁকে ক্ষমা করেন, ঈশ্বর তাঁর হৃদয়কে উপলব্ধি করেন।

ময়ার্স ঃ আচ্ছা তাহ'লে কি ঈশ্বর এই সংঘাতে পক্ষ নিচ্ছেন ধরতে হবে?

ডারস্টাইন ঃ না, তা নয়। ঈশ্বর তো মানুষেরই জন্য। ঈশ্বর যুদ্ধ চান না তবে আমি মনে করি, তিনি একে কাজে লাগান।

ময়ার্স ঃ কী উদ্দেশ্য?

ডারস্টাইন ঃ ঈশ্বর জনগণকে তাঁর সান্নিধ্যে আনার জন্য যুদ্ধকে কাজে লাগান। ঈশ্বর আমাদের পরিস্থিতির ব্যাপারে নয় বরং আমাদের হৃদয়ের ব্যপারেই উৎসুক।

এই টিভি অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশে ময়ার্স মেথডিস্ট চার্চের জর্জ বল্ডউইন নামে একজন যাজকের সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। জর্জ বল্ডউইন তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেই কন্ট্রা বিদ্রোহীদের প্রতি মার্কিন সমর্থনের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। অনুষ্ঠানের এই অংশে রেভারেন্ড বল্ডউইন নেয়া প্রথমে ময়ার্স তাঁকে একজন 'বিপজ্জনক' ব্যক্তি বলে অভিহিত করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন কিন্তু পরে তিনি তাঁকে দেওয়া ঐ অভিধাটি গ্রহণও করেন।

বল্ডউইন ঃ আমি এমন একটি চার্চে বড় হয়েছি যেখানে পরমপিতা যিশুর বাণীর মর্ম কার্যত আমার মর্মমূলে পৌছায়। তাঁর বাণীর মর্মকথা ছিল: ন্যায়বিচারের জন্য সংগ্রাম, গরীবের মাঝে বাস আর বন্দীর জন্য মুক্তি----। আমার ধারণা, আমরা কোন ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবো কি করবো না সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজটা শুরু করতেই হবে আর এতে যদ্দুর বাইবেলের কথা আসে তাতে আমাদেরকে বেশ পরিস্কার অথচ কঠিন সিদ্ধান্তই বাধ্য হয়ে (মূলপাঠ) নিতে হয়। ঈশ্বর ও অর্থের যুগপৎ সেবা করা যায় না।

ময়ার্স ঃ কিন্তু আপনি তো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আপনি আলোচ্যবিষয়কে অনেক দূর টেনে নিয়ে গেছেন, তাই না?

বল্ডউইন ঃ তা-ই, তাই-ই সই।

ময়ার্স ঃ এ ক্ষেত্রে আমায় বলতেই হচ্ছে, ব্যাপারটা উগ্ররকমে বৈপ্লবিক।

বল্ডউইন ঃ খোদ গসপেলই আমার মতে বিপ্লবী। কাজেই উগ্র, চরম যা-ই বলুন তাই-ই।

ময়ার্স ঃ আপনি একজন বিপজ্জনক লোক, এটা নিশ্চয় বোঝেন?

বল্ডউইন ঃ আমার সেটা জানা নেই।

ময়ার্স ঃ মানে আমি বলতে চাই, যদি-যদি আপনার দৃষ্টান্ত লোকে অনুসরণ করে, আপনার কার্যকলাপ প্রভাব ছড়ায়, আর ধ্যানধারণার বিস্তৃতি ঘটে তাহ'লে তা বিশ্বের জন্য হবে কূটঘাতমূলক।

www.pathagar.com

বল্ডউইন ঃ আপনি যেভাবে বলছেন সেটা আমার পছন্দ, ঘটনাও তাই কাজগুলি এ দুনিয়ার জন্য নাশকতাই বটে যদি আমরা গোটা বিশ্বকে যেসব শক্তি নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের চোখে দেখি। ঠিকই তো। তবে আমি এই দুনিয়ার জন্য বিপজ্জনকই হতে চাই।

ডারস্টাইন ও বল্ডউইনের সঙ্গে এই সাক্ষাতকারগুলির মধ্য দিয়ে আমেরিরকার ঘটনাবলীতে চার্চ কতোদূর জড়িত সে ব্যাপারে তিনি ভেতরের খবরের ওপর অনেকখানি আলোকপাত করেছেন। আর তিনি এটা করেছেন দেশ ও 'কাল' সাংবাদিকের ওপর যে সীমাবদ্ধতা আরোপ করে, তাকে যে ফাঁদে ফেলে সেগুলি এড়িয়ে পর্কিংসও ১৯৬০ সনে সেনেটর কেনেডিকে ১৯৬০ সনের জুন মাসে খুন করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত সিরহ্যান বিশারা সিরহ্যানের সাক্ষাতকার নেওয়ার মধ্য দিয়ে এরকম আরেকটা চমৎকার কাজ করেন।

(সিরহ্যানের প্যারোলে মুক্তি পাওয়ার অধিকারের বিষয়টি এখনও জনসমক্ষে আলোচিত ইস্যু হিসাবে রয়ে গেছে। ক্যালিফোর্ণিয়া অঙ্গরাজ্যের আইন অনুসারে সিরহ্যানের জেলে থাকার লম্বা মেয়াদের কারণে প্যারোলের বিষয় একাধিকবার বিবেচ্য হয়ে ওঠে ১৯৬০-এর দশকের পরিস্থিতির আলোকে সিররহ্যানের কাজ সন্ত্রাস বলে বিবেচিত হয় নি। অথচ আজকে ওটা সন্ত্রাস বলেই সুনিশ্চিতভাবেই গণ্য হতো। কারণ সে ছিল জর্দানী আরব।)

এই সাক্ষাতকারের গোড়ার দিকে পার্কিনস দর্শক/শ্রোতাদেরকে সিরহ্যান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেন ও খবরের সূত্রের সাথে ভয়ভীতিবর্জিত একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক ও পরিবেশ গড়ে তোলেন। সাক্ষাতকারের মধ্যভাগে পার্কিনস খুব বেশি প্রশ্ন করেন ও সমালোচনাও অত্যন্ত ক্ষুরধার হয়ে ওঠে। সাক্ষাতকারের শেষের দিকে তিনি বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সাথে সাথে পর্যবেক্ষণমূলক এমন সব মতামত প্রকাশ করতে থাকেন যা প্রথম দিকে করলে সাক্ষাতকার ফলদায়ক হ'ত না, বরং হিতে বিপরীত হতে পারতো। পার্কিন্স হত্যাকান্ডের বিশদ, বিস্তারিত আলোচনায় যেতে যেতে বেশ কিছু শক্ত প্রশ্ন করেন আর মাঝে মাঝেই মনে হয়, সিরহ্যান যা জবাব দিচ্ছে তা তিনি বিশ্বাস করছেন না। পার্কিন্স এক পর্যায়ে কঠিন প্রশ্ন তোলার জন্যে সিরহ্যানের কাছে কার্যত ক্ষমা চান আর তারপরেই আরও কঠিন ও শক্ত প্রশ্নের অবতারণা করেন ঃ

পার্কিনস ঃ সিরহ্যান, আমার খোলাখুলি জিজ্ঞাসা হচ্ছে, ঐ রোববারে আপনি কি আম্বাসাডর হোটেলে গিয়েছিলেন? গিয়েছিলেন, উপযুক্ত জায়গা বাছাই, পরিকল্পনা, চক্রান্ত করতে, ঘাপটি মেরে থাকতে, দেখতে কোন জায়গাটায় কেনেডিকে ঠিক গুলি করা যায়?

www.pathagar.com

সিরহ্যান ঃ স্যার, আপনি কী বলছেন, আমি তো এসব কিছুই বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি তো ওখানে সেনেটর কেনেডিকে দেখতে গিয়েছিলাম মাত্র।
পার্কিন্‌স ঃ ঠিক আছে সিরহ্যান, এবার আমরা খুনের রাতটার কথায় আসি। আপনি তো বলেছিলেন, আপনি অ্যম্বাসাডর হোটেলে গেছেন, পানীয় পান করেছেন আর তারপর এতখানি নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফেরার মতো অবস্থা আপনার ছিল না - একথাগুলি বলেছিলেন আপনি?
সিরহ্যান ঃ স্যার, বলেছিলাম।

সিরহ্যান ও পার্কিন্‌স তারপর হত্যাকান্ডের ঘটনাগুলি নিয়ে আলোচনা করেন সিরহ্যান এতে যুক্তি দেখায় যে, সে থানায় নিজেকে দেখতে না পাওয়া পর্যন্ত হত্যাকান্ডের কিছুই তার মনেই আসে নি ঃ

পার্কিন্‌স ঃ মাঝরাতে আপনি থানায় বন্দী ছিলেন। সেখানে আপনাকে ঘিরে ছিল একদল পুলিশ কর্মকর্তা। আপনাকে হাতকড়া পরিয়ে রাখা হয়েছিল। এ অবস্থায় আপনার মনে প্রশ্ন না এসে পারে না, কেন আমি এখানে?
সিরহ্যান ঃ আমারও মনে হচ্ছে, কেন আমার সেটা মনে হয় নি!
পার্কিন্‌স ঃ অর্থাৎ আপনার এমনটা মনে হয় নি। আর তার অর্থ এরকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, আপনি ঠিকই বুঝেছিলেন আপনাকে কেন সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

পার্কিন্‌স পরে সিরহ্যানের নোটবুকের কথা উল্লেখ করেছেন। ঐ নোটবুকে সিরহ্যান খুনের ঘটনার আগে কয়েকবার লিখেছিল, "আর এফ কে - কে মরতেই হবে।"

পার্কিন্‌স ঃ বেশ, তাহ'লে কি আমরা ধরে নেব যখন আপনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন তখনই কেবল এই কথাগুলি লিখেছিলেন?
সিরহ্যান ঃ মহোদয়, নির্ঘাত তা-ই। ও লেখাটা বদ্ধ পাগলেরই লেখা বটে।
পার্কিন্‌স ঃ লেখাগুলি সিরহ্যান সিরহ্যানের।

সিরহ্যানের সঙ্গে পার্কিনসের সাক্ষাতকার শেষ হয় খুনীর ক্রন্দনরত অবস্থায়। সে তখন বলতে থাকে, সেনেটর কেনেডি বেঁচে থাকুন - সেটাই সে চায়। সে চায় মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরে আসুক। পার্কিন্‌স আবারও সহানুভূতিশীলতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন আর সিরহ্যানের পরিবার সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেন।

এই সাক্ষাতকারের মধ্য দিয়ে একজন খুনীর ছবি তুলে ধরা হয়েছে যে খুনী বিশ্বের ইতিহাস দিয়েছে বদলে। লোকটা একটা সামান্য দর্শন, বিহ্বল ব্যক্তি অপেক্ষা করছে

www.pathagar.com

কখন তাকে স্যান কোয়েন্টিন কারাগারে বদলী করা হবে। সাক্ষাতকারের সময়টায় পার্কিন্‌স মোটামুটিভাবে জোর করে কোনো কিছু চাপিয়ে দিতে চান নি। তিনি প্রশ্ন করেছেন এমন একটা শৃঙ্খলাবিন্যাস ও মেজাজে যার বদৌলতে শ্রোতা/দর্শক সাক্ষাতকারের কেন্দ্রীয় চরিত্র ও তার ঘটনা সম্পর্কে অনেক অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে রিপোর্টার অপেক্ষাকৃত কম নৈপুণ্যের অধিকারী হলে আর একই কারণে, খবরের সূত্র তার কথায় তেমন সাড়া দিচ্ছেন কি না দিচ্ছেন সে বিষয়ে সংবেদনশীল ও সচেতন না হলে, আর ঐ সাক্ষাতকারের জন্য ভালো প্রস্তুতি না নিয়ে থাকলে পার্কিনসের সাক্ষাতকারে যেসব অজানা তথ্য ও তাৎপর্য উদ্ঘাটিত হয়েছে তা পাওয়া সম্ভব হ'ত না।

একজন ব্যক্তি রিপোর্টারের প্রভাব ছাড়াও, প্রাতিষ্ঠানিক সংজ্ঞায়ও সংবাদ-এর অবয়ব গড়ে ওঠে। সংবাদের অবয়ব গড়ে সংবাদকে যৌক্তিক করার প্রয়াসে, সংবাদের প্রাগবিচার করার ও ভালো সংবাদ-কাহিনীর জন্য কাজ করার চাপে।

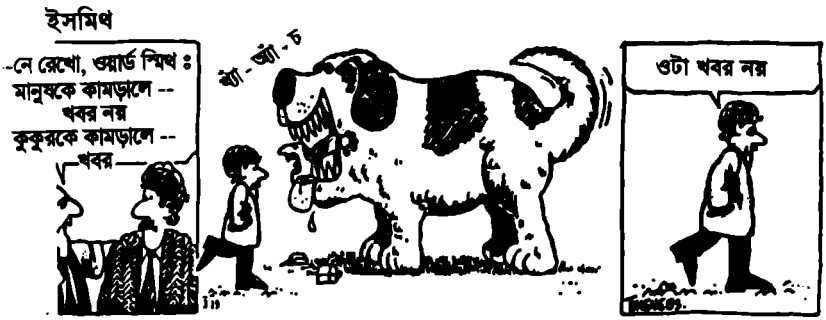

সংবাদ-এর সংজ্ঞাসমূহ

পাঠ্যপুস্তকে সংবাদ-প্রতিবেদন সম্পর্কিত আদর্শ পুস্তকে কোনো ঘটনা বা ইস্যু সংবাদ হওয়ার যোগ্য কি না তা নির্ণয়ের জন্য কতকগুলি শর্তের উল্লেখ করা হয়। যে ছাত্রটি রিপোর্টিং-এ হাতেখড়ি নিচ্ছে সে এধরণের কতকগুলি শর্ত বারংবার আউড়ে নিতে পারে *দাদখানি চাল, মুসুরীর ডাল*-এর মতো, কিন্তু তাই বলে অবশ্যই দাদখানি ডাল, মুসুরীর চাল নয়। তার আওড়ানো শর্তগুলির মধ্যে থাকবে মানব কৌতূহল (আবেদন), যথাসাময়িক, দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়, নৈকট্য, পরিণাম/ফলাফল ও বিশিষ্টতাসহ পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত শর্তগুলি। প্রতিবেদক সেগুলি আওড়াতে ও তাতে নিজেকে রপ্ত করে

www.pathagar.com

নিতে পারে। অভিজ্ঞ রিপোর্টার এসব পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার না-ও করতে পারেন বরং ঐগুলির পরিবর্তে তিনি কাজের মতো করেই সেগুলির বর্ণনা অন্যভাবে করতে পারেন। যেমন, "খবর বলতে আমি যা বলি সেটা-ই", "খবর হচ্ছে তা-ই যা খবরের কাগজে প্রতিবেদিত হয়", "খবর এমন একটা কিছু যা আজকে আপনি জানেন অথচ যা আপনি গতকাল জানতেন না।"

সাংবাদিকতা বিষয়ে পন্ডিত ব্যক্তিরা খবরের সংজ্ঞার এই ব্যবহারিক বর্ণনার এলাকায় মাথা ঘামিয়ে থাকেন। তাঁরাও এধরনের ব্যবহারিক সংজ্ঞাগুলির মধ্যেকার তাৎপর্য পর্যন্ত উপলব্ধি করেন। এ ধরনেরই একটা ব্যবহারিক সংজ্ঞা দিয়েছিলেন *নিউইয়র্ক সান* পত্রিকার নগর সম্পাদক জন বোগার্ট ১৮৯০-এর দশকে। তিনি বলেছিলেন ঃ "যখন কোনো কুকুর মানুষকে কামড়ায় সেটা খবর নয়, কিন্তু মানুষ যখন কুকুরকে কামড়ায় সেটা খবর।" বোগার্ট খবরের এই যে এটা ব্যবহারিক সংজ্ঞা দিলেন তাতে সাদামাটা বক্তব্য হচ্ছে এই যে, ব্যতিক্রমধর্মী কিছু 'খবর' হয়। বোগার্টের এই মতবাদের মধ্যে ঐ শতকের ক্রান্তিকালে লোকের কী হয় তা নয় বরং লোক কী করে তার ওপরেই সংবাদ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে - এই তাৎপর্যই ফুটে ওঠে। বক্তব্য বা ব্যাখ্যাকে কি এতে খুব বেশি টেনে বড় করা হয়েছে? অবশ্যই।

এ বিষয়ে কি আরও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে? আছে নিশ্চয়ই। তবে এটাও ভেবে দেখার বিষয় এই যে, বোগার্ট যখন 'খবর'-এর ঐ সংজ্ঞা প্রদান করেন তখন বিশ্বে বিজ্ঞান নিয়ে রীতিমতো বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার কাল, কার্যত মানুষের নানা কুশলী উদ্ভাবনের বসন্ত উৎসবের মৌসুম। ঐ সময় নাগাদ উদ্ভাবিত টেলিগ্রাম বা তারে বার্তা প্রেরণ পদ্ধতি বাস্তবিক অর্থেই 'খবরের' প্রকৃতি বদলে দিতে শুরু করে। তার খবরকে স্থানান্তরিত করার কাজটিকে অভাবনীয় রকমে দ্রুততর করে তোলে। এর ফলশ্রুতিতে আরও ঝরঝরে, ঠাসবুনট খবর লেখার জন্য চাপেরও সৃষ্টি হয়। তাই বোগার্ট 'খবর'-এর যে লঘু-চপল বর্ণনাটি দিয়েছেন সেটাকে সাংবাদিকতায় পরিবর্তন বোঝাতে ব্যবহার করা যায় যার মাঝে সমাজেও পরিবর্তনের প্রতিফলন ঘটে। এতে ক্রিয়ার কর্তা হিসাবে লোকজনের ও বিশারদ হিসাবে খবরের সূত্রদের ওপর আস্থার সৃষ্টি হয়েছে, আস্থা বেড়েছেও। আপনি আদর্শ পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত 'খবর'-এর বিভিন্ন সংজ্ঞার বিভিন্ন ভাষ্য দিন বা না-ই দিন, ওটা একজন কর্মরত রিপোর্টারের বাস্তবোচিত সংজ্ঞা হোক কিংবা কুকুরকেন্দ্রিক কারও কোনো এক মন্তব্যের সারবত্তা সন্ধানী কোনও অধ্যাপক মহোদয় যে গলদঘর্ম কসরৎই করে থাকুন, একথা স্বতঃসিদ্ধের মতোই স্বীকার্য যে, খবর কীভাবে সংজ্ঞায়িত হবে কী প্রতিবেদিত হ'ল তা দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। যদি কোনও রিপোর্টার মনে করেন, কোনো একদল লোক বিশিষ্টতার দাবীদার অথবা সন্দেহাতীতভাবে বিশিষ্ট তাহ'লে ঐসব বা ঐব্যক্তি অপেক্ষাকৃত কম বিশিষ্ট বলে

www.pathagar.com

বিবেচিত ব্যক্তি বা বর্গের চেয়ে অনেক বেশি মনযোগ লাভ করবেন। কেননা, 'খবর'-এর ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক (পান্ডিত্যপূর্ণ) সকল সংজ্ঞার পরেও আদর্শ পাঠ্য-পুস্তকে খবর-এর যেসব শর্তের তালিকা দেওয়া হয়েছে সেগুলি 'খবর'-এর জন্য উত্তম নির্দেশিকা হিসাবেই বহাল রয়েছে আর কথাটা খবরের অনেক সূত্রেরই জানা।

খবরের সূত্রগুলি বোঝেন যে, নিজেদের প্রতি মনোযোগ লাভ বা তাঁদের নিজ ধ্যানধারণার প্রতি মনোযোগ লাভে যোগাযোগ মাধ্যমগুলির ব্যবহারের জন্য ঘটনাসমূহকে তৈরি করতে সাহায্য হয় অথবা অন্য কোনোভাবে দেখানো যায় যে, ঐ সব ঘটনার বিষয়বস্তু সংবাদযোগ্য খবরের সূত্রগুলি সর্বোত্তমভাবে একাজ করতে পারে "চামচে তুলে খাওয়ানোর মতো" করে আদর্শ পাঠ্যপুস্তকে 'খবর'-এর যেসব মানদন্ড বা শর্ত রয়েছে সেগুলিকে রিপোর্টারের কাছে পরিবেশন করে। মানব-আবেদন তথা মানবিক কৌতূহল উপাদানের (যেমন, অনেক সময় টিভির পর্দায় একজন ক্ষুদে অভিনেত্রীকে আজব ধরনের কোনো পোষা প্রাণীসহ হাজির করে) উপস্থাপনা করা হয়। এরকম আরও খবর বা সংবাদ উপাদানের মধ্যে রয়েছে: যথাসাময়িকতা (timeliness), (এজন্যে সংবাদ-সম্মেলন বা কোনো বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময়, তারিখ এমনভাবে স্থির করা হয় যা সময়ঘাত (deadline) বা সরাসরি সম্প্রচারের জন্য সুবিধাজনক); আছে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মতো উপাদান (এজন্য কোনো ভয়ভীতিকর কিছু ঘটানো বা করার হুমকি দেওয়া হয়, যেমন, জনসমক্ষে যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদ বিক্ষোভের বিষয়টি টাটকা রাখার জন্য ১৯৬০ সনে শিকাগোতে অনুষ্ঠিত ডেমোক্রেটিক পার্টির জাতীয় কনভেনশনে এধরনের বিক্ষোভ একাধিকবার অনুষ্ঠিত হয়)। খবরের আরেকটি শর্ত: নৈকট্য (proximity); (স্থানীয় জনসমাজ ও তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে একটি ভালো স্থানীয় পর্যায়ের সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়)। বিশিষ্টতাও 'খবর'-এর শর্ত (ব্যাপক জনস্বার্থের কথা তুলে কিংবা ইতিমধ্যে বিশিষ্ট হিসাবে স্বীকৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে যুগপৎ কারও আবির্ভাবের ব্যবস্থা করে একজন গ্রাহকের মর্যাদাগত অবস্থার উন্নতি। পরিণামফল বা ফলাফলও খবরের শর্ত: (এর আওতায় বলতে চাওয়া হয়, বহুলোক প্রভাবিত হবে কিংবা কোনো একটি প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ)।

আবার কেউ যদি কোনো 'খবর' বা সংবাদ আইটেমকে খবরের মাধ্যমগুলির নাগালের বাইরে রাখতে চায়, তাহ'লে সেক্ষেত্রে যুক্তি দেখানো হয়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ঘটনা খবরের সংজ্ঞা অনুযায়ী সংবাদযোগ্য নয়। মানব আবেদন (মানবিক কৌতূহল) (ঘটনা বা ব্যক্তি সম্পর্কে নতুন কিছুই নেই; যেমন, প্রতিদিনই তো কতে দম্পতির তালাক হচ্ছে, এসব তালাক সংবাদযোগ্য নয়); যথাসাময়িকতা (আরে ও ঘটনা ঘটার তো একমাস পার হয়ে গেছে! আর এ্যাদ্দিনে তুমি ওটার খোঁজ পেলে?), নৈকট্য;

www.pathagar.com

(আমার মনে হয় না, এ ব্যাপারে স্থানীয় লোকজনের কোনো আগ্রহ আছে); বিশিষ্টতা (আপনার বেশিরভাগ শ্রোতা/দর্শক/পাঠকই আমি কে তা জানে না আর তাই বলে আমার কী ঘটে সে ব্যাপারে তার তো কম মনযোগী ওর হতে পারে না!); ফলাফল (এটা একান্তই পারিবারিক ব্যাপার; এতে আর কারও নাক গলানোর কিছু নেই। এর প্রভাব আর কারও ওপর পড়ে না)।

'খবর'- একটি আপেক্ষিক ধারণা। যেসব ঘটনা বা ইস্যু বৃহস্পতিবারের খবরের কাগজের পেছনের পাতায় হারিয়ে যাবার কথা, এমনকি যেসব ঘটনা বা ইস্যু ঐদিনের খবর সম্প্রচারেরও বিষয়বস্তু হতে পারে না সেগুলিই হয়তো দেখা গেল রবিবাসরীয় খবরের কাগজে বেশ যথেষ্ট *কাভারেজ* পেয়েছে। এর একটি কারণ হ'ল, যে সরকারি এজেন্সিগুলি খবরের প্রায় সিংহভাগের সূত্র সেগুলি সপ্তাহে শুক্রবার বন্ধ থাকে আর সে কারণেই রিপোর্টাররা পরেরদিন রোববার খবরের কাগজের পাতা ভরানোর জন্য কিছু একটা বের করার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

আরও বেশি মনোযোগ লাভ কিংবা ন্যূনতম মনোযোগসহ পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের মনোযোগ এড়ানোর উদ্দেশ্য কোনো ঘোষণা বা প্রকাশের সময়টা খবরের সূত্র তাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, ধরা যাক, সরকারের কিছু বিতর্কিত রিপোর্ট রয়েছে। সেগুলি আজ হোক আর কাল হোক প্রকাশ করতেই হবে। এখন এগুলিকে হয়তো প্রকাশ করা হয় গরমের ছুটির সময় যখন গণযোগাযোগ মাধ্যমগুলির প্রতি সাধারণের মনোযোগ অপেক্ষাকৃত কম থাকে কিংবা ওগুলি প্রকাশ করা হয় এমন সময় যখন সংবাদ মাধ্যমগুলির মনোযোগ প্রধানতঃ অন্যত্র গেঁথে থাকে।

দেশের সংবাদপত্র, টিভি ও বেতারের বার্তাকক্ষগুলিতে 'খবর'-এর সংজ্ঞাগুলি দেয়াললিপি হিসাবে লিপিবদ্ধ না থাকলেও, যারা খবরের মাধ্যমগুলিকে ব্যবহার করতে চান তাঁরা খবরের সংজ্ঞাগুলি সম্পর্কে সচেতন ও অবহিত। আর যদি তা না হয় তাহ'লে সবচেয়ে খারাব যা ঘটতে পারে তা হ'ল খবরের সূত্রগুলি তাদের নিজ সুবিধার জন্য তথ্য মাধ্যমগুলি অপব্যবহার করবেন নতুবা এর ভালো দিকটা এই যে, ঐসব খবরের সূত্রের সুবাদে কী প্রশ্ন করা হতে পারে তা আগে থেকে অনুমান করে নিয়ে জবাব এগিয়ে রিপোর্টারের কাজের গুরুভার কমাতে সাহায্য করতে পারেন আর এতে খবরের শ্রোতা/দর্শক/পাঠকেরও সবচেয়ে সুপরিজ্ঞাত থাকার নিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়।

খবর-এর সংজ্ঞায় পরিবর্তন

চট করে দেখে নেবার জন্য যেমন যোগাযোগ মাধ্যম সংস্থাগুলির অফিসের দেয়ালে *খবর*-এর সংজ্ঞাগুলি লেখা থাকে না তেমনি কোনো পাথরেও ওগুলি উৎকীর্ণ নেই। সংজ্ঞা বদলায়। আজকে খবর-এর বেলায় বিশিষ্টতার যে সংজ্ঞা দাঁড়িয়েছে তা এর ৩০ বছর আগের সংজ্ঞার তুলনায় ভিন্ন। সংবাদ-মূল্য হিসাবে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের এখনকার

www.pathagar.com

সংজ্ঞার সাথে এর ১০/১৫ আগের সংজ্ঞার ফারাক রয়েছে। সর্বাঙ্গীন খবর *কাভারেজ*-এর নিরিখে এইসব পরিবর্তনের ফল সাধারণতঃ শুভই হয়েছে বলা যায়। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে যথাসাময়িকতার সংবাদ শর্ত সম্পর্কিত সংজ্ঞা নানাভাবে বদলেছে। আর এর ফল হয়েছে মিশ্র।

বিশিষ্টতা ও মাকার্থি যুগ ঃ খবরের বহুকালের কিছু সংজ্ঞা অনুযায়ী, একজন মার্কিন সেনেটর যা-ই বলুন না কেন তা 'খবর'। এর কারণ, তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। আর তাঁর মতো একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তার বিবৃতি অন্যদেরকে প্রভাবিত করে বলেই ধরে নেওয়া হয়। উইসকনসিন থেকে রিপাবলিক্যান দলীয় প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত সেনেটর জোসেফ ম্যাকার্থী সংবাদ-মাধ্যমগুলিতে তার কার্যত একচ্ছত্র প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে তিনি এইসব মাধ্যমকে নানাভাবে ব্যবহার করেন। ১৯৪০-এর দশকের শেষ ও ১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে তিনি সবাইকে এই বলে হুঁশিয়ার করে দেন যে, "যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ব্যবস্থার অভ্যন্তরে তাঁর ভাষায় কম্যুনিস্ট অনুপ্রবেশ ঘটেছে।" তিনি তাঁর এই কথিত কম্যুনিস্ট বিরোধী অভিযানের আওতায় জেনারেল জর্জ সি মার্শালের (তিনি এখন মার্কিন ইতিহাসের অন্যতম বিরাট বরেণ্য পুরুষ হিসাবে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত) মতো ব্যক্তির আনুগত্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের অনেক সরকারি কর্মকর্তার ক্যারিয়ার ধ্বংস করে দেন। আর তিনি তাঁর এই উগ্র মতবাদের দ্বারা ভয়-ভীতি, সংশয়, অবিশ্বাস, সন্দেহের একটা দুঃসহ পরিবেশ তৈরি করেন। আর এটাকেই এখন ম্যাকার্থী যুগ নামে অভিহিত করা হয়।

ম্যাকার্থী ঐ সময় জানান, তিনি মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগ ও অন্যত্র বেশ কিছু কম্যুনিস্ট আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা-ভাষণে এইসব উন্মোচিত কম্যুনিস্টের সংখ্যাও অদ্ভুতভাবে বিভিন্ন হতে থাকে। কিন্তু তবু তাঁর কথার এতোসব গলদ নিয়ে কোনো প্রশ্ন তখন ওঠে নি। তিনি যেসব কথাবার্তা বলেছিলেন, যেসব অভিযোগ আসছিল সেগুলিকে সামাল দেওয়া বা ওগুলির যথা খোঁজখবর রাখা ঐ সময় খবরের কাগজের রিপোর্টারদের জন্য যথেষ্ট ঝক্কি-ঝামেলার কারণ হয়ে ওঠে। তখন 'খবর'-এর সেসব সংজ্ঞা প্রচলিত ছিল তার আওতায় রিপোর্টারদের মিঃ ম্যাকার্থী আনীত অভিযোগগুলি নিয়ে প্রশ্ন তোলার ও সেগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে যাওয়ার তেমন সুযোগই ছিল না।

একসময় ম্যাকার্থীবাদের ক্ষেপাটে জোয়ার প্রশমিত হয়ে এলে, অবশেষে সংবাদ মাধ্যমগুলি অন্তত আর কিছু না হোক সংবাদের যে বিশিষ্টতার শর্ত বা উপাদান রয়েছে সে ধারণার পুনঃসংজ্ঞায়নের কাজ শুরু করে। অতঃপর এই সংজ্ঞাকে আরও উদার ও প্রশস্ত করে এর আওতায় কোনো বিশিষ্ট খবর সূত্রের সত্যনিষ্ঠা সম্পর্কে সংবাদ কাহিনীতে কিছু প্রশ্ন তোলার রীতিকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

অন্যান্য সূত্রও এ ধরনের প্রশ্ন তুলতে পারেন। প্রশ্ন তুলতে পারেন ঐসব রিপোর্টারও যাঁরা ঐ বিশিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মন্তব্যের পাশাপাশি রেকর্ডপত্র তথা সমর্থক সাক্ষ্যপ্রমাণও সন্নিবেশ করেন ও তাঁদের আগের বিবৃতিগুলির বরাত দিয়ে গোটা বিষয়কে সুষম করে তোলেন। *মিলওয়াকি জার্নাল* সেনেটর ম্যাকার্থি সম্পর্কে কোনো সংবাদ-কাহিনী ছাপলে ঐ কাহিনীতে বন্ধনীর মধ্যে *ইনসার্ট* যোগ করে দেওয়ার রীতির প্রবর্তন করে। এইসব *ইনসার্ট*-এ সেনেটর ম্যাকার্থির অভিযোগ খন্ডনমূলক তথ্য দেওয়া থাকত। এভাবে একবার ৫২ ইঞ্চি লম্বা এক সংবাদ কাহিনীতে *ইনসার্ট* যোগ করা হয়েছিল ১৩ ইঞ্চির মতো। অর্থাৎ গোটা সংবাদ-কাহিনীর কলেবরের সিকি জুড়ে ছিল *ইনসার্ট*।

কোনো কোনো রিপোর্টারের জন্য এই পরিবর্তনগুলি আসে অনেক দেরি করে কিংবা এমনও ঘটেছে, ঐ রিপোর্টারদের সংবাদ-কাহিনীতে এধরনের *ইনসার্ট* ঢোকাতেই দেওয়া হয় নি। *জো ম্যাকার্থি অ্যান্ড দ্য প্রেস* গ্রন্থে এডুয়িন বেইলি *ইউনাইটেড প্রেসের* পক্ষ থেকে ম্যাকার্থির 'প্রেস কাভারেজের' বেলায় জর্জ রীডির কাজ কীভাবে চাপের মুখে প্রভাবিত হয়েছিল লিখেছেন। এই ব্যক্তিই পরে লিন্ডন জনসনের প্রেস সেক্রেটারী হয়েছিলেন। রীডি বলেন, ম্যাকার্থির ব্যাপার সামলাতে গিয়ে তাঁকে যে হতাশায় পেয়ে বসে সেটা তাকে খবরের কাগজের কাজ ছাড়তে প্রভাবিত করেছে। ঘটনা দাঁড়ায় এরকম যে, "ম্যাকার্থি যা বলতেন সেটা আমাদের হুবহু মেনে নিতে হ'ত ---- জো রেড স্কোয়ারে কোনো কম্যুনিস্ট খুঁজে পেলেন না --- বদমেজাজী কোনো বজ্জাতের কাছ থেকে কার্ল মার্কসও নিশ্চয় তিনি পড়েন নি, তবুও তিনি হাজার হোক একজন জাঁদরেল মার্কিন সেনেটর তো বটে! ---- আসলে তাঁকে সামাল দেওয়ার ব্যাপারটা একটা বিপর্যয়কর ব্যাপার, আমি ব্যাপারটা সইতে পারি নি।" [৮]

আজকাল অনেক সময় সংবাদমাধ্যমগুলির বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ তোলা হয় যে, এই মাধ্যমগুলি সরকারী কর্মকর্তাদের সকল ঘোষণা ও কথাবার্তাকে এমন চুলচেরা বিশ্লেষণ করে যে সেটা কার্যত অবিশ্বাস, সংশয় আরোপের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তবু একথা ঠিক এই রীতিটি বিশিষ্টতা সম্পর্কে সেনেটর জো ম্যাকার্থির আগে যে ধারণাটি ছিল সেটার তুলনায় খবর-এর সংজ্ঞাকে অনেকখানি সুস্থ করে তুলেছে।

সংঘাত, জনঅসন্তোষ ও খবর ঃ খবর হওয়ার অন্যতম শর্ত সংঘাত-দ্বন্দ্বের ধারণাটি ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে নতুন বিশ্লেষণমূলক নিরীক্ষার আওতায় আসে। ঐ সময় সম্পাদক ও অন্যান্য ব্যক্তি শহর-নগরের শহরতলী এলাকায় আগুন লাগা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমেরিকার কি বিকার ঘটেছে বা কী সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান করতে থাকেন। এব্যাপারে সম্পাদকগণ অন্তত তিনটি ব্যাপারে একমত হন: (১) তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রে যেসব কৃষ্ণকায় নরগোষ্ঠী বাস করে তাদের জনসমাজ

www.pathagar.com

সম্পর্কে খবরের কাগজে ও অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমে উপযুক্ত *কাভারেজ* দেন নি; (২) বিভিন্ন শহর-নগরে এইসময় যে ব্যাপকতা ও পরিসরে সহিংসতা দেখা দেয় তাতে তাঁরা আশ্চার্যান্বিত হন; (৩) তাঁরা সহিংসতার নিন্দা করলে করতে পারেন কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা এও উপলব্ধি করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে ন্যায়সঙ্গতভাবেই আর্থ-সামাজিক অভাব-অভিযোগের অস্তিত্ব রয়েছে।

এখন প্রশ্ন হ'ল সংবাদ মাধ্যমগুলি কী করতে পারে? এ ব্যাপারে একটি প্রস্তাব হচ্ছে এই যে, খবর-এর অন্যতম শর্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ওপর গুরুত্ব কমানো হোক। একজন লোক হয়তো একটি গোটা নগরকে উড়িয়ে দেবার হুমকি দিচ্ছে। কিন্তু তার কথা বা দাবি যত না বিশ্বাসযোগ্য ও অধিকতর সংবাদযোগ্য সূত্র তার চেয়েও বরং অনেক বেশি সংবাদযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য আরেক জনের কথা যে কয়েকটি বাড়ি অথবা কোনো খালি ভবন ধ্বংসের হুমকি দিচ্ছে। দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও লোকালয়-জনপদের গোলযোগ যদি সংবাদ কাভারেজ-এর উপযুক্ত হয় তাহ'লে সেটার পেছনে যুক্তি আছে। তেমনি যুক্তি ও কারণ আছে শহর-নগরের একটা বেশ বড়ো আকারের জনসমষ্টির বিরুদ্ধে বৈষম্যের মতো কারণে যে অসন্তোষ দেখা দেয় সেগুলিরও সংবাদ কাভারেজ-এর। মনে করা হয় যে, ঐ অসন্তোষের কারণগুলির সংবাদ *কাভারেজ* দেওয়া হলে ভবিষ্যতে এধরনের আরও দাঙ্গা-গোলযোগ রোধে সহায়ক হবে। কারণ এর ফলে কোনো রকম বিস্ফোরণমূলক পর্যায়ে পৌছানোর আগেই ওটার কারণ চিহ্নিত করা যাবে, সমস্যার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে সেগুলির সমাধান করা সম্ভব হবে। এখন সংবাদ কাভারেজের বেলায় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণগুলি তুলে ধরার রেওয়াজটি সংবাদ পরিবেশনার সিংহভাগ পরিসর ও সময়, বিশেষ করে, সংবাদ সম্প্রচারের প্রধান সময়গুলি দখল করে নিয়েছে সহিংসতার আবেদনময় সংবাদের কাছ থেকে যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যারা জাতির সমস্যাবলীর শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য কাজ করছেন তাদের উপেক্ষা করে।

খবর-এর সংজ্ঞাগুলি বদলে দেওয়ার মধ্যে সমস্যা সুরাহার ধন্বন্তরী লুকিয়ে আছে এমন নয়। এ পরিবর্তনের কয়েক দশক পরেও লক্ষ্য করা গেছে সরকারী কর্মকর্তারা তখনও জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছেন, বাক ব্যবসায়ীরা এখনও শ্রোতা পাচ্ছে। যখন এসব কর্মকর্তাদের বক্তব্য-বিবৃতির সাথে রেকর্ডের যাচাই করে দেখা হয় তখন ওরা যুক্তি দেখায় যে রেকর্ড ঠিক নেই। ফলে সত্য প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারটা বেশ কঠিন হয়ে ওঠে। ঐ সময়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট বুশের প্রেস সেক্রেটারী পিটার টিলি এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন যে, "কোনো (টিভিতে প্রচারিত) বিতর্ক অনুষ্ঠানে যা চান আপনি বলতে পারেন। আট কোটি লোক সেটা শুনবে দেখবে ----- এরপরে কোনো রিপোর্টার যদি দালিলিক প্রমাণ রেখে ধরে ফেলে যে, ঐ বিতর্কের একজন প্রার্থী (নির্বাচন) মিথ্যে

www.pathagar.com

কথা বলেছে, তো কীই বা হবে তাতে? হয়তো রিপোর্টারের লেখা ঐ সংবাদ কাহিনীটি দুশো, দুহাজার, বড়জোর ২০ হাজার লোকই পড়বে!" [৯]

তবু, এসবের পরেও সংবাদ মাধ্যমগুলি খবরকে পুনঃসংজ্ঞায়নের ব্যাপারে মোটামুটি এগিয়েছে, বিশেষ করে এই অগ্রগতি হয়েছে সংবাদের বিশিষ্টতা ও সংঘাত বৈশিষ্ট্যের বেলায়। অবশ্য সংবাদ *কাভারেজ*-এর জন্য যথা সাময়িকতার যে শর্তটি রয়েছে সেটার পরিবর্তন সম্পর্কে ঠিক একই কথা বলা যাচ্ছে না।

যথাসাময়িকতা, ক্ষণিকতা ও খবর ঃ খুচরো সংজ্ঞায় বলা হয়, *খবর* 'খবর' হিসাবে খুব বেশি সময় বাঁচে না। কালকের খবর বলে কোনো খবর হয় না - বলে কথাই প্রচলিত রয়েছে। খবর নামের পণ্যকে তাজা, টাটকা সদ্য রাখার জন্যে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সংবাদ সংস্থাগুলি পাঠক-শ্রোতার কাছে খবরকে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করে। এদিক থেকে যেসব যোগাযোগ মাধ্যম সম্প্রচার মাধ্যম হিসাবে শ্রেণীভুক্ত তাদের পক্ষেই ঘটনাস্থল থেকে তাৎক্ষণিক ও নিরবচ্ছিন্নভাবে কোনো সংবাদ ঘটনা বা ইস্যু গ্রাহককে তাৎক্ষণিক যোগান দেওয়া সম্ভব। সে সুবিধা তাদের রয়েছে। যখন কোনো সংবাদ ঘটনা এক এক করে প্রবাহের মতো বেরিয়ে আসতে থাকে সেটাকে তাৎক্ষণিকভাবে শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার সেটাই তো যথাসময়। এধরনের সংবাদ কাভারেজের জন্য, বিশেষ করে যেমন, কোনো খেলাধূলোর অনুষ্ঠানের জন্য এরকম কাভারেজের জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তির সমাবেশ হয়তো সম্ভব। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে সংবাদের রিপোর্টার ও খবরের সূত্রগুলির জন্য বেশ কিছু অসুবিধা রয়েছে।

কানাগলি ঃ খবরের রিপোর্টিং-এর বেশিরভাগ লাইব্রেরী বা পরীক্ষাগারের গবেষণা কাজের মতো। অন্তত তা-ই হওয়া উচিত। একটা সংবাদ-কাহিনী তথা একটা কোনো নতুন সংবাদ পণ্য তৈরি করার আগে ঐ রিপোর্টারকে অবশ্যই অনেক তথ্যের বালুরাশি ছাঁকনিতে চেলে তার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি বের করে নিতে হবে। একাজটা আবশ্যিক। এতে সময়ের অপচয় হয় কানাগলি বা সুড়ঙ্গের পথ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তথ্যানুন্ধান করতে করতে। আর যেসব সাংবাদিক কোনো সংবাদ ঘটনা বা সমস্যার সরাসরি তাৎক্ষণিক *কাভারেজ*-এর কাজ করেন তাঁদের জন্য ঝুঁকি হলো এই তাঁরা যখন কানাগলি বা সুড়ঙ্গপথ ধরে এগিয়ে যান তার শ্রোতা/দর্শকেরাও তার ঐ অস্বস্তিকর ভ্রমণের সঙ্গী হয় আর ঐ রিপোর্টারের মতো এমনসব তথ্য তারা জানতে পারে যেগুলি সম্পর্কে জানা শ্রোতা/দর্শকদের জন্য আদৌ দরকারী নয়। *লস এঞ্জেলসে টাইমস*-এর যোগাযোগ মাধ্যম সমালোচক হাওয়ার্ড রোজেনবার্গ জেরাল্ডো রিভেরার এক বিশেষ টিভি অনুষ্ঠানের পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি ঐ সমস্যা লক্ষ্য করেন। এখন জেরাল্ডো রিভেরা হচ্ছেন ১৯৮০-এর দশকের টিভি সংবাদের একজন হৈ ফেলা অকুতোভয়

www.pathagar.com

ব্যক্তিত্ব যিনি তাঁর দর্শক/শ্রোতাকে মাদক অপরাধী পাকড়াও অভিযানে প্রত্যক্ষভাবে শরীক করেন। এই মাদক বিরোধী পাকড়াও অভিযানমূলক রিপোর্টিং-এর যে পর্যালোচনা বা সমালোচনা রোজেনবার্গ করেন এখানে তার অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো:

> দেখুন, এই যে আমি, হাওয়ার্ড রোজেনবার্গ। আমি এখন আমার টিভি সেটের সামনে রয়েছি। আমি এখন টিভিতে জেরাল্ডো রিভেরার অনুষ্ঠান: *অ্যামেরিক্যান ভাইসঃ দ্য ডোপিং অব অ্যা নেশন* দেখছি। আর বলাই বাইল্য ওটা দেখে আমার বমি ভাব হচ্ছে।
>
> লাইভ!
>
> দেখুন এবার --- আপনারা এখন যা পড়ছেন তা খাঁটি, সত্যি। এটাই বাস্তবতা। এটা ঘটছে। আমি লিখছি আর আপনারা পড়ছেন। এতে ভুল নেই যে লেখায় অনেক *অসুন্ধ সন্দ* রয়েছে। আমি কিছু ভুল করেছি। কিন্তু *মাজার* বিষয় হ'লো এটা কিন্তু 'লাইভ! কাজেই এর ওপর আমার কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। আমার কোনও কিছুই করার নেই।
>
> আমি জানি না, এই সমালোচনাটা জেরাল্ডোর কেমন লাগবে। মানে আমি----- বলতে চাই, সেও তো মানুষ, আর সেজন্যেই আমার ভাবনা। মানে আমি বলতে চাইছি---আমার কি এটা করা উচিত? আমি বলতে চাই---খুবই অদ্ভুত ঠেকছে ব্যাপারটা আমার কাছে। কিন্তু কী আমি করতে পারি? এটাই বাস্তবতা। এটাই ঘটছে। আর আপনারা পড়ছেনও।
>
> লাইভ!
>
> এখন, ঠিক আছে, আমার ধারণা আমার সমালোচনা/পর্যালোচনা যা-ই বলুন প্রায় রেডি! ঠিকই তো রেডি। তৈরি! উহ্----লিপি সম্পাদক এটা যাতে একবার দেখে দেন সেটা দেখছি আমি এই মূহুর্তে। উহ্ না, ঠিক আছে, বিলকুল ঠিক। মনে হচ্ছে, সবুজ সঙ্কেত পেয়ে যাচ্ছি। এই-ই মনে হচ্ছে, আচ্ছা এক মিনিট। হ্যাঁ ব্যাপারটা ঘটছে। এটা বাস্তব ব্যাপার। আপনারাই ওটা দেখছেন আর আমার! আমার তো কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই --- [১৫]

এরকম একটা ভূমিকার পর রোজেনবার্গ তাঁর আসল সমালোচনার অংশে অবতীর্ণ হন। তিনি তাঁর এই সমালোচনায় খবরের *কাভারেজ* ও রিভেরার কাজের মধ্যে কিছু স্ববিরোধিতার উল্লেখ করে এই মর্মে ইতি টানেন যে, "সমস্যা সঙ্কট স্তরে পৌঁছেছে। আপনারা আপনাদের ছেলেমেয়েকে আগলে রাখুন। আমেরিকায় আমাদেরকে যেভাবেই হোক জেরাল্ডো রিভের যাতে বাড়ি বাড়ি না পৌঁছাতে পারে সে ব্যবস্থা করতেই হবে।"

বাচালতা ঃ লাইভ কাভারেজ বাচালতা বা সুবিন্যস্ত ও পরিচর্চিত বাকভঙ্গীকে অযথা বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে পারে। ১৯৬০ সনে দুই মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জন

www.pathagar.com

এফ কেনেডি ও রিচার্ড এম নিকসনের সরাসরি ও একই মঞ্চে বিতর্ক প্রথমবার টিভিতে 'লাইভ' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এ ব্যাপারে একটি ছাঁচ বা ধারার সূচনা হয়। এতে প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি মোকাবেলায় প্রার্থীরা চাপের মুখে কীভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তা দেখার একটা উপায় বেরিয়ে এসেছে। তবে এর পরেও অবশ্য একজন প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের সিংহভাগ, বিশেষ করে সর্বাপেক্ষা পুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলির বেলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজটি পরিমিত, সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিতভাবেই সম্পাদন করা হয়ে থাকে। সময় নিয়ে ধীরে-সুস্থে নানা প্রস্তাব শোনার পর সেগুলি বিচার-বিবেচনা করার পর একটা রফামূলক নিস্পত্তির জন্য এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন হতে পারে যেগুলি টিভি বিতর্ক 'জেতার' জন্য প্রয়োজনীয় বৈশিষ্টপ্যগুলির তুলনায় একেবারেই স্বতন্ত্র। একইভাবে বলা যায়, এধরনের *লাইভ কাভারেজ* যে অসুস্থ, অশক্ত ও অন্যান্য যাদের সংবাদ-কাহিনী সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তাদের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে কায়েমী, সরকারী বা নাগালের মধ্যে রয়েছে-এমনসব সূত্রের প্রতি অযথা বেশি মনোনিবেশ করার কারণ হতে পারে।

মতলবী ব্যবহার ঃ লাইভ কাভারেজ মতলবসিদ্ধির ব্যাপারে খবরের মাধ্যমগুলির ব্যবহারকে আরও সহজ করে তোলে। *লাইভ কাভারেজ* -এ খবরের রিপোর্টার নয় বরং খবরের সূত্রই নির্ধারণ করে শ্রোতা/দর্শক কী শুনবে বা শুনবে না।একজন পরিচর্চিত খবরের সূত্র সবসময় *লাইভ কাভারেজ* বেশি পছন্দ করেন। এই *লাইভ কাভারেজ*-এ খবরের সূত্র শ্রোতা/দর্শকের উদ্দেশ্যে সরাসরি কথা বলেন। এতে অন্য কারও অনুবাদ, দ্বিভাষিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এমন কিছু করে দেবার দরকার হয় না বা রিপোর্টারের মধ্যস্থেরও প্রয়োজন হয় না। এ ক্ষেত্রে রিপোর্টার ও খবরের প্রক্রিয়াটি নিস্প্রাণ বাহক হয়ে ওঠে। রিপোর্টারের ন্যায়সঙ্গত ভূমিকার সাথে এর সংঘাত দেখা দেয়। কেননা, নানা সূত্র থেকে তথ্য যোগাড় করে সেগুলির সংশ্লেষণের দায়িত্ব রিপোর্টারের।

এজন্য খবরের যথাসাময়িকতা ও খবরের কাভারেজের তাৎক্ষণিকতার মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করার বিষয়টি খবরের রিপোর্টার, শ্রোতা/দর্শক/পাঠক ও খবরের সুত্রদের জন্য সবিশেষ ফলদায়ক। যথাসাময়িকতা কোনও সংবাদ প্রতিবেদনের সময়োপযোগিতা ও প্রাসঙ্গিকতাকে তুলে ধরে। এখানে অবশ্য একটা বিপদ নিহিত রয়েছে। আর সেই বিপদটি হচ্ছে, তাৎক্ষণিকতার জৌলুষের প্রতি অতিমাত্রায় গুরুত্বরোপের প্রবণতায় প্রতিবেদনের খোদ বিষযবস্তুই ক্ষুন্ন হতে পারে।

খবরের যৌক্তিক প্রকৃতি

আমরা যারা বাইরে থেকে সরকারের ভেতরে নজর ফেলি তারা ধরে নিই যে, সরকারের নীতি আসলে হাতে গোনা কিছু লোকের এক যৌক্তিক সিদ্ধান্তেরই

www.pathagar.com

ফলশ্রুতি। আর এভাবেই বাইরে থেকে যারা খবরের কাগজের ভেতরে লক্ষ্য করেন, তাঁরা ধরে নেন যে, খবর কতকগুলি লোকের যৌক্তিক সিদ্ধান্তেরই ফল।

----- বেন বাগদিকিয়ান [১১]

সংবাদ-কাহিনীর সনাতন অঙ্গ উপাদানগুলি হ'ল ঃ *কে, কী, কখন, কোথায়, কেন ও কেমন করে*। এগুলির মধ্যে রিপোর্টার ও খবরের সূত্রগুলির জন্য কেন উপাদানটি সবচেয়ে গোলমেলে ও সম্ভবত পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের জন্য সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর। সমস্যা হ'ল, এই 'কেন'-র জবাব দিতে গিয়ে রিপোর্টার ও খবরের সূত্র মানব আচরণের ব্যাখ্যা দেবার প্রয়াস পেতে পারে এবং মনোবিজ্ঞানী ও অন্যান্য আচরণ বিজ্ঞানীদের জন্য সবসময় বিমূঢ়, বিব্রতকর এমন অতিসহজ জবাব দিতে পারে।

তবু, রিপোর্টাররা সংবাদ-কাহিনীর নিটোল সম্পূর্ণতার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেন না। কেন প্রেসিডেন্ট ঐ মন্তব্যটা করেন? কেন আদালত এই রায় দেন? কেন কংগ্রেস নতুন এক অস্ত্র ব্যবস্থা অনুমোদন করে? - এগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এগুলির জবাব সরকারের নীতি নির্দেশনা ও কোনো এক সামাজিক সমস্যার নিরসনে সমাজের গতি নির্দেশনা দান করতে কারে। অবশ্য রিপোর্টারের জন্য সমস্যা হচ্ছে এই যে, 'কেন'-র জবাব সবসময় পাওয়া যায়না। বাস্তবিকপক্ষেই, খবরের সূত্র একটা কাজ না করে কেন আরেকটা কাজ করেছেন তা যেমন না জানতেও পারেন তেমনি আবার এ কারণটা না বলতে চাইতেও পারেন। সম্পাদক ও বার্তা পরিচালকগণ ব্যাখ্যা দাবি করেন কেননা, তাঁরা খবরের কাহিনীতে খুঁত দেখতে পান। দেখতে পান কাহিনীতে 'কেন'র জবাব নেই। এইসব ব্যাখ্যা চাওয়া হয় কারণ, এতে দুনিয়াটা আরও বোধগম্য হয়ে উঠতে পারে। কোনোরকম হুঁশিয়ারি বা কোনো কারণ ছাড়াই আপনার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কিছু শক্তি আপনার নিরাপত্তাকে বিপন্ন করবে, আপনার পরিবারকে আঘাত করবে - এগুলি কল্পনা করাও তো রীতিমতো বিপজ্জনক নয় কি? সম্ভাবনার দিক থেকে সঙ্কটাপন্ন শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের জন্য রিপোর্টার নানা ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন।

এখন আসুন, এই কাল্পনিক সংবাদ-কাহিনীটি আমরা বিচার-বিবেচনা করে দেখি। মাঝে মাঝে এমন কিছু সংবাদ কাহিনী কাগজে আসে যা এই সংবাদ কাহিনীটির মতো :

> বাবা-মাকে শটগানের গুলিতে হত্যার অভিযোগে পুলিশ আজ ১৬ বছরের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। বড়দিনের উপহার হিসেবে বন্দুকটা তাকে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ বলেছে, তাদের পারিবারিক 'কার'টি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চালানোর জন্যে পুলিশ জরিমানা করায় তাকে ঐ কার আর চালাতে না দেবার জন্যেই সে এ কান্ড ঘটায়।

এ খবরে ব্যাখ্যা বা 'কেন'-র জবাব রয়েছে। আমরা প্রায় সবাই এধরনের খবর পড়ি। কিন্তু অন্য কোনও প্রশ্ন তুলি না। যে কাল্পনিক সংবাদ-কাহিনীর নমুনা দেওয়া

www.pathagar.com

হ'লো এ নিয়ে কেউ যদি কয়েক মূহুর্তের জন্যেও চিন্তা করেন ও তারপরেও জোড়া-খুনের ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করেন তাহ'লে বলতেই হয় ঐ ব্যক্তিটি বরং বেশ উদার, সহিষ্ণু পিতা হবেন।

সংবাদ-কাহিনীতে কারণ ব্যাখ্যার সহায়ক। আর ব্যাখ্যা-কারণ ইত্যাদির ব্যাপারে পাঠক/শ্রোতা/দর্শককে সাবধান করে দিয়ে রিপোর্টার জানান তথ্য পাওয়া গেছে খবরের সূত্র থেকে। বাবা-মা গাড়ি চালাতে দেবে না-এজন্যেই ছেলেটা তার বাবা-মাকে খুন করে নি। পুলিশ জানিয়েছে, গাড়ি চালাতে না দেওয়াটা ছিল খুনের অন্যতম কারণ। কিন্তু তারপরেও অবশ্য কেন বা কারণ ব্যাখ্যার বিষয়টির স্বকীয় মূল্য ও স্বার্থকতা থেকেই যায়। কেননা, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ইচ্ছে যা প্রতিবেদন করা হয় তার আদল দেয়, চেহারা গড়ে।

নাইট-রাইডার সংবাদপত্র প্রকাশনা গ্রুপের ওয়াশিংটন ব্যুরোর জেম্‌স ম্যাককার্টনি ছিলেন *শিকাগো ডেইলি* পত্রিকার নগর সম্পাদক। ঐ দায়িত্ব পালন কারণ সময় তিনি একবার যুক্তিবাদী রিপোর্টররা কীভাবে অযৌক্তিক ঘটনাগুলিকে পরিশ্রুত করে শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের কাছে পরিবেশন করেন তার একটা বিবরণ দেন। তিনি বলেন:

> কাগজে যা ছাপা হয় বা আমরা ছাপি তার বেশিরভাগ সম্পর্কেই আমরা খুব একটা জানি না---আমরা *কোনও* কিছুই জানি না---আমরা জানি না, আসলে অমুক জায়গার পশ্চিমে কী হয়েছে। খবরের কাগজে যা ছাপা হয় তার বেশিরভাগের সূত্র হচ্ছে কিছু লোক যারা মূলতঃ যুক্তিবাদী নয় তবে তারা যুক্তিনির্ভর হয় এ কারণে যে, তাদের কথাগুলি যুক্তিনির্ভর রিপোর্টারের জবানীতে ও লিপি সম্পাদকের কলমের মুখে, কিংবা আরও বলা যায় যদি থেকে থাকে, একজন যুক্তিবাদী সম্পাদকের কলমের খোঁচায় পরিশ্রুত ও যৌক্তিক হয়ে ওঠে।[১২]

সংবাদযোগ্য ঘটনার প্রাক-বিচার

রিপোর্টার কোন সংবাদ-কাহিনী খুঁজে পেতে বের করে আনবেন কিংবা সম্পাদক কী ধরনের কাহিনী প্রত্যাশা করেন সেটা জানতে পারলে রিপোর্টারের কাজ ও খবরের সূত্রের ভূমিকা অনেক সময় সহজ হতে পারে। তবে এতে তাই বলে তার কাজ ও সূত্রের ভূমিকা আরও নির্ভুল, নিখুঁত ও তথ্যবহুল হবেই, এমন নয়। রিপোর্টারের কাজ অনেকটা লুকোচুরির খেলা হয়ে উঠেছে। রিপোর্টার তাঁর খবরের খনির সন্ধান জানেন। আর সেটা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তৃপ্ত হন না।

কোনো *অ্যাসাইনমেন্ট* সুনির্দিষ্ট ধরনের হলে, লুকোচুরি পদ্ধতিটি অত্যন্ত ফল দেয়। যেমন: "আদালতের রায়ের ব্যাপারে স্কুল তত্ত্বাবধায়কের প্রতিক্রিয়াটি কী, যাও জেনে এসো ; ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সর্বশেষ যে প্রস্তাব দিয়েছে সে ব্যাপারে ইউনিয়নের

www.pathagar.com

নির্বাহী পরিচালক কী ভাবছেন?; আগামীকালের ফুটবল খেলার জন্যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস কি?" - রিপোর্টারদেরকে এ ধরনের অ্যাসাইনমেন্ট নিয়মিতভাবেই দেওয়া হয়। আর এসব কাজ দেওয়া হয় একথা জেনেই যে, রিপোর্টাররা যদি বাঞ্ছিত তথ্যটি বের করতে না পারে বা না দিতে পারে তাহ'লে তারা তাদের অ্যাসাইনমেন্টের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে। একজন রিপোর্টার জানেন, তার কাছে কী প্রত্যাশা করা হচ্ছে। আর তাই তারপক্ষে অ্যাসাইনমেন্টের দায়িত্ব পালন করা একই কারণে আরও সহজ হয়ে যায়।

অন্যদিকে, সুপরিজ্ঞাত ও নির্ভূল প্রতিবেদনের জন্য খবরের সূত্র ও পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের কাছে রিপোর্টারের যে দায়িত্ব রয়েছে সেটা ক্ষুন্ন হতে পারে যদি তিনি বা সম্পাদক একটি সংবাদ-কাহিনীর প্রাক-বিচার করেন ও এমনকি, তথ্যের জন্যে অনুসন্ধান শুরুর আগেই জানেন যে কী আবিস্কৃত হবে। অতঃপর বর্ণিত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অ্যাসাইনমেন্টের কথাগুলি ঠিক এভাবে বদলে দিনঃ "স্কুল কর্তৃপক্ষ কখন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করবেন সেটা বের করুন"; "ইউনিয়ন কেন এখন একটা নিস্পত্তিতে আসবে না?"; "আমি শুনতে পেয়েছি, ফুটবল কোচ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে যেন বৃষ্টি আসে বা ঝড়-তুষারপাত শুরু হয়। এটা কেন বের করো।"

সম্পাদক ও রিপোর্টারের অযোগ্যতাসহ খবরের এধরণের প্রাক-বিচারের কারণ আছে প্রচুর। তবে আমাদের এখনকার আলোচনা তিনটি সম্পর্কিত সমস্যার পরিসরে সীমিত থাকবে। এই সমস্যাগুলি অনেক সময় খবরের প্রকৃতির আদল তৈরি করে। এগুলি হ'লোঃ লেবেল দেওয়া, যূথ চেতনা বা যূথ সাংবাদিকতা ও সুড়ঙ্গ দর্শন ।

লেবেল দেওয়া (Labeling)

রোনাল্ড রেগ্যানের প্রায় গোটা কার্যকালেই তাঁকে *মহাযোগাযোগকারী* - এই আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ এডওয়ার্ড টেলার "হাইড্রোজেন বোমার পিতা" বলে পরিচিত। রিচার্ড নিকসনকে বিভিন্ন সময়ে *ট্রিকি ডিক* (চতুর ডিক), *দ্য ওল্ড নিকসন*(বুড়ো নিকসন), *দ্য নিউ নিউ নিকসন* (নব্য নিকসন) বলে অভিহিত করা হ'ত। জন এফ কেনেডি আমলের হোয়াইট হাউসকে বলা হ'ত 'ক্যামেলোট' (রাজা আর্থারের প্রাসাদ)। নারী অধিকার সক্রিয়তাবাদীরা একসময় *ব্র্যা বার্ণারস* (ব্রা বিসর্জিনী) ও পরে *লিবারস* নামে অভিহিত হন। সুনামের সাথে সরকারী চাকরির ক্যারিয়ার শেষে জর্জ বুশকে *উয়িম্প* লেবেল সেঁটে দিয়ে তাঁকে সেভাবেই চিহ্নিত করা হয়। তিনি অবশ্য এর ঘোর বিরোধিতা করেন।

কোনো ব্যক্তিবিশেষ, ইস্যু বা আন্দেলনের এ ধরণের সংক্ষিপ্ত এক বা একাধিক শব্দে বিশেষ পরিচিতির লেবেল দেওয়া গেলে ওদেরকে একটা ম্যানেজ করার মতো আকারে ছেঁটে নেওয়া যায়। এই লেবেল দেওয়ার প্রক্রিয়াটি রিপোর্টারের জন্য একজন

www.pathagar.com

ব্যক্তি বা ইস্যু কেন বিখ্যাত ও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে তা একটি বা দু'টি কথায় সংক্ষিপ্ত করে ও আগামী কাভারেজের আদল কী হবে তার পূর্বাভাস দিয়ে কার্যত *ডবল-ডিউটি* করে থাকে।

লেবেল দেওয়ার কাজটা সময় ও স্থান বাঁচানোর সাথে সাথে একজন ব্যক্তি মানুষকে একটি একমাত্রিক কার্ডবোর্ড প্রতীকে অথবা কোনো একটি জটিল সামাজিক ইস্যুকে হেডলাইন বা টিভি গ্রাফিকের উপযোগী শ্লোগানে রূপান্তরিত করে। রিপোর্টার যাঁরা এ ধরনের ব্যক্তি বা ইস্যু *কাভার* করেন ইতিমধ্যে কী প্রতিবেদিত হয়েছে ও কীসের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বা জোর দেওয়া হয়েছে সেটার ভিত্তিতে তাঁদের কাজে তাঁরা কী দেখবেন তাঁর একটা প্রাকবিচার করে নিতে পারেন। এরফলে অনেক সময় নতুন সংবাদ-কাহিনী বৈচিত্র্যময় গতানুগতিকতাকেই খোরাক যোগায় মাত্র। আর তাতে পাঠক ঐ সংবাদ-কাহিনী থেকে নতুন কোনো আলোর ইশারা, অন্তর্দৃষ্টি বা অভিমত পান না। একইভাবে, ইস্যু, বিষয় বা ঘটনার নমুনার ছাঁচে কতো চমৎকার খাপ খেয়ে যায় সে অনুযায়ীও খবরের সূত্র বাছাই করা হতে পারে।

গোড়ার দিকে নারী অধিকার আন্দোলনকে কিছু বক্ষবন্ধনীতে অগ্নিসংযোগকারিণীর সমাবেশ (ব্র্যা বার্ণার্স) বলে লেবেল দেওয়া হয়। আর তারপর থেকে নারী অধিকার বিষয়ক সমাবেশগুলির নানা সংবাদ প্রতিবেদনে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। যদি কোনও বিরল ক্ষেত্রে কোনও নারী বক্ষবন্ধনী পোড়ানোর একটি মাত্র ঘটনাও ঘটিয়ে থাকে সেটাও যেমন খবরে প্রতিবেদিত হতে থাকে আবার কোনও ব্রেসিয়ার না পোড়ানো হ'লেও সেটাও খবর হয়ে আসতে থাকে। খবরে উল্লেখ বা যোগ করা হতে থাকে "---- অবশ্য কোনও ব্র্যা পোড়ানোর ঘটনা ঘটেনি।" খবরের কাভারেজে এই লেবেল দেওয়ার ব্যাপারটা এভাবেই প্রচলিত। এই লেবেলের অনুপস্থিতির খবরটাও লেবেলিংকে আরও জোরদার করেছে। অনুপস্থিতির এই উল্লেখ থেকে যেন মনে হয়েছে, ওটা একটা ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার। এছাড়া, লেবেল যে ঠিক নয় - এমন কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণও পাওয়া যায় নি।

যখন এভাবে কোনো লেবেল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, ঐ লেবেলের তাৎপর্যকে খন্ডন করে - এমন আচরণকে ব্যতিক্রম ধর্মী আর একই কারণে সংবাদযোগ্য মনে করা হয়। লেবেল ভুল এমন চিহ্ন বলে ওটাকে গণ্য করা হয় না। মনে করা হয় না যে, লেবেলের পত্তন করাটাই ভুল হয়েছে কিংবা সহায়ক হওয়ার পক্ষে যতটা একমাত্রিক হওয়া দরকার তার বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। যখন রোনাল্ড রেগ্যানের প্রশাসন নানা কেলেঙ্কারীর ঘটনায় ও অব্যবস্থাপনায় ভরে উঠেছে সেই সময় রিপোর্টাররা লক্ষ্য করেন যে, "মহাযোগাযোগকারী হিসাবে মিঃ রেগ্যানের যে স্বভাব-আচরণ ছিল তাতে একটা পরিবর্তন ঘটেছে। কাজেই যে লেবেল দিয়ে তাঁর মহাযোগাযোগকারী পরিচিতির সূচনা

www.pathagar.com

পরিবর্তনটির সূচনা সেই চিহ্নে নয়। যখন জর্জ বুশ *গ্রান্ড ওল্ড পার্টি* তথা রিপাবলিক্যান প্রার্থীদের বিতর্কানুষ্ঠানে তাঁর গলা চড়ান তখন *ডেস মইন্‌স রেজিষ্টার* একটি সংবাদ শিরনামে উল্লেখ করে: খবরের কাগেজের বিরুদ্ধে বুশের সমালোচনা তাঁর চোখে 'উইম্‌প' লেবেল সেঁটে দিয়েছে।"

এখানে আরও খামখেয়ালী ধরনের একটা নজির দেওয়া যায়। একসময় উড়ন্ত সসারের গুজব রটেছিল। এই গুজব ছড়ানোর গোড়ার দিকে বলা হ'ত, পিরিচের আকৃতি এক অদ্ভুত উড়ন্ত যন্ত্র নাকি ছোট "সবুজ রঙের এক ধরনের প্রাণী" চালায়। ফলে এরপর থেকে যখনই কোনও সংবাদ-কাহিনী উড়ন্ত সসারের ওপর ছাপানো হতো তখন ঐ খবরের কোনও উপযুক্ত জায়গায় উল্লেখ করা হতো, ' যাঁরা এই সসার দেখেছেন তাঁরা অবশ্য কোনও সবুজ প্রাণীকে দেখেন নি। এই 'সবুজ প্রাণী'র অনুপস্থিতির বিষয় প্রতিবেদনে উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট লেবেলটি আরও জোরদার করা হ'ত। যে রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে, উড়ন্ত সসারের চালক প্রাণীরা সবুজ রঙের সেই সবুজ রঙের প্রাণী সম্পর্কিত আর কোনো রিপোর্ট অবশ্য খুব ভালো করে *ইউএফও* বা উড়ন্ত সসারের সংবাদ প্রতিবেদনগুলি খঁজলেও পাওয়া যায় না বরং বাদামী, মাংসরঙা, অথবা নিকেলের রঙের মতো রঙের প্রাণীর সাক্ষাত ঐসব রিপোর্টে পাওয়া যায়, কোনো সবুজ প্রাণী নয়। এই সবুজ রঙটা উড়ন্ত সসারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এ কারণে যে, সবুজ রঙের কোনো মানুষ সারা পৃথিবীতে নেই।

লেবেলের অনুকূল, প্রতিকূল বৈশিষ্ট্যগুলি অনেকসময় বিভ্রান্তিকরও হতে পারে। এটা হয় যখন রিপোর্টাররা বিভিন্ন ইস্যুর কাভারেজ খবরের সূত্রগুলিকে অনুকূল/প্রতিকূল এই লেবেল আঁটা দু'টি শিবিরে ভাগ করে সহজ করে নেয় ও তারপর ইস্যুর দুই তরফ বা দিক হিসাবে উল্লেখ করে। অনেক সময় অবশ্য, দুই তরফ বা দিকের চেয়েও বেশি পক্ষ বা তরফ থাকে কিংবা কয়েকটি বিকল্পের মধ্যে একটি বিকল্প নিয়ে একটি ইস্যু হতে পারে যে বিকল্পগুলির কোনোটিই পুরোপুরি সন্তোষজনক নয়। গর্ভপাত নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন মহল যে বিতর্কিত আন্দোলনে রয়েছে সেই আন্দোলনের মধ্যে যে পক্ষ গর্ভপাতের বিরোধী তারা একটি জীবনধর্মী লেবেলকে জনপ্রিয় করে তুলে এক তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য লাভ করে। তাদের এই 'জীবনধর্মী' লেবেলের প্রচ্ছন্ন বক্তব্য ছিল গর্ভপাত জীবনবিরোধী কিংবা মৃত্যুকামী।

লেবেল সাংবাদিকতায় টিকে আছে এ কারণে যে, লেবেল আমাদের পরিবেশকে সহজ, সরল ও গোছগাছ করে তোলে। লেবেলের ব্যবহার এড়ানো খবরের রিপোর্টার ও সূত্রগুলির পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু লেবেলের প্রক্রিয়ার মধ্যেই যে সমস্যাগুলি নিহিত সেটা যদি রিপোর্টারের জানা থাকে ও সে ব্যাপারে তিনি সচেতন থাকেন এবং লেবেলকে কোনও ঘটনার কাভারেজের বেলায় একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের

www.pathagar.com

ভুমিকাটি না দেন তাহ'লে তাতে খবরের পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের স্বার্থ আরও ভালোভাবে রক্ষিত হবে।

যুথ চেতনা বা যুথ সাংবাদিকতা

জীবনে একটা শিক্ষা বহুবারই নিতে হয়। আর সাধারণভাবেই বলা যায় সেটা হ'ল: একা কোথাও না বেরিয়ে বরং একদল লোকের পেছন পেছন যাওয়া বেশি নিরাপদ। মনে করুন, রাতে আপনি আন্তঃঅঙ্গরাজ্য মহাসড়ক ধরে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন, রাস্তায় আর সব গাড়ি রয়েছে আরও অনেক অনেক বেশি এগিয়ে। ঐ গাড়ি গুলির ব্রেক লাইট জ্বলছে। কিন্তু তবু দেখা যাবে যে আপনার পা গিয়ে পড়ছে ব্রেকের ওপর, নিজেরও অজান্তেই প্রায় আর তারফলে গাড়ির গতি কেন কমে আসছে তার কোনও কারণই আপনি বুঝতে পারছেন না। একটি জনাকীর্ণ রেস্তরাঁয় সাধারণত অপেক্ষাকৃত ভালো খাদ্য বা পরিবেশ পাওয়া যায় নির্জন খদ্দেরবিহীন কোনো রেস্তরাঁর চেয়ে আর সেই অনুযায়ী লোক সাধাতণত মানুষ যেখানে বেশি ভীড় করেছে সেই রেস্তরাঁতেই যায়। এই আচরণের সর্বোত্তম ফল হিসাবে এতে সম্মিলিত ক্রিয়া বা প্রতিক্রিয়ার মাঝে নিহিত নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। শুধু তাই নয়, নতুন, নবীন যারা তাদের পক্ষে জ্ঞানী, প্রবীণদের কাছ থেকে এ থেকে শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতালাভও সম্ভব হয়। আর এর সবচেয়ে খারাপ দিক হ'ল সব কিছু এক আকারে হওয়া বা মেনে নেওয়ার প্রবণতার অর্থ কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয় নি, কোনো নতুন অভিজ্ঞতা পাওয়া যায় নি, কোনো নতুন এলাকা বা পথ মাড়ানো ঘটে নি। এক্ষেত্রে যদি ধরে নেওয়া যায়, যে একদল মানুষের কথা বলা হয়েছে, ওরা ভূল পথে যায়, ওরা ওভাবেই চলতে থাকে, যারা এক আকার, এক রূপের নিষ্ঠাবান অনুসারী তাদের তো আর আত্মসংশোধনের কোনও কার্যব্যবস্থা বা পদ্ধতি নেই। শারীরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়ক যে যে অভ্যাস গড়ে ওঠে তা তৎক্ষণাৎ বুদ্ধিবৃত্তিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হয়।

সংবাদ প্রতিবেদনে যুথ মানসিকতা বা চেতনা বলতে কোন খবর কাভার করা হচ্ছে একান্তভাবে প্রায় তারই পরিপ্রেক্ষিতে সংজ্ঞায়িত খবরের কাভারেজকে বোঝায়। যদি একে চক্রাকার বলা হয়, তাহ'লে তাই। এরই সম্পর্কিত পরিভাষা: যুথ সাংবাদিকতা। এটা বলতে একটা জনতার দৃশ্যপট ভেসে ওঠে যাতে রিপোর্টাররা দলবদ্ধভাবে সংবাদযোগ্য বলে বিবেচিত কোনো এক ব্যক্তি, স্থান বা বিষয়ের ক্ষেত্রে কোমর বেঁধে নেমে পড়েন কেননা, অন্যসব খবরের মাধ্যমও এটিকে কাভার করছে। সাংবাদিকরা এ ধরনের সংবাদ সংগ্রহ তৎপরতায় অনবরত একে অন্যের সময় কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে থাকেন। খবরের কাগজগুলি সংবাদ সংস্থার তারে পাঠানো কোনো একটি সংবাদ-কাহিনী ব্যবহার করেন এ ধারণায় কাহিনীটি নিশ্চয়ই সংবাদযোগ্য তা নইলে

www.pathagar.com

এসোসিয়েটেড প্রেস সেটা তারযোগে পাঠাবেই বা কেন। ওদিকে, *এপি*র ধারণা হয়, কাহিনীটি নিশ্চয়ই সংবাদ যোগ্য ছিল তা নইলে খবরের কাগজ ওটা ব্যবহার করবে কেন?

গোটা দেশে যে খবর প্রচারিত হয় তার বিষযবস্তুর একটা অংশবিশেষ এক বা দু'টি সুবিখ্যাত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ খবরের কাগজ বা বেতার/টিভি স্টেশনের এক বা দু'জন রিপোর্টারের কাভার করা সংবাদ প্রতিবেদন থেকে নেওয়া যা পরবর্তীকালে বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা সংগ্রহ করে খবর তৈরি করে তাদের গ্রাহকদের কাছে তারযোগে পাঠিয়ে দেয়। আর তারপর অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্টাররা খবরটার ওপর হামলে পড়ে যদ্দুর সম্ভব তাতে নিজেদের জবানীর রঙ ও বাড়তি সংবাদ উপকরণ যোগ করে ও সাংবাদিক যুথের নেতারা কী রিপোর্ট করেছে তা থেকে মালমসলা সংগ্রহ করে নিজেদের একান্ত কাহিনী রচনা করে।

অনেক রিপোর্টারের কাজের দিনের শুরু হয় অন্যসব রিপোর্টাররা কী কী কাভার করছে বা করেছে সেসব কাহিনী পড়ে ও পর্যালোচনা করে, নিজের চিন্তাভাবনা মিশিয়ে। *এপি* বা অন্য কোনও সংবাদ সংস্থা যার প্রতি সবিশেষ জোর দেয় সেই সংবাদ শীর্ষে না হ'লে এমনকি সংবাদকাহিনীর গোটা অবয়বেও যেসব খবরের পেছনে লেগে থাকা রিপোর্টারের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয় না তাদের জন্যে ব্যাপারটা সত্যিকার অর্থেই দুঃখজনক বলতে হয় এজন্য যে, তাদের *বস*ও তো অন্যান্য সংবাদমাধ্যমের খবরাখবরে নজর বুলিয়ে থাকেন, পড়েও থাকেন।

অন্যেরা কী রিপোর্ট করছে সে ব্যাপারে প্রতিবেদন তৈরির জন্য শুধু চাপ নয় বরং যে রিপোর্টার একান্ত নিজ উদ্যোগে তার ধারণায় একটা ভালো সংবাদ-কাহিনীর পেছনে কাজ শুরু করেন তাঁকে হয়তো তার সেই এগিয়ে যাবার পথেই বাধা দিতে পারেন সম্পাদক। তিনি এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে পারেন ঃ "এটা যদি ভালো সংবাদ কাহিনীই হবে তাহ'লে একাজটায় শুধু একা আমরা কেন, আর সবাই কী করছে তাহ'লে?" এ ধরনের সংশয় ভারী হয়ে উঠেছিল *ওয়াশিংটন পোস্ট*- এর সম্পাদকের মনে। এ ধরনের সংশয় বড়ো হয়ে দেখা দেয় যখন তাঁদের মনে হয় তাঁরা যখন ওয়াটারগেট-এর সংবাদ-কাহিনী কাভার করছেন তাঁরা শুধু একাকীই কাজটা করছেন আর কেউ করছে না। সীমূর হার্শ যখন ভিয়েতনামে মার্কিন সৈন্যদের *মাইলাই* হত্যাকান্ডের সংবাদ-কাহিনী প্রকাশ করতে চান তখনও তাঁকে এরকম সব প্রশ্ন ও সংশয়েরই মোকাবেলা করতে হয়েছিল। জেমস রিসার খাদ্যশস্য রপ্তানী বাণিজ্যে দূর্নীতির ওপর তাঁর বিভিন্ন সংবাদ-কাহিনীর জন্যে তুল্য নজিরবিহীনভাবে অনেকগুলি পুরস্কার: পুলিৎজার পুরস্কার, রেমন্ড ক্ল্যাপার পুরস্কার, ওয়ার্থবিংহ্যাম পুরস্কার ও *সিগমা ডেল্টা চি* পুরস্কারে সম্মানিত হন। তিনি বর্তমানে ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত। ঐ সময় রিসার *ডেস মইনস*

www.pathagar.com

রেজিস্টার-এ রিপোর্টার হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি তাঁর রিপোর্টের বিষয় সম্পর্কে কিছু ফেডারেল সরকারের কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ করলে রিপোর্টররা এক বিপন্ন প্রজাতি হিসাবেই তাঁরা গণ্য করেন বলে মনে হয়। কেননা, তাঁরা এর আগে তেমন কোনও রিপোর্টারের সংস্পর্শেই আসেন নি। ফলে ঐ কর্মচারীদের সহযোগিতা না পেয়ে রিসার একাই তাঁর কাজ নেমে পড়েন ও তাঁর এ পরিশ্রম সার্থক প্রমাণিত হয়।

সুড়ঙ্গ দর্শন (Tunnel vision)

ওয়েবষ্টার থার্ড নিউ ইন্টারন্যাশনাল ডিকশনারীতে সুড়ঙ্গ দর্শনকে "মাথার ঠিক সামনের দিকের অবস্থান বরাবর দৃষ্টিগ্রাহ্যতার মোট পরিসীমা ৭০ শতাংশ বা তারও কর্ম দৃষ্টিগ্রাহ্য ক্ষেত্রকে সুড়ঙ্গ দর্শন বইে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। আর এই পরিসীমার অপেক্ষাকৃত সীমিত দৃষ্টিগ্রাহ্যতার কারণে প্রান্তিক এলাকাগুলি নজর এড়ায়।" সংবাদ প্রতিবেদনের বেলায় সুড়ঙ্গ দর্শনের আওতায় সামান্য পরিসর বা প্রেক্ষাপট প্রদান ও অতীতে কী সংবাদযোগ্য ছিল তার তুলনায় এখন কী সংবাদযোগ্য কিংবা একজন প্রথমত কী অন্বেষণ করছিল তাতে একজনের ধারণার সঙ্কোচন অন্তর্ভুক্ত থাকে।

রিপোর্টার যিনি আইন প্রণয়নের কেবল উদ্দেশ্য তালাসে থাকেন কিন্তু ঐ আইনের সম্ভাব্য প্রভাব-প্রতিক্রিয়া কাভার করেন না তাঁর সমস্যা হয় সুড়ঙ্গ দর্শনের। আর এভাবেই একজন ক্রীড়া সাংবাদিক একই সুড়ঙ্গ দর্শনজনিত গলদের কারণেই নিজ দেশের দলের শক্তির কথাটাকেই তুলে ধরেন আর একজন সম্পাদকের কাছে মনে হয়, তাঁদের নগরে যে নতুন বিপনী কেন্দ্রটি হচ্ছে সেটা নগরের জন্য একান্তভাবেই আশীর্বাদ হয়ে উঠবে।

একই খবরের সূত্রগুলির সঙ্গে বছরের পর বছর যোগাযোগের কারণে রিপোর্টার সেই একই সুড়ঙ্গ দর্শন *লক্ষণ নিচয়ের* শিকার হতে পারেন। আর ওটা ঘটলে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টাররা শুধু খবরের সূত্রের চোখ দিয়েই সংবাদযোগ্য ঘটনা দেখতে পাবেন, আর অন্যদের মতামতকে আদৌ তেমন পাত্তাই দেবেন না।

খবর-এর প্রাক-বিচার ও খবরকে যৌক্তিক করার সাথেও সুড়ঙ্গদর্শন ত্রুটির যোগাযোগ রয়েছে। খামারের চাষাবাদে চরম সঙ্কটের মুখে আইওয়া অঙ্গরাজ্যের একচাষী প্রথমে তার ব্যাঙ্কারকে গুলি করে হত্যা করে ও পরে সেও আত্মহত্যা করে-এ ঘটনাটা চাষীদের ক্ষোভ ও হতাশাকে নাটকীয় উত্তেজনা-শিহরণের স্তরে তুলে ধরার জন্য একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতবহ ঘটনা। চাষাবাদে বা খামার চাষে বিরাজমান সঙ্কটের সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসাবে জাতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলি ধারাবাহিক বেশ কয়েকটি এমন আত্মহত্যার খবর পরিবেশন করে। কাজটা ঠিক করা হয়। নয় কি? এর কয়েকমাস পর অঙ্গরাজ্যের একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। রিপোর্টে উল্লেখ ছিল যে, অত্যন্ত ভালো ফসলের মৌসুমগুলিতে চাষীদের

www.pathagar.com

আত্মহত্যার যে হার লক্ষ্য করা যায়, আইওয়া অঙ্গরাজ্য চাষীদের হতাশা ও ফসলহানির মৌসুমেও আত্মহত্যার তার বেশি ছিল না। কিন্তু এই তাৎপর্যপূর্ণ তথ্যের প্রতি সংবাদ মাধ্যমগুলির মনোযোগ সাধারণত পড়ে নি।

খবরের প্রতিবেদনে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছে এমন বিষয়ের প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হওয়ার বিষয়টি ব্যতিক্রমধর্মী কিছু নয়। সম্পর্ক নেই অথচ একই ধরনের ঘটনাগুলি হঠাৎ করে সামাজিক প্রবণতার প্রমাণ হিসাবে কিংবা কোনো সংবাদ কাহিনীর গুরুত্বের পরিমাপ হিসাবে একত্রিত করা হয়। শীতকালীন তুষারঝড় ইত্যাদিতে মৃত্যু সম্পর্কিত খবরের প্রতিবেদনে প্রায়ই এটা ঘটে। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়, একটা খবরে বলা হয় যে, ঝড়ে নিউ ইংল্যান্ড অঙ্গরাজ্যে ১২ জনেরও বেশি লোক প্রাণ হারিয়েছে। কিন্তু দেখা যায়, প্রায়ই এরকম মৃত্যুর মোট সংখ্যা উল্লেখের বেলায় ঐ ঝড়ের সময়ের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনা ও হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যাওয়া ব্যক্তিদেরকেও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

রিপোর্টাররা কি চাচ্ছে বা খুঁজছে শুধু সেটা জানাই সংবাদমাধ্যমগুলিকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করার গুরুত্বপুর্ণ চাবিকাঠি। যদি কোনো খবরের সূত্র রিপোর্টারকে রিপোর্টার যা চাচ্ছে তা দিতে পারে, তাহ'লে ঐ ক্ষেত্রে খবরের সূত্রের পক্ষে ঐ সংবাদ-কাভারেজের খোদ আদলটিও গড়ে দেওয়া সম্ভব। সাবেক মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট স্পিরো টি অ্যাগনিউ জানতেন যে, ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে সংবাদ মাধ্যমগুলি ও নিকসন প্রশাসনের শত্রুদের বর্ণনার জন্যে অনুপ্রাসমূলক কিছু কথাবার্তা বা শব্দ ব্যবহার করলেই যে কোনো সময়ে সংবাদক্ষেত্রে ব্যাপক কাভারেজ পাওয়ার বিষয়টি তাঁর জন্যে সুনিশ্চিত। অ্যাগনিউ ও তাঁর সহযোগীরা একসময় যখন 'নেতিবাচকতার খৈ ফোটানো নবাবরা' এ ধরনের শব্দ উদ্ভাবন করেন তখন তাঁরা জানতেন যে, রিপোর্টাররা এগুলির ওপর রীতিমতো হুমড়ি খেয়ে পড়বে ও সম্ভবত একই কারণে অনেক শাঁসালো ইস্যুর ব্যাপারে সম্ভবত তাঁদের মনোযোগ কমে যাবে। রাজনৈতিক বিষয়ে লেখক জুলেস উইটকোভার এ বিষয়ে স্পিরো অ্যাগনিউ-এর ভাষণ লেখকদের একজনের বরাত দিয়েছেন এরকম:

> এর সবকিছুই সচেতনভাবেই করা হয়েছে। বক্তৃতা-ভাষণে লেখকদের রং চড়ানো ও শাণিত তীক্ষ্ণতা দিতে দেওয়ার ব্যাপারটা উপভোগ্য, মজাদার, কৌতুহলোদ্দীপক, উত্তেজনাময় ও সুড়সুড়ির মতো সুখানুভূতিময়। এটাই মনোযোগ লাভের ভেলকি--। এতে আমরা যা চাই ঠিক সেই অনুপ্রাসমূলক শব্দনিচয় ও মন জয় করা বড়ো শব্দগুলি সঠিক জায়গায় তুলে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়। আর তারপরই গোটা সংবাদক্ষেত্রের লোকজন তথা সাংবাদিকেরা তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এ কাজটা আপনি তার পর, আর কি, নিশিন্তে থাকুন, পারলে আর কিছু করুন।[১৩]

www.pathagar.com

বলা ভালো, বকর বকর বা বাকোয়াজ করার অর্থ গল্পগুজব কিংবা একধরনের ঘ্যানর ঘ্যানর করা। নবাব শব্দটিকে কোনও মোগল, খুব ধনী লোক, ভারেতে গিয়ে ধনী হয়েছে এরকম কোনও ইউরেপেীয়কে বোঝানো হয়ে থাকে। নেতিবাচকতা হচ্ছে এক ধরনের মনোভাব যে মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি কথিত 'সুড়ঙ্গ দর্শনে' বিরুদ্ধে রিপোর্টার, খবরের সুত্র ও শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের গড়ে তোলা উচিত।

লেবেল দেওয়া, যূথ চেতনা ও সুড়ঙ্গ দর্শন খবরের রিপোর্টারদেরই কেবল বৈশিষ্ট্যসুলভ আচরণের নমুনা নয়। তবে এ ধরনের প্রলক্ষণ যদি রিপোর্টার প্রদর্শন করেন যাদের দায়িত্ব হচ্ছে সমাজে কী ঘটছে তা অন্যদের বলা তাহ'লে সেটা হবে বিপরীত ফলোৎপাদক।

ভালো সংবাদ-কাহিনীর জন্য চাপের মোকাবেলা

খবরের প্রাগবিচার যদি এতই ঝুঁকিপূর্ণ হবে তাহ'লে আমরা এর আগে এতো যেসব ব্যবহাররীতির বর্ণনা করলাম সেগুলি এতো ফলে-ফুলে বিকশিত হচ্ছে বলে মনে হয় কী করে? এর আংশিক কারণ, সংবাদ সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় যেসব সম্ভাব্য ভুলচুকের কথা নিয়মিতভাবে স্বীকৃত ও বর্জিত তার এ বিষয়ে কোনো রেকর্ড নেই; আংশিক কারণ, সুযোগ্য রিপোর্টার ও সম্পাদকরা সংবাদ-কাহিনীর বিকাশের ধারাটি অনুমান করতে শিখেছেন, অভ্যস্থ হয়েছেন এবং প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার জন্যে একটি সংবাদ কাহিনীর অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যময় উপাদানগুলির ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভুত করতেও শিখেছেন। আর ঐ পরিসর অবধি যা সংবাদ কাহিনীর প্রাক-বিচার ও সুড়ঙ্গ দর্শনের অনুশীলন বলে মনে হয় সেটা আসলে ঐ সব ব্যবহার রীতি অনুশীলন উৎসাহিত করার জন্যে যথেষ্ট ফলদায়ক হয়ে থাকে। তবে এই ধরনের মনোপ্রত্যক্ষণ, অনুমান, সংবেদনশীলতা এবং অভিজ্ঞ রিপোর্টার ও সম্পাদকের সৌভাগ্য *খাড়া-বড়ি-থোড়* পুনরাবৃত্তি ও অনুকৃতিকে উৎসাহিত করতে পারে। আর তার ফলাফল হতে পারে বিপর্যয়কর।

দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক সময় রিপোর্টারদের "ভালো কাহিনীর জন্যে বাস্তব তথ্যকে বাধা হতে দিও না"- এ রকম গালভরা উপদেশ মেনে চলতে দেখা যায়। সময়, মর্যাদাগত অবস্থান ও প্রতিযোগিতা - এ সবকিছুর চাপ এ ধরণের সংশয়যোগ্য আচরণের সহায়ক হয়। অন্যান্য ধরনের অনুসন্ধান-অন্বেষণের মতো রিপোর্টিং-এর বা সংবাদ প্রতিবেদনের ব্যাপারটা ততোটা বাস্তব তথ্য যোগাড় করার কিংবা 'সত্যতায় উপনীত হওয়ার ব্যাপার নয় বরং এটা অনেকটাই রিপোর্টার, খবরের সূত্র ও দর্শক/শ্রোতা/পাঠক হাত ধরাধরি করে ভুল পথের অভিযাত্রায় চলার সম্ভাবনা এড়ানো ও ভুলের সম্ভাবনা কমানোর ব্যাপার।

www.pathagar.com

যখন কোনো সংবাদ-কাহিনীর ফাঁপা বেলুনটি রিপোর্টারের নাকের ডগায় ফেটে যায়, তখন তাতে যেসব হুঁশিয়ারির ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া উচিত সেইসব হুঁশিয়ারির পতাকাগুলি লক্ষ্য করা সহজতর ব্যাপার। কোনো খবরের সূত্র বা কোনো রিপোর্টারের ধারণা বা অনুমানগুলির যাচাইয়ের ব্যাপারটা জরুরী হয়ে উঠলে সেটা করা উচিত; সংশ্লিষ্ট সংবাদ কাহিনীর সমস্যাগুলির একটা রহস্যনির্দেশক কোনো মন্তব্য বা বরাত যাচাই করা উচিত ও কোনো খবরের সূত্র যার সাথে যোগাযোগ করা উচিত ছিল অথচ তিনি যা-ই হোক কী বলবেন সেটা তো জানাই এমন ধারণা বশে সেটা এড়িয়ে যাওয়া হলে সেটাও করা উচিত।

যে সংবাদ-কাহিনী টেঁসে যায় সেরকম সংবাদ-কাহিনী রিপোর্টারের মাথাব্যথার কারণ হয় না। বরং যখন কোনো রিপোর্টার একান্ত নিশ্চিত থাকেন যে, সংশ্লিষ্ট কাহিনী একটা 'দারুণ' কিছু তখনই হুঁশিয়ারির ঘন্টি বাজা উচিত। আর সেইসঙ্গে রিপোর্টারের উচিত হুঁশিয়ারির পতাকা কোথায় কোথায় দুলছে সেটা দেখতে চেষ্টা করা। একটা দারুণ বা বড়ো কোনো সংবাদ কাহিনীর সঙ্গে কোনো তথ্য বা খবরের সূত্রকে যদি বেসুরো মনে হয় এতে এমন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ঐ সংবাদ কাহিনীটি ঠিক নয়। যেমন, একজন রিপোর্টারের ঝোলায় একটা দারুণ সংবাদ-কাহিনী ছিল। কাহিনীটি একজন সামরিক অ্যাটাশে সম্পর্কে যিনি মিসরকে পারমাণবিক সাহায্য আরও বেশি করে দেওয়ার পক্ষপাতী। সেই কাজই করছিলেন তিনি যা মার্কিন সরকারের নীতি ও কার্যপদ্ধতির পরিপন্থী। কিন্তু আসলে ঐ সামরিক অ্যাটাশেটি যা উৎসাহিত করছিলেন তা হ'ল মিসরের জন্য আরো বেশি অর্থনৈতিক সাহায্য আরো একজন রিপোর্টারের একটা বড় সংবাদ-কাহিনী তার সংগ্রহে ছিল। এই কাহিনীটি হচ্ছে, এক নগর প্রশাসন ও ঐ নগরবাসীদের নিয়ে। ঐ নগর প্রশাসন ও নগরবাসীরা তাদের প্রতি কেন্দ্রীয় এক সরকারী এজেন্সির চিত্তবিকারহীনতায় অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে ছিলেন। আর সে কারণেই ঐ নগর কর্তৃপক্ষ ও নগরবাসীরা ঐ এজেন্সীর নাম দেন ঃ লোহার গাধা। ঘটনাক্রমে এই সরকারি এজেন্সি ছিল অভিবাসন ও স্বাভাবিক নাগরিকীকরণ পরিসেবা বা সার্ভিস।

তৃতীয় নমুনাটি একজন রিপোর্টারকে নিয়ে। এই রিপোর্টার একজন একাধিক খুনের ঘটনার আসামি সংক্রান্ত একটা সংবাদ কাহিনীকে জীইয়ে রাখতে ব্যতিব্যস্ত হন। ঐ খুনী লোকটি তার খুনের শিকারদের দেহের একটি অংশ কেটে ফেলত অথবা পুড়িয়ে দিত। এটা করা হ'ত হত্যা করা পর। যখন ঐ রিপোর্টার শুনতে পেলেন যে, একটা লাশ পাওয়া গেছে। আর ঐ লাশটার দেহে কাটা দাগও রয়েছে। তিনি ব্যস সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা লাশের পরীক্ষা করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে যাচাই না করেই সংবাদ কাহিনী করলেন যে, ঐ খুনী লোকটি

www.pathagar.com

আবার খুনের ঘটনা ঘটিয়েছে। এখানে যে লাশ প্রসঙ্গে এই সংবাদ কাহিনী করা হ'ল ঐ লোকটা আসলে স্বাভাবিক কারণে মারা গিয়েছিল আর তার দেহে যেসব কাটা চিহ্নের কথা বলা হয়েছে সেগুলি আসলে মানুষের দেহের পচনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অঙ্গ মাত্র। এ সংবাদ-কাহিনীর জন্যে তেমন কিছু যদি না-ও ঘটে থাকে ঐ রিপোর্টারকে নিশ্চয়ই একটা কৌতুহলোদ্দীপক কৈফিয়ত দিয়ে তবে ভালো কাহিনীর ভূত ঘাড় থেকে নামাতে হয়েছে।

বিষয় সংক্ষেপ

রিপোর্টার যখন লিখতে বসেন কিংবা টেপ সম্পাদনা করেন তখনই কিন্তু যে সংবাদ কাহিনী খবরের কাগজের কলামে ছাপা হয় কিংবা ইথার তরঙ্গে ভাসে তার অবয়ব গড়ে ওঠে না। বরং ব্যাপারটা থাকে তখনও অনেক দূরে। আসলে ঐ সংবাদ-কাহিনীটি অনেক আগেই আকার নিতে শুরু করেছিল। সংবাদ-খন্ড বা কাহিনী ইতিমধ্যে আকার নিয়েছে ধরে নেওয়া হয় যখন লোকে একই ঘটনা ভিন্নভাবে দেখে কিংবা শ্রোতা/দর্শক/পাঠক সাপেক্ষে কেউ একজন একটা ঘটনাকে বাছাই করে করে ও ভিন্নভাবে প্রতিবেদিত করে।

সংবাদ সংগ্রহ প্রক্রিয়ার প্রকৃতি খবরকে সম্মুখে আদল গড়ে সময়ের চাপ, স্থানের চাপ ও সংবাদ সংজ্ঞায়নের কারণে। খবর-এর সংজ্ঞা স্থির কিছু নয় আর বিশিষ্টতা, সংঘাত ও যথাসাময়িকতার ইত্যাদির মতো সংবাদ মূল্যমানগুলি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সংশোধিত হয়েছে। আর তা যে সবসময়েই খবরের শ্রোতা/দর্শক/পাঠককুলের স্বার্থে হয়েছে এমন নয়।

কেন-এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে সংবাদ-মাধ্যমগুলি অযৌক্তিক বা অদ্ভুত ঘটনাগুলির ওপরও যৌক্তিকতা আরোপে প্রয়াসী হয় অথচ ঐ সংবাদের মুল প্রকৃতিই মানুষের বর্তমান জ্ঞানের আলোকে আদৌ ব্যাখ্যাযোগ্য নয়। কোনো কানো রিপোর্টার খবরের কি কি বিকাশ ঘটবে তা অনুমানে পারদর্শী। তবে তাঁদের ঐ পারদর্শিতা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। আর এভাবে কোনো খবরের প্রাক-বিচার করতে গিয়ে তিনি এমন তথ্যের ওপর মনযোগ কেন্দ্রীভূত করতে পারেন যা কী ঘটেছে তা নয় বরং কী ঘটা প্রত্যাশিত ছিল তার সাথে সম্পর্কিত। আর তাই গালভরা প্রবচন নয় বরং উত্তম সংবাদ কাহিনীর স্বার্থে বাস্তব তথ্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

সমাজে কী ঘটছে তা খবরের শ্রোতা/দর্শক/পাঠককে বলার কাজে দারুণ ঝুঁকি রয়েছে। এ প্রক্রিয়াটিকে অনেকটা মাইন পুতে রাখা কোনো জমির ওপর দিয়ে হাঁটার সঙ্গে তুলনা করা চলে। তবে এই হাঁটা যদি কোনোক্রমে নিরাপদে ও সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করা যায় তবে সেটা ঐ বিপজ্জনক ঝুঁকি মূল্যেও সার্থক।

www.pathagar.com

৩ সাক্ষাৎকার গ্রহণ

প্রশ্ন এত জিজ্ঞাস্য কেন?

ভূমিকা

কতকগুলি অনুমানমূলক ধারণা

দু'টি অনুমানমূলক ধারণা এ অধ্যায়ের প্রধান উপজীব্য: (১) যদি কোনো রিপোর্টার কিংবা একই উদ্দেশ্যে অন্য কোনো ব্যক্তি যদি কোনো সাক্ষাৎকার নেবার জন্য তৈরি হয় আর ভালো কিছু প্রশ্ন করে তবে ঐ রিপোর্টার (ব্যক্তি) যে রিপোর্টার সাক্ষাৎকারের জন্য কোনোরকম প্রস্তুতি না নিয়ে যাচ্ছেতাই ধরনের প্রশ্ন করে তার তুলনায় খবরের সূত্রের কাছ থেকে অনেক বেশি কাজের ও উপযোগী জবাব পাবে বলেই আশা করা যায়। (২) একজন রিপোর্টার কেমন করে তথ্য যোগাড় করেন সেটা খবরের সূত্রের কাছ থেকে খবরের পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের কাছে কী তথ্য পৌঁছায় সেটা নির্ধারণে সহায়ক হতে পারে।

উল্লিখিত ধারণাগুলি সুষ্ঠু, নিটোল হয়ে থাকলে প্রশ্ন ওঠে : তাহ'লে রিপোর্টাররা সাক্ষাতকার নেবার জন্যে নিজেদের তৈরি করে নেয় না কেন? কেন ওরা নিম্নমানের প্রশ্ন করে? সংবাদ সংগ্রহের এই প্রক্রিয়াটি ভালো প্রতিবেদনের পথে কেন বাধা হয়ে দাড়ায়? আমরা উল্লিখিত ধারণা-অনুমানগুলি সুষ্ঠু, নিটোল হবার কথা বলেছি। আসলে স্পষ্টতঃই এগুলি অতি সরল, নিরীহ মনে হয়। আসলে কিন্তু এগুলির নেপথ্যে অনেক বিষয় রয়েছে। আর তাই বিচার করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের সমাজতত্ত্বকে, সাক্ষাৎকার নেবার নানা আঙ্গিকের বলিষ্ঠতা ও দুর্বলতা খতিয়ে দেখার, দেখতে হবে রিপোর্টারের প্রস্তুতি, খবরের সূত্রগুলিকে, সূত্রগুলির যোগ্যতা ও সামর্থ্য ও জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের প্রকৃতিকে।

www.pathagar.com

একটি সংজ্ঞায়ণ

বক্ষ্যমান আলোচনার জন্য সাক্ষাৎকার নেওয়াকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা বলে ধরে নেওয়া হবে যা সাংবাদিকতায় এক বহুল প্রচলিত কর্মতৎপরতা। আমাদের মনোযোগ বিষয়টির ওপর আরও কেন্দ্রীভূত করার জন্যে আমরা সাক্ষাতকার নেবার কিছু সস্তা ও সচরাচর সাক্ষাৎকার গ্রহণকে বিবেচনায় নেব না। এগুলির মধ্যে থাকবে আলোচনা, প্রদর্শনী, কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি গোপন আস্তানায় সেঁধিয়ে আছেন সেখানে তাঁর সাথে ধীরে-সুস্থে সাক্ষাত করে কথা বলা, কোনো খবরের ব্যাপারে রাস্তার লোকের বা অতি সাধারণ মামূলি মানুষের প্রতিক্রিয়া জানা ইত্যাদি। কারণ এ ধরনের ঘটনা ও পরিস্থিতি বেশ লক্ষণীয়ভাবেই খবরের রিপোর্টার ও সূত্র সম্পর্কিত সাক্ষাৎকার থেকে আলাদা।

সম্ভবত সাক্ষাৎকারের প্রচলিত ধারণা বশেই কলেজ পর্যায়ের একটা বইতে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, "যে ব্যক্তির সাক্ষাতকার নেওয়া হচ্ছে তাঁকে সহজ, স্বাভাবিক রাখার জন্যে রিপোর্টার কী কী ব্যবস্থা নিতে পারেন?" এই জিজ্ঞাস্যটি অবশ্য কমপক্ষে দু'টি কারণে বিভ্রান্তিকর ঃ

১. প্রশ্নটির মাঝে এরকম একটা প্রাক-ধারণা নিহিত বলেই মনে হয় যে, যে ব্যক্তির সাক্ষাতকার নেওয়া হচ্ছে তাঁকে সহজ রাখা যায়, রাখাও উচিত যদিও প্রায় ক্ষেত্রেই তা হয় না। খবর সংগ্রহের বহু পরিস্থিতিই উত্তেজনাময়, তড়িঘড়ির ও সম্ভবত আনন্দময়ও; তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিষাদময়। আর তাই সহজ, স্বাভাবিক থাকার ব্যাপারটি অসঙ্গত, তেমন সুযোগও নেই। খবর যোগাড় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অসহনীয় পরিস্থিতি, চাপে ও সময়ে, মানসিক চাপের মধ্যে ঘটে। একজন রাজনৈতিক প্রার্থীকে জনকল্যাণমূলক প্রস্তাবের সপক্ষে বক্তব্য দিতে হয়, পুলিশ ব্যাখ্যা দেয় কেন সে একজন পলায়নপর সন্দেহভাজন অপরাধীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল বা ছোঁড়ে নি; কখনও কোনো সাংবাদিক সাক্ষাতকারের মুখোমুখি হন নি এমন এক বয়স্ক মহিলাকে জিজ্ঞেস করা হয় তাঁর বা তাঁর অসুস্থ স্বামীর ওপর মূল্যস্ফীতির কী প্রভাব-প্রতিক্রিয়া হয়েছে, স্তম্ভিত বিমূঢ় সাক্ষীদেরকে বিমান দূর্ঘটনার বিবরণ দেবার জন্যে বলা হয়। সংবাদ সংগ্রহের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় উত্তেজনা থাকে।

২. প্রশ্নের নিহিত তাৎপর্য, এই যে, তথ্য বের করে নেওয়ার কাজটা করার আগে একজন রিপোর্টার যাতে তাঁর উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখতে পারেন সেজন্য তিনি একটা বিশেষ পদ্ধতি কাজে লাগাতে পারেন (ক) তিনি বিনম্রভাবে হাসতে পারেন; (খ) নিজের পরিচয় দিতে পারেন; (গ) ঐ ব্যক্তি/বিষয়/বস্তুতে তাঁর নিজের আগ্রহ প্রকাশ করতে পারেন; (ঘ) খবরের সূত্রের স্বস্তি নিশ্চিত করতে পারেন; (ঙ) সহজ,

www.pathagar.com

সাবলীল ভঙ্গিতে নোট নিতে তৈরি হতে পারেন ও (চ) জিজ্ঞেস করতে পারেন, আপনার বাচ্চাটা কী রাজপথে খেলা করছিল?

সাক্ষাৎকার ঃ কঠোর পরিশ্রমের কাজ

সংবাদ-কাহিনী লেখার জন্যে যেমন একটি ফর্মূলা আছে সাক্ষাতকার নেবার জন্যেও তেমন সুনিশ্চিতভাবে আরও সফল কোনো যাদুমন্ত্র বা তুকতাক নেই। সাক্ষাতকার নেওয়া কঠিন কাজ। রিপোর্টার বা সাক্ষাতকার গ্রহণকারী কতকগুলি চাপে থাকেন। এগুলি হ'ল (১) খবরের সূত্র কী বলছেন সেটা তাকে বুঝতে হয়; (২) সূত্র ইতিপূর্বে কী বলেছেন কিংবা আগে কী ঘটেছে রিপোর্টারের তা জানা থাকলে সেই তথ্যকে যথাপ্রাসঙ্গিকতায় স্থাপন করতে হয়; (৩) খবরের সূত্র এখন যা বলছেন তাতে কেন তাকে যৌক্তিকভাবে প্রশ্ন করা যেতে পারে সেটা ভেবে স্থির করতে হয়; (৪) সূত্র যেসব উপকরণ সরবরাহ করেছে তার সংবাদযোগ্যতা মূল্যায়ন করতে হয়; (৫) ভিন্ন ভিন্ন ভাবে একই প্রশ্ন করে ঐসব উপকরণের সুসঙ্গতি নির্ণয়ের চেষ্টা করতে হয় ও (৬) এসব কাজ রিপোর্টারকে এমন ভাবে করতে হয় যাতে খবরের শ্রোতা/পাঠক/দর্শকের নাগালে সর্বাধিক পরিমাণ সংবাদযোগ্য উপকরণ পৌঁছায়।

সাক্ষাৎকার নেবার কঠিন কাজের যে পুরস্কার মেলে তার একটা দৃষ্টান্ত আমরা নিতে পারি। এটি *সিবিএস* রিপোর্টারের অন্যতম টিভি অনুষ্ঠান। নাম ঃ *দ্য কেস অব দ্য প্লাস্টিক পেরিল*। এতে রিপোর্টার মর্টন ডিন একজন রসায়নবিদের এক চমৎকার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। এ সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে তিনি প্লাস্টিক শিল্প-কারখানার কর্মচারীদের ওপর ভিনাইল ক্লোরাইডের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানতে চান।

ডঃ আরভিং টেবারশ ঃ দেখুন, আমরা তো প্রমাণ করে দেখিয়েছি যে, যে যৌক্তিকভাবে কোনো জনসমষ্টি অন্য আরও যেসব কাজকর্মে নিয়োজিত তাদের মাঝে যেরকম মৃত্যুহারের অনুপাত আমাদের কাছে প্রত্যাশিত সেরকমই অনুকূল অনুপাত আমাদের এই প্লাস্টিক শিল্পে রয়েছে। দ্বিতীয়ত আমরা দেখেছি, ক্যান্সারের হার বেড়েছে। এই বৃদ্ধিটা ঠিক কত বেশি তা আমি ঠিক বলতে পারব না এই কারণে যে, ক্যান্সারে মৃত্যুর সংখ্যা খুবই কম যেজন্য সত্যিকার অর্থেই সেটা তাৎপর্যবহ কি না বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সমীক্ষায় লক্ষ্য করা গেছে, প্লাস্টিক কারখানার কর্মচারীদের ক্যান্সার হওয়ার সংখ্যা আমাদের প্রত্যাশার চেয়ে সামান্য কিছু বেড়েছে।

ডিন ঃ ডঃ টেবারশ, ভিনাইল ক্লোরাইড নিয়ে কাজ করে এমন শিল্প-কারখানায় "আজকে" কাজ করতে আপনি রাজি হবেন?

www.pathagar.com

ডঃ টেবারশ ঃ আপনি এই যে বললেন 'আজকে'- এর আলোকেই তাহ'লে কথাটা বলি। এমন যেসব কারখানা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত তেমন সব কারখানায় কাজ করার কথা আমি নিশ্চয়ই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করব।

ডিন ঃ এরকম কোনো কারখানা আসলেই আছে কি?

ডঃ টেবারশ ঃ আমার ঠিক জানা নেই। তবে আমার অনুমান ও ধারণা এই যে, এ ধরণের কারখানার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়, আর আমি এও মনে করি যে, এই কারখানাগুলিকে সেখানে নিরাপদে কাজ করার মতো করে নিয়ন্ত্রণও করা হচ্ছে।

ডিন ঃ তাহ'লে বলুন, এ ধরনের নিরাপদ অবস্থার মাত্রাটি কী হবে?

ডঃ টেবারশ ঃ ওটা জানা থাকলে আমি নিজেই বড্ডো খুশি হতাম, মিঃ ডিন।[১]

এই সংক্ষিপ্ত, স্বল্প পরিসর বাকবিনিময় উত্তম সাক্ষাৎকার গ্রহণের এক বিরল দৃষ্টান্ত। এটি এ কারণে কৌতুহলোদ্দীপক নয় যে, এতে শুভ (রিপোর্টার) ও অশুভ (এক্ষেত্র, ভিনাইল ক্লোরাইড নির্ভর শিল্প) - এই দুই শক্তির একটা লড়াই-সংঘাত কল্পনা করা হয়েছে বরং ডিন তার কাজে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন বলেই কৌতুহলোদ্দীপক। তিনি শ্রোতা/দর্শকের যথেষ্ট পরিজ্ঞাত হওয়ার স্বার্থে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন তুলে ধরেন এবং খবরের সূত্রও তাতে সাড়া দেন। যথাযথ নিয়ন্ত্রিত কোনো কারখানার অস্তিত্ব এবং কর্মচারীদের জন্য রাসায়নিক পদার্থের নিরাপত্তার মাত্রা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্ন তোলার প্রয়োজনীয়তা/জিজ্ঞাসা করার সাথে সাথেই অনিবার্য ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ডঃ টেবারশ নিরাপদ ভিনাইল ক্লোরাইড কারখানায় কাজ করার কথা গভীরভাবে বিবেচনা করবেন - একথা বলার পর দুর্ভাগ্যজনকভাবেই অনেক রিপোর্টার এবং শ্রোতা/দর্শক/পাঠকই রিপোর্টারের আর কোনো প্রশ্ন করার দরকার নেই বলেই রায় দেবেন।

অনাবশ্যক ও বুদ্ধিদীপ্ত নয় মোটেও - এমন সব প্রশ্নের দৃষ্টান্ত খুঁজে বের করা সহজ। বস্তুত কোনো প্রশ্নে "কেমন অনুভব করছেন" - এই কথাগুলি প্রয়োগের বেলায় রিপোর্টারের ওপর যদি নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা যায় তাহ'লে তাঁর সাক্ষাৎকারগুলি থেকে যে অনুপাতে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায় তার পরিমাণ সম্ভবত দ্বিগুণ হবে। কানাডার কুইবেক প্রদেশের একটি ছোট শহরে টর্ণেডোর ছোবলে দুটি শিশু মারা যাবার পর এ সম্পর্কে প্রকাশিত একটি সংবাদ কাহিনীর কথাই ধরুন। নিহত শিশু দু'টির শেষকৃত্য রোমান ক্যাথলিক চার্চের যে যাজকের হাতে সম্পন্ন হয় সেই একই যাজক বছরখানেক আগে তাদেরকে খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষার অনুষ্ঠানটিও নিজ হাতেই পরিচালনা করেছিলেন। *এবিসি-টিভির* রিপোর্টার (দৃশ্য ক্লোজ আপের জন্য ক্যামেরা জুম করা অবস্থায়) শোকাভিভূত ঐ যাজককে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার কেমন লাগছে?" সাংবাদিকতার

www.pathagar.com

অন্যতম হেঁয়ালী হ'ল, রিপোর্টররা তবু এ ধরনের প্রশ্ন করেই চলেছেন যদিও এসব প্রশ্ন থেকে দর্শক/শ্রোতা/পাঠকের কোনো দরকারী তথ্য বেরিয়ে আসে না বরং উল্টে সবচেয়ে খারাপ জিনিস যা ঘটে তা হচ্ছে দর্শক/শ্রোতা একটা ভ্রান্তিবিলাসী ধারণায় প্রলুব্ধ হতে পারেন যে, তারা অন্তত কিছু তথ্য তো পেলেনই যদিও তাঁরা আসলে অনুষ্ঠান থেকে কোনো কিছুই যে শেখেন নি অন্তত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার আগে পর্যন্ত সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। কেউ এমনও অনুমান করতে পারেন যে, শোকসন্তপ্ত যাজক মহোদয় প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারেন নি বলে -- কোনো প্রিয়জনের মৃত্যুর বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা সুখপ্রদ হতে পারে কি না - শ্রোতা/দর্শকের এমন সংশয়ের অবকাশটি দূর হয়েছে।

দূর প্রান্তে গ্যারি লারসন

জিজ্ঞাসার সমাজতত্ত্ব

সংবাদ-কাহিনী কতো ভালো সেটা নির্ণয় করতে প্রশ্নের উৎকর্ষ সহায়ক বলে প্রশ্নের ব্যাপারটি রিপোর্টারের সর্ব প্রধান বিবেচ্য হওয়া উচিত। বাস্তবিকপক্ষে একটি দার্শনিক পটভূমি থেকে আমাদের সম্পর্কিত প্রশ্নের প্রকৃতির মাঝে আমাদের জীবনের উৎকর্ষ প্রতিফলিত। আর যে কারণেই কৃতজ্ঞচিত্তেই প্রায় সকল দর্শক/শ্রোতা *ন্যাশনাল ইনকুয়ারার* পত্রিকার টিভি বিজ্ঞাপনের রঙ্গরস উপভোগ করে। এই বিজ্ঞাপন সেইসব লোকের জন্য যাদের মন অনুসন্ধিৎসু। বিজ্ঞাপণের উদ্দেশ্য ট্যাবলয়েড পত্রিকা *ন্যাশনাল ইনকুয়ারার*-এর পক্ষে প্রচার। অবশ্য দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ভালো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পথে অনেক বাধা রয়েছে। যেসব লোক এ ধরনের প্রশ্ন তোলে তাদের

www.pathagar.com

সামাজিকভাবে বর্জিত ও উপহাসের পাত্র হবার ঝুঁকি থাকে। ভালো প্রশ্ন তোলার পথে এই যে অনেক বাধা-এগুলি যে রিপোর্টার কোনো খবরের সূত্র থেকে সার্থক ও মূল্যবান তথ্য পাওয়ার জন্য কাজ করেন তার জন্যে বাড়তি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

শিশুদের সামাজিক করে তোলার প্রবচনগুলির কথাই ধরুন "ছোট বাচ্চারা দেখার, শোনার নয়", "বোকার মতো প্রশ্ন করলে বোকার মতোই জবাব মিলবে", "তোমাকে বোকা ঠাওরানো হতে পারে।" আর তাই ভালো কাজ হবে কোনো কিছু বলে কিংবা মুখ খুলে সেটা প্রমাণ না করা , "বলা হলেই শুধু বলুন, নইলে নয়", "সোনালী নীরবতা", "কৌতুলই বেড়ালের কাল।" এভাবে সামাজিক অন্তরায় এমন যে, শিশুরা যখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে ওঠে তখন ষষ্ঠ শ্রেণীর বালিকা বুঝে ফেলে যে, সে যদি কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তাহ'লে তার ক্লাসের ছেলেমেয়েদের এমনটা ভাবারই সম্ভবনা বেশি যে, সে নিশ্চয়ই তার শিক্ষকের মনোযোগ কাড়ার চেষ্টা করছে মাত্র। আর যদি ধরে নেওয়া হয় প্রশ্নটির জবাব ঐ মেয়েটিরই জানা থাকা উচিত তাহ'লে ওরা তাকে নিয়ে হাসাহাসি তো করবেই আরও সেইসঙ্গে মেয়েটি এহেন প্রশ্নের জবাবটাও জানে না - তার এমন অজ্ঞতার প্রতি শিক্ষকের মনোযোগ আগ বাড়িয়ে টানার অযথা ঝুঁকিতে পড়েও যায় সে। ষষ্ঠ শ্রেণীর কোনও এক ক্লাসে 'এইড্‌স রোগ' নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। সে আলোচনা অচিরেই শিক্ষা, টিভি, কনডম ইত্যাদি বিষয় অবধি গড়ায়। এখন ক্লাসের একটি মেয়ে হঠাৎ এক উটকো প্রশ্ন করে বসে: কনডমটা কি? তার প্রশ্নে ক্লাসের ছেলেমেয়েদের মাঝে হাসির রোল ওঠে। কিন্তু ওতেও রহস্যের কোনো কিনারা হ'ল না । শেষে ক্লাসের অন্য ছেলেমেয়েরাও তাকে বললো, *কনডম* জিনিসটা ঠিক যে কি তারাও তা নিশ্চিতভাবে জানে না। নীরবতা কেবল সোনালীই নয় বরং নিরাপদও বটে।

প্রশ্নঃ ঝুঁকি, হুমকি ও চাপ

কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা অজ্ঞতার পরিচায়ক হতে পারে। আপনি কোনো কিছুর একটা বিষয় বুঝতে পারেন নি কিংবা যা সকলের কাছে দিবালোকের মতো স্পষ্ট অথচ আপনি কেমন করে যেন ধরতে পারেন নি (এরচেয়ে ভালো জিজ্ঞাসা না করা)। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেই আপনি চিহ্নিত হয়ে যান। এতে আপনি যোগাযোগের ধাঁচ বদলে দেন, বদলে, পাল্টে যায়, তথ্যের এই বিনিময়ে আপনি ও অন্য যারা জড়িত তাদের মধ্যে যা কিছু যোগসূত্র ছিল। এছাড়াও, আরেকটা লোকের কাছ থেকে আরও বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার জন্যে প্রশ্ন করায় নাছোড়বান্দা হওয়ার প্রবণতা দেখালে আপনি লোককে অযথা বিরক্ত করেন কিংবা আপনি আদৌ ভালো শ্রোতা নন এমন বদনাম জুটতে পারে।

www.pathagar.com

অন্যান্য ভাবেও এই প্রশ্ন করার ব্যাপারটা তথ্যের সূত্রকে চিহ্নিত বা হুমকিগ্রস্ত করতে পারে। এতে খবরের সূত্র মনে করতে পারেন যে, প্রশ্নকর্তা হয়তো বিষয়টি পরিষ্কার বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন। আপনার এমন একজন শিক্ষকের দেখা পাওয়ার জন্যে শিক্ষাক্ষেত্রে আপনার সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার দরকার নেই যিনি তিনটি লম্বা ঝাড়া লেকচার ও দু'বার নির্ধারিত পাঠ পড়িয়ে দেবার পরেও দেখতে পান যে তারপরও, এমন ছাত্র রয়ে গেছে যার এরপরেও প্রশ্ন করার আছে। ঐ পরিস্থিতিতে নাচার এমন শিক্ষকের অবস্থাটা কল্পনা করতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ছাত্রটির প্রশ্ন হুমকির সমানও হতে পারে। কেননা, এ প্রশ্ন ইঙ্গিত দেয় যে, যে কারণেই হোক ঐ শিক্ষক তাঁর দেওয়া পাঠে ক্লাসের সকলকে ভালোভাবে রপ্ত করাতে পারেন নি। দুর্ভাগ্যজনকভাবেই, ছাত্ররা অচিরেই প্রশ্ন না করতে শেখে আর শিক্ষকও রীতিমতো হয়রান বোধ করতে থাকেন কেননা, তিনি কৌতুহলোদ্দীপক উপকরণ যখন পরিবেশন করলেন তখন কিন্তু কেউই প্রশ্ন তোলে নি।

এছাড়াও, কোনো একটা ইস্যুতে খবরের সূত্রের ধারণা বা মত শুধুই ঐ ইস্যুতে একমাত্র ধারণা বা মত নয় বলে যদি কোনো ইঙ্গিত থাকে তাহলে অমন প্রশ্নও হুমকিসুলভ হতে পারে। এ ধরনের প্রশ্নে সূত্রের মত বা ধারণার বিকল্প কিংবা বৈরি ধারণা ও মতও বাস্তবসম্মত ও সিদ্ধ হতে পারে এমন ইঙ্গিতও থাকে। এ অবস্থায় খবরের সূত্র একবার কোনো ইস্যুতে নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে তুলে ধরার পর এই ভেবে উদ্বিগ্ন হতে পারেন যে রিপোর্টার বা প্রশ্নকারী অন্য যে কেউ তারপরও ভিন্ন মতামত পোষণ করছেন।

এবিসি-টিভির হোয়াইট হাউস সংবাদদাতা স্যাম ডোনাল্ডসন তাঁর লেখা বই *হোল্ড অন, মিঃ প্রেসিডেন্ট* - এ যেসব পরিস্থিতি ও চাপ প্রশ্ন করার ব্যাপারটাকে নিরুৎসাহিত করে থাকে সেগুলির বর্ণনা দিয়েছেন। ওয়াশিংটনে একবার *এবিসি-টিভির* বার্তাভবনের উৎসর্গ অনুষ্ঠান হয়। ঐ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট রেগ্যান। তিনি মিঃ রেগ্যানকে ঐ সময় কিছু প্রশ্ন করে *এবিসি* নেটওয়ার্কের বড় কর্তাদের রীতিমতো বিরাগভাজন হন। *এবিসি-টিভির* ঐ সব পদস্থ নির্বাহী কর্মকতাদের মতে, (প্রেসিডেন্ট রেগ্যানের স্টাফ কর্মকর্তাদের মতেও) প্রেসিডেন্টের ঐ অনুষ্ঠানে কোনো প্রশ্নের জবাব দেবার কথা নয়। তবে প্রেসিডেন্ট চমৎকারভাবেই ডোনাল্ডসনকে তার দুর্দশা থেকে উদ্ধার করার জন্যেই বলেন, "আরে ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর এটাই তো স্যামের রীতি!।" কিন্তু ডোনাল্ডসন আরও একবার বিব্রতকর অবস্থায় পড়ার ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রেসিডেন্ট কার্টারের একজন ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারির জন্মদিনের উৎসবে প্রেসিডেন্ট কার্টারের সঙ্গে আন্তরিক ও ঘরোয়া আলাপ করছিলেন। ঐ

www.pathagar.com

আলোচনায় আরও অনেকে শরিক ছিল। ঐ সময় বলা নেই, কওয়া নেই *ইউপিআই*-এর হেলেন টমাস ঐ আলাপের মাঝখানে বাধা দিলে এক বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হয় ঃ

> নম্র হ্যালা করেই মিস হেলেন তার নোটখাতাটা ফটাস করে টেনে বের করে হাতে ধরে প্রেসিডেন্ট কার্টারকে তাঁর আসন্ন ইন্ধন শক্তি কার্যক্রম-সম্পর্কিত বিস্তারিত জানাবার অনুরোধ জানান। তাতে যা হবার হ'ল। প্রেসিডেন্ট কার্টার কেটে পড়লেন। গোড়াতেই ঘরোয়া আলাপের চটুল মেজাজটা নষ্ট করে দেওয়ার জন্য টমাসের প্রতি একটু রেগেই গেলাম কিন্তু পরে ভেবেচিন্তে বুঝলাম, হেলেন কাজটা ঠিকই করেছে।[২]

ক্লার্ক মলেনহফ যখন প্রথমবারের মতো ওয়াশিংটন সংবাদদাতা নিযুক্ত হন তাঁর সহযোগীরা তাঁকে একটু *সামাজিক* করার চেষ্টা করে। এর কারণ, তাঁর প্রশ্নের স্টাইল ও বিষয়বস্তু তাঁদেরকে অপ্রস্তুত করে। মলেনহফকে পরামর্শের ছলেই বলা হয়, "আপনি পোল্‌ক কাউন্টির খাজাঞ্চি সাহেবের সাথে যে মেজাজে কথা বলেন, সেভাবে আর যা-ই হোক একজন মার্কিন সেনেটরের সঙ্গে আচরণ করতে পারেন না।" কিন্তু মলেনহফের কাছে ব্যাখ্যাটা কখনও পরিষ্কার ও বোধগম্য হয় নি। কেননা, তাঁর কাছে একজন সেনেটর একজন লোক কর্মকর্তা বৈ নয়, সে তো একজন কাউন্টি কর্মকর্তার মতোই ব্যক্তি!

রিপোর্টারের বিবেচনায় যে বিষয়টি সর্বাগ্রে স্থান পাওয়া উচিত সেটা হ'ল তিনি যে প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিচ্ছেন সেটা থেকে খবরের শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের জন্য অর্থবহ তথ্য পাওয়া যাচ্ছে কি না, প্রশ্ন করার পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া তার সহযোগীদের বা খবরের সূত্রের বিব্রত করার কারণ ঘটাচ্ছে কি না সেটা বড়ো নয় যদিও তা কাউকে বিব্রত করার মতো অবাঞ্ছিতও হয়। এটা অবশ্য অভীষ্ট উপায়কে সিদ্ধতা দেয় - এমনকথা বলতে চাওয়া হচ্ছে না। বরং এটা একটা নীতির প্রশ্ন; রিপোর্টার ও খবরের সূত্রগুলি তাদের নিজেদের সমালোচনা ও তোয়াজের জন্যই লোক আস্থার অবস্থানগত মর্যাদায় নেই, বরং তারা সেই অবস্থানে রয়েছেন দেশের নাগরিকদের স্বার্থে। (এসব সত্ত্বেও, বিখ্যাত ছিলেন ইতালীয় সাংবাদিক ওরিয়ানা ফালাচি। তিনি কী ভাবে ও স্টাইলে লিবীয় লৌহমানব মোয়াম্মার গাদাফি, ইরানের আয়াতুল্লাহ্ খোমেনী ও সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারের মোকাবেলা করেন সেটাতেই বেশি মনোযোগ দেন, ঐসব সাক্ষাৎকার থেকে কী তথ্য পাওয়া গেল সেটায় নয়। আর এ জন্যেই তার এত খ্যাতি। ফালাচির এ ধরনের একেকটি সাক্ষাৎকারকে একেকটি রীতিমতো ষাঁড়ের লড়াই বলা যায়। এখানে ফালাচি স্টাইলই বড় কথা। আর তাই এইসব সাক্ষাৎকার থেকে যে তথ্য যায় সংবাদ মাধ্যমে তার সঙ্কেত যায় *টরেরোর* বদলে *টোরো* হয়ে)।

www.pathagar.com

সিন্ডিকেট বা সংঘভুক্ত কলামিস্ট (স্তম্ভকার) ডোনাল্ড কাউল পদার্থবিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের কিছু সাক্ষাৎকার এমনভাবে ও এমন ব্যক্তিদের দ্বারা নেবার ব্যবস্থা করেন যাঁদের সাক্ষাৎকার নেবার বেলায় বিশেষ ধরনের আকর্ষণীয় স্টাইল বজায় রাখা ও একইসঙ্গে ঐ সব সাক্ষাৎকার থেকে ভালো তথ্য বের করতে পারার পারদর্শিতা রয়েছে। মিঃ কাউল তরুণ আইনস্টাইন যখন সদ্য তাঁর 'আপেক্ষিকতার তত্ত্বটি' প্রকাশিত হয়েছে তখন বারবারা ওয়াল্টার্সের মতো সাংবাদিকেরা তাঁর সাক্ষাৎকার কীভাবে নিয়েছেন তাঁর বিবরণ দিয়েছেন নিজের লেখায়। বারবারা ওয়াল্টার্স যাঁর সাক্ষাৎকার নিতেন তাঁকে খুবই সহজ, ভয়ভীতি বিবর্জিত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেন। সেটাই ছিল তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। আর এজন্যে এটা নিয়ে তাঁকে রঙ্গব্যঙ্গও করা হতো। তাছাড়া, তাঁর একটি সমস্যাও ছিল। তাঁর কথা বলায় কিছুটা তোতলানোর ভাব ছিল। তিনিই আইনস্টাইনকে প্রশ্ন করেন: "ডঃ আইনস্টাইন, ছোটবেলায় তো আপনি লেখাপড়ায় এগুনোর ব্যাপারে একটু ধীরগতি ছিলেন বলেই জানা যায়। আপনি কি মনে করেন, সেটাই কি আপনাকে বাধা জয়ে অনুপ্রাণিত করেছে, সেটাই কি আপনাকে সাফল্যের সোপানে উঠতে সাহায্য করেছে? আপনার কি ধারণা, যেসব লোক ধীরে শেখে কিংবা কথা বলতে জিভে আটকায়, তোতলায় তারা আসলে অন্যদের চেয়ে স্মার্ট? কিংবা *সিক্সটি মিনিট্স* অনুষ্ঠানে মাইক ওয়ালেসের কথাই ধরুন। এই মাইক ওয়ালেস সাক্ষাৎকার নেবার বেলায় তাঁর মোকাবেলারীতির জন্য খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক।" আরে ডক্টর এই যে, আসুন, আসুন। তা আপনি কি বলতে চান যে, আলোর কিরণ বা আলোকে শুধু উদ্দীপ্ত করেই বাঁকানো যায়? বেশ তো, এই যে স্যার, আমার হাতে একটা শক্তিশালী ফ্ল্যাশলাইট রয়েছে, এখন আপনি বললেই ঘরের বাতিগুলি নিভিয়ে দেব যাতে আপনি আপনার থিয়োরি হাতে-কলমে প্রমাণ করে দেখাতে পারেন।" [৩]

প্রমিত পাঠ্যবইগুলিতে এমন অঢেল দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে যাতে অনেক প্রেসিডেন্ট, বিখ্যাত কেউকেটা ব্যক্তি ও জাতীয় পর্যায়ে খ্যাতনামা ব্যক্তির নাম রয়েছে। এই সব দৃষ্টান্ত ও বিবরণগুলি পড়ে দেখার মতো ও স্মরণীয়ও বটে। তবে ভালো প্রশ্ন করার পথে অন্তরায় কাউন্টি ও পৌর পর্যায়ে বরং বলা যায় আরও বেশি। এসব লোকালয়, জনপদে রিপোর্টার ও খবরের সূত্রের মধ্যে যোগাযোগ ঘটে একান্তভাবে সংবাদিকতার প্রাসঙ্গিকতায় নয় বরং যে এই যোগাযোগ হয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে, চার্চে, এমনকি বিপনী কেন্দ্রেও। একটা বিতর্কিত ইস্যু নিয়ে হয়ত একজন রিপোর্টার স্কুলবোর্ডের সদস্যের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করবেন, তাঁর কাছে জানতে চাইবেন। এখন ঘটনাক্রমে দেখা গেল স্কুলবোর্ডের মাননীয় সদস্যটি পেশায় একজন দাঁতের ডাক্তার। তিনি ঐ রিপোর্টারেরও দাঁতের চিকিৎসক বটে। পরের দিন সকালেই ডাক্তার রিপোর্টারের একটা দাঁতের

www.pathagar.com

ক্যানাল করে দেওয়ার কাজ করবেন। তাহ'লে এই অবস্থায় ঐ রিপোর্টার সাহেব ঐ সদস্যকে তথ্য বের করার জন্যে প্রশ্ন করার বেলায় কতোখানি নাছোড় হতে পারবেন?

রিপোর্টাররা কেমন করে তাদের সহকর্মীদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা থেকে থামায় কিংবা প্রশ্নের কারণে খবরের সূত্র কতোখানি শঙ্কিত হয় - এইসব আলোচনায় একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রুপের বা জনসমষ্টির কথা আমরা প্রায়ই বেমালুম ভুলে যাই। তবে শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের স্বার্থের বিষয়টি খবরের সূত্র ও রিপোর্টারের সম্পর্কটিকে যথাপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। আর তাই একজন রিপোর্টারকে পছন্দ হয় কি না হয় সেটা শর্ত নয়, খবরের সুত্র অনুকূল কি বৈরি তাও নয় বরং বড় কথা হ'ল সংগ্রহ করার মতো তথ্য ওদের আছে কি না যা সংবাদযোগ্য কোনো ইস্যু বা ঘটনার একটা পটভুমিসহ খবরের পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের কাছে পৌছে দেবার জন্যে পরস্পরের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়া যেতে পারে।আমাদের সরকার ব্যবস্থায় রিপোর্টার ও খবরের সুত্র একে অন্যের ভূমিকা ও দায়িত্ব উপলব্ধি করে থাকলে রিপোর্টার ও খবরের সূত্র এর পরেও পরস্পরের মধ্যে সৌজন্য রক্ষা করে চলতে পারে। সহযোগিতা করতে পারে। আর সেটাই অন্তত আদর্শ।

সংবাদ সংগ্রহ পদ্ধতির কিছু প্রভাব-প্রতিক্রিয়া

কারো এমন ধারণা থাকা অসম্ভব নয় যে, রিপোর্টারের প্রশ্ন করার সাহস থাকলে সমস্যার সমাধান হয়। আর রিপোর্টার তাঁর সংবাদ-কাহিনীটি পেয়ে যান। ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। এই অধ্যায়ের ভুমিকায় দ্বিতীয় যে ধারণা অনুমানের কথা বলা হয়েছে সেটার কথায় ফিরে যাই। একজন রিপোর্টার কীভাবে বা কেমন করে সংবাদ সংগ্রহ করেন খবরের শ্রোতা/পাঠক/দর্শকের কাছে শেষ পর্যন্ত কী পৌছায় তার আদল দিতে সেটা সহায়তা করে। বক্ষ্যমান অধ্যায়ের এই অংশে তিনটি উপায়ের আলোচনা করা হয়েছে। এই তিন উপায়ে রিপোর্টার সাক্ষাৎকার থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। এক, টেলিফোনে, দুই মুখোমুখি সংলাপে, ও তিন, সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে। এই তিনটি উপায়ের প্রতিটির কিছু কিছু সুবিধা-অসুবিধা আছে। ফলতঃ যে সংবাদ সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় এইসব উপায়ের সামর্থ্যগুলির সর্বোত্তম সমাবেশ ঘটে ও তার ব্যবহার হয় সেটা খবরের পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের স্বার্থ সর্বাধিক রক্ষা করে।

টেলিফোন সাক্ষাৎকার

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও রিপোর্টারদের জন্য দুটি মূল্যবান গ্রন্থের[৪] রচয়িতা ইউজিন ওয়েব টেলিফোনের ওপর রিপোর্টারদের অতিনির্ভরশীলতায় বিরক্ত

www.pathagar.com

হয়ে রঙ্গ করে বলেছিলেন, রিপোর্টারদের আর কি, মাত্র দু'টি অধ্যায় একটা *টেলিফোন* আর আরেকটা *'আর সবকিছু'* পড়লেই তো চলে!"

যদি কারো সুনির্দিষ্ট কোনো প্রশ্ন থাকে তাহ'লে সেক্ষেত্রে টেলিফোনের ব্যবহারের উপযোগিতা অস্বীকার করা যাবে না। টেলিফোন রুটিন খবরগুলি কাভার করার জন্যে অত্যন্ত দ্রুততর ও কম ব্যয়সাপেক্ষ উপায়। যেমন, থানা ও অগ্নিনির্বাপন কেন্দ্রগুলির রাউন্ড, আবহাওয়া অফিস থেকে দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস নেওয়া, নগর পরিষদের সভা-বৈঠক কখন বসছে তার খবর নেওয়া বা কুকুরের জন্য লাইসেন্স গ্রহণ করার সর্বশেষ সময় কবে কখন জানা - এগুলির জন্য টেলিফোন একটা ভালো মাধ্যম বা উপায়।

এছাড়াও, আজকাল মনে হয় লোজন কারো সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা-সাক্ষাতের চেয়ে টেলিফোনে যোগাযোগেই বেশি তৈরি। এর একটা কারণ, ফোনে যোগাযোগ সময় কম নেয় বলে মনে করা হয়। আসলে কাউকে কোনো অফিসের বাইরে দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হবে সেটা আমাদের তেমন চিন্তার কারণ নয় কিন্তু টেলিফোনে ঐ ধরণের বিলম্ব একেবারেই অসহ্য। বেশিরভাগ লোকেরই অভিজ্ঞতা আছে ব্যক্তিগতভাবে কারো কাছে উপস্থিত হয়ে কোনো কাজ সারার অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, তাদের কথাবার্তার মধ্যে কয়েকবার ফোনকল বাধার সৃষ্টি করেছে। আর এই কারণেই কোনো অফিসে লাইন দিয়ে অপেক্ষা করে টিকেটের এজেন্টের সাথে মুখোমুখি কথা বলার তুলনায় এয়ারলাইনের অফিসে সরাসরি ফোন করে ফ্লাইট বদলে নেবার ব্যাপার সারা অনেক সহজ।

খবরের সূত্র অনেক সময় রিপোর্টারকে জানায়, 'এখন দেখা করা সম্ভব নয়'। এরকম বহুক্ষেত্রে দেখা যায়, ঐ রিপোর্টাররা আশেপাশে কোথাও ফোনের কাছে গিয়ে ফোনে সরাসরি কথা বলে তার দরকারী তথ্যটি তাৎক্ষণিকভাবে যোগাড় করে নেয়। আরো অদ্ভুত ও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনায় জড়িত রিপোর্টার একটি ব্যাঙ্কে টেলিফোন করে সেখানে যখন ডাকাতি চলছে তখনও ব্যাঙ্ক ডাকাতদের সাথে কিংবা কোনো অপরাধী দল কোনো বাড়ির সবাইকে আটকে জিম্মি করে রেখে থাকলে সেই বাড়িতে টেলিফোন করে অপরাধীদের সাথে কথা বলতে পারেন। একজন লোক যতো ব্যতিব্যস্তই থাকুক, তার সংক্ষিপ্ত ফোন কল ধরার সময় অন্তত থাকে।

টেলিফোনের আরেকটি সুবিধা হ'ল এই যে, খবরের সূত্রের জ্ঞাতসারে নোট নিতে পারেন কিংবা টিভি/বেতার সম্প্রচারের জন্য টেলিফোনের মন্তব্যমূলক কথাগুলি টেপও করতে পারেন। আর এতে কোনও বিকৃতির সম্ভাবনাও নেই। এছাড়া, রিপোর্টারের বেশবাস, নিঃশ্বাস বা তাঁর দেহের সাধারণ চেহারায়ও বিভ্রান্ত বা অন্যমনস্ক হওয়ার অবকাশও থাকে না খবরের সূত্রের। এছাড়াও টেলিফোন আলাপের প্রকৃতি নৈর্ব্যক্তিক

www.pathagar.com

হওয়ার কারণে রিপোর্টারের পক্ষে আরও শাণিত ও সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা সম্ভব হয় যা ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎমূলক যোগাযোগে সম্ভব হয় না। টেলিফোনে কথা বিনিময়কালে খবরের সূত্র যদি সবচেয়ে খারাপ প্রতিক্রিয়াটিও ব্যক্ত করতে চান তাহলে তাঁর চরম কাজটি হতে পারে টেলিফোনটি ক্রেডলে রেখে দেওয়া। আর সেটাই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াও। টেলিফোনে বাড়তি তথ্যের দুই বা তিনবার কল অসাধারণ কিছু ব্যাপার নয়। তবে দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার ব্যক্তিগতভাবে খবরের সূত্রের অফিসে বা বাসায় যাওয়াটা নিস্ফল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

অন্যদিকে, খবরের সূত্র এক সময়ে মাত্র একটি টেলিফোনেই কথা বলতে পারেন। তাই কোনো রিপোর্টার যখন কোনো খবরের সূত্রের সাথে যোগাযোগ করার জন্য দারুণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন ও দেখা যায়, তাঁর ফোন লাইনটি ব্যস্ত রয়েছে তেমন পরিস্থিতিতে টেলিফোন অন্য প্রান্তে বরং নীরব থাকাটাও ঐ রিপোর্টারের কাছে কম হতাশাব্যঞ্জক মনে হয়। এক্ষেত্রে এই রিপোর্টার এমন একটা দুর্ভাবনায় থাকেন যে, খবরের সূত্র নিশ্চয়ই হয়ত ঐ টেলিফোনে আছেন অথচ তার সাথে কথা বলা যাচ্ছে না আর সেই ফাঁকে হয়ত বা আরেকজন রিপোর্টার তাঁর সাথে কথা বলে তথ্যটা বাগিয়ে ফেলছে। আর যদি ফোনে খবরের সূত্রের সাথে রিপোর্টারের যোগাযোগ করা সম্ভব হয়ও তাঁর পক্ষে ঐ পূর্ববর্তী রিপোর্টারের সংলাপের পুরো প্রসঙ্গ জানা সম্ভব হয় না। তাঁর সংশয় দেখা দেয় ঃ খবরের সূত্র কি এখন একা আছেন? না কক্ষে আরও অন্য লোকও আছে যারা টেলিফোনের আলাপ শুনছে আর তাতে হয়ত খবরের সূত্র স্বাভাবিকভাবে সবকিছু বলতে পারছেন না। তাঁর এমনও মনে হতে পারে যে,খবরের সূত্র টেলিফোনে কথা বললেও নীরবে হয়তো ভেঙচি কাটছেন আর সেজন্য তিনি যা বলছেন তা অনেকটা নিস্প্রাণ জবাবের মতো রসকষহীন মনে হচ্ছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার তুলেয়ার কাউন্টির শেরিফের অফিসে এসেছিল খবরের কাগজের একজন রিপোর্টার। ডেপুটি শেরিফ তাঁকে একটা সলিল সমাধি বা পানিতে ডুবে কারো মারা যাবার তথ্য দিচ্ছিলেন। এ সময় স্থানীয় এক বেতারকেন্দ্র থেকে একটা টেলিফোন এল। ঐ বেতারকেন্দ্রের রিপোর্টার তাঁর রাউন্ডের অঙ্গ হিসেবেই ঐ টেলিফোন করেছিলেন। ডেপুটি শেরিফ জিম ফ্লুটি টেলিফোনে যা বললেন তা এরকম, "হ্যাঁ, মানে এই আর কি, সব ঠান্ডা, চুপচাপ। কোনো সড়ক দুর্ঘটনা নেই, মারাও যায় নি কেউ ---- না, না কোনো সিঁদেল চুরিও হয় নি, ডাকাতি হয় নি, কোনো ধর্ষণ বা খুনের ঘটনা ঘটে নি, আর কোনো আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে কি না আমার অন্তত জানা নেই, কোনো গুরুতর ট্রাফিক দুর্ঘটনাও নেই, --- কোনো হামলা-টামলাও হয় নি---জিহ্যাঁ বেশ শান্ত অবস্থাই বলা চলে মোটামুটি --- , আর কিছু?, আচ্ছা বিদায়।" জিম ফ্লুটি হাসেন। ইঙ্গিতটি আগত খবরের কাগজের রিপোর্টার বুঝতে ভুল করলেন না, ভুল হ'ল না

www.pathagar.com

বেতারকেন্দ্রের রিপোর্টারেরও; কেননা, তিনি পরে ঐ পানিতে ডুবে মৃত্যুর খবরটা জানতে পারেন। কিন্তু এরপরেও ফুটি তাঁর বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ রেখে দিয়েছিলেন যে তিনি যা যা বলেছেন সবই সত্যি। যা জানতে চাওয়া হয়েছে টেলিফোনে তার সবগুলিরই সত্য জবাব দিয়েছেন তিনি।

টেলিফোন ব্যবহারে সুনির্দিষ্টতার একটা সুবিধা থাকলেও এতে সময়ের একটা সমস্যাও আছে। আর সময় স্বল্পতার কারণেই এতে রিপোর্টার খুব বেশি বিষয় বা *টপিক্স* কভার করতে পারেনা। সে সুযোগই নেই। যদি টেলিফোন আলাপে কোনো নতুন বিষয়ের বা *টপিকের* উদ্ভব হয় কিংবা কোনো নতুন তথ্যের ব্যাপারে রিপোর্টার কথা বলতে চান, তাহ'লে টেলিফোনে সেটা করতে চাইলেও সময় হয়তো পাওয়া যায় না।

টেলিফোনে নেওয়া সাক্ষাৎকারে অবাচনিক যোগাযোগের অনুপস্থিতি থাকে। অথচ এই অবাচনিক যোগাযোগের সুযোগ থাকলে রিপোর্টারের পক্ষে খবরের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বুঝে নিতে সুবিধা হয়। টেলিফোন সাক্ষাতকারে অবাচনিক যোগাযোগ তাৎপর্যের একমাত্র ইঙ্গিত দিতে পারে *সময়*। খবরের সূত্র তথ্য প্রদান বা কথাবার্তা বিনিময়কালে যে বিরতি দিয়ে থাকেন সেটাই অবাচনিক যোগাযোগের একমাত্র উপাদান। এর বাইরে খবরের সূত্রে হাল-তবিয়ত বা মেজাজ-মর্জির অবস্থা কি তার বিন্দুমাত্র ধারণা সাক্ষাতকার গ্রহণকারী বা রিপোর্টারের থাকে না। খবরের সূত্রের মুখের অভিব্যক্তি বা চেহারার আদল কেমন তাও তাঁর জানা থাকে না। খবরের সূত্রের অঙ্গভঙ্গি, হাতের নাড়া-চাড়া, ইশারা এ সবের তাৎপর্যও খবরের শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের কাছে পৌঁছায় না।

টেলিফোনে সাক্ষাৎকার নেবার সর্বশেষ যে অসুবিধার কথা উল্লেখ করা বিশেষ করে দরকার তাহ'ল, খবরের সূত্র কেবল টেলিফোনের রিসিভারটা ঠক করে ক্রেডলে রেখে বা ঝুলিয়ে দিয়ে বা আকস্মিকভাবে লাইন কেটে দিয়ে অথবা, 'দুঃখিত, আমাকে এখুনি যেতে হচ্ছে, বিদায়', বলে যোগাযোগে ইতি টানতে পারেন। এটি একজন রিপোর্টারকে দরজা দেখানো বা ঘর থেকে বের করে দেওয়ার কাজ বরং অনেক সহজ।

ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে সাক্ষাৎকার গ্রহণ

ব্যক্তিগতভাবে সশরীরে সাক্ষাৎকার নেবার বেলায় সাধারণত রিপোর্টারের উদ্দিষ্ট বিষয় *কাভার* করার জন্য হাতে আরও বেশি সময় থাকে। এছাড়া, আলাপের সময় আরও নতুন নতুন বিষয়েও আলাপের সুযোগ ঘটে। খবরের সূত্রের মন্তব্যগুলি প্রাসঙ্গিকতার প্রেক্ষাপটে দেখা হয়। এই সাক্ষাৎকারে আলাপ-আলোচনা ভেঙ্গে দেওয়ার কাজটি খবরের সূত্রের জন্য অপেক্ষাকৃত কঠিন। তবে এতে খবরের সূত্রের চার্ট,

www.pathagar.com

তালিকা, নকশা/ছবি জাতীয় কিছুর সাহয্যে তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার ও স্পষ্ট করে তুলে ধরার সুবিধা রয়েছে। কোনো একজনের সাথে দেখা করতে যাওয়ার মতো সময় ও শক্তি খরচ করে রিপোর্টার তাঁর সূত্রের সাথে ভালো সমঝোতা গড়ে তুলতে (বস্তুত ভালো হয় যদি রিপোর্টার ব্যক্তিগতভাবে মাঝে মাঝে খবরের সূত্রের সাথে দেখা করে আসেন যদিও সাধারণত তাঁরা টেলিফোনে *সৌজন্য কল* দিয়ে কাজটা সেরে থাকেন) পারেন। ফোনে যত না পারা যায় তারচেয়ে অনেক বেশি সহজে কোনো সংবাদ ঘটনায় খবরের সূত্রকে সশরীরে 'জীবন্ত' পাওয়া সম্ভব । মুখোমুখি সাক্ষাৎকারে রিপোর্টার তাৎপর্যময় এমন অনেক কিছু করতে পারেন ও এমন কিছু কাজ ঐ রিপোর্টারের জন্য থাকে যা টেলিফোনে নিশ্চিত করা কঠিন। খবরের সূত্র কর্তৃক টেলিফোন কল আগে থেকে অনুমিত হোক বা আকস্মিকই হোক-উল্লিখিত অভিমত উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর টিভি বা বেতারে সম্প্রচারের জন্য ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎকারগুলি খবরের সর্বাঙ্গীণ পরিবেশনার অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ উপাদান।

মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের অসুবিধা কম। তবে অসুবিধাগুলি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের সাক্ষাতকারগুলির জন্য প্রচুর 'সময়' ও 'অর্থ' ব্যয় হয়। সময় ও অর্থ দু'টিই বিরল সম্পদ। সামাজিক আলাপাচারিতায় সবাই কেমন আছে এসব কথাবার্তা সময় খায় অনেক বেশি, সংবাদযোগ্যও নয়। কোনো ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করার ব্যাপারটায় তার সাথে রিপোর্টারের আরো সমঝোতা গড়ে উঠলেও মুখোমুখি মোকাবেলার সুবাদে অনেক বেশি সমস্যারও সৃষ্টি হতে পারে। ব্যক্তিগত মুখোমুখি যোগাযোগে খবরের সূত্র কিছুটা অন্যমনস্ক হলেও হতে পারেন। আর চরম অবস্থায়, রিপোর্টারের নোট নেওয়া, তাঁর ব্যক্তিগত চেহারা-সূরত ও মুখের অভিব্যক্তি এবং ব্যবহার-আচরণের আরও হাজারো কারণে (যা এ রিপোর্টারের নিজের বোধের অগম্য) খবরের সূত্র ক্ষুব্ধ হতে পারেন। টেলিফোনের ওপর অতিনির্ভরশীলতা মুখোমুখি যোগাযোগের জন্য নিকৃষ্ট ব্যবস্থা, টেলিফোনে খবরের সূত্রকে জানান না দিয়েও একজন হাসতে পারে। এ ধরনের ছলনাসুলভ ব্যাপার-স্যাপার ব্যক্তিগত যোগাযোগ ভিত্তিক সাক্ষাৎকারের ওপর বেশ খারাপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে।

এজন্য, মুখোমুখি সাক্ষাৎকার অনেক সময় যতো না *আলো ছড়ায়*, তার চেয়ে বেশী *তাপ ছড়াতে পারে*। ঠিক এ ধরনের ঘটনাই ঘটে ১৯৮৮ সনের ১৫ ই জানুয়ারী ভাইস প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ও *সিবিএস*-এর ড্যান র‍্যাথারের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের সময়। টিভির এ 'জীবন্ত' সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে *সিবিএস*-এর ড্যান র‍্যাথার ইরানে মার্কিন জিম্মিদের মুক্তির বিনিময়ে অস্ত্রের লেন-দেনের আলোচনায় বুশের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁকে রীতিমতো 'চেপে' ধরেন। বুশ অবশ্য সাক্ষাৎকারের মুলনীতি এতে লঙ্ঘিত হয়েছে বলে আপত্তি তোলেন। এবারে মতের অমিলের পটভূমিকায় তাঁরা দু'জনেই যে

www.pathagar.com

বাকবিনিময় করতে থাকেন তাতে দেখা যায়, অনেক সময় দু'জনেই যেন হুবহু একই সংলাপ আওড়াচ্ছেন ঃ

বুশ ঃ আমি কী লুকোচ্ছি আপনি জানেন। প্রেসিডেন্টকে আমি কী বলেছি, সেটাই তো ব্যাপার? অথচ আমাকে যা যা জিজ্ঞেস করা হয়েছে আমি তার সবগুলির জবাব দিয়েছি। এখনও যদি আপনার প্রশ্ন থেকে থাকে ----।

র‍্যাথার ঃ আমার একটা প্রশ্ন আছে।

বুশ ঃ জ্বি?

র‍্যাথার ঃ একটা প্রশ্ন রয়ে গেছে।

বুশ ঃ বলেই ফেলুন, দয়া করে।

র‍্যাথার ঃ আপনি বলেছেন, আপনি যদি আগে জানতেন ঐটা অস্ত্র ও মার্কিন জিম্মি মুক্তি মধ্যে লেন-দেনের ব্যাপার তাহ'লে আপনি ঐ লেন-দেনের বিরোধিতা করতেন। আপনি আরও বলেছিলেন যে,------।

বুশ ঃ ঠিক তাই।

র‍্যাথার ঃ --- বলেছিলেন, আপনি ওটা জানতেন না।

বুশ ঃ আমি --- আমি ঐ জবাবটাই দেব।

র‍্যাথার ঃ ওটা তো আমার জিজ্ঞাস্য ছিল না, ওটা একটা বিবৃতি।

বুশ ঃ ওটা একটা বিবৃতি।

র‍্যাথার ঃ তাহ'লে আমি এখন প্রশ্ন করি, প্রশ্নটা যদি করতেই পারি, প্রথমে [৫]

এরপর আরও দশমিনিট ধরে এ ধরনের সংলাপ চলতে থাকে। এতে টিভিতে জীবন্ত মুখোমুখি সাক্ষাৎকার সরাসরি *কাভারেজ*-এর সমস্যাগুলি আরও জটিল হয়ে ওঠে।

এ ধরনেরই সমস্যা দেখা দেয়, *ওয়াল স্ট্রীট উইক* শীর্ষক টিভি অনুষ্ঠানে যখন লুইস রুকেইসার অর্থনৈতিক ভাষ্যকার এলিয়ট জেনওয়ের সাক্ষাতকার নেবার চেষ্টা করেন। গোড়তেই রুকেইসার জেনওয়ের উপস্থাপনামুলক পরিচিতি দিতে গিয়ে তাঁর গায়ে *মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সবচেয়ে নাছোড় ধ্বংসের নবী* বলে লেবেল সেঁটে দেওয়ার চেষ্টা করলে বিসমিল্লাহ্‌তেই গলদ ঘটে যায়। জেনওয়ে তো রুকেইসার আর কিছু বলতে পারার আগেই বাধা দিয়ে ফেলেন যদিও রুকেইসার তারপরেই বলতে চেয়েছিলেন, "জেনওয়ে অবশ্য নিজে তিনি ধ্বংসের নবী একথা স্বীকার করেন না, এ নামে অভিহিত হতে পছন্দও করেন না।" এরপর ঐ সাক্ষাৎকারের শ্রোতা/দর্শকেরা আর তেমনি বেশি তথ্য ঐ অনুষ্ঠান থেকে পান নি ঃ

www.pathagar.com

রুকেইসার ঃ মাত্র চা --- মানে, দয়া করে আমাকে প্রশ্নটি শেষ করতে দিন। মাত্র চার বছর আগে ---।

জেনওয়ে ঃ আরে আপনি --- আপনি তো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন না ----

রুকেইসার ঃ প্রশ্ন করবো।

জেনওয়ে ঃ আপনি একটা বিবৃতি দিচ্ছেন মাত্র --- আপনি *নিউইয়র্ক টাইম্‌স* পত্রিকায় ভারট্যান আমার যে সাক্ষাতকার নিয়েছিলেন সেটার কথাই বলছেন।

রুকেইসার ঃ না, আমি বরং বলছি রেডিওতে আপনার সাথে আমার অনুষ্ঠানের কথা --- আর ঠিক চার বছর আগে ঐ অনুষ্ঠানেই আপনি আসন্ন বাজার ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

জেনওয়ে ঃ ঠিক ।

রুকেইসার ঃ কিন্তু ঘটনা তো ঘটে ঠিক উল্টো!

জেনওয়ে ঃ কী বললেন?

রুকেইসার ঃ বলতে চাই, এই গেল শীতে, গেল শীতে ---

জেনওয়ে ঃ এক মিনিট ----- কী তাহ'লে সত্যি?

রুকেইসার ঃ আমি কি আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারি?

জেনওয়ে ঃ না, আপনি --- কারণ, আপনি নিজেকে কী বলে মনে করেন ---

রুকেইসার ঃ আমাকে ----

জেনওয়ে ঃ ---- জো ম্যাকার্থির তো আপনি এক সড়কসঙ্গী --- ম্যাকার্থি তো ছিলেন আপনার মতো দেহাতি সুবোধ বালকের তুলনায় এক জাঁদরেল দাগীখোঁজা দারোগা--।

রুকেইসার ঃ আমি আপনার ভবিষ্যদ্বাণীরই তো বরাত দিচ্ছি মাত্র।

জেনওয়ে ঃ থামুন তো এবার, আপনি! [৬]

কোনো লোকের সাক্ষাৎকার নেবার সময় তাকে নিয়ে কী কী করবেন তার একটা ছোট ফর্দও যদি তৈরি করে নিতেন রুকেইসার তাহ'লেও টিভির জীবন্ত অনুষ্ঠানে এই যে রুকেইসার-জেনওয়ে কোন্দল ঘটে গেল সেটা এড়ানো যেত কি না তাতেও সন্দেহ আছে। ঐ অনুষ্ঠানের শেষে রুকেইসার স্বীকার করেন যে, "মাত্র এই সামান্য ক'টি প্রশ্নই আমাদের জিজ্ঞাসা করার ছিল। এ ধরনের সৎ মূল্যায়ন *তৃতীয় আকারের* সাক্ষাৎকার সংবাদ সম্মেলনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত।

সংবাদ সম্মেলন

সুযোগ্য রিপোর্টারের জন্য সংবাদ সম্মেলন কোনো সুবিধা দেয় কিনা এটা কল্পনা করাও শক্ত ব্যাপার। সরকারী সংস্থা ও বেসরকারি উদ্যোক্তরা সংবাদ সম্মেলনের সুবিধা

www.pathagar.com

নিয়ে থাকেন। আর এসব কারণেই এই সম্মেলনকে একটা ছদ্মঘটনা (সংবাদ) বলে উল্লেখ করা হয় এই ছদ্ম ঘটনা (pseudo-event) তৈরি করা হয় সংবাদ *কাভারেজ*-এর জন্য। বলাই বাহুল্য, এটা প্রকৃত বা বাস্তবিক ঘটনা নয় বলেই সেখানে কাভারেজের প্রয়োজন আছে বলেও বিবেচিত নয়।

সরকারি কর্মকর্তারা যে সংবাদ সম্মেলন করেন তার একটা মূল্য রয়েছে এর প্রতীকী প্রকৃতির কারণে। আর সম্ভবত এটাই পর্যাপ্ত কারণে হওয়ায় এ রীতিই চলে আসছে। যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ধরে নেওয়া হয় যে, সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা অবাঞ্ছিত ও সম্ভবত বৈরিতাসুলভ প্রশ্নে সাড়া দিয়ে নিজেকে যাচাই-পরীক্ষার মুখে সমর্পন করেন।

রিপোর্টারের জন্য একটা আনুষঙ্গিক সুবিধা এই যে, সংবাদ সম্মেলনের বদৌলতে সরকারের নীতি সম্পর্কে একজন সরকারী কর্মকর্তার আনুষ্ঠানিক ও *প্রামাণ্য বক্তব্য* পাওয়ার একটা সুযোগ পাওয়া যায়। সংবাদ-সম্মেলনে যেসব বিবৃতি দেওয়া হয় সেগুলির ভিত্তি বা নিরিখে পরবর্তী বিবৃতি ও নীতির পরিমাপ ও বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। এক্ষেত্রে সংবাদ-সম্মেলনের তথ্যকে, কোনো একটি মাত্র সংবাদ মাধ্যম প্রতিবেদিত মন্তব্যগুলির তুলনায় মূল সূত্রনির্দেশ হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এ ছাড়াও, একক কোনো ইস্যু বা চলতি বিষয় নিয়ে, যেমন, সরকারের কোনো নতুন কার্যক্রম, বিমান দুর্ঘটনা বা সুপ্রীম কোর্টের বিচারক মনোনয়ন নিয়ে কাজ করতে হ'লে সংবাদ-সম্মেলন দক্ষতার অবকাশ সৃষ্টি করে যার সুবাদে ঐ কর্মকর্তা জনসাধারণের উদ্বেগজড়িত একটা ইস্যুতে যুগপৎ কয়েকজন রিপোর্টারের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। সংবাদ সম্মেলন প্রায় একাভিমুখী পরিবেশেই সর্বাধিক কার্যকর ও সার্থক হতে পারে।

অবশ্য, সাধারণত, সংবাদ সম্মেলনের আঙ্গিক ও কাঠামোর পরিসর রিপোর্টারের পক্ষে অর্থবহ তথ্য সংগ্রহকে কঠিন করে তোলে। বিশেষ করে, বড় আকারের সংবাদ সম্মেলনে ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়া রিপোর্টারের হয়তো আদৌ কোনো প্রশ্ন করার দরকারই পড়ে না। বস্তুত এ ধরনের রিপোর্টারকে গোলযোগ সৃষ্টিকারী হিসাবে সংবাদ সম্মেলনে এড়িয়ে যাওয়া হতে পারে। আর এ ধরণের রিপোর্টারের অনুসৃতিমূলক (follow-up) প্রশ্ন করার সুযোগ প্রায় নিশ্চিতভাবেই থাকে না। এছাড়াও, ভালো করে তৈরি হয়ে আসা রিপোর্টার প্রশ্নই করতে চাইবেন না। কারণ, ওতে যা হবে তা হ'লো, অন্যারা যখন প্রশ্ন করার কাজে ব্যস্ত তখন আর সব প্রতিযোগী রিপোর্টার যারা শুধু বসে, বসে, শুনে নোট নেয় তারা এই ফাঁকে *তথ্য* পেয়ে যেতে পারেন।

সংবাদ-সম্মেলনের সকল সুবিধাই কার্যত খবরের সূত্রের, রিপোর্টার, খবরের শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের নয়। কে প্রশ্ন করবেন সেটা সাধারণত খবরের সূত্রই নির্ধারণ করেন। তিনি জবাবটা ঠিক কতোখানি লম্বা হবে তা ঠিক করেন। প্রয়োজনে

www.pathagar.com

অনুসৃতিমূলক প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যান। নিজের পছন্দমতো কঠিন প্রশ্নগুলির পূর্ণভাষ্য দিতে পারেন, সাক্ষাৎকারের সময়, স্থান ও মেয়াদ নির্ধারণ করতে পারেন। খবরের শ্রোতা/পাঠা/দর্শকের জন্য অনেক সময় সংবাদ-সম্মেলন টিভির *জীবন্ত* অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়ে থাকে এতে রিপোর্টারের সমস্যাই কেবল বাড়ে। কারণ, এ ক্ষেত্রে খবরের সূত্রকে চ্যালেঞ্জ করার সময় খুব কম পাওয়া যায় কিংবা আদৌ পাওয়াই যায় না। এছাড়া, খবরের সূত্র যেসব উপকরণ যোগান দেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও স্থান নির্দেশও করা যায় না। প্রেসিডেন্ট রেগ্যানের সংবাদ সম্মেলনগুলির এটাই ছিল অন্যতম সীমাবদ্ধতা। ফলত মিঃ রেগ্যানের স্টাফ কর্মকর্তাদেরকে কার্যত প্রায় রুটিনমাফিকভাবেই ঐ সব সংবাদ সম্মেলনের পর প্রেসিডেন্ট ঐ সম্মেলনে রিপোর্টার ও শ্রোতা/দর্শক/পাঠককে যেসব তথ্য প্রদান করেন কিংবা তথ্য বিনিময় করেন সেগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সংশোধন-শুদ্ধি ইত্যাদি সম্মেলন পরবর্তীকালে ইস্যু করতেন। বাস্তবিকপক্ষে মিঃ রেগ্যানের সংবাদ সম্মেলনগুলি, সরকারের নীতিগুলি মুল্যায়ন করা যায় এমন তথ্যের কষ্টিপাথর হওয়ার বদলে বরং *ভুল বিবৃতি-বয়ানের* রেকর্ডপত্র বা দলিল-দস্তাবেজ হিসাবেই অধিকতর উপযুক্ত আখ্যায়িত করা যায়।

এসব অসুবিধা ও রিপোর্টারের তথ্য সংগ্রহে অনিবার্যভাবে জড়িত অন্যসব সমস্যা সত্ত্বেও, রিপোর্টাররাই খবরের সূত্র থেকে খবরের শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের কাছে অর্থবহ তথ্য পাওয়ার বিষয় নিশ্চিত করায় সাহায্য করতে পারেন। ভূলের সংখ্যা কমানোর অন্যতম উপায় হ'ল সাক্ষাতকার নেওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতির বা মাধ্যমের সাহায্য নেওয়া। এজন্যে, টেলিফোনে ও ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎকার ও সংবাদ সম্মেলন এবং অন্যান্য আরো উপায় ব্যবহার করা যায়। অবশ্য এসব পদ্ধতির সাফল্যের জন্য রিপোর্টারদের প্রস্তুতি, খবরের দক্ষতা ও যোগ্যতা এবং জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের প্রকৃতিই সচরাচর কৃতিত্বের দাবিদার। এগুলি পরস্পর সম্পর্কিতও বটে।

ভূলের সম্ভাবনা কমানো

প্রস্তুতি

ওয়াশিংটন পোস্ট-এর রিপোর্টার ও কলামিষ্ট ডেভিড ব্রোভার তাঁর রিপোর্টিং-এর কাজে খুব ভালো করে প্রস্তুতি নেন - এরকম খ্যাতি আছে। কিন্তু তাঁর এই যে সুখ্যাতি আরেকদিক থেকে হাজার হাজার রিপোর্টারের বদনামও বটে। ব্রোভার ও তাঁর সমগোত্রীয় দক্ষ রিপোর্টারকে যা তাদের আর সকল সহকর্মী থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্য দেয় তাহ'ল ব্রোভারের মতো যোগ্যতার বিশ্বমানের রিপোর্টাররা তাঁদের সংবাদ প্রতিবেদন ও ভাষ্য রচনার আগে রীতিমতো পড়াশোনা করেন। প্রস্তুতিও নেন।

www.pathagar.com

পরিতাপের বিষয়, যেসব বিষয় বহু রিপোর্টারকে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য রিপোর্টারদের শ্রেণী থেকে আলাদা করে রাখে তাহ'ল উন্নততর ও যোগ্যতর রিপোর্টাররা তাঁদের কাজের ব্যাপারে যথেষ্ট যত্ন দিয়ে থাকেন কিংবা তাদের হাতে সেরকম সম্পদও থাকে। তাঁরা যথা পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে থাকেন।

ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার্স অ্যান্ড এডিটর্স (আই আর ই)-এর এক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে *নিউইয়র্ক টাইম্‌স* পত্রিকার আটলান্টা সংবাদদাতা, রিপোর্টররা. তাদের বিষয় সম্পর্কে কতো কম জানে সে বিষয়ে আলোকপাত করে বলেন ঃ

> লোকে আসলে আমাদেরকে যা বলে তারা যা জানে সম্ভবত তার সিকি ভাগ মাত্র। আমরা প্রকৃতপক্ষে যেসব সংবাদ-কাহিনী লিখি সেগুলির খুব বেশি গভীরতা নেই। -- আপনার জেনে অবাক হবেন কতো সামান্য পরিমাণ সংবাদবস্তু খবরের কাগজে ছাপা হয়ে থাকে। এই যে লোকগুলি (যারা খবরের সূত্র) আমরা খবরের কাগজে যা লিখি সেগুলি দেখে বলে, "আরে, লোকগুলি কোথাকার! কী হাবা" - ওদের এরকম মন্তব্যে আদৌ অবাক হবার কিছু নেই। আর সে কারণেই আপনাদের উচিত হবে সবসময় অনুসন্ধান অব্যহত রাখা, জিজ্ঞাসা করা, জানতে চাওয়া আর একটা কাজ শেষ হওয়ার আগে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যে, "আরও কি কোনো জিনিস রয়ে গেল কিংবা বাদ পড়ে গেল যা আমার জানা উচিত?" দেখা যাবে এমন সব তথ্য বলার রয়ে গেছে আপনি ভেবে সত্যিই স্তম্ভিত হবেন! [৭]

অনুসন্ধানধর্মী প্রতিবেদনের বেলাতেই শুধু নয়, সংবাদের বেশিরভাগ *কাভারেজ*-এর বেলাতেই রিপোর্টারকে সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কে যথেষ্ট পড়াশোনা করতে হয়, জানতে হয়। পেশাদার অন্যান্য ব্যক্তি ও শিল্পী কারিগর-কুশলীদের মতোই তাকে অবশ্যই সাংবাদিকতার বিষয়গুলি সম্পর্কে সর্বশেষ জ্ঞান রাখতে হবে। অবশ্য রিপোর্টারের বেলায় তফাৎ হ'ল এই যে তাঁর বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষের অবস্থা ও পরিবেশ। অবশ্য যদি এই যে সাংবাদিকতার বিষয়বস্তুর কথা বলা হচ্ছে তা খুব সুপরিসর ধরনের আর ছড়ানো-ছিটানোও বলা যায়। কিন্তু তবু, এতে একটা সুবিধা হচ্ছে এই যে, রিপোর্টার এই বিষয়বস্তুমূলক যে পড়শোনা বা জ্ঞান আহরণ করেন বা তিনি যা প্রত্যক্ষ করেন, অভিজ্ঞতা হয় তার খুব কম অংশই বেকার অপচয় হয়। কোনো না কোনো সময় খবরের কাভারেজে তাঁর সেই কাজে লাগবেই।

সম্ভবত রিপোর্টাররা সাক্ষাৎকারের জন্য তৈরি হতে তেমন পড়াশোনা করেন না বা আগে থেকে যে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার তা নেন না। যেসব সাক্ষাতকার বেতারে বা টিভিতে প্রচারিত হয় তাতে যথেষ্ট সতর্ক ও আগে থেকে প্রস্তুতিমূলক মহড়ার দরকার হয়। সেই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আর সেইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমের প্রকৃতি ও

www.pathagar.com

বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উপযুক্ত ভাষ্য ব্যবহার করার আবশ্যকতাও থাকে। এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই বহু বড় বড় যৌথ মূলধনী সংস্থা বা কর্পোরেশন তাদের নিজ নিজ কোম্পানি প্রতিনিধিদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে ঃ

> জ্যাক হিলটন এই মর্মে দাবী করেন যে, তাঁর প্রতিষ্ঠান *ফরচুন ম্যাগাজিন* যে শীর্ষ ৫০০ বিশিষ্ট কোম্পানীর তালিকা প্রকাশ করেছে সেগুলির ৩০৫টি কোম্পানীর নির্বাহী কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে টিভির ব্যাপার সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছে। আর তাঁর হিসাবেই জানা যায়, এইসব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রচার বা তথ্য মাধ্যমের উজ্জ্বল পাদপ্রদীপের তলায় যাতে আরো জৌলুষ ও আকর্ষণীয় হয়ে নিজেদেরকে তুলে ধরতে পারেন সেজন্য নির্বাহী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিতে বছরে ২৫ কোটি ডলার খরচ করে থাকে। [৮]

এ ধরনের রীতির মধ্যে ভয়ানক খারাপ কিছু সহজাতভাবে নেই। বাস্তবিকপক্ষে এটা বরং ঐ সংস্থা বা কোম্পানীগুলিরই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত দায়িত্ব। এ দায়িত্ব হচ্ছে, কোম্পানীর কর্মতৎপরতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণকে পর্যাপ্তভাবে অবহিত রাখার নিশ্চয়তা বিধান করা। কোম্পানীর নির্বাহী কর্মকর্তারা ঠিক একই কারণে সংবাদ-মাধ্যমের সাথে কাজকারবার পরিচালনার ব্যাপারে দক্ষ ও নিপুণ হবে সেটারও তাই নিশ্চয়তা বিধান করা দরকারী। অবশ্য, এ ধরনের প্রশিক্ষণের ফলে যেসব রিপোর্টার তেমন প্রস্তুতি নেন না তাদের জন্য আরও বেশি অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়। ব্যাপারটা সংবাদ পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের জন্য খুবই দুঃখ ও লজ্জাজনক হয় এ কারণে যে, প্রস্তুতির নিয়মটা বা শর্ত পালনের জন্য অঢেল টাকার দরকার হয় না। অতো টাকার বস্তুত দরকারও নেই। শুধু দরকার, বয়স্কাউটের অতি পরিচিত সেই *মটো* মনে রাখা ও মেনে চলা, *তৈরি থাকো*।

অন্ততপক্ষে প্রাথমিক স্তরে একজন প্রতিবেদক বা রিপোর্টার, কোনো সংবাদ প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার, কোনো জনগ্রন্থাগার, চলতি নানা সাময়িক পত্রপত্রিকা (যার মধ্যে অ্যাকাডেমিক ও প্রফেশনাল-উভয় ধরনের সাময়িকী থাকবে) ও বহুল প্রচারিত কিছু জার্ণাল - এগুলির দেখার সুযোগ নিতে পারেন। এটা তাঁদের জন্য চটপট একটা রিফ্রেশার কোর্সের সুবিধা দিতে পারে যার আওতায় তাঁরা, ধরা যাক, আবর্জনার আধুনিক প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে একেবারে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত চলতি ও সমসাময়িক নানা বিষয়ে ধারণা পেতে পারবেন। এখানে যে বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে ধরে নেওয়া যায় যে, একেবারে প্রস্তুতি না থাকার থেকে অন্ততঃ কিছুটা প্রস্তুতি তথা নাই মামার চেয়ে পদ্মলোচন না হোক কানামামা থাকা ভালো! আর এই অল্প-স্বল্প প্রস্তুতি মানেই দেখা যাবে- এটা আসলে অনেক রিপোর্টারের তুলনায় অনেক বেশি প্রস্তুতি।

www.pathagar.com

পরিতাপের সঙ্গেই লক্ষ্য করা যায় যে, আদালতের মামলা বা অনেক সিদ্ধান্তের ওপর বেশ কিছু সংবাদ-কাহিনী ও ভাষ্য খবরের রিপোর্টাররা তৈরি করে থাকেন কিন্তু তাঁরা যথেষ্ট সময় নিয়ে কাজটা করেন না, কিংবা হয়ত সেটার জন্য উপযুক্ত সময় দিতে পারেন না। আর তার ফলে আদালতের রায়ের পূর্ণ বিবরণ তাঁদের পক্ষে পড়াও সম্ভব হয় না।

সম্ভবত আগে থেকে তৈরি হওয়ার কাজটা সেরে নিয়ে রিপোর্টার যে সুবিধা পান আর কোনো কিছু থেকে এত বেশি সুবিধা বা সুফল পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। খবরের বহু সূত্রই তাদের জীবনের একটা বেশ বড় অংশ এমনসব কাজ বা কৌতূহলের ক্ষেত্র কিংবা তৎপরতায় নিয়োজিত করেছেন যেগুলি খবরের শ্রোতা/পাঠক/দর্শকের সাথে ভাগাভাগি করে নেবার দরকার হয়। খবরের সূত্র যেসব বিষয় বা ক্ষেত্রে আগ্রহী সে ব্যাপারে রিপোর্টার যে জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে থাকেন তার ফলশ্রুতিতে খবরের সূত্র বিভিন্ন প্রশ্নে আরও বেশি করে সাড়া দিয়ে থাকেন, দিতে পারেন। আর তাঁর এ সামর্থ্যটি আসে শুধু আরও অনক লোকের সাথে যোগাযোগ ঘটেছে বলেই। আর তাঁর যোগাযোগের সেইসব লোকের মধ্যে রয়েছে রিপোর্টারও যিনি হয়তো বা খবরের বিশেষায়িত পারদর্শিতার ক্ষেত্র সম্পর্কে ন্যূনতম আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

প্রস্তুতি সময় বাঁচাতে পারে। খবরের সূত্রের পটভূমিমূলক তথ্য ও খবরের বিষযবস্তুর সঙ্গে, এমনকি, সংক্ষিপ্ত একটা পরিচয় থাকলেও রিপোর্টার সেখান থেকে আরও জিজ্ঞাসার নানা ক্ষেত্রে বিচরণ করতে পারেন যার ফলে শুধু খবরের শ্রোতা/পাঠক/দর্শকেরা খবরের সূত্রের বয়স, শিক্ষা, জীবনী ও তুলনামূলকভাবে ভাসাভাসা ধারণা লাভের পরিবর্তে রিপোর্টার সত্যিকারের সংবাদযোগ্য উপকরণও তা থেকে বের করে আনতে পারেন।

খবরের সূত্রের মন্তব্যকে একটা যথাপ্রেক্ষিতে উপস্থাপনার জন্যেও মোটামুটি ধরনের প্রস্তুতিও বেশ কাজ দেয়। *মীট দ্য প্রেস* টিভি অনুষ্ঠানে লস এঞ্জেলস-এর পুলিশ প্রধান একবার আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। কলামিস্ট জেমস কিলপ্যাট্রিকের এক প্রশ্নের জবাবে পুলিশ প্রধান এড ডেভিস ঐ অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, যেসব আগ্নেয়াস্ত্রঘটিত অপরাধের ঘটনা ঘটে থাকে তার শতকরা মাত্র তিনটি ঘটে হ্যান্ডগানের সাহায্যে। আর সে কারণেই আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণের আইনের যদি কোনো আদৌ প্রভাব পড়ে তাহ'লেও সেটা হবে অতি সীমিত।

কিলপ্যাট্রিক অবশ্য উল্লেখ করেন যে, তিন শতাংশের মতো এই যে পরিসংখ্যানের উল্লেখ করা হ'ল সেটা বিভ্রান্তিকর কেননা, গাড়ি চুরি, চুরি ও আরও অনেক অপরাধকর্মে বন্দুক ব্যবহার করা হয় না। কিলপ্যাট্রিক আরও জানান, প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্রে ২৩ হাজার বা তারও বেশি নরহত্যার ঘটনা ঘটে থাকে। আর এর শতকরা

www.pathagar.com

তিপ্পান্নভাগের মতো অপরাধ ঘটানো হয় হ্যান্ডগানের সাহায্যে। এইযে মত বা তথ্য বিনিময় হয়, এটা সামান্য কিন্তু কিলপ্রাট্রিকের পূর্ব প্রস্তুতির সুবাদে শ্রোতা/দর্শক/পাঠক আরও অনক বেশি তথ্য পেলেন। পুলিশ প্রধান যে বক্তব্য দিলেন তা যদিও খুব একটা পরিষ্কার না-ও মনে হতে পারে।

ধরা যাক, একজন রিপোর্টার একজন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেবেন পালক পুত্র-কন্যা নেবার অঙ্গরাজ্য আইন বা দত্তক আইন, সবকিছু উজাড় করে উৎসের সমস্ত মাছ শিকার বা খনি উজাড় করা, কিংবা সামাজিক কাজে দান ইত্যাদির ব্যাপারে। ব্যাপারটা যড়দ ঠিক এরকম হয় তবে ঐ ধরনের সাক্ষাৎকার সরাসরি খবরের সূত্র ও খবরের শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের জন্য তা আরও উপকারী হবে। বিশেষ করে ফলদায়ক হবে যদি রিপোর্টার স্বয়ং ঐ সব আলোচ্য বিষয়ে নিজে পটভূমি দেবার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ব্যক্তি চরিত্রের একটা নকশা বা ছবি ফুটিয়ে তোলার জন্য অনেক সময় খবরের সূত্রের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এরকম সাক্ষাৎকারের বেলায় খুব সহায়ক হবে যদি আগে থেকে খবরের সূত্রের সম্পর্কে পড়াশোনা করে জেনে নেওয়া যায় এবং খবরের ঐ সূত্র যেসব উপকরণ তৈরি করেছেন সেগুলি পড়ে ও দেখে নেওয়া যায়। এককালের গায়ক ও চলচ্চিত্র তারকা ইথেল ওয়াটার্স-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথাই ধরুন। ঐ মহিলা তাঁর আত্মচরিত, *হিজ আই ইজ অন দ্য স্প্যারো*-তে তিনি তথ্য প্রকাশ করে বলেছেন যে, জনি ওয়াটার্স যখন ছোরার মুখে তার মাকে ধর্ষণ করে তিনি তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। এরকম তথ্য আর যাই হোক ঠিক এ ধরনের সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে ফাঁস করা হয় না। কিন্তু তবু এই তথ্য জানতে পারার ফলে রিপোর্টারের পক্ষে ইথেল ওয়াটার্সের জীবনের অনেক ভেতরের তথ্য সম্পর্কে ধারণা দেওয়া সম্ভব হয় সংবাদকাহিনীতে যদিও পটভূমিমূলক এই বিষয় বা তথ্যটি ব্যবহার করা হয় নি। তবু একথা ঠিক, সংবাদ-কাহিনীটির শীর্ষের সুরের সাথে গোটা সংবাদ-কাহিনীর সুর মেলাতে এটা সহায়ক হয়েছে। এককালের ফ্যানদের চোখের নয়ণমণি গায়িকা ইথেল ওয়াটার্সের ব্যাপারটা সাদামাটা সোজাসুজি বলতে গেলে বলতে হয়, তাঁর যেমন, অনেক বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে শো-বিজনেসের চোখ ধাঁধানো পরিবেশের সাথে ঠিক একইভাবে তাঁকে ঢের অভিজ্ঞতা তথা তিক্ত অভিজ্ঞতার স্বাদ নিতে হয়েছে হৃদয়হীন, নির্মম, হিমশীতল দুনিয়ার ক্ষত-বিক্ষতকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাবার যা যে কোনো *ট্রায়ো, কোয়ার্টেট* বা *অর্কেস্ট্রার* অভিজ্ঞতা থেকে একেবারেই আলাদা।

প্রস্তুতি বা তৈরি হয়ে নেবার ওপর যে গুরুত্ব আরোপ এখানে করা হয়েছে সেটার বেশিরভাগ খবরের আকস্মিকতার সাথে অসঙ্গতিময় বলেই মনে হবে। মনে হবে সীমিত সময়ের চাপ, রিপোর্টারের ও সেইসঙ্গে খবরের সূত্রের জীবনে ব্যক্তিগত উত্তেজনার অনুপ্রবেশ - এগুলির সঙ্গেও উল্লিখিত প্রস্তুতির গুরুত্ব সঙ্গতিহীন। কিন্তু

www.pathagar.com

ঘটনা তা নয়। প্রস্তুতি, পড়াশোনা ও সমালোচনাসূলভ চিন্তাভাবনা একজন রিপোর্টারকে তার কোনো একটি নির্দিষ্ট অ্যাসাইনমেন্টে সহায়ক হবেই এমন নয়। বরং এ ধরনের প্রস্তুতিমূলক রীতিতে যা হয় তা অনেকটা অভ্যাসের মতো, যে অভ্যাসের কারণে, কোনোরকম ক্ষয়ক্ষতি নয়, সঞ্চয়ের ভান্ডার সমৃদ্ধ হয় যেমন করে এক একটি *বিল্ডিং ব্লক* দিয়ে ধীরে ধীরে একটি গোটা অবয়ব গড়ে ওঠে। দক্ষ বিলের জন্য যে ব্যবস্থাপক সভার প্রক্রিয়া চলে তার কার্যবিধি জানতে পারলে তাতে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের পক্ষে সব কিছু উজাড় কোনো সম্পদ নিঃশেষ করা সম্পর্কিত একটি বিল বোঝার জন্যেও সুবিধা হয়। একটি সাক্ষাতকারে একটি নিস্প্রাণ কার্ডবোর্ডের তৈরি পুতুল ক্যারিকেচারের পরিবর্তে একটি গোটা সপ্রাণ মানুষের *ক্যারেক্টার* বর্ণনা করার ঐশ্বর্য উপভোগের পর একজন রিপোর্টার অতঃপর অন্যান্য সংবাদ-কাহিনীতেও সেই গোটা মানুষটিকে খুঁজে পেতে দেখতে শেখেন।

সময় পাওয়া গেলে তৈরি হতে সময় ব্যয় করা ও একটি ইস্যুর হৃদয়ভেদ করে এমনসব সুগভীর তাৎপর্যময় জিজ্ঞাসা চোখা ও দীপ্ত করে তোলার ব্যাপারে যখন সময় পাওয়া যায় না, চাপ থাকে নিদারুণ তখন সংবাদ-কাহিনীর গোটা নির্মিতি গড়ে অত্যন্ত দ্রুত বিকাশমান কোনো ইস্যু বা ঘটনা সংবাদ/শ্রোতা/দর্শকের কাছে ব্যাখ্যার করার সময় স্বর্ণপ্রসূ হতে পারে। আর সেকারণেই, সাংবাদিকতার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা কার্যক্রমে খোদ সাংবাদিকতা কোর্সের চেয়ে অন্যান্য ক্ষেত্রে জ্ঞানার্জনের অধিকতর সময় ব্যয় করার ব্যবস্থা রয়েছে। যেখানে সাংবাদিকতার ছাত্রকে সাংবাদিকতার কোর্সে মাত্র কয়েকঘন্টা নিয়োজিত থাকতে হয় সেখানে অবস্নাতক পর্যায়ের তার সামগ্রিক শিক্ষার তিন-চতুর্থাংশ ব্যয় করতে হয় সমাজবিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান বা বিশুদ্ধবিজ্ঞান ও অন্যান্য উদার মানবিকী বিষয়ে যেগুলি তাকে নানা বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টিমূলক জ্ঞান দান করে। আর সাংবাদিকতা বিষয়ের শ্রেণীকক্ষ ও সংবাদ প্রতিষ্ঠানের বার্তাকক্ষে যেসব বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় সেগুলি আরও জোরদার করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণী দক্ষতা ও নৈপুণ্যকে আরও চোখা ও শাণিত করার বিষয়টিকে উৎসাহিত করা হয়।

খবরের সূত্রঃ কী জানে?

কোনো সাক্ষাৎকারের জন্য তৈরি হবার অর্থ ঐ তৈরি হওয়ার কাজগুলির মধ্যে খবরের সূত্রের যোগ্যতা ও দক্ষতার ব্যাপারে কিছু চিন্তাভাবনাকেও বোঝায়। রিপোর্টার ও খবরের সূত্রের মধ্যেকার সম্পর্কটি আরও বেশি উপকৃত হবে যদি রিপোর্টার ঘন ঘন নিজেদেরকে নিজেরা জিজ্ঞেস করেন: এই খবরের সূত্রটি বলার ব্যাপারে কতদূর যোগ্য? যা অন্যেরা খুব কম পারে সেটি সংবাদের শ্রোতা/দর্শক/পাঠককে এই ব্যক্তি কতোটা কি বলতে পারবেন?

www.pathagar.com

যখন নভোচারী নীল আমস্ট্রং চাঁদের পিঠে পা দেবার ব্যাপারে এই ধরণীর প্রথম মানব হতে চলেছেন তখন একজন টিভি রিপোর্টার ছিলেন ওহায়ো অঙ্গরাজ্যের ওয়াপাকোনেটায় আর্মস্ট্রঙ্গের বাবা-মায়ের বাড়িতে। তাঁর তখন সুযোগ হয়েছিল নেটওয়ার্ক টিভিতে মিষ্টার ও মিসেস আর্মস্ট্রঙের সাক্ষাৎকার নেবার। এখন প্রশ্ন হ'ল, চাঁদের অবতরণকারী প্রথম মানবের বাবা ও মাকে আপনি কি জিজ্ঞেস করবেন? কী বিশেষ খবর বা ভেতরের বিষয় ওরা আপনাকে জানাতে পারে?

আপরিন হয়তো জিজ্ঞেস করবেন, "নীল, আপনাদের ছেলে। ঠিক এ মুহূর্তে সে চাঁদে পা রাখতে যাচ্ছে। এমন সময়টায় ওর ছেলেবেলার কোন স্মৃতিটা বারবার আপনাদের মনে পড়ছে, ওকে নিয়ে কী ভাবছেন, বলবেন কি? কিংবা "ওর ছেলেবেলার বিষয়ের কোন চিন্তাভাবনাটা আপনাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়, কোনটাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন?" এ ধরনের ও এর সঙ্গে সম্পর্কিত প্রশ্নগুলি করা হলে নীলের মা ও বাবার পক্ষে জিজ্ঞাসার স্বাভবিক জবাব দেবার মতো একটা সুযোগ তৈরি হয়ে যাবে। এমন প্রশ্নে এমনও জবাব মিলতে পারে যা কৌতুহলোদ্দীপক ও এমনকি হৃদয়স্পর্শী, হৃদয়কন্দর ছুঁয়ে যেতে পারে খবরের দর্শক/শ্রোতা/পাঠকের। তাঁরা লক্ষ্য করবেন, ছেলের জন্যে কতোখানি উদ্বেগ-মমতা জুড়ে আছে আর্মস্ট্রং দম্পতির পিতৃমাতৃহৃদয় যে ছেলে চাঁদের মাটিতে পা দিতে চলেছে - লক্ষ্য করবেন, তাঁদের এইযে উদ্বেগ, আকুতি, মমতাভরা বাৎসল্য তা আর সকল ছেলেমেয়ের বাবা-মায়ের অনুভূতিরই অনুরূপ।

কিন্তু ওরকম প্রশ্ন না করে, ঐ রিপোর্টার নীলের মাকে এধরনের কিছু একটা প্রশ্ন করে: "চাঁদে মানুষের সফল অভিযানের সম্ভাবনা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?" আর নীলের বাবাকে জিজ্ঞাসা করা হয়ঃ "রুশরা চাঁদে যাবার ব্যাপারে কী করছে বলে আপনার মনে হয়? (বলাবাহুল্য এ সময়ে রাশিয়াও চাঁদে একটা অভিযান পাঠিয়েছিল)। এ অবস্থায় আর্মস্ট্রঙের বাবা-মায়ের জবাব যে আহামরি কিছু হয় নি তা বলা অনাবশ্যক। বরং ঐ জবাব ছিল অনেকটা প্রত্যাশিত। তাঁরা বলেছিলেন, নভো অভিযানের প্রকৌশলী ও বিজ্ঞানীর তাঁদের ছেলে যাতে চাঁদে নামতে সমর্থ হয় সে সুব্যবস্থা করবেন বলেই তাঁরা ভরসা রাখেন। আর রুশরা এ ব্যাপারে কী করছে তারা সে ব্যাপারে সঠিক কিছু বলতে পারছেন না। আর এই ছিল তাদের জবাব। জবাবের সবটুকু। খবরের সূত্রের বিশেষ পারঙ্গমতা ও দক্ষতার সুযোগের সদ্ব্যবহারের ব্যর্থতায় বেরিয়ে এসেছে কার্যত প্রায় নিকৃষ্টমানের এমন কিছু তথ্য যা বলতে গেলে কোনো কাজেরই নয়। এটা বিশেষ করে এজন্যে যে, এ বাবা-মায়ের পক্ষে মানুষের চন্দ্রজয়ের সংবাদ-কাহিনীর কাভারেজে একটা দারুণ তাৎপর্যময় ও মনোসিজ ভাবনা বা মুহূর্ত যোগের সুযোগ ছিল।

www.pathagar.com

রিপোর্টারের সামনের চ্যালেঞ্জ শুধু এটাই ছিল যে, খবরের সূত্র কী বলার যোগ্যতা রাখেন সেটার বিবেচনা করা বরং তার জন্য আরও চ্যালেঞ্জ ছিল, খবরের সূত্রের পারদর্শিতার ক্ষেত্র থেকে সংবাদের সূত্রটি তুলে নেবার আরও সম্ভাব্য কি কি উপায় থাকতে পারে তাও ভেবে দেখা ও কাজে লাগানো। শেষের কথাগুলি ঐসব খবরের সূত্রের বেলায় বিশেষ করে গুরুত্বপুর্ণ যাদের বহুবার সাক্ষাতকার নেওয়া হয়েছে আর তার ফলে তাঁদেরকে কী প্রশ্ন করা হতে পারে তাঁরা সে ব্যাপারে বেশ রপ্ত। কাজেই তাঁরা যেভাবে সাড়া দেবেন তার মহড়া ভালোভাবেই আগে থেকে দেওয়া রয়েছে। তাদের সে সাড়া হয় স্বয়ংক্রিয়, আর বেশ বরাতযোগ্য। এ ধরনের সাক্ষাৎকার দেখা থেকে ঐ ধরনের খবরের সূত্রের মানস প্রক্রিয়ার এরকম একটা ধারণাই পাওয়ায় যায় ঃ

> প্রশ্ন ক ঃ ও হ্যাঁ, ওটার জবাবে তো কিছু বলতেই হয়। ক (১) খ ঃ *হোয়ার,ক্লিক,বুয়িং*। আর *ইলাস্ট্রেশান* ক (১) খ (২) *বাজ, ক্লিক*। আর হয়তো মজাদার বরাত ক ২ ঃ *বাজ, হোয়ার*, হুঁশিয়ার, রিপোর্টারের জন্য তথ্যের অতিরিক্ত বোঝা। পরের প্রশ্নে যান।

ঠিক এই ধারার অনুসরণে পরলোকগত কমেডিয়ান জিমি ডুর‍্যান্ট একবার এক রিপোর্টার *অ্যাসাইনমেন্ট* পেয়ে তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে এলে তিনি তাঁকে একটা সংবাদ-কাহিনী *ডিক্টেট* করেন। বলেন, *ওকে কিড*, আর কি! এই কাজটা করে ফেলুন তো দেখি! আপনি এই বরাতটা দিয়েই তাহ'লে শুরু করুন। ডুর‍্যান্ট ঐ বরাতটাও বললেন। এরপর সংবাদ-কাহিনীর বাকী অংশটাও বলে গেলেন রিপোর্টারকে লিখে নেবার জন্যে। তারপর বললেন, 'এরপর এই বরাতটা দিয়ে সমাপ্তি টানুন।' সেই বরাতটাও তিনি বলে নিলেন। এই প্রক্রিয়ায় পাঠকদের এনে রিপোর্টার ডুর‍্যান্ট যেভাবে বললেন হুবহু সেভাবেই কাহিনীটি লিখলেন কেননা, তাঁর জীবন-কাহিনীর মাঝেই মানুষটির ভেতরের অনেক খবরই রয়ে গেছে যা অন্যভাবে বের করে আনা কঠিন।

ডেস মইন্‌স রেজিস্টার-পত্রিকার রবার্ট হুলিহ্যান তাঁর পাঠকদেরকেও সঙ্গে করে নিয়ে যান তাঁর এক অ্যাসাইনমেন্টে। এই অ্যাসাইনমেন্টে তাঁর কাজ ছিল *পেন্থহাউস ম্যাগাজিন*-এর মিস পেট-এর সাক্ষাৎকার নেওয়া। এই মিস পেট বলাই বাহুল্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ঐ ম্যাগাজিনের জন্য *পেট অব দ্য ইয়ার*। এই মিস পেট তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন যে, 'তাঁর লক্ষ্য বিশ্বের সবচেয়ে যৌনতাসম্পন্ন নারী' হওয়া। এই অ্যাসাইনমেন্টের বিষয়-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা ছিল। এর এক কারণ, কোনো এক ভিডিও স্টোরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই মিস পেটের যোগ দেওয়ার বাণিজ্যিক দিকটা যেমন তিনি বুঝতেন তেমনি যৌনতার আধেয় হিসেবে নির্লজ্জ ব্যবহারের ব্যাপারটাও তিনি জানতেন। তিনি সাক্ষাৎকারটা নেওয়ার ব্যাপারে বেশ

www.pathagar.com

যোগ্যতারই পরিচয় দেন। আর তাতে প্রতিবেদন প্রক্রিয়ার ভেতরের খবর পাঠকরাও জানতে সক্ষম হয় ঃ

মিস পেট তাঁর ডাগর, বড়ো, সবুজ চোখ তুলে তাকালেন রিপোর্টারের দিকে। রিপোর্টার তাঁর প্রথম প্রশ্ন করতেও তখন তৈরিঃ 'আপনার স্বপ্ন, আপনার আশা, আপনার হৃদয়ের উচাটন অবস্থাটা কী আমায় বলুন দেখি?'

দেখা গেল মিস পেট বিদ্যুতগতিতে সাড়া দিলেন। তিনি পাল্টা প্রশ্নবাণ হানলেনঃ 'আপনি কি কখনও পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছেন?'

কী উদ্ভট ব্যাপার। এভাবে আবার কেউ সাক্ষাতকার শুরু করে নাকি!

'ও হ্যাঁ, না, তবে ---'

'ও, আচ্ছা ঠিক আছে', নরম করেই বললেন মিস পেট --- 'প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে আমার প্রশংসায় প্রতিরক্ষা দপ্তর একটা সনদপত্রও দিয়েছে কিন্তু'। কথা বলতে বলতে মনে হ'ল, তাঁর পান্নাসবুজ চোখে যেন রিপোর্টারকে একথাই বলতে চাচ্ছে, তাকে এমন প্রশ্ন করা হোক যা হবে পুলিৎজার পুরস্কার মানের।

'তা বলছিলাম কি --- বলছিলাম আপনাকে ওরা যে মহতী সনদপত্রটি দিল সেটির কি কোনো উপস্থাপনা অনুষ্ঠান করে দিয়েছিল না ওটা আপনাকে ডাকযোগে পাঠিয়ে দিয়েছিল?' রিপোর্টার নিজ কানে যেন শুনতে পেলেন তিনি নিজে যেন এক দুঃস্বপ্নের ঘোরের মাঝে ঐ প্রশ্ন করছেন।

'ওরা ওটা আমার কাছে ডাকে ওটা পাঠিয়েছে ---- তা এ আপনার কি ধরনের প্রশ্ন হ'ল?'

(আচ্ছা সে যাগগে যাক, মনে করুন, ওয়াশিংটনে ওটা আপনাকে দেওয়ার জন্য ওয়াশিংটনে রীতিমতো একটা অনুষ্ঠান হয়েছে। আরও মনে করুন, কংগ্রেসের একজন মাননীয় সদস্য এসেছেন সেখানে আপনাকে একটা টাইপিস্টের চাকুরির অফার দিতে)।

রিপোর্টার ইন্টারভিউ এভাবেই চালিয়ে গেলেন মিস পেট যতোক্ষণ না পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করে বললেন যে, 'আমি বিশ্বের সবচেয়ে যৌনতাসম্পন্ন নারী হতে চাই'।

'আপনি যে ওটা শেষ পর্যন্ত হতে পারলেন, তা কি করে বুঝতে পারবেন আপনি?'

হতাশ গলায় রিপোর্টার জানতে চাইলেন। কিন্তু আচম্বিতে, একেবারে হঠাৎই লেগে গেল, মনে হ'ল, মোক্ষম জিজ্ঞাসাটাই এসেছে ঠোঁটে। বলা নেই কওয়া নেই, ওটা এসে পড়েছে। সে-ই পুলিৎজার মানের জিজ্ঞাসাই বটে এটা। এলো তাও একেবারে চূড়ান্ত শেষ মুহূর্তে!

'নৃ-না, মানে আমি তো তা বলতে পারবো না', মিস পেট অবাক হয়ে বললেন, ' একথাটা তো আর কেউ এর আগে জিজ্ঞেস করেনি আমাকে? --- আপনি সত্যিই একজন ভা-আ-আ-লো রিপোর্টার।'

www.pathagar.com

--- এভাবেই ঐ রিপোর্টার দৃঢ় পদবিক্ষেপে এগিয়ে চল্লেন সাংবাদিকতার শিখরে। মনে হ'ল তাঁর ঐ শিখর চূড়া সেখানে যাবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে, হাতছানি দিয়ে। এরপর ঐ রিপোর্টার পরিণত হলেন কিংবদন্তীতে। এখন তিনি হলেন, *সেই পুরুষ যে মিস পেটকে এমন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছে যে প্রশ্ন এর আগে তাকে কখনও করা হয় নি।*" [৯]

সংবাদ প্রতিবেদন কর্মে হুলিহ্যানের এই সাফল্যের উদযাপনার ব্যাপারটা অনেকটাই দেখনাই, ভাসাভাসা। তবু কোনো রিপোর্টার যখন অন্যান্য ক্ষেত্রে একজন খবরের সূত্রের আচ্ছা রকমে মহড়া দেওয়া বহিরঙ্গকে ভেঙ্গে ওর ভেতর সন্দর্শন করাতে পারেন খবরের শ্রোতা/দর্শক/পাঠককে তখন ওটা যথেষ্ট রকমেই বাস্তব। এছাড়াও, খবরের সুত্রও প্রায়ই বিষয়ের নতুন আঙ্গিকের উপস্থাপনাটা পছন্দ করে থাকেন। কেননা, বিষয়টির মুখোমুখি তিনি ইতিমধ্যে হয়েছেন বহুবার।

খবরের সূত্রের যোগ্যতা সম্পর্কে সতর্কতামূলক দু'টি কথা সবশেষে বলা দরকার। কথা দুটি হচ্ছেঃ (১) রিপোর্টারের ধরে নেওয়া উচিত হবে না যে, পদমর্যাদাগত অবস্থান বা অভিজ্ঞতার কারণে খবরের সূত্রের যা জানা উচিত তা জানে ও তথ্য দিতে পারে; আর (২) খবরের সূত্রের যোগ্যতার সঙ্গে খবর সংগ্রহ পদ্ধতির একটা সম্পর্ক আছে।

১নং বিষয়ের প্রশ্ন ওয়েব ও স্যালানসিক তাঁদের সাক্ষাতকারগ্রহণ সম্পর্কিত গ্রন্থে চারটি শর্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। এই চার শর্তের আওতায় রিপোর্টারের উচিত হবে না খবরের সূত্রের তথ্যে আস্থা স্থাপন করাঃ

১. রিপোর্টার যে তথ্য চান তা খবরের সূত্রের না-ও জানা থাকতে পারে। যুক্তির দিক থেকে খবরের সূত্রের জানা উচিত বলে মনে হ'লেও আসলেও ঘটনাটা তা-ই হতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, রাস্তাঘাট মেরামত খাতে কতো ব্যয় করা হয় তা মেয়রের জানা উচিত। এই শর্তটির আরও বেহাল ও জঘন্য দশা ঘটে তখন যখন সূত্রের তথ্য জানা না থাকলেও তিনি মনে করেন তাঁর জানা আছে। বহু সূত্র ব্যবহার ও মুদ্রিত কাগজপত্র ও দলিল যেমন নগর বাজেট হাতের নাগালে থাকা বিশেষ করে এক্ষেত্রে ঐ শর্তের ব্যাপারটা সামলাতে সহায়ক হতে পারে।

২. সূত্রের তথ্য জানা থাকতে পারে। সে এটার আদান-প্রদান বা বিনিময়ও করতে যায়। জানাতে চায়। কিন্তু তার সেই বাচনিক দক্ষতা ও নৈপুণ্য কিংবা ওটা করার ধারণা না-ও থাকতে পারে। শিশু, মানসিক প্রতিবন্ধী অসুস্থ, অক্ষম, অশক্ত, পীড়িত ও ভবঘুরে, যাদের অপব্যবহরে করা হয়েছে, কিংবা যাদের সাহায্য করার জন্যে সরকারী সংস্থাগুলি দায়িত্ব প্রাপ্ত তাদের অবহেলা করা হয়েছে-এসব শ্রেণীর লোকজন এবং

www.pathagar.com

অন্যান্য যাদের নানা অভিজ্ঞতা হয়েছে সমাজকে জানাবার মত তথ্য যাদের আছে অথচ তা জিজ্ঞেস করলেও জানাতে অক্ষম (এসব কারণেই আদালতের এজলাসে শিশুরা যেসব সাক্ষ্য দিয়ে থাকে তা সংশয় সাপেক্ষ)। এসব পরিস্থিতিতে রিপোর্টারের জন্য আরো ভলো কাজ হবে, প্রশ্ন করার চেয়ে বরং পর্যবেক্ষণের মতো সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করা এবং সেইসঙ্গে খবরের পরোক্ষ সূত্রগুলি শনাক্ত করা যারা আলোচ্য ইস্যুগুলির সঙ্গে পরিচিত। এরা সাধারণত ডাক্তার, সমাজকর্মী ও আইনজীবি।

৩. খবরের সূত্রের কাছে বাঞ্ছিত তথ্য থাকতে পারে কিন্তু সেটা আর কাউকে বলতে না-ও চাইতে পারে কিংবা আরো খারাপ পরিস্থিতি হলে, তথ্য বলা এড়ানোর জন্যে মিথ্যেও বলতে পারে। এখানেও বিভিন্ন সূত্রের ব্যবহারে ভূলের সম্ভাবনা কমতে পারে।

৪. খবরের সূত্র বিনিময় বা আদান-প্রদানে রাজী থাকতে পারে তবে ঐ তথ্য স্মরণে না-ও আনতে পারে। এক্ষেত্রে, রিপোর্টার কিছুটা অনুসন্ধানমূলক জিজ্ঞাসাবাদ করলে কাজ হতে পারে। যেমন ধরুন, যদি খবরের কোনো সূত্র কোনো একটি ঘটনা কখন ঘটেছিল মনে করতে না পারে, কেবল একথাই বলতে পারে যে ঘটনাটি গ্রীষ্মের কোনো একসময়ে ঘটেছিল তাহ'লে ঐরকম ক্ষেত্রে গরমের ছুটি, খন্ডকালীন চাকরি, পারিবারিক পুনর্মিলনী ও গরমকালের অন্যান্য সব কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করলেও কিংবা পারিবারিক অ্যালবামে ছবির ধারাবাহিকতা দেখলেও ঘটনার তারিখটা অনেক কাছাকাছি আনা যায়।[১০]

দ্বিতীয়ত, খবরের সূত্রের আপেক্ষিক যোগ্যতা স্থির করবে সংবাদ সংগ্রহের কোন পদ্ধতি বা পদ্ধতিগুলির বাঞ্ছিত তথ্য বের করে নিয়ে আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। সূত্র লিখেছেন এমন নিবন্ধ থেকে অনেক সময় সম্ভবত কিছু তথ্য সর্বোত্তমভাবে সংগ্রহ করা যায়। আরও সব তথ্য সরকারি/লোক রেকর্ডপত্রে পাওয়া যায়। লোক বা সরকারী সংস্থাগুলির অগ্রাধিকারগুলি কি কি সে বিষয়ে জানার জন্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থার বিভাগ প্রধানদের জবানীতে অগ্রাধিকারের বয়স জেনে নেবার চেয়ে কোথায় কোথায় প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থ ব্যয় হয় সেটা বিবেচনাই অনেক নির্ভরযোগ্য। কোনো কোনো ধরণের তথ্য সূত্রের বন্ধুবান্ধব বা সমালোচকদের সাথে কথা বলার মাধ্যমেই আরও ভালোভাবে সংগ্রহ করা যায়। আর অন্যান্য তথ্য কোনো রকম জিজ্ঞেস না করেই বরং শুধু পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই ভালোভাবে পাওয়া যায়। যেমন, যদি সূত্রের বাচনিক দক্ষতা না থাকে কিংবা সূত্র তথ্য জ্ঞাপনের ধারণা থেকে বঞ্চিত হয় তাহ'লে টেলিফোনে বা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ভেতরের খবর জানার চিন্তাটাও উদ্ভট। তবু এসব ধরনের

www.pathagar.com

পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীলতার অন্যতম কারণ হচ্ছে, যারা সমাজে নাগরিক অধিকার বঞ্চিত, তারা প্রায় ক্ষেত্রেই সংবাদ মাধ্যমগুলিতেও অধিকার বঞ্চিত থাকে।'

জিজ্ঞাসা/প্রশ্নের প্রকৃতি

টিভি সাংবাদিকের উপস্থাপনা বা ভূমিকার কারণে অনেক সময় খোদ প্রশ্নকেই একটা কৌতুহলোদ্দীপক সংবাদ-খন্ড বলে মনে হয়। যেমন "ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিক্যানরা কংগ্রেসে একে অন্যের বিরুদ্ধে --- (অমুক) ইস্যু নিয়ে দীর্ঘসূত্রিতা করার অভিযোগ করেছে।" ঐ রিপোর্টার এইসঙ্গে ঐ ইস্যুটা যথাযথ আলোচনায় আনতে কংগ্রেসের ব্যর্থতা সম্পর্কেও অতিরিক্ত তথ্য দেন ও তারপর একজন ডেমোক্রেটিক পার্টি দলীয় নেতাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার কি মত, রিপাবলিক্যানরাই কি এই ইস্যুটা নিয়ে টিমে-তেতলা করছে?।" এরকম একটা পরিস্থিতিতে নিরাপদেই যে কেউ একজন ধরে নিতে পারেন যে, দুইদলের ঐ দুই নেতার কেউই বিরোধীদলকে দোষী সাব্যস্ত করার আমন্ত্রণে সাড়া দেন নি। ঐ সময় নাগাদ এ জিনিসটিও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কংগ্রেসের কর্মতৎপরতার অভাব সম্পর্কে যে বিষয়টি সংবাদ-খন্ড হিসাবে শুরু হয়ে যায় আসলে সেটি বরং ছিল একটি ছদ্ম ঘটনা। এই ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে ঐ রিপোর্টারের এক প্রশ্নের কারণে। কেননা এটা সংবাদযোগ্য নয় যে, বিরোধী রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বা দল দায়ী-এমন দাবি তোলার সুযোগ ঘটানো গেলেই, ডেমোক্রাট বা রিপাবলিক্যান উভয় দলের পক্ষেই ঐ সুযোগ নেবার সম্ভাবনা রয়েছে।

তবুও এ ধরনের পদ্ধতিগুলির ওপর এই যে ঘটনার কথা বলা হ'ল সেটার মতো সব সময় স্পষ্ট ও অনিবার্যভাবে না হলেও, প্রশ্নের প্রকৃতি তার জবাবের প্রকৃতিকেও নির্ধারণ করে দেয়। প্রশ্ন সম্পর্কে আরও কিছু অভিমত নিরাপদেই দেওয়া যেতে পারেঃ

১. লোকে যখন প্রশ্নের জবাব বা সাড়া দেয়, তারা সাধারণত সজাগ থাকে যে, প্রশ্নকর্তা কী শুনতে চান। তাই এমন প্রায়ই ঘটে যে, খবরের সূত্র তাঁরা নিজেরা যা ভাবেন সেই জবাবটা না দিয়ে বরং প্রশ্নকর্তা (রিপোর্টার) বা খবরের শ্রোতা/পাঠক/দর্শক যা শুনতে চান সেরকম জবাবই দেন।

২. প্রশ্ন এমন সাধারণ ভাষ্যে করা হতে পারে (আপনি কি মুক্ত উদ্যোগ ব্যবস্থা সমর্থন করেন? আপনি কি উৎকর্ষসম্পন্ন শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে?) যার ফলে জবাবে জবাবদাতা কার্যতঃ যে কোনো কিছুই বলতে পারেন অথচ তাঁরা যে প্রশ্নের জবাবের চৌহদ্দির পরিসীমা ছাড়িয়েছেন তা-ও বলা যাবে না। এরকম হ'লে বিভিন্ন সূত্র থেকে একই প্রশ্নে যে জবাব মিলবে সেগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা শক্ত ব্যাপার হবে।

www.pathagar.com

৩. প্রশ্ন জবাবদাতাকে একটা কল্পনা-অনুমানমূলক ও অবাস্তব কিছু বেছে নিতে নির্দেশনা দিতে পারে যাতে একটা ইস্যুর ওপর খুব সামান্যই আলোকপাত ঘটবে। নতুন করে কোনো করবৃদ্ধির ব্যাপারে সমর্থন আছে কি না - এমন প্রশ্ন একজন নির্বাচনপ্রার্থীকে করা হ'লে তাতে ঐ প্রার্থীর রাজস্ব সংক্রান্ত কোনো দায়িত্বশীলতা বা বাজেটে বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্বসম্পন্ন অগ্রাধিকারমূলক অভিমত সম্পর্কিত কোনো কাজে লাগার মতো তথ্য পাওয়া যাবে এমন সম্ভাবনা ক্ষীণ। এখন আসুন, আমরা পারিবারিক গৃহকোণেই চলে যাই। দেখি বাবা-মায়েরা কেমন করে এ ধরনের প্রশ্নের মোকাবেলা করেন? যেমনঃ 'তুমি আমায় না জেনিকে বেশি ভালোবাসো?' ভাষার একটা অন্যতম হেঁয়ালী হচ্ছে এই যে, যেহেতু একটি প্রশ্নকে জবাবের বিকল্প হিসেবে ভাগ ভাগ করে চিহ্নিত করে দেওয়া যায় সেহেতু ধরে নেওয়া হয় একটা জবাব ওতে রয়ে গেছে।

রিপোর্টারের কাজ হবে এ ধরনের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া। আর খবরের সূত্রের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অন্যান্য যে গলদগুলি রয়েছে সেগুলিও পরিহার করা। এ ব্যাপারে একটা বেশ সহায়ক কাজ হতে পারে আর সেটি হলো, এমন প্রশ্ন না করা যা করলে তার কেবল নেতিবাচক কিংবা ইতিবাচক - যে কোনো এটা জবাব হতে পারে। সূত্রকে এমনসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন যাতে নেতি-ইতি উভয়ধরনের জবাবের সুযোগ থাকে অথবা কোনোটারই সুযোগ থাকে না। 'আমাদের কাউন্টিতে (জেলায়) বিদ্যালয় এলাকাগুলির একত্রীকরণে যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছে আপনি এগুলিকে কি চোখে দেখেন?' - এ ধরনের প্রশ্ন না করে বরং একজন রিপোর্টার জিজ্ঞাসা করতে পারেন, 'কাউন্টির মাত্র একটি এলাকায় স্কুলের এলাকা একত্রিত করে নির্ধারণ করা উচিত-এই যুক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে কী যুক্তি আছে বলে আপনার মনে হয়?।' প্রথম প্রশ্নটির বেলায় জবাবদাতার জবাবটি একটিমাত্র নেতিবাচক জবাবেই সীমিত। দ্বিতীয় প্রশ্নের চৌহদ্দিতে ইতি ও নেতিবাচক উভয় ধরনের মন্তব্যের সুযোগ রয়েছে। আর এ জবাবই অপেক্ষাকৃত বেশি সুনির্দিষ্টও । কোনো কোনো গবেষণায় দেখা যায়, জবাবদাতাদের জিজ্ঞাসিত বা আলোচ্য বিষয়ে কিছু ইতিবাচক বলার সুযোগ থাকলে জবাবদাতা দেখা যায়, তাঁর সমালোচনার বেলায় তিনি আরও অকপটচিত্তেই তাঁর জবাব দিচ্ছেন।

'হয় অথবা নয়' - এই শ্রেণীর প্রশ্ন করার বিষয়টিতে যদি জবাবদাতার জন্য কয়েকটি বিকল্পের সুযোগ থাকে তাহ'লে সেটা এড়াতে হবে। গ্রাজুয়েট ডিগ্রি পাওয়ার পর তারা কলেজে আরও উচ্চশিক্ষার জন্যে ভর্তি হবে না চাকরিতে ঢুকবে - কোনো উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র ছাত্রদের এ ধরনের সঙ্কীর্ণ প্রশ্নে যারা খন্ডকালীন ছাত্র তাদের বিকল্প জবাবের কোনো সুযোগ নেই, সুযোগ নেই জবাব দেবার এসব ব্যক্তির জন্য যারা এক-দু'বছরের মধ্যে কলেজে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভর্তি হবার

www.pathagar.com

তৈরি হচ্ছে। কিংবা যারা সশস্ত্রবাহিনীতে নাম লেখাচ্ছে, যারা স্নাতক হবার আগেই পড়াশোনা ছেড়ে দেবে ও যাদের সিদ্ধান্ত আর্থিক সাহায্য পাবার ওপর নির্ভর করবে, এমনকি, তাদের জন্য এক্ষেত্রে জবাবের সুযোগ নেই।

ওয়েব ও স্যালানসিক সমাজবিজ্ঞানগুলিতে সাক্ষাতকারের পদ্ধতিগুলির ওপর জরিপ চালিয়ে রিপোর্টাররা তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে কীভাবে উৎকর্ষ সাধন করতে পারেন তার কতকগুলি উপায় সংক্ষেপে জানিয়েছেন ঃ

১. প্রশ্নে এমন শব্দ ব্যবহার বর্জন করুন যার দু'টি অর্থ আছে । প্রশ্নের ভাষা দেবার সময় দ্ব্যর্থক বা অস্পষ্ট শব্দবিন্যাস, আবেগমথিত কথাবার্তা আর প্রশ্নের আবরণে রিপোর্টারের বিবৃতির অস্তিত্ব সংবাদযোগ্য উপকরণ বের করার কাজে আদৌ তেমন ফল দেয় না।

২. লম্বা প্রশ্ন এড়ান।

৩. জবাবদাতার জানা থাকা উচিত বলে আপনি ধরে নিয়ে থাকেন ও আপনার কাছেও সেটি বাঞ্ছিত- এই ভিত্তিতে সেই সময়, স্থান ও প্রসঙ্গ সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করুন। আপনি যদি চান যে, খবরের সূত্র সরকারের বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের সাধারণ চিন্তাধারা সম্পর্কে মন্তব্য করুন, তাহ'লে সেক্ষেত্রে আপনি প্রশ্ন সেভাবেই বলুন। অন্যদিকে, আপনি যদি চান যে সূত্র টিভিতে বীয়ারের বিজ্ঞাপনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থার ওপর মন্তব্য করুন তাহ'লে সেটি আপনার প্রশ্নেই পরিস্কার করে বলুন।

৪. জবাবদাতা যখন প্রশ্নের জবাব দেন তখন হয় ঐ জবাবদাতার যেসব বিকল্পের কথা মনে রাখা উচিত সেগুলি পরিষ্কার করে উল্লেখ করুন, নইলে বিকল্পগুলির কোনোটাই প্রকাশ করবেন না। একটা বাঞ্ছিত জবাবের আভাস-ইঙ্গিত দিয়ে খবরের সূত্রকে পথ বাৎলাবার চেষ্টা করবেন না। আর সব বিকল্পেরও উল্লেখ করবেন না।

৫. সাধারণ বা সর্বাঙ্গীণভাবে প্রশ্ন না করে, বরং জবাবদাতার নিজস্ব আশু ও সাম্প্রতিক আলোকে জিজ্ঞাসা করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহায়ক। এইড্‌স রোগ মহামারী সম্পর্কে কি চিন্তা করে একথা লোকজনকে জিজ্ঞেস করার বদলে এইড্‌স সম্পর্কিত খবরাখবর ও চেতনা তাঁদের সন্তানদের কল্যাণ চিন্তাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে এ কথা তাঁর বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করলেই বরং তাতে আরও ভালো ফল পাওয়া যাবে। [১১]

পরিশেষে, রিপোর্টারদের মনে রাখা উচিত যে, অনুসৃতি প্রশ্ন প্রায় ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় ও প্রায় সবসময়ই সহায়ক। বিরল ক্ষেত্রে একটি ভালো প্রশ্ন যে অনুকূল

www.pathagar.com

সম্পর্ক রচনা করে তাতে বেশ ভালো ফল পাওয়া যায়। সংবাদপত্র সমালোচক *এজে লায়েবলিং* এ ধরনের এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন ঃ

> জকি (ঘোড়দৌড় জকি) এডি আরকারোর জীবনী লেখার জন্যে আমার সংবাদ প্রতিবেদনের ব্যাপারে এযাবত যতো প্রস্তুতি নিয়েছি সেগুলির অন্যতম ভালো প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। আমি যখন তাঁর সাক্ষাতকার গ্রহণ করি তখন আমি প্রথম যে প্রশ্নটি করি সেটি ছিলঃ " আপনি আপনার ডান দিকের জিনের রেকাবের চেয়ে বাম জিনের রেকাবের ফাঁক কতো বেশি রাখেন?"। আর তাতেই দেখা গেল তিনি সহজে গড় গড় করে কথা বলতে শুরু করেছেন। এভাবে ঝাড়া এক ঘন্টা কথা চললো। আমি এর মধ্যে ১২টি শব্দ উচ্চারণ করতে পেরেছি। আর তারপর তিনি বললেন, "আরে আপনি তো দেখছি, ঘোড়সওয়ারদের ব্যাপারে অনেককিছু নাড়িনক্ষত্রই জানেন"।[১২]

লাইয়েবলিং-এর এই দৃষ্টান্তের সাথে সাথে আমরা আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচনারও উপসংহারে চলে এসেছি। উপসংহারের বক্তব্য হচ্ছে, সংবাদ-সংগ্রহ প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে। খবরের শ্রোতা-দর্শক-পাঠকের স্বার্থ ও কল্যাণে সবচেয়ে ভালো কাজ হবে : সাক্ষাৎকারে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তারই পরিপ্রেক্ষিতে সাক্ষাৎকারের ন্যায় নিয়ন্ত্রণের বিষয়টির সংজ্ঞায়ন করা। সূত্র বলেই চলেছে তো বলেই চলেছে, থামাথামি নেই এজন্যেই শুধু সাক্ষাতকারের ওপরে নিয়ন্ত্রণ থাকছে না - এমন মনে করে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো কারণ রিপোর্টারের নেই। খবরের সূত্র যদি দেখা যায় বেশ দরকারী তথ্য দিচ্ছেন, তাহ'লে ধরে নিতে হবে রিপোর্টার সাক্ষাতকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন কেননা, ঐ সাক্ষাৎকার থেকে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে, যে সাক্ষাৎকারে রিপোর্টার ২০টি প্রশ্নের তালিকা তৈরি করে তাঁর কাজের পরিকল্পনা করেছেন তিনিও সাক্ষাৎকারের নিয়ন্ত্রণ হারাতেই পারেন যদিও তা থেকে অতি সামান্য তথ্য পাওয়া যায় কিংবা আদৌ কোনো কিছুই না পাওয়া যায়।

বিষয়-সংক্ষেপ

সামাজিক ও ভৌত কোনো বিষয়ের একজন পর্যবেক্ষক বা লিপিকারকে মনে করিয়ে দেবার দরকার যে, কোনো একটি জিনিসের পরিমিতির কাজটি ঐ জিনিসকেই বদলে দেয়'। আর এটাকেই মোটামুটিভাবে হাইসেনবার্গ প্রভাবফল (Heisenberg effect) বলা হয়ে থাকে। ওয়াল্টার হাইসেনবার্গ নামে একজন জার্মান পরমাণু বিজ্ঞানী লক্ষ্য করেন যে, একটি সঞ্চরমান ইলেকট্রোনকে খুঁজে বের করার জন্য একটি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। আর সেটা এক কার্যত একটা অত্যন্ত উচ্চ তীব্রতাসম্পন্ন আলোর রশ্মি। এটা আবার ঐ ইলেকট্রোনের গতিবেগকে বদলে দেয়। তাঁর এই আবিস্কার

www.pathagar.com

সাংবাদিকদের জন্যও রীতিমতো শিক্ষনীয়। এই নীতি সাংবাদিকতার অনির্দিষ্ট ও অবৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে শিথিলভাবে প্রয়োগ করা হ'লে বলা যায়, এই নীতি অনুযায়ী, পরিপূর্ণ প্রভাব-প্রতিক্রিয়া অনিশ্চিত হ'লেও কোনো সংবাদ ঘটনার কাভারেজের খোদ কাজটিই ঐ ঘটনার চরিত্র বদলে দিতে পারে।[১৩] এটা একজন রিপোর্টারের জন্য উভয়-সঙ্কট। একটি সংবাদযোগ্য ঘটনা বা ইস্যুকে উপেক্ষা করা যায় না; আবার এ ব্যাপারে মনোযোগী হতে গেলেও রিপোর্টার হয়তো এর প্রকৃতি বদলে ফেলবে কিংবা সংবাদের শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের কাছে যে প্রতিবেদন পেশ করবে তাতে ঘটনার বিকৃতি ঘটাবে।

প্রশ্ন করার বিপক্ষে যে চাপ সেই চাপ লোকে একটি ঘটনা সম্পর্কে কি ভাবে তার দলিলীকরণের জন্য তাদের জিজেস করা, তারা কী বলতে যাচ্ছে তা ব্যাখ্যা করতে বলা কিংবা এসবের বিকল্প ধ্যানধারণা কি বলতে বলার প্রশ্নের বিরুদ্ধে যেসব চাপ থাকে তাতে কী ঘটছে সেটা জানার জন্যে রিপোর্টারের যে প্রয়াস সে কাজে তিনি আরও তালগোল পাকিয়ে ফেলেন, বিমূঢ় হন।

এইসব সমস্যার মোকাবেলার জন্য, সংবাদের শ্রোতা/পাঠক/দর্শকের কাছে পরিবেশনায় যেসব ভূলের সম্ভাবনা থাকে কমানোর জন্য রিপোর্টারের বিভিন্ন সাক্ষাতকারের ছকগুলির সুবিধা-অসুবিধাগুলি ভালো করে বোঝা দরকার। যথাযথভাবে প্রস্তুতি নিয়ে, খবরের সূত্রের যোগ্যতা ও দক্ষতা বুঝে, প্রশ্নগুলি সতর্কতার সাথে তৈরি করে তিনি সাক্ষাৎকারের মূল্য সর্বাধিক করে তুলতে পারেন।

www.pathagar.com

৪ খবরের সূত্রের নিরাপত্তা বিধান ও উন্নয়ন

খবরের দর্শক/পাঠক/শ্রোতার সেবা

ভূমিকা

মার্কিন জনসমাজে রিপোর্টারের ভূমিকা সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত তিনটি প্রেক্ষাপট বিবেচনা করুন।

--- বেন হেক্ট --- রিপোর্টার, চিত্রনাট্যকার ও উপন্যাসিক, ১৯০০ শতকের গোড়ার দিকে শিকাগোতে তরুণ রিপোর্টার হিসাবে নিজের সম্পর্কে লিখেছিলেন।

> লোকটি বলতে গেলে কিছুই জানে না। তার কীর্তি ও সাফল্যের কোঠা শুন্য। বাইন মাছের যেমন কোনো আঁশ বা পাখনা নেই তেমনি তার উচ্চাভিলাষ বলতেও কিছু নেই। সে নিজেকে ভুল বুঝেছে। ভূল বুঝেছে, জেনেছে নিজের চারপাশের পৃথিবীকেও। সাংবাদিকতা একধরনের খেলা মনে করতো সে। সে ছিল ভবঘুরে কিসিমের ভিখিরি যার কোনো সমস্যা নেই, অসুবিধাও নেই। গরমে ঘাসের পাতায় যেমন উইপোকা আঠার মতো লেগে থাকে জীবনের সঙ্গে ভালোবাসায় সে তেমন করেই জড়িয়ে রয়েছে। [১]

--- সমাজে রিপোর্টারের স্থান সম্পর্কে আরও উদার ও সংযত ধারণা দিয়েছেন ডোনাল্ড ম্যাকডোনাল্ড। তিনি সিকি শতকের বেশিকাল ধরে *সেন্টার ফর দ্য ষ্টাডি অব ডেমোক্র্যাটিক ইন্সটিটিউশন*-এর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন।

> "আমাদের গণতান্ত্রিক সমাজে সংবাদমাধ্যমগুলির চেয়ে আরো কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের কথা কল্পনা করা শক্ত। জেম্‌স ম্যাডিসন বিষয়টির সর্বোত্তম উপস্থাপনায় বলেছেন, জনতথ্যের ব্যবস্থা ছাড়া কোনো জনসরকার কোনো এক প্রহসনের বা বিয়োগান্তক নাটকের কিংবা উভয়ের গৌরচন্দ্রিকা বিশেষ। তিনি এর সাথে আরও যোগ করেন কোনো সমাজ যদি তাদের শাসক হতে চায় তাহ'লে তাদের অবশ্য জ্ঞানের শক্তিতে সমৃদ্ধ ও সজ্জিত হতে হবে -----"

www.pathagar.com

জন আলোচনা গণতন্ত্রের পরশপাথর। এটি অনিবার্যভাবে গণতান্ত্রিক সম্ভাবনার সাথে সম্পর্কিত। যেখানে জনআলোচনার সুযোগ গরহাজির, ক্ষীণ অথবা অপ্রাসঙ্গিক সেখানে গণতন্ত্রমনাদের অবস্থা কাহিল। আর ঐ আলোচনা কেবল লোকবিষয়ের প্রতিবেদক সাংবাদিকের মতো সুপরিজ্ঞাত ও বুদ্ধিদীপ্ত হতে পারে। [২]

--- স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়াম রিডার্স যিনি সাংবাদিকতা সম্পর্কে কয়েকটি পাঠ্যপুস্তকেরও প্রণেতা তিনি তাঁর *দ্য অ্যাডভার্সারিজ* গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

সাংবাদিকতার সবচেয়ে লেগে থাকা লাগাতার সমস্যা হ'লো, খবরের সূত্র বা উৎসের প্রতি রিপোর্টারের মনোভাবের সংজ্ঞা দেওয়া। [৩]

বেন হেক্ট তাঁর যুগের সাংবাদিকতাকে 'stoop tag' খেলার সঙ্গে তুলনা করেছেন । তুলনাটি প্রায় নিটোল, নিখুঁত। মজাদারও। হেক্ট সাংবাদিকতার যে জগতের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে মনে হয়, ঐ সময় শিকাগো ও নিউইয়র্কের সংবাদমাধ্যমগুলির বার্তাকক্ষ 'Monty Python's Flying Circus' কমোডিয়ানদের আর একটু সাবেকী সতীর্থদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। তখন খবরের সূত্র ছিল অনেকটা সুদৃশ্য মোড়কের কাগজের মতো। খবরের সূত্র থেকে তখন এক বা দু'টি বরাত এই প্রমাণ হিসাবে থাকত যে গোটা কাজের ষোল আনাই রিপোর্টারের কৃতিত্ব নয়।

তবে নির্দোষ ও অপরিণত একটি নতুন দেশ বেন হেক্টকে তাঁর নিজেই যে অঢেল স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারণের সুযোগ দেয় সেটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় নাগাদ শেষ হয়ে যায়। বেন হেক্ট নিজেই এ বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। [৪] বিশ্বশক্তি হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যুদয়, জাতীয় প্রচারণাযন্ত্রের তৎপরতার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া এবং বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা, রক্তক্ষয় - সব মিলে এই দেশ ও তার সংবাদক্ষেত্রকে (পত্রকে) আরও বেশি দায়িত্বশীল হবার জন্য চাপের সৃষ্টি করে।

অতঃপর খবরের রিপোর্টার ও খবরের সূত্রগুলির মধ্যেকার সম্পর্ক আরও জটিল হয়ে ওঠে। এটা ম্যাকডোনাল্ডের মন্তব্যেও স্পষ্ট। আজকে একটা সংবাদ-কাহিনীর প্রাথমিক উদ্দেশ্য এর রিপোর্টারের অহং বা খবরের শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের মনোরঞ্জক হবে বলে ধরা হয় না। সাংবাদিকতা সম্পর্কিত বিভিন্ন সমালোচনামূলক প্রকাশনা ও ভাষ্যকারের ভাষ্যে রিপোর্টিং-এ অনৈতিক আচরণ ও অসঠিকতাকে সমালোচনা করা হয়ে থাকে যদিও এগুলি হেক্ট প্রজন্মের মতলববাজদের তুল্যমানের নিরিখে ছেলেখেলা বিশেষ। আজকে সংবাদ-কাহিনীকে প্রায় ক্ষেত্রেই বিস্ফোরকতুল্য সম্ভাবনা বলে ধরা হয়

www.pathagar.com

ও সেভাবেই সেটাকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। হেক্‌ট-এর আমলে এটাকে প্রায় '*সিলি পুটি*'র তূল্যমূল্যেই দেখা হ'ত।

www.pathagar.com

মার্কিন ইতিহাসে ওয়াটারগেট ঘটনা ও প্রেসিডেন্ট নিকসনের পদত্যাগ করার বিষয়টি এমনি এক সংবাদ-শিল্প অভ্যুদয়ের প্রতীক! ধরা হয়, এই শিল্পের প্রভাব অত্যন্ত শক্তিশালী। একই কারণে সাংবাদিকতা একটা উঁচু মাত্রা ও স্বরের অর্ন্তদৃষ্টিগুণের সঙ্গে কিছুটা সমন্বিত হয়েছে, মুখোমুখি হয়েছে দর্শক/শ্রোতা/পাঠক ও সরকারি/লোক কর্মকর্তাদের বর্ধিতমাত্রার যাচাই-বাছাই-এর বিচার-বিশ্লেষণের। সংবাদশিল্প আজ যে প্রতীকে পরিচিত হচ্ছে তাতেই নির্ধারিত রয়েছে কেউ ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারীর ঘটনাকে সংবাদ-প্রতিবেদনের ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যবহ ও চাঞ্চল্যকর কীর্তি বলে বিবেচনা করবেন না এটাকে একটা খবরের সূত্র (যা এক্ষেত্রে "কিংবদন্তী সূলভ খ্যাতিস্পন্ন একজন অজ্ঞাতপরিচয় সরকারী কর্মকর্তা যিনি *ডিপথ্রোট* - এই ছদ্ম পরিচয়ে পরিচিত) সংবাদ মাধ্যমকে কাজে লাগাবার পুঁথিগত নমুনা হিসাবে গণ্য হবে। সংবাদ-মাধ্যমগুলিকে কাজ লাগাবার ব্যাপারটা বোধগম্য ও সম্ভব কেননা, *ডীপথ্রোট* নামধেয় একজন সরকারী কর্মকর্তাকে হয়তো বা গত্যন্তর না দেখে শেষপর্যন্ত ভরসা বা উপায় হিসাবে সংবাদ-মাধ্যমের শরণাপন্ন হতে হয়। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারীর ব্যাপারে তদন্ত এক পর্যায়ে প্রায় অচল হয়ে পড়ে। কারণ, ঐ ঘটনার মূল চরিত্রের লোকগুলিকে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের ঘুমপাড়ানি ওষুধ খাইয়ে অঘোর করে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে ওদের ওপর 'পলিগ্রাফ টেষ্ট' ব্যবস্থার প্রয়োগকে অসম্ভব হয়ে ওঠে। আর অন্যান্য সূত্রের মুখেও সেলাই পড়ে যায় এই কারণে যে, ওরা ঐ সময়ে জানতে পারে যে, এ ঘটনার তদন্তকারী অফিসাররা তাদের তথ্যগুলি হোয়াইট হাউসের নজর থেকে আড়ালে রাখতে পারছেন। এই পর্যায়ে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা এ ঘটনার তথ্য খুঁড়ে তোলার ব্যাপারে একটা বড় ভূমিকা পালন করে। আর এমনি করেই খবর কাভারেজ-এর চাপ কোনো না কোনোভাবে সাংবিধানিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব টিকিয়ে ওটা সচল রাখতে যাহায্য করে।

যখন রিডার্স বৈরি প্রতিপক্ষ হিসাবে খবরের রিপোর্টার ও সরকারী কর্মকর্তাদের সম্পর্কে লেখেন কিংবা ম্যাকডোনাল্ড সংবাদ মাধ্যম ও গণতান্ত্রিক সমাজের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন তখন তাঁদের এসব আলোচনা ও মন্তব্যের মাঝে সমাজ ও সংবাদ মাধ্যমে পরিবর্তনের বিষয় এবং রিপোর্টার ও খবরের সূত্রদের ভূমিকাগুলির ধারণায় পরিবর্তনের বিষয়টির প্রতিফলন ঘটে। খবরের সূত্রের প্রতি রিপোর্টারের মনোভাব যাকে রিডার্স "অত্যন্ত আঠালো সমস্যা" বলে উল্লেখ করেছেন যা নিঃসন্দেহে এক সমকালীন ইস্যু। রিপোর্টারের প্রতি আদালতে হাজির হবার বাধ্যতামূলক নির্দেশ, সন্ত্রাসবাদীদের কর্তৃক সংবাদ-মাধ্যমকে নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে ব্যবহার, সংবাদ কাহিনীতে ঘন ঘন, অতিমাত্রায় ও ব্যাপকভাবে অজ্ঞাতপরিচয় সূত্রের ব্যবহার, কুৎসা ও ব্যক্তিগত এখতিয়ারে হস্তক্ষেপের জন্য খবরের কাগজের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা

www.pathagar.com

গ্রহণ, লোক ও সরকারী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের গোপন কার্যকলাপ ফাঁসের কাজ এবং সাংবাদিক হিসাবে ফলিয়ে বেড়ানো আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির কর্মকর্তার এইসব বিষয় খবরের সূত্রগুলির সাথে রিপোর্টারের সম্পর্ক নিয়ে বিতর্কে রসদ যোগায়। সম্পর্কগুলি নিয়ে এই অধ্যায়ে দু'ভাবে বিবেচনা করা হয়েছে (১) রিপোর্টার কেমন করে খবরের সূত্রকে বাঁচায় আর (২) রিপোর্টার কি করে আর ঐ খবরের সূত্রগুলিকে 'গড়ে তোলে'। সংবাদপত্রের সমালোচক কিংবা অনুপ্রাসমূলক লেখার অনুরাগী এক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় যোগ করার প্রস্তাব করতে পারেন। সেটা হ'ল, সংবাদপত্র কিভাবে খবরের সূত্রগুলিকে সাজা প্রদান কিংবা ফাঁদে ফেলে কষ্ট দেয়। সংবাদ-কাহিনীর পরিণতি বা ফলাফলের আলোচনায় এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বক্ষ্যমান গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এ বিষয়টি আলোচিত হবে। কিন্তু খবরের সূত্রের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা তুলনামূলক রুটিন তাৎপর্যপূর্ণ। সাংবাদিকতার ব্যবহাররীতি হিসাবে-এ বিষয়টির আলোচনায় যাবো না কেননা, এগুলি রুটিন বা তৎপর্যপূর্ণ সাংবাদিকতাই নয়।

একসময়ে রিপোর্টারের দিনগুলি *নানা রঙের সোনামাখা* দিন ছিল সত্যি। কিন্তু পরবর্তীকালে এই পেশার ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তাতে অনেকেই সেই সোনার দিনগুলির কথামালা দিয়ে স্মৃতির কনকপ্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবেন। তখন রিপোর্টারের ঝামেলা বলতে কিছু ছিল না। আর *গ্রীষ্মের সবুজ ঘাসের ডগায় উইপোকা যেমন লেগে থাকে তেমনি রিপোর্টারও তখন জীবনের সঙ্গে ভালোবাসায় ডুবে থাকতো*। অবশ্য এই দিনগুলি মহাকালের গর্ভে হারিয়ে যায় নি। খবর যোগাড়ের কাজটা এখনও, আজও রোমাঞ্চকর, উপভোগ্য রয়ে গেছে। তবে ব্যাপারটা এখন আগের চেয়ে আরও বেশি জটিল। এর একটি কারণ, এখন রিপোর্টারের কাছে সমাজের দাবী ঢের বেশি। আরেকটি কারণ, রিপোর্টাররা নিজেদের কাছ থেকেই আরো অনেক বেশি চায়। এগুলির জবাব পাওয়া সহজ নয়। তবে রিপোর্টার ও খবরের সূত্রের সম্পর্কের বিষয়ে একটা জরিপ চালানো হ'লে কোনো কোনো প্রশ্নের চেহারা কি তার এক অন্তদর্শনমূলক ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

খবরের সূত্রগুলিকে বাঁচানো

সূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ও সুনামের বক্তব্য দিয়ে রিপোর্টার খবরের একটি সূত্রকে রক্ষা করতে পারেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে সূত্রের পরিচয় গোপন রাখতে পারেন কিংবা সংবাদ মাধ্যমে সূত্রের নাগালের নিশ্চয়তা দিয়েও কাজটা করতে পারেন। এ কাজ রিপোর্টার তাঁর নিজ কাজে সেবালাভের সুবিধার জন্য তার খবরের সূত্রকে রক্ষা করতে পারেন। হতে পারে তিনি একাজটি করতে পারেন তাঁর নিজ বিচার-বিবেচনাকে চ্যালেঞ্জ করা হলে ঐ চ্যালেঞ্জ ঠেকাতে কিংবা সংবাদ-কাহিনীর বিরুদ্ধে সমালোচনার

www.pathagar.com

জবাব দিতে। নীতির প্রশ্নেও রিপোর্টার খবরের সূত্রকে রক্ষায় মনোযোগী হতে পারেন। এটা করা হয়, রিপোর্টার নির্ভূল বলে জানেন, এমন সংবাদ-কাহিনীর প্রশ্নে সংবাদ-মাধ্যম যাতে ঐ রিপোর্টারের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেয় সেটার নিশ্চয়তাবিধানে সহায়তার জন্য। রিপোর্টার খবরের সূত্রের অনুরোধ কিংবা সংবাদ শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের স্বার্থরক্ষার বিষয়টিই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তবে আসুন আমরা প্রথমে রিপোর্টার ও খবরের সূত্রের স্বার্থে এই রক্ষাব্যবস্থার আলোচনায় আসি।

রিপোর্টারের সহায়তার জন্য

রিপোর্টার যে খবরের সূত্রের ওপর নির্ভর করেন, আস্থা রাখেন প্রায় ক্ষেত্রেই তিনি ঐ সূত্রেরই অনুরূপ মূল্যমানের তূল্যমাত্র বলে একটা ধারণা প্রচলিত আছে। কোনো রিপোর্টারের সূত্র বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অসঠিক, একান্ত স্বকীয় স্বার্থ প্রণোদিত, বিভ্রান্তিকর ও সম্পর্কবিহীন কিছু হলে নিশ্চয়ই ঐ রিপোর্টার যেমন তার নিয়োগকর্তার কাছে আদৌ প্রয়োজনীয় নন তেমনি দর্শক/শ্রোতা/পাঠকের কাছেও তাঁর প্রয়োজন নেই। খবরের কাগজ যেভাবে পড়া হয়, যেভাবে বেতার ও টিভি সম্প্রচার শোনা ও দেখা হয় তার ফলে শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের ধারণা হয় সংবাদ মাধ্যমেরই ভুল হয়েছে, ভুল খবরের সূত্রের নয় : তবে কোনো বিভ্রান্ত পাঠককে একথা বলাও কোনো সান্ত্বনা নয় যে, *আমরা আপনাকে মিছে বলি নি; কাজটা আসলে খবরের সূত্র করেছে।*

খবরের সূত্রকে রক্ষা করার জন্য রিপোর্টারের অনেক কারণ থাকতে পারে (১) রিপোর্টারের নিজের সুনাম রক্ষা ও (২) সংবাদ-কাহিনীর প্রবক্তা রিপোর্টার নিজেই; (৩) রিপোর্টারের কাজ আরও সহজতর করে তোলা ও (৪) অনুমিত সমালোচনা এড়ানো। উল্লিখিত প্রতিটি কারণই ক্ষেত্রেই কি খবরের শ্রোতা/পাঠক/দর্শকের কাছে পৌছাবে তা নির্ধারিত হতে সহায়ক হয়।

সুনাম রক্ষা ঃ রিপোর্টার সংশয়যোগ্য বা বিতর্কিত ধরনের কোনো সংবাদ-কাহিনী তৈরি করে থাকলে লিপি/অবর সম্পাদক/সহ-সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক বা বার্তা পরিচালক প্রতিবেদকের কাছে তার খবরের সূত্রের বিশ্বস্ততা ও সাধুতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারেন। প্রশ্ন করতে পারেন, খবরের সূত্রকে কি বিশ্বাস করা যাবে? কোনো কোনো সময় নির্ভরযোগ্য সূত্রের তথ্যও বিভ্রান্তিকর হতে পারে এটা ধরা বা বোঝার বিশ্লেষণ ক্ষমতা বা বিচারবুদ্ধি কি সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের আছে? খবরের সূত্র সম্পর্কে রিপোর্টারের মুল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেননা, সংবাদ-মাধ্যমকে সূত্র তার উদ্দেশ্যসিদ্ধির কাজে লাগাতে পারে। আর যদি কোনো সংবাদ-কাহিনী আদৌ বিতর্কিত হয়ে থাকে তাহ'লে দেখা যায়, অন্য নির্ভরযোগ্য খবরের সূত্রও হয়তো বেরিয়ে পড়ছে অন্যান্য মতামত

www.pathagar.com

নিয়ে। এটা ঠিক ঘটে আদালতে কোনো মামলায় যেভাবে দুই পক্ষ তাদের নিজ নিজ 'বিশারদ' সাক্ষী হাজির করে সেইভাবে। খবরের পরস্পর বিরোধী সূত্রগুলির মতামতও রিপোর্টে সন্নিবেশিত হবে ও সম্ভবত প্রতিযোগী সংবাদ-মাধ্যমগুলি বা একটি সংবাদ কাহিনীর সমালোচকেরা ঐসব অভিমতকে আরও বেশি গুরুত্বও প্রদান করবেন। খবরের সূত্র ঐ সংবাদ-কাহিনী তথ্যের জন্য আদৌ ভিত্তি হতে পারেন না - এই বিবেচনায় কোনো সংবাদ-কাহিনীকে যদি সংশোধন, পরিশীলিত ও শুদ্ধ করতে হয় তাহ'লে অনুরূপ ক্ষেত্রে রিপোর্টার কম কাজের বলে বিবেচিত হবেন কেননা, তিনি খবরের সূত্র হিসাবে যাকে বা যাদের বেছে নিয়েছেন তাদের ওপর নির্ভর করা বা আস্থা স্থাপন করা যায় না। এছাড়াও, ঐ রিপোর্টার বরং আরও ক্ষতিকর বিবেচিত হবেন কেননা, খবরের সূত্র যে সঠিক তথ্য দিতে পারেন না, বা সূত্র ভুল করছেন এটা বুঝতে পারার ক্ষমতা ঐ রিপোর্টারের নেই।

খবরের সূত্রের নির্ভরযোগ্যতায় যেহেতু রিপোর্টারেরও স্বার্থ আছে সেহেতু তিনি প্রলুব্ধও হতে পারেন খবরের সূত্রকে সমর্থন জানাতে। তিনি একারণে খবরের সূত্রের পক্ষে বার্তাকক্ষে ও সংবাদ-খন্ডে সমর্থন প্রকাশ করতে পারেন। তিনি এটা করতে পারেন, বিপরীত অভিমতের ওপর কম গুরুত্ব আরোপ করে যদিও টের পাওয়া যায়, একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সূত্রের তথ্য যে ভুল তার পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। এর সবচেয়ে খারাপ দিক হ'ল এই যে, এতে আশু ও সাময়িক সুবিধা কিছু পাওয়া যায় যেমন, যতোটা সম্ভব সংবাদ-মাধ্যম, রিপোর্টার ও সূত্রের সুনাম আপাতত বজায় রাখা যায় সংবাদ শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের প্রতি উল্লিখিত পক্ষগুলির দীর্ঘমেয়াদী বিশ্বাসযোগ্যতা ও দায়িত্বশীলতা বিকিয়ে দিয়ে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে রিপোর্টার ও খবরের সূত্রের মধ্যকার সম্পর্কের বিষয়টি জানার কারণে রিপোর্টারের কাজ নিয়েও কথা উঠতে পারে। যেমন, আমরা দৃষ্টান্ত হিসাবে, *ওয়াশিংটন পোষ্ট* পত্রিকার জন্য বব উডওয়ার্ডস *সিআইএ*-এর ওপর যে কাভারেজ করেন সেটা তাঁর রচিত গ্রন্থ *ভেইল ঃ দ্য সিক্রেট ওয়ার্স অব দ্য সিআইএ*, ১৯৮১-১৯৮৭ -এর বিষয়বস্তু নিয়ে যে সমালোচনা হয় তার কথা উল্লেখ করতে পারি। সিআইএ'র তৎকালীন পরিচালক উইলিয়াম ক্যাসির জীবনের শেষ দু'বছরে একজন রিপোর্টারের সাথে তাঁর যে যোগাযোগ ঘটেছিল তার ওপর ভিত্তি করেই বইটি লেখা হয়। কলামিষ্ট মারে কেম্পটন বলতে চেয়েছেন যে, ১৯৮৫ সনের এপ্রিলের দিকে ক্যাসি উডওয়ার্ডের সঙ্গে একটা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঃ

> উডওয়ার্ডের *সিআই-এ* সম্পর্কিত প্রতিবদনগুলির সূর বদলাতে থাকে। আগে যেখানে ছিল সন্দেহ, সংশয় কাউকে ঘিরে এখন সেখানে তাকে ঘিরে রীতিমতো

www.pathagar.com

> উৎসব-উদযাপনা শুরু হয়। তিনি নমস্য হয়ে উঠতে থাকেন। --- দেখা গেল *ওয়াশিংটন পোস্ট* আর ক্যাসির জন্যে কোনো উদ্বেগ-আশঙ্কার কারণ হচ্ছে না। তিনি অতঃপর নিশ্চিন্তে সকালের প্রাতরাশ সারতে পারছেন যেমনটি পারছেন ওয়াশিংটনের কর্তাব্যক্তিরাও। তাঁর নিজের জন্য ও *সিআইএ*-র স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর কোনো অপ্রত্যাশিত তথ্য আর ফাঁস করা হচ্ছে না। ক্যাসির বন্ধুরা অভিযোগ করেছেন যে, উডওয়ার্ড ক্যাসিকে রীতিমতো নিজের স্বার্থ সিদ্ধিতে ব্যবহার করেছেন। --- বব উডওয়ার্ড ভালো করেই জানতেন, তিনি ক্যাসিকে ব্যবহার করছিলেন আর ক্যাসি নিজে ব্যবহৃত হচ্ছিলেন।[৫]

কেম্পটন এই যে অভিমত প্রকাশ করেছেন সেটা প্রশ্নাতীত না-ও হতে পারে। তবে খবরের সূত্রের প্রভাবের দিকে তিনি যে ইশারা করেছেন তাতে অবশ্যই শিক্ষা নেবার রয়েছে

প্রবক্তা হওয়া ঃ কোনো খবরের সূএকে রক্ষা করা একজন রিপোর্টারের একান্তভাবে, এমনকি প্রাথমিকভাবেও তার আত্ম-স্বার্থসিদ্ধিমূলক আচরণ নয়। অনেকক্ষেত্রেই রিপোর্টার গোটা বার্তাকক্ষের যে কারো চেয়ে খবরের সূত্রকে অনেক বেশি করে ও ভালোভাবে চেনেন। খবরের সূত্র নির্ভরযোগ্যতা ও সংবাদ-কাহিনীর নির্ভূলতা নিয়ে কখনও কোনো প্রশ্ন উঠলে সম্পাদক ও বার্তা পরিচালকেরা প্রথমেই যার শরণাপন্ন হন তিনি হলেন রিপোর্টার. খবরের সূত্রের নির্ভরযোগ্যতা নিরূপণ করা ও খবরের কাভারেজের প্রবক্তার কাজ করা রিপোর্টারের দায়িত্ব। তিনি এটি করেন এই নিশ্চয়তা বিধান করতে যে, সংবাদ মাধ্যম এবং খবরের শ্রোতা/দর্শক/পাঠক সকল পক্ষের স্বার্থই সুরক্ষিত হয়েছে। রিপোর্টার যদি জানেন যে, একটি সংবাদ-কাহিনী নির্ভুল ও প্রাসঙ্গিক আর তারপরেও যদি তিনি সেটা প্রকাশের পক্ষে না বলেন তাহ'লে তিনি কেবল মুখরক্ষার জন্য যদি কোনও সংবাদ-কাহিনী প্রকাশের জন্যে বলে থাকেন তবে তারচেয়েও এক্ষেত্রে তাঁর অপরাধের পাল্লা আরও বেশি ভারী হবে।

রিপোর্টারেরা যখন পরস্পর বিরোধী পরামর্শ দেয় তখন সম্পাদকের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজটি আরও কঠিন হয়ে ওঠে। নগর প্রশাসন ও কাউন্টি প্রশাসনের মধ্যে কিংবা কোনো নগর ব্যবস্থাপক ও পুলিশ প্রধানের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দিলে ঐ পরিস্থিতিতে দেখা যায়, খবরের কাগজের একজন সম্পাদক কাউন্টি প্রশাসন, নগর প্রশাসন ও পুলিশ বিট কাভার করার জন্য নিয়োজিত রিপোর্টারদের এক একজনের কাছ থেকে একেক রকমের রিপোর্ট পাচ্ছেন যা পরস্পর বিরোধী। এখানে আসল ঘটনা হ'ল, রিপোর্টের এই যে পরস্পর-বিরোধিতা এটা অনুমানযোগ্য (এর কারণগুলি গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে) কিন্তু তবু এটা নিঃসন্দেহে সম্পাদকের কাজকে

www.pathagar.com

কঠিন করে তোলে। একটি সংবাদ-কাহিনীর ব্যাপারে রিপোর্টারের অহং জড়িত থাকার কিংবা খবরের সূত্রের সাথে তার অহং জড়িত থাকার বেলায়ও সেই একই সমস্যা। তবু এসব সত্ত্বেও খবরের সূত্র ও সংবাদ-কাহিনীর একটা ন্যায়সঙ্গত মূল্যায়ন করার ব্যাপারে রিপোর্টার সম্পাদক ও খবরের শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের কাছে দায়বদ্ধ। সম্পাদকের কাছে তার এই দায়িত্ব পালনের ফলে সম্পাদক একটা সুপরিজ্ঞাত ও তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন আর তারফলে তিনি সংবাদ-কাহিনীর অবয়বও এমন করে গড়ে তুলতে পারেন যাতে ঐ খবরের পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা যথাসম্ভব হ্রাস পায়।

কাজটাকে সহজ করা ঃ আইওয়া অঙ্গরাজ্যের এক সংবাদ কাহিনীতে একজন মহিলাকে খুন ও তার স্বামীকে সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসাবে গ্রেপ্তারের তথ্য পরিবেশন করা হয়। খবরটা লেখা হয়েছে এভাবে 'একজন নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক পড়শী জানান, ওরা আমাদেরকে কোনোভাবে বিরক্ত করে নি। ওরা দু'জনে ছিল তরুণ দম্পতি। দেখে-শুনে তো মনে হ'ত ওরা দু'জনে দু'জনকে খুব ভালোবাসে।' এবার একটি *এপি*'র খবর। মার্কিন নৌবাহিনীর এফ-১৪ জেট জঙ্গীবিমান ও কিউবার মিগ-২১ শ্রেণীর কতকগুলির মধ্যে আকাশে মোকাবেলার কাহিনী এটি। খবরটা খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে এভাবে কোনো বৈরি বা আক্রমণাত্মক তৎপরতা চালানো হয় নি। পরিচয় গোপন রাখতে ইচ্ছুক একটি সূত্র একথা জানায়। *ওয়াশিংটন ষ্টার* নামে একটি পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাবার ওপর *এপি*'র একটি কাহিনী ছাপা হয়েছে এরকম, "পরিচয় গোপন রাখার অনুরোধ জানিয়ে *ওয়াশিংটন ষ্টার* পত্রিকার একজন সম্পাদক যিনি সকালের কর্মচারী বৈঠকেও হাজির ছিলেন বলেছেন, "এ ঘটনায় সকলেই রীতিমতো, স্তম্ভিত, বিমূঢ়।" মায়ামির রাস্তায় সহিংসতার ওপর তারবার্তায় পরিবেশিত একটি সংবাদ-কাহিনীর আখ্যানভাগে বলা হয়েছে, "মাদক রাখার অভিযোগে শহরতলীর এক পার্কে একজন লোককে পাকড়াও করার সময় এক বৈরি জনতা জড়ো হ'লে দু'জন পুলিশ কর্মকর্তা তাদের সাথে সংঘর্ষে সামান্য জখম হন, বলে পুলিশের একজন পরিচয়দানে অনিচ্ছুক মুখপাত্র জানান। ঐ মুখপাত্র বলেন যে, অল্পসময়ের মধ্যেই ঐ জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আর এ ঘটনার সাথে আগে যেসব সহিংসতা ঘটেছে সেগুলির কোনো সম্পর্ক নেই।"

সপ্তাহের সাতদিনের বেশিরভাগ খবরের কাগজে নজর দিলেই অনেকেই এই 'অজ্ঞাতপরিচয়সূত্রের' তালিকায় সহজেই আরও সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটাতে পারবেন। ৪০ বছরের বেশিকাল ধরে একজন রিপোর্টার ও বৈদিশিক সংবাদদাতা রিচার্ড স্কট মোরার উল্লেখ করেছেন ঃ

www.pathagar.com

আরও ঘটনা রয়েছে দু'জন অজ্ঞাতপরিচয় কর্মকর্তার। এদের একজন ওয়াশিংটনের আরেকজন গ্রীসের। তাঁরা নিজ পরিচয় গোপন রেখে খবরের সূত্র হিসেবে কাজ করেন। ১৯৮৪ সনের ৪ঠা জুলাইয়ের *দ্য নিউইয়র্ক টাইম্স*- এ একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টটি পরিবেশিত হয়েছে এথেন্স থেকে। এতে বলা হয়েছেঃ রেগ্যান প্রশাসনের পরিচয়দানে অনিচ্ছুক কর্মকর্তারা এই মর্মে দাবী করেছেন যে, (গ্রীস সন্ত্রাসবাদ দমনে উৎসাহী নয়)। একথা তাঁরা বলেন গত হপ্তায় এক *প্রেস ব্রিফিং*-এ। এদিকে গ্রীক কর্মকর্তাটি নিজ পরিচয় ফাঁস না করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন, "মার্কিন কর্মকর্তাদের ঐ দাবী ঠিক নয়।" বলা দরকার, যে সংবাদদাতাটি ঐ খবরটি পাঠিয়েছিলেন তাঁর নাম পরিচয়ও যথার্থই প্রকাশ করা হয় নি। ঐ সংবাদ-কাহিনীর শিরনামের নীচে কাহিনী শেষে কারো নাম লেখা ছিল না।[৬]

একটা দম্পতি পরস্পরকে খুব ভালোবাসে বলেই মনে হ'ত। একথা বলার জন্য একটি খবরের সূত্রের রক্ষা ব্যবস্থার দরকার হয়? কেন একজন সম্পাদকের একথা বলার জন্য রক্ষা ব্যবস্থার দরকার হয় যে, একটি চমৎকার খবরের কাগজ বন্ধ হওয়ায় এর কর্মী ও সাংবাদিকেরা স্তম্ভিত হযেছে? পুলিশ সরকারী কর্মচারী হিসাবে যা করছে তার প্রতিবেদনে পুলিশের রক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় কেন? একজন সামরিক ব্যক্তির জীবন রক্ষা ব্যবস্থার দরকার হয় একথা বলার জন্য যে, জনগণের কোনও ভাবনার কারণ নেই, কেননা, আকাশে যে মোকাবেলা হয়েছে তা বৈরিতাসুলভ ছিল না? গ্রীস ও সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত সংবাদ-কাহিনী শেষপর্যন্ত কানালোকের ছলনার খেলায় পর্যবসিত হয়? এসবের বেশিরভাগেরই কারণ হলো, সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার সাহেব তার কাজ সহজ করে নিয়েছে আর কি! খাটতে চায় নি।

ধরা যাক, একজন রিপোর্টার একজন উদাসীন, অনিচ্ছুক খবরের সূত্রের পাল্লায় পড়েছে। সহজে মুখ খুলছে না। তাই যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তার কাছ থেকে কথা আদায় করার জন্যে, কিংবা সরেজমিন একটা বরাত যোগাড় করার জন্যে ঐ রিপোর্টারই তাকে টোপ দেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমরা আপনার নাম ছাপবো না, বলবোও না। তাহ'লে এবার বলুন, (আমি যদি আপনার নাম ব্যবহার না করি) আপনি কি কিছু বলবেন?" *ডেস মইন্স রেজিষ্টার* ও *লুইসভিল কুরিয়ার জার্ণাল*-এর সাবেক সম্পাদক, মাইকেল গার্টনার বর্ণনা দিয়েছেন অজ্ঞাতপরিচয় খবরের সূত্রের ব্যবহার কেমন করে ওয়ালষ্ট্রীট জার্ণালের এক সংবাদ-কাহিনী শেষপর্যন্ত উদ্ভটতায় পর্যবসিত হয়েছে ঃ

জিলেট কোম্পানীর মালিকানা নিয়ে নেবার ঘটনা সংক্রান্ত এক সংবাদ-কাহিনীতে *ডেলাওয়ার কোম্পানী আইন* নিয়ে আলোচনা করা হয়। আর এই আলোচনার লক্ষ্য

www.pathagar.com

ছিল, নির্ণয় করা এই আইন কিভাবে এই জিলেট কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ অন্য হাতে যাওয়ার বিষয়টিকে রুখতে পারে। এই আলোচনায় দেখা যায় যে, এই আইনে যে সব রক্ষা ব্যবস্থা আছে জিলেট তার সবগুলির রক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ এখনও গ্রহণ করে নি আর তাই ওয়াল স্ট্রীট জার্ণালের একজন রিপোর্টারের জিজ্ঞাস্য ছিল, কেন তা করা হয় নি? যে ব্যক্তির কাছে এই প্রশ্নটি জানতে চাওয়া হয়েছিল তার বর্ণনা ঐ রিপোর্টে দেওয়া হয়েছিল এভাবে 'জিলেটের চিন্তাধারার সাতে সুপরিচিত এমন একজন ব্যক্তি। "এ ব্যক্তি যে জবাব জার্ণাল-এ অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি হিসাবে দেন তাহ'ল কোনও মন্তব্য নেই।" [৭]

এ ধরনের প্রতিবেদন কৌশলের মোকাবেলায় *ইউএসএ টুডে* যে বরাতে ও অভিযোগে সম্পর্কিত ব্যক্তির উল্লেখ নেই তেমন বরাত বা অভিযোগের ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। গার্টনারও এই নীতির সার্থকতা উপলব্ধি করেন। গার্টনার ১৯৮৮ সনে *এনবিসি* - র প্রেসিডেন্ট হন। তিনি প্রসঙ্গত বলেন ঃ

আমি মনে করি, অজ্ঞাতপরিচয় সংবাদসূত্র ব্যবহার একমাত্র একান্ত জটিল ও নাজুক কাহিনীর বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া একজন কর্মবিমুখ, উদ্যোগবিমুখ রিপোর্টার বা অযত্নবান সম্পাদকেরই পরিচায়ক। আমি মনে করি, একজন ভালো রিপোর্টার রেকর্ডে বা দলিলবদ্ধ বা কিছু তার প্রায় সবকিছুই সংগ্রহ করতে পারে। আমি মনে করি, একজন ভালো নগর সম্পাদক বা লিপি সম্পাদকের ঐ প্রামাণ্য তথ্য ও সূত্র অবশ্যই দাবি করা উচিত। [৮]

গার্টনার বলেন যে, ১৯৮৫ সনে লেকসিংটন (কেন্টাকি) *হেরাল্ড লিডার* পত্রিকা কেন্টাকি বিশ্ববিদ্যালয় বাস্কেটবল কার্যক্রমে কিছু কেলেঙ্কারীর ঘটনার সংবাদ *কাভারেজ*-এর জন্য পুলিৎজার পুরস্কার পায়। এ পুরস্কার পাওয়ার আংশিক কারণ হ'লো সিরিজ আকারে প্রকাশিত এই বিতর্কিত সংবাদ-কাহিনীতে কোনোরকম অজ্ঞাতপরিচয় সূত্রের ওপর নির্ভর করা হয় নি। "সবকিছুই রেকর্ড বা দলিল-প্রবাণ ভিত্তিতে রিপোর্ট করা হয়।" এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি যে, আলসে, অযত্নশীল রিপোর্টার তাঁর কাজ সহজ, সুবিধাজনক করার জন্যে অজ্ঞাতপরিচয় কোনো সূত্র ব্যবহারের আশ্রয় নিয়েছেন। এই রিপোর্টে খবরের পাঠকের স্বার্থও কোনোভাবে বিকিয়ে দেওয়া হয়নি। তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা সূত্রের আলোকে যাচাই করা সম্ভব ছিল।

সমালোচনা এড়ানো ঃ অন্যান্য ক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যম একটি খবরের সূত্রকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নিতে পারে একারণে যে, রিপোর্টার ও সম্পাদক এই মর্মে শঙ্কিত অথবা একথা জেনেছেন যে, সংবাদের *কাভারেজ* খুবই কাঁটায় কাঁটায় হলে কিংবা ঐ

www.pathagar.com

কাভারেজের দরুণ সামাজিক রীতি-নীতি লঙ্ঘিত হ'লে খবরের পাঠক/শ্রোতা/দর্শক তাতে জোর আপত্তি জানাবেন। যখন প্রেসিডেন্ট (রাষ্ট্রপতি) সংবাদ-সম্মেলন করেন তখন ঐ অনুষ্ঠানে রিপোর্টাররা সাধারণত সমালোচনায় কন্টকিত - এমন ধরনের প্রশ্ন করেন না। কারণ, তাঁরা জানেন যে, দর্শক/শ্রোতা/পাঠকের মধ্যে বহুলোকই চান না, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এমন আচরণ হোক, এমনভাবে করা হোক যা তাঁর জন্যে অসম্মানজনক।

প্রেসিডেন্ট রেগ্যান একবার বলেছিলেন, আমেরিকান জিম্মিদের মুক্তির বিনিময়ে ইরাণে অস্ত্র পাঠানোর কথা তাঁকে বলা হয়েছিল কিনা তা তাঁর মনে পড়ছেনা। একথায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে, তিনি গড়িমসি করছেন অথবা ওপরের কথাগুলি মিথ্যে বলেছেন। ১৯৮৭ সনের গোড়ার দিকে তিনি একদল রিপোর্টার ও তাঁর সাথে দেখা করতে আসা একদল ব্যবসায়ীর জিজ্ঞাসার জবাব দেবার সময় তাঁর বিরুদ্ধে ঐ অভিযোগের গুরুত্ব হালকা করার জন্য তড়িঘড়ি বলেন "আচ্ছা, ১৯৮৫ সনের ৮ই আগষ্ট কে কি করছিলেন যার যার মনে আছে হাত তুলুন।" প্রত্যাশিতভাবেই দেখা গেল যে, কেউই হাত ওঠালো না, কেউ কোনো কথা বললো না যে, "আমি ঠিক এখুনি কিছু মনে করতে পারছি না, কিন্তু তবু আমি জানি যে, আমি কোনো জিম্মির বদলে অস্ত্র চুক্তি অনুমোদন করি নি।" অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তা বা লোক ব্যক্তিত্বও এ ধরনের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন থেকে রক্ষা পাবার ব্যবস্থার সুযোগ লাভের অধিকারী হতে পারেন।

খবরের পাঠকেরা সাধারণত চান না 'অগ্রহণযোগ্য ভাষা' বা কোনো স্থূল আচরণের খুঁটিনাটি বর্ণনায় তার ঘরের বা মনের শান্তি ক্ষুন্ন হোক। এই বিষয়টি ১৯৬৯ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর মিনিয়াপোলিসের সম্পাদকদের মনে বিশেষভাবে দাগ কাটে। ঐ সময় নগরীর মেয়র ঐ নগরের মানব সম্পর্ক কমিশনে যে ব্যক্তিকে নিয়োগ করেছিলেন তাঁর কিছু মন্তব্যকে সংবাদযোগ্য মনে করে রিপোর্টের আকারে প্রকাশ করেছিলেন।

> "ষাঁড়ের গোবরের মতো কোন কিছু আমার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না" বললেন তিনি। তাঁর কথা অনুযায়ী, মানব সম্পর্ক কমিশন বা অন্যত্র বিভিন্ন সভা-বৈঠকে কিছু কৃষ্ণাঙ্গ ও ইন্ডিয়ান ভয়-হুমকি দেখিয়েছে। আর এ ব্যাপারে কথা প্রসঙ্গেই তিনি আরও জানালেন , তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদের বিরোধী নন, তবু তিনি মাত্র ৩০ বা এরকম সংখ্যক কিছু লোকের বিরোধী অবশ্যই কেননা তারাই যতোসব গোলযোগ বাধাচ্ছে --- এই শহরের ৯৮ শতাংশ অশ্বেতকায় লোক নিঃসন্দেহে চমৎকার লোক। আমি তো এসব কালো-বাদামী রঙের লোকজনের সাথে প্রচুর কথা-বার্তা বলি যাদের মধ্যে, তাঁর কথা অনুযায়ী, রয়েছে লিফ্ট (এলিভেটর) অপারেটর, জুতোপালিশ কর্মী। পার্কিন লটে কাজ করা এসব লোকও

www.pathagar.com

রয়েছে আর ওরা কি বলে জানেন? ওরা ঐসব মারদাঙ্গাবাজদের কথায় কান দেয় না।"

খবরের পাঠক/শ্রোতা/দর্শকদের যা উদ্বিগ্ন করে সেটা এই নয় যে, মানবসম্পর্ক কমিশনের এরকম একটা অভিমত থাকতেই পারে। বরং তাদের এই চিত্তবিক্ষেপের কারণ এজন্যেই ঘটে যে, *মিনিয়াপোলিস ট্রিবিউন* কেন এধরণের কুরুচিকর, স্থূল কথাবার্তার কুচকাওয়াজ তাদের চোখের সামনে করাবে! এছাড়াও যেহেতু এই পত্রিকার সম্পাদকীয় অবস্থান ও নীতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রায়ই মেয়রের বিরোধিতা করা হ'ত সেহেতু সমালোচকদের মতে, ঐ কাগজটি আসলেই মানবসম্পর্ক কমিশনে ঐ ব্যক্তির নিয়োগের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। পত্রিকার ব্যবস্থাপক-সম্পাদক ওয়ালি অ্যালেনের একটা ষ্টাফ মেমো উল্লিখিত বিরোধের আলোকে ইস্যু করা হয়। ঐ মেমোয় বলা হয়, "পাঠক যদি ক্রুদ্ধ হয় তাহ'লে ওদের আর আমাদের জানানো হয় না। ফলে সংবাদ-কাহিনী যতো গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, আমরা এমন অবস্থায় ওদের স্তব্ধ করে দিই ---- আমরা পাঠককে দূরে ঠেলে দিতে পারি না, কেননা, ওটা করে আর যাই হোক আমাদের চলবে না। আর সেজন্যই আমাদের এ ব্যাপারে অনেক কিছুই করার রয়েছে।"[৯]

পত্রিকার নীতি ঐ কথাগুলির আলোকেই সঙ্গতিপূর্ণ থাকে। ১৯৮৮ সনে *মিনিয়াপোলিস ট্রিবিউন* পত্রিকার উত্তরসূরী হিসাবে প্রকাশিত হয় *ষ্টার ট্রিবিউন* নামের পত্রিকাটি। যমজ নগরীর এই পত্রিকার নীতি ছিলঃ

> শুধু সরাসরি উদ্ধৃতি হিসাবে কোনো নোংরা বা অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। আর তা-ও সেখানে এই শর্ত থাকবে যে, ঐ ধরণের শব্দের ব্যবহার সংবাদ-কাহিনীর জন্যেই গুরুত্বপূর্ণ হতে হবে। অর্থাৎ যদি শব্দ বা শব্দনিচয় বা বাক্যাংশ বাদ গেলে যদি পাঠক ঐ কাহিনীর স্বাদ-গন্ধ-অর্থের সিংহভাগ থেকে বঞ্চিত হয় তাহ'লেই উল্লিখিত ধরনের শব্দের ব্যবহার সংবাদ-কাহিনীতে চলতে পারে। কোনো শব্দ বা শব্দ নিচয় এসব শর্ত পূরণ করে কি না সেজন্য শব্দগুলি ছাপা হবার আগে তারজন্য রাতের পালার তত্ত্বাবধায়ক বা ব্যবস্থাপনা সম্পকদকের অনুমোদন নিতে হবে। যথার্থ বিবেচিত হলে, আমরা একজন ব্যক্তির বক্তৃতায় তার ব্যক্তি ও বাকবৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়োজনে তিনি প্রকৃতপক্ষে যে শব্দগুলি বারংবার পুনারাবৃত্তি করেছেন সেটির বারংবার উল্লেখ না করেও তার বলার ঢং ও তাৎপর্যকে তুলে ধরার মতো উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করতে পারি।

ষ্টার ট্রিবিউন-এর অন্যতম সম্পাদক ষ্টিভ রোনাল্ড এ ব্যাপারে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেছেন, পত্রিকার নীতিটি হয় পত্রিকার রাতের পালার তত্ত্বাবধায়ক নয় ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

www.pathagar.com

সপ্তাহে কয়েকবার প্রয়োগ করে থাকেন। কারণ, খারাপ শব্দগুলি সম্পাদনা কক্ষে ছাঁটাইয়ের পর মেঝেতে গড়াগড়ি যায়। তবে গুরুত্বপূর্ণ, প্রধান ও একান্ত প্রয়োজনীয় শব্দ হ'লে তা খবরের কাগজে ছাপা হয়।[১০]

ভাষার অত্যন্ত সচেতন ও সংবেদনশীল প্রয়োগের বেলায় খবরের সূত্রের প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিও বিবেচিত হয়। খুব বিরল কিছু ক্ষেত্রে একজন রিপোর্টার একজন সরকারী (লোক) কর্মকর্তার বারংবার পুনরাবৃত্ত হৈহল্লা বা বকর বকর না-ও প্রকাশ করতে পারেন আর তা এই যুক্তিতে যে, (১) এটা তার কথা বলার একটা ধরণ বা শৈলীমাত্র, (২) বক্তা কথা বলেন অনেকটা নেংটা, খোলামেলা করে কিংবা (৩) তার ঐ বকর বকর ছাপানো যদি তাঁকে নিয়ে তামাশা করার মতো ব্যাপারে দাঁড়ায় তাহ'লে এমনও হতে পারে ঐ খবরের সূত্র ঠোঁট সেলাই করে থাকবেন আর তার ফলে আসলে খবরের সূত্রের মনে কী আছে বা কী তাঁর সত্যিকারের বক্তব্য সেটার নাগাল রিপোর্টার বা শ্রোতা/দর্শক/পাঠক কোনো পক্ষই তেমন পাবেন না।

খবরের সূত্রকে সহায়তাদান

কয়েকটি উপায়ে রিপোর্টার খবরের সূত্রকে রক্ষা করতে বা তাঁকে সহায়তা করতে পারেন। ছাপা বা সম্প্রচারিত হবার আগে সূত্র হয়তো সংশ্লিষ্ট সংবাদ-কাহিনীর সংশোধন, পরিমার্জন ইত্যাদির জন্য অনুরোধ করতে পারেন। সূত্রের পক্ষ থেকে কোনো কোনো মন্তব্য না রিপোর্ট করার জন্যেও অনুরোধ আসতে পারে। আবার এই খবরের সূত্র আরো একভাবে অযাচিত সহায়তা-সমর্থনও পেতে পারেন যেমন, রিপোর্টার ও সম্পাদক সূত্রের ভাষায় অপব্যবহার শুদ্ধ করে দিয়ে কিংবা চেপে দিয়েও এধরণের সমর্থন খবরের সূত্রকে দিতে পারেন। আর ইতিমধ্যে তো উল্লেখ করাই হয়েছে যে, খবরের সূত্র বা রিপোর্টার উভয় তরফ হতেই তথ্য ভাগাভাগি বা আদান-প্রদানের জন্য সূত্রের পরিচয় গোপন রাখার অনুরোধ জানানো হতে পারে, এ ধরনের প্রস্তাব রিপোর্টারের তরফ থেকেও দেওয়া হতে পারে।

সংবাদ-কাহিনীর পর্যালোচনা, সংশোধন-পরিবর্তন ঃ খবরের সূত্র অনেক সময়ই একটা সংবাদ কাহিনী ছাপা বা সম্প্রচারিত হওয়ার আগে তাঁকে দেখানোর জন্য অনুরোধ জানাতে পারেন। ব্যাপারটা স্কুল/কলেজ পর্যায়ের সাংবাদিকতা এমনকি, পেশাদার সাংবাদিকতা পরিমন্ডলেও কোনো বিরল বস্তু নয়। বিরল নয় এমন ঘটনা যেখানে খবরের সূত্র কতিপয় আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত তার মন্তব্যে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করাটা। সাধারণত খবরের সূত্র বলে থাকেন যে 'নির্ভূলতার স্বার্থেই' তিনি সংবাদ-কাহিনীটি দেখতে চান। অবশ্য, একজন রিপোর্টারের নিজ উদ্যোগে সংবাদ-কাহিনীর

www.pathagar.com

ভুল-ত্রুটি ঠিক করে নেবার জন্যে খবরের সূত্রের কাছে যাওয়া আর সূত্রের নিজের তরফ থেকে উদ্যোগী হওয়ার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। বেশিরভাগ সংবাদ মাধ্যমের বার্তাকক্ষেই সংবাদ-কাহিনী প্রকাশের আগে ওটা সূত্রকে দেখাবার অনুরোধ রক্ষার প্রশ্নে সিনিয়রদের জোর প্রতিকূল চাপ থাকে। ফলে রিপোর্টার খবরের সূত্রের এ ধরনের অনুরোধ রক্ষায় নিরুৎসাহিত হন। রিপোর্টার এই চাপের সম্মুখীন হন নিম্নবর্ণিত কারণে:

১. *দক্ষতা ও যোগ্যতা ঃ* রিপোর্টার যদি বিশ্বস্ততার সাথে কোনো ব্যক্তির সাক্ষাতকার নিতে কিংবা কোনো ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে তার পর্যবেক্ষণের বিষয় বিশ্বস্ততা রক্ষা না করে লিখতে না পারেন তাহ'লে ঐ ব্যক্তির সম্ভবত রিপোর্টার হওয়াই উচিত হবে না। রিপোর্টার কি লেখেন তার দায়দায়িত্বের গুরুভার ঐ রিপোর্টার এড়াতে পারেন না।

২. *পক্ষপাতহীনতা ও সততা ঃ* অনুমোদনের জন্য কোনো খবরের সূত্রের কাছে ফিরে যাওয়া অসঙ্গত ও অন্যায়ও হতে পারে যদি ঐ রিপোর্টার তাঁর সকল খবরের সূত্রের বেলায়ই একই কাজ সমানভাবে না করতে পারেন। আর একাজটা একান্তই অবাস্তব ও অসম্ভব হতে পারে আর সে কারণেই রিপোর্টার তাঁর আচরণে প্রভাবদুষ্টও হতে পারেন।

৩. *উদ্দেশ্য ঃ* খবরের সূত্র আর রিপোর্টারের উদ্দেশ্য এক নয়। খবরের সূত্রকে সম্ভাব্য সর্বোত্তম আলোকে দেখানো রিপোর্টারের উদ্দেশ্য নয়। অথচ সংবাদ-কাহিনীটি আগে দেখার মধ্যে খবরের সূত্রের এই উদ্দেশ্যটি থাকতে পারে।

৪. *তথ্যের নাগাল ঃ* কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বিশেষ করে, লোক বা সরকারী এজেন্সী বা লোক/সরকারি কর্মকর্তা জড়িত আছেন এমন ক্ষেত্রে কোনো সংবাদ-কাহিনী ছাপার বা প্রকাশের আগে দেখতে চাওয়ার অনুরোধটি সরকারী তথ্য নাগালে পাওয়ার ব্যাপারে সকল নাগরিকের যে অধিকার রয়েছে সেই অধিকারের সঙ্গে অসঙ্গতিময়। মন্তব্যগুলি প্ররিস্রুত বা ধোলাইবাছাই করা হলে সেটি হয়তো মার্কিন সুপ্রীমকোর্টের এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিকূল হবে যে, "সরকারী বা লোক ইস্যুগুলির ওপর বিতর্ক আরোপিত বিধিনিষেধহীনভাবে, জোরদার বলিষ্ঠতায়, ও বেশ খোলাখুলিভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত আর এরই আওতায় প্রবল, কঠোর মন্তব্যমূলক এমনকি, কোনো কোনো সময় অপ্রীতিকররকমে তীক্ষ্ণ, শাণিত, হুল ফুটানো আক্রমণ সরকারী ও লোক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিতও হতে পারে" ১নং নীতির প্রতি একটা সুগভীর জাতীয় অঙ্গীকার থাকতে হবে ও তার প্রয়োজন রয়েছে।[১১]

৫. *সময়ের চাপ ঃ* বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বার্তা সংস্থাগুলির কাজকারবার হচ্ছে *আজকের*। একথা ঠিক যে, একজন দক্ষ বিবেচিত রিপোর্টার একটি সংবাদ-কাহিনী

www.pathagar.com

নির্ভুল ও সঠিক কি না সেটি নিশ্চিত করতে খবরের সূত্র তা পরীক্ষা করে দেখছে বলেই যদি সেসময়টার জন্য নিজের কাজে বিলম্ব করে ফেলে তাহ'লে এরকম কাজা প্রমাদতূল্য হবে।

ওপরে যেসব কারণ বা যুক্তি দেখানো হয়েছে তাতে একথা বলতে চাওয়া হচ্ছে না যে, যে বিষয়ে রিপোর্টার নিজে নিশ্চিত নয় বা পরিষ্কার ধারণার অধিকারী নয় বা যা বুঝতে পারে নি সেই তথ্যটি সে যাচাই করে নেবে না বরং রিপোর্টারের উচিত হবে ঘন ঘন ও বারংবার খবরের সূত্রের সাথে কোনো একটা সংবাদ-কাহিনীর নির্ভুলতা সংশয় দেখা দিলে ঘন ঘন ও বারংবার খবরের সূত্রের সাথে যাচাই করে নেওয়া। বিশেষ করে, রিপোর্টার যখন খবরের সূত্রের টেকনিক্যাল ভাষার জট নিজ আখ্যানে লেখেন তখন এরকম বারংবার যাচাই বরং উপকারী। দৃষ্টান্ত হিসাবে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও অর্থনীতি সম্পর্কিত টেকনিক্যাল পারিভাষিক শব্দগুলির কথা উল্লেখ করা যায়। এগুলির বেলায় শ্রোতা/পাঠক/দর্শকের কাছে বোধগম্য হয় এমন ভাষা ব্যবহার করা উচিত।

ওটা ছাপবেন না, প্লিজ ঃ খবরের সূত্র কোনো কোনো মন্তব্য রিপোর্ট না করার জন্যে অনুরোধ করতে পারে। বলতে পারে, ঐ মন্তব্যগুলি *অফ দ্য রেকর্ড* হিসাবে আসলে করা হয়েছে। এধরণের ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় মনে রাখতে হবে অনেক সময় প্রকাশ্য কোনো লোক বা সরকারী সভা-বৈঠকে কিছু মন্তব্য *অফ দ্য রেকর্ড* করার জন্যে এমনকি, বেশ কিছু লোকের উপস্থিতিতেও অনুরোধ করা হয়ে থাকে। এ ধরনের ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে ঐসব মন্তব্য *অফ দ্য রেকর্ড* হতে পারে না আর তাই সেভাবেই খবরের সূত্রকেও এটা জানিয়ে দেওয়া উচিত। খবরের সূত্রকে সরকারি বা লোক কর্মকর্তা হবেনই এমন নয়, শুধু নিজ আবাসের আশেপাশের অঞ্চলে পুনঃমন্ডলীকরণের ব্যাপারে আগ্রহী কোনো একজন ব্যক্তিও হতে পারেন। এখন এ ধরনের একজন খবরের সূত্র যদি দেখেন তিনি যা কিছুই বলুন না কেন সেটা রিপোর্টারের 'খোরাক' হয়ে উঠেছে তাহ'ল সেটা তাঁর কাছে রীতিমতো বিস্ময়কর ব্যাপার হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তারপরেও মন্তব্যগুলির লোক ও প্রকাশ্য প্রকৃতির বিষয়টি খবরের সূত্রকে বুঝিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে ও তাঁকে তাঁর উদ্বেগ ব্যক্ত করতেও দেওয়া যেতে পারে। তবে সে যা-ই হোক, যাঁরা ঘপনার মাঝে রয়েছেন তঁদের যেমন তথ্যে অধিকার রয়েলে খবরের শ্রোতা/পাঠক/দর্শকেরও ঠিক ততোটুকুই অধিকার রয়েছে। অর্থাৎ মন্তব্য করার সময় ঘটনাস্থলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মতোই জানার অধিকার রয়েছে দর্শক/শ্রোতা/পাঠকেরও। দ্বিতীয়ত যখন কোনও রিপোর্টার কোনও উপকরণ অফ দ্য রেকর্ড রাখতে সম্মত হন, বিষয়টি ঠিক কি তথ্য অফ দ্য রেকর্ড রাখা হচ্ছে তা রিপোর্টার ও খবরের সূত্র উভয়ের কাছেই পরিস্কার হতে হবে।

www.pathagar.com

রিপোর্টার অনেক সময় পরে অন্যান্য সূত্র থেকেও তথ্যটি পেতে পারে। এখন পরিস্থিতি এমনটা হলে যে নৈতিকতাগত যেসব সমস্যা দেখা দেয় সেগুলি এড়ানোর জন্য কোনও কোনও রিপোর্টার 'অফ দ্য রেকর্ড' হিসাবে কখনও কোনো তথ্য গ্রহণ করেন না। (এরকম ক্ষেত্রে ঐ রিপোর্টার নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করতে পারেন যদি তিনি এর আগে কোনও খবরের সূত্র থেকে অফ দ্য রেকর্ড হিসাবে না জানতে সক্ষম হতেন তাহ'লে কি তিনি এ তথ্যের তাৎপর্য ঠিক বুঝতে-পারতেন)।

কোনো খবরের সূত্র অনেক সময় এমনকিছু বেফাঁস বলে ফেলতে পারেন যার জন্য তিনি অনতিবিলম্বে ওটা বলে ফেলার জন্য অনুশোচনা করতে পারেন। এরপর ঐ খবরের সূত্রটি রিপোর্টারকে তাঁর ঐ বেফাঁস মন্তব্যটি উপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করতে পারেন। আরিজোনা অঙ্গরাজ্যের গভর্ণর ইভান মিচাম অনেকবারই কান্ডজ্ঞানশুন্য মন্তব্য করে, আর প্রায়ই সেটি অনিচ্ছাকৃতভাবে করে তাঁর বিরুদ্ধে অভিশংসন ব্যবস্থা ব্যবস্থাকে তিনি নিজেই আমন্ত্রণ জানাবার ব্যবস্থা করেন। কয়েক সপ্তাহ, মাসের পর মাস, কৃষ্ণকায়, নারী, ইহুদি ও অন্যান্যের বিশ্রী কটুকাটব্য করে অপমানিত করার পর গভর্ণর মিচাম, আরিজোনায় গলফ খেলার সুযোগ-সুবিধার কথায় জাপানিদের চোখ দারুণ উত্তেজনায় 'কুতকুতে' হয়ে উঠেছে বললে ঐ অপমানিত ও ক্ষুব্ধ শ্রোতারা ক্ষোভে গুঞ্জন শুরু করলে মিচাম চিৎকার করে ওদের উদ্দেশে বলেন, 'তিনি কিছু ভুল বলেছেন বলে তো তাঁর মনে পড়ছে না'। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সংবাদ-মাধ্যমগুলি সাধারণত খবরের সূত্র কী বলেছে আর তারপরে তিনি দুঃখপ্রকাশ বা ক্ষমা চেয়ে কোনও বিবৃতি দিয়ে থাকলে দু'টিই রিপোর্ট করে থাকে। ঐসব মন্তব্যের লোক বা জনপ্রকৃতিগুলি ছাপার অন্যতম শর্ত। আর প্রসঙ্গ ও সূত্রের নিজ ভূলের স্বীকৃতির বেলায়ও ঐ একই বিষয় প্রযোজ্য। তবে যদি কখনো কোনোরকমের উদ্বায়ী বা লঘুচিত্তমূলক মন্তব্য করা হয়, তাহ'লে সে ব্যাপারে কোনো ক্ষমা প্রার্থনা বা দুঃখপ্রকাশ করা হলে পরে সেটাও ছাপাতে হবে।

ভাষার পরিমার্জনা ঃ বরাত/উদ্ধৃতি চিহ্ন দেওয়া বরাত/উদ্ধৃতির ব্যাপারে রিপোর্টারকে যত্ন ও শ্রদ্ধাবান হতে হবে। খবরের শ্রোতা/পাঠক/দর্শকেরাও তাই করবেন। এটা বলা যায়, খবরের রিপোর্টার ও খবরের শ্রোতা/পাঠক/দর্শকদের ভেতর একটা অলিখিত চুক্তি বিশেষ যার আওতায়, উদ্ধৃতি চিহ্ন দেওয়া থাকলে তথ্যের ঐ অংশটির ব্যাপারে এই নিশ্চয়তা থাকতে হবে যে, ওখানে সূত্র যা বলেছেন তা হুবহু, ও কার্যত বর্ণে বর্ণে তাই দেওয়া হয়েছে। তবু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সবসময় এটা হুবহু ও নিখুঁতভাবে অনুসরণ করা হয় না। এর কারণ, রিপোর্টারকে অনেক সময় অন্য কারও স্বরবাহী, ব্যাকরণবিদ বা সেন্সরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

www.pathagar.com

রিপোর্টার অনেক সময় কারো কথা উদ্ধৃত করার সময় সেই উদ্ধৃতির ছদ্মাবরণে নিজেই মূল বক্তার স্বরপ্রতিনিধিত্ব করে তার কথার ভাষ্য করেন ভিন্ন শব্দনিচয়ে কিংবা মূল উদ্ধৃতিটিকে এমন সুবিধাজনক জায়গায় ব্যবহার করেন যার ফলে শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের কাছে আরো অন্য তথ্য পৌঁছে যায়। স্বরপ্রতিনিধিত্ব করে করে মূল বক্তার কথার ভিন্ন বিকল্প শব্দনিচয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে বলা যায়, এটা প্রয়ই দরকারও হয়ে পড়ে। কারণ মূল বক্তা অনেক সময় বাগাড়ম্বর করে কথা বলেন, অলঙ্কার প্রয়োগ করেন, তাঁর কথায় অনেক টেকনিক্যাল পারিভাষিক শব্দও যেগুলি সাধারণ পাঠকের বা শ্রোতার বোধগম্য নয়। এগুলিকে পাঠযোগ্য বা শ্রুতিযোগ্য করে তোলার জন্যও রিপোর্টারকে কাজটি করতে হয়। বিকল্প বোধগম্য শব্দেই কথাগুলি প্রকাশ করতে হয় রিপোর্টারকেই। কিন্তু রিপোর্টার এটা করার পর তার এই বিকল্প শব্দগুলির আগে-পিছে আর উদ্ধৃতি চিহ্ন লাগানো উচিত নয় শুধু এই অজুহাতে যে, এটাই ঠিক সূত্র বা বক্তা মূলত বলতে চেয়েছিলেন কিংবা তিনি এটাই বলতে চেয়েছিলেন বলেই বোঝা যায়। বরাতের উদ্দেশ্যমূলক স্থানবিন্যাসজিনিত উল্লিখিত অলিখিত চুক্তি (শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের সঙ্গে) লঙ্ঘনের সাধারণ একটি নমুনা নিম্নবর্ণিত খেলার পাতার উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাবে ঃ

> "ছয়ফুট নয় ইঞ্চি মাপের খেলোয়াড় জর্জ হুইটকম্ব এবারে সূচনা সারিতে রীতিমতো নিজের জায়গা করে নিয়েছেন", বললেন কোচ। " ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় বর্ষের এই সম্ভাবনাময় তরুণ গত মৌসুমটা বসেই কাটান। এহেন জর্জ হুইটকম্ব এখন সূচনা অবস্থানটিতে এসে পৌঁছেছেন। আর গেল বসন্তে চমৎকার অনুশীলনী ও গ্রীষ্মের আবহাওয়ায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার কার্যক্রমে অংশীদার পর তিনি ফেরতা সহপাঠিদেরকে নৈপুণ্য ও দক্ষতায় পেছনে ফেলে দিয়েছেন। আর সেইসঙ্গে নিজ দেহের ওজন ৩১৫ থেকে ২৮৫ পাউন্ডে কমিয়েও এনেছেন।"

এ ধরনের বানানো উদ্ধৃতি, আরো কিছু বাড়তি তথ্য উদ্দিষ্টের কাছে চালান করে দেবার জন্যে কিংবা খবরের সূত্রের মন্তব্যগুলি পুনর্গঠিত করে নেবার জন্যে ব্যবহৃত হয়?। এধরনের ব্যাপারে অন্যান্য সংবাদ-কাহিনীতেও দেখা যায়, এই বানানো উদ্ধৃতিগুলি সাধারণত শনাক্ত করা যায়। কারণ, এক্ষেত্রে কথাগুলির নির্মাণ-কাঠামো হয় অনেকটাই অস্বাভাবিক, অসাবলীল। আর তাছাড়া এ ধরনের কথাগুলির শনাক্তি আরও সহজ একারণে যে, কোনো সূত্রই কার্যত ওভাবে কথা বলেন না। নির্দোষ মনে হলেও, বরাত বা উদ্ধৃতিতে এ ধরনের অপকর্ম খবরের সূত্র এবং পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের কোনো কোনো সদস্যকে সংবাদ প্রতিবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও বেশি সংশয়াপন্ন করে

www.pathagar.com

তোলে। আর এটা হ'লে ঐ ধরনের কাজের জন্য অবশ্য অনেক বেশি চড়া মূল্য হয়ে যায়; অথচ শুধুমাত্র উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার না করলেই এটা অতি সহজেই এড়ানো সম্ভব।

রিপোর্টার অনেক সময় ভাষার প্রমিত প্রয়োগের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য খবরের সূত্রের বিবৃতিগুলির সম্পাদনা করেন আর সেই সুবাদে ব্যাকরণবিদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কিন্তু এরপরেও সূত্রের মন্তব্যগুলি উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যেই রাখা হয় অথবা এ বিবৃতিগুলিকে সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠির মতো মনে হয়। ভাষাকে এরকমভাবে ধোপদুরস্ত করার ধোলাই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে একটি আপত্তি হচ্ছে এই যে, একজন খবরের সূত্র ভাষাজ্ঞানে যে অত্যন্ত দুর্বল, ভালো করে বানান করতে পারেন না, সেটাও জানার অধিকার রয়েছে পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের। এ ধরনের তথ্য জানা থাকলে তাতে ঐ ব্যক্তির মন্তব্যগুলির যথাপ্রাসঙ্গিতার ব্যাপারে তা সহায়কও হতে পারে। কথাটি সত্যি নিঃসন্দেহে। তবু খবরের কাগজ ও সম্প্রচারকেন্দ্রগুলি নিয়মিতভাবে রিপোর্টারের বানান ভুল ও ভাষা ব্যবহারে গলদগুলি সম্পাদনা প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে শুদ্ধ করে করে দেয়, যাতে করে এসব অপব্যবহার ত্রুটিবিচ্যুতি তথ্য বিনিময়ের পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। আর কোনো সংবাদ-মাধ্যম যদি এ ধরনের সৌজন্য তার কর্মী ও কর্মচারীদের বেলায় দেখিয়ে থাকে তাহ'লে খবরের সূত্রের বেলায়ও ঐ সৌজন্য দেখানো উচিত। সূত্রের জবানী বা কথা বদলানো হলে অবশ্যই উদ্ধৃতি চিহ্ন ফেলে দেওয়া যায়। আর *সম্পাদকের কাছে চিঠি* নামে যে বিভাগ আছে, সেক্ষেত্রেও একই কথা। চিঠিগুলিরও সম্পাদনা করা যেতে পারে।

ব্যাকরণবিদ হিসাবে রিপোর্টারের ভূমিকার নানা ঝুঁকি আছে। যেমন বলা যায়, শিশুরা বা এমন আরও অনেকে চোস্ত ও পরিশীলিত জবানে কথা বলতে পারে না কিংবা তাদের পক্ষে চার্চিলীয় উন্নত গদ্যেও কথা বলা সম্ভব নয়। তবু তাদের ভাষা বা কথা যদি বদলানো হয় তাহ'লে হয়তো একটা সংবাদ বিবরণের ভাব বা সূত্রই হয়তো বদলে যাবে। এচাড়াও, এ ধরনের পরিবর্তনও হবে অবাস্তব। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়, খবরের কাগজ মানুষে পড়ে রিপোর্টারের বাগধারার কতো বিশাল ভান্ডার '৮০-দশকের ভাষায় পরিব্যপ্ত হয়েছে সেটা জানার জন্য নয়, এ ব্যাপারে সে সচেতনও হয় না। মিনিয়াপলিস/সেন্টপল নগরী থেকে প্রকাশিত স্টার টিবিউনের স্টিভ রোনাল্ড এ সমস্যার আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্নবর্ণিত পরামর্শ দিয়েছেন ঃ

> আমরা কি সরাসরি, মন্দ ইংরেজি, *পিজেন*, *ব্ল্যাক পাতোয়া* বা কোনো না কোনো উপভাষার বরাত দেই? প্রায়ই দেখা যায়,সংশ্লিষ্ট বিবৃতিটির একটি টীকাভাষ্য দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঠিক হয়েছে, উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করা হবে না। এর প্রধান কারণ, উদ্ধৃতি ব্যবহার করলে বক্তা বা সূত্রের ওপর কোনো কোনো পাঠক/শ্রোতা/

www.pathagar.com

> দর্শকের ধারণা খারাপ হবে। মাঝে মাঝেই ব্যাকরণ ঠিক করার জন্যে আমরা প্রত্যক্ষ বরাত বদলে দেই --- (কোনো কোনো সময়) উক্ত উপভাষা যথার্থ বিবেচিত হয় ও হুবহু খবরের কাগজে ছাপা হয় যেমনটা ওয়ালি অ্যালেন (মানব সম্পর্ক কমিশনারের ঘটনার বেলায়) -এর ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "উদ্দেশ্য বা মতলব কি ছিল তার যাচাই পরীক্ষা হ'ল এর জন্য একটা উত্তম উপায়। আমরা যা করি তার পক্ষে যদি ভালো দায়িত্বশীল কারণ থাকে আমাদের নিন্দামন্দ-সমালোচনায় ভয় পাবার কিছু নেই, লজ্জিত হবারও কিছু নেই।" [১২]

ভাষা ধোপদুরস্তকরণ প্রক্রিয়ায়, সেন্সর হিসাবে খবরের রিপোর্টারের ভূমিকাটি সবচেয়ে কঠিন। এর কারণ, এক্ষেত্রে আমরা যেসব প্রত্যক্ষ বরাত পরীক্ষা করে দেখেছি সেগুলি সংবাদ-কাহিনীর জন্য কোনও গৌণ বা পরিপ্রান্তিক বিষয় নয় বরং সংবাদ-কাহিনীটির জন্য পরিপূর্ণ কারণও। এই বৈশিষ্ট্যটি বোঝানোর জন্য বিশেষ নরগোষ্ঠি সম্পর্কিত বিষয়ের সংবাদ-প্রতিবেদনের একটি নমুনা এখানে প্রদত্ত হ'লঃ

ভার্জিনিয়ার ফ্রেডারিক্সবার্গের *ফ্রি-ল্যান্স-স্টার* পত্রিকাটি গোটা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যতোগুলি ক্ষুদ্র আকারের ও সুখ্যাতিসম্পন্ন দৈনিক প্রত্রিকা আছে তাদেরই একটি। এই পত্রিকার ১৯৮৭ সনের এপ্রিলে স্পটসিলভ্যানিয়া কাউন্টির 'সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা' সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ঐ খবর অনুযায়ী একটি কৃষ্ণকায় পরিবারের "বাড়ি ঘেরাও করে গুলি চালানো হয় ---- কৃষ্ণকায় গৃহে এরকম হামলা ইতিমধ্যে কয়েকদফা সংঘটিত হয়েছে আর এই সর্বশেষ গুলিবর্ষণের ঘটনাটিকে সাম্প্রদায়িক হিংসাপ্রসূত আক্রমণ বলেই মনে হয়।" এরপর এই পত্রিকায় ঐ কৃষ্ণকায় পরিবারের প্রতিবেশী একজন শ্বেতকায়ের কথার একটা টীকাভাষ্যও দেওয়া হয়েছে (পত্রিকায় প্রদত্ত বিবরণটি এরকম) "এ তল্লাটের কৃষ্ণকায় তরুণরাই এজন্যে দায়ী। তিনি দাবী করেন যে, এই কালো লোকগুলিই দু'বছরেরও বেশি আগে মোটরকারের জানালার কাঁচ ভেঙ্গে সহিংসতার সূচনা করে।" আর এরপর ঐ সংবাদ-কাহিনীতে ঐ শ্বেতকায় পড়শীর সরাসরি জবানীর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে এভাবে ঃ

> তিনি বলেন, "ঠিক কতজন কৃষ্ণকায় ঐ পাড়ায় হয়নানিমূলক কাজকারবার চালিয়ে যাচ্ছে সে ব্যাপারে তাঁর সঠিক জানা নেই।" আমি ওদের একজনের সাথেও কথা বলি না। --- আমি ওদের সাথে কথা বলি না এজন্যে যে, আমি ওদের সম্পর্কে সংস্কারে ভুগি, আমি এটা করি না, কারণ আমি নিগারদের পছন্দ করি না।

সরাসরি কথার যে বরাত এখানে দেওয়া হয়েছে সংবাদ-কাহিনীর কারণ কিন্তু তা নয়। বরং এ সংবাদ-কাহিনীর কারণ, উইলি কার্টারের পরিবারের ওপর সহিংসতা ঘটেছে ও

www.pathagar.com

এ এলাকায় *ক্লু ক্লাক্স ক্ল্যান*-এর তৎপরতা চলেছে। এখন যুক্তি খাড়া করাতে যেতে পারে যে, এ শ্বেতকায় পড়শীটি নিগ্রোদের সম্পর্কে তার যে সংস্কারের কথা বলেছে তার কোনো সরাসরি বরাত না দিয়েও তো ঘটনার সংবাদ ছাপা যেত। কিন্তু কথা হলো এই যে, ঐ বরাতের মধ্যেই অনেক কথা আবার লুকিয়েও আছে। এই বরাত ব্যবহার করা ঐ পত্রিকার জন্যে উচিত কাজই হয়েছে যদিও এজন্যে হয়তোবা শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায় কোনো কোনো পাঠক এবং সেইসঙ্গে খবরের সূত্র রীতিমতো বিচলিত হয়েছেন।

দ্বিতীয় উদাহরণ এখানে বেশ জরুরি। এই সংবাদ-কাহিনীটি তৈরি হয়েছে একজন মার্কিন কেবিনেট কর্মকর্তাকে নিয়ে। তিনি কৃষ্ণকায় আমেরিকানদের সম্পর্কে এক বেফাঁস মন্তব্য করেন। আর তাঁর এই মন্তব্যের প্রতি মার্কিন জনগণের ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষিত হয়। আর এরই প্রেক্ষপটে ঐ কর্মকর্তাটি ১৯৭৬ সনে নিজ পদে ইস্তফা দেন। (এর দশককাল পরে *আল-ক্যাম্পানিস*-এর লস এঞ্জেলেস ডোজার-এর জেনারেল ম্যানেজার এবং *সিবিএস*-এর ক্রীড়া ভাষ্যকার জিমি 'দ্য গ্রিক' স্নাইডার টিভি/বেতার সম্প্রচারে কৃষ্ণকায় ক্রীড়াবিদদের সম্পর্কে দায়িত্বহীন উক্তি করায় তাঁদের চাকরি যায়)। আমরা যে মার্কিন কেবিনেট কর্মকর্তাটির কথা বলেছি তিনি তৎকালের মার্কিন কৃষিসচিব (মন্ত্রী) আর্ল বুজ। তিনি কৃষ্ণকায়দের সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন সেটিই সংবাদ-কাহিনী হওয়ার একমাত্র কারণ। এই মন্তব্যটি তিনি প্রকাশ্যে জনসমক্ষে নয় বরং একান্তে ঘরোয়াভাবেই করেছিলেন। এব্যাপারে সংবাদ-মাধ্যমগুলি যে প্রশ্নের মুখোমুখি হয় তাহ'ল, রিপাবলিক্যান পার্টি বুজের মতে কেন কৃষ্ণকায়দের ভোট পাবে না সেটার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যেসব অশ্লীল ও স্থূল কথাবার্তা বলেন তা ছাপা ঠিক হবে কিনা। বেশিরভাগ খবরের কাগজ বুজের ঐ বিবৃতি নিম্নবর্ণিতভাবে রিপোর্ট করে ঃ

> "আমি আপনাদের বলতে চাই, আপনারা কৃষ্ণকায়দের মনোযোগ বাড়াতে পারবেন না। কেননা, ওরা শুধু তিনটি জিনিস চায়। জানেন ওরা কী চায় আসলে? আমি আপনাদের সেটাই বলতে চাই। এক. ওরা চায়, গাদাগাদি থাকতে (অশ্লীলতা), দুই. ঢোলা জুতো আর তিন. ওমওয়ালা জায়গা (স্থূলতা/অশ্লীলতা অর্থে)। [১৩]

মিঃ বুজ এ কথাগুলি একান্তে ঘরোয়াভাবে বলে থাকুন কিংবা জনসমক্ষে বলে থাকুন তাতে কিছু আসে যায় না, এ মন্তব্য সংবাদযোগ্য। *এপি*, পরিচালিত এক জরিপ থেকে জানা যায়, বুজের কথাগুলি দু'টি দৈনিক পত্রিকা হুবহু [১৪] ছেপে দেয়। আরও দু'টি বিশ্ববিদ্যালযের পত্রিকায় (মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় ও ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়) একই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। একটি খবরের কাগজ পাঠকদেরকে মিঃ বুজ উচ্চারিত শব্দগুলি প্রকৃতপক্ষে কি তা দেখার জন্য তাদের অফিসে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। *ইরি*(পেন্সিলভ্যানিয়া) *মর্ণিং নিউজ*-এর এই আমন্ত্রণ আনুমানিক ৫০জন পাঠক গ্রহণও

www.pathagar.com

করেন। যেসব খবরের কাগজ মিঃ বুজের অশ্লীল ও স্থূল কথাগুলি ছাপে নি তাদের সেই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা হিসাবে তারা বলে যে, তারা সংবাদ-কাহিনীর যে লাইনে ডট চিহ্ন দিয়ে কথাগুলির জায়গা ফাঁকা রেখেছিলেন সেটা কতোজন পাঠক নিজেদের বুদ্ধি-অনুমান প্রয়োগ করে সম্ভাব্য শব্দগুলি কী হতে পারে সেটা পূরণ করে দেখেছেন সেটা তাদের মাথাব্যথা নয়, কেননা, মিঃ বুজ যা বলেছেন তারচেয়ে সেগুলি নিশ্চয়ই অতো গুরুতর হ'ত না বা হয় নি। সংবাদ-কাহিনীর ভাষা এমনিভাবে ধোপদুরস্ত করার ঘটনাটি ঐ সরকারী কর্মকর্তার মন্তব্যকেই প্রধান বিবেচ্য করে তুলেছে, সংবাদ-মাধ্যম কর্তৃক সংবাদ বিচারের বিষয়কে বড়ো করে নি। রিপোর্টে কেবল যদি এর কথা বলা হতো যে, মিঃ বুজ কিছু সাম্প্রদায়িক বা বর্ণবাদী রঙ-তামাশামূলক কথা বলেন। তাহ'লে এক্ষেত্রে পাঠকবর্গের ওপর যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে তারচেয়ে অনেক কম প্রতিক্রিয়া হ'ত। আর সে যাই হোক, সম্ভবত এর ফলে সাম্প্রদায়িক রং-তামাশা কেন হবে সেটার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠার জন্যই পুরো বরাতটিও শেষ পর্যন্ত উদ্ঘাটিত হ'তই।

শেষ যে দৃষ্টান্তটি ওপরে দেওয়া হ'লো তাতে খবরের সূত্রকে রক্ষা করার কোনো সুযুক্তিই নেই। তবে খবরের সূত্র যখন পরিচয় গোপন রাখার জন্য অনুরোধ জানায় সেইক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও হতে পারে।

খবরের সূত্রের পরিচয় গোপন রাখা ঃ ২০ বা ততোধিক বছরের বেশিকাল ধরে এ আর্ণেস্ট ফিটজেরাল্ড কেবল প্রতীকীমূল্যে নয় বরং প্রত্যক্ষ বাস্তবতার ধারণায়ও কেন কোনো কোনো খবরের সূত্র তার পরিচয় গোপন রাখার অনুরোধ জানায় জনগণের জন্য তথ্য যোগান দেবার শর্ত হিসেবে তার মূর্তিমান দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। ১৯৬৮ সনে ফিটজেরাল্ড জনগণের ব্যাপক মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি ঐ সময় কংগ্রেসের এক উপ-কমিটিকে জানান যে, মার্কিন বিমানবাহিনী *সি-৫ গ্যাল্যাক্সি* জেট পরিবহণ বিমান উন্নয়ন করছে তার ব্যয় হিসাবে চেয়ের আনুমানিক আরও দু'শত কোটি ডলার ব্যয় বেশি হবে। আর্নেস্ট ফিটজেরাল্ড ঐ সময়ে ছিলেন বিমান বাহিনীর ব্যবস্থাপনা বিভাগের একজন ডেপুটি। ঘটনার এক বছর পরে তাঁর চাকরি যায়। আর তিনি ঐ চাকুরিতে পুনর্বহাল হওয়ার জন্য সুদীর্ঘ এক যুগ আইনের লড়াই আদালতে চালিয়ে যাবার পর ১৯৮২ সনে মামলায় জয়ী হন ঃ

> বিমান বাহিনী ফিটজেরাল্ডের খোলাখুলি মনোভাবে অসন্তুষ্ট হয়। বিমানবাহিনী কর্তৃপক্ষ প্রথম দিকে বলেন, ফিটজেরাল্ড যে তথ্য দিয়েছেন তা সঠিক নয়। কিন্তু পরে তাঁরা স্বীকার করেন যে, এ ব্যাপারে যে চুক্তি ছিল ও এর যে মৌলিক বিষয়গুলি নিয়ে অনেক ঢাক-ঢোল পেটানো হয়েছে সেগুলির মতো করে ঠিকা চুক্তিতে কাজ করা হয় নি। আর সেইসঙ্গে পরম অনিচ্ছার সঙ্গে এও স্বীকার করেন

www.pathagar.com

যে, নতুন কিছু চুক্তি সম্পাদনের কাজ এখন এগিয়ে চলেছে। এ চুক্তিগুলির সুবাদে লকহীড (ঠিকাদার) যে মোটা মুনাফা করবে সেটাও একরকম গ্যারান্টিড হয়ে যাবে।[১৫]

ফিটজেরাল্ডের মতো মানুষের সঙ্গে আচরণে সরকারি আমলাতন্ত্রের মন-মানসিকতাটি ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারীর সঙ্গে সম্পর্কিত একটি মেমো বা স্মারকলিপিতে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। ১৯৭৩ সনের গ্রীষ্মকালে যখন মামলার শুনানী চলছিল তখন ঐ স্মারকলিপিটির হদিস উদ্ঘাটিত হয়। এই স্মারকলিপিটি লিখেছিলেন মার্কিন বিমান বাহিনীর কর্ণেল আলেকজান্ডার বাটারফিল্ড ও হোয়াইট হাউসের অন্যতম সহযোগী কর্মকর্তা ও হোয়াইট আউসে প্রেসিডেন্ট নিকসনের প্রধান উপদেষ্টা এইচ আর হ্যাল্ডেম্যান ঃ

নিঃসন্দেহে ফিটজেরাল্ড অত্যন্ত উঁচু স্তরের একজন ব্যয়বিশারদ। কিন্তু আনুগত্যের প্রশ্নে তাকে খুব কম নম্বর দিতেই হবে। কেননা, আনুগত্যই হ'ল আসল কাজ। শুধু মাথামোটা সরল নিরেটই অফিসের কাজকারবারের বিরুদ্ধে যদি কিছু অভিযোগ থেকেও থাকে সে সেটাকে স্বাভাবিক চ্যানেলে না নিয়ে অ্যাতো দূরে নিয়ে ফেলবে। কাজেই কিছুকালের জন্য হলেও যাতে সে ভোগে সেটি আমাদেরকে দেখতে হবে। তাকে তার ঐ দুর্যোগ থেকে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করে তাকে আবার ফেডারেল বেতনভোগী কর্মকর্তার পদে বহাল করলে সে ব্যাপারটা আমাদের আগের কোনো অবিচার বা ভূলের স্বীকার-কবুলের শামিল হয়ে যাবে।[১৬]

১৯৮৭ সনে এই ফিটজেরাল্ড আবারও জনসমক্ষে আলোচনার পাত্র হন। ঐ সময় তিনি আরও কয়েকজন ফেডারেল কর্মকর্তার সঙ্গে *স্টান্ডার্ড ফরম-১৮৯* নামে অভিহিত এক সরকারি নির্দেশ মেনে চলতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এই সরকারি নির্দেশটি জারী করেছিলেন রেগ্যান প্রশাসন। এই নির্দেশের শর্তানুযায়ী, সরকারি কর্মচারীদের এই মর্মে শপথ করতে হ'ত তারা কেবল *ক্লাসিফায়েড* তথ্যই গোপন রাখবেন না বরং *ক্লাসিফায়েড করা যায়* এমন তথ্যও গোপন রাখবেন। যেহেতু 'ক্লাসিফায়েড করা যায়' - এই শ্রেণীর তথ্যের আওতায় সকল সরকারি তথ্যই পড়ে আর যেহেতু প্রায় সবকিছুকেই 'ক্লাসিফায়েড' তথ্যের আওতায় ফেলা যায় সেহেতু ফিটজেরাল্ড এরকম একটা ঢালাও বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে আপত্তি জানান।

চিফ পেটি অফিসার (নৌবাহিনী কর্মকর্তা) মাইকেল তুফারিয়েলো ১৯৮৪ সনে মার্কিন নৌবাহিনীর ডালাস বিমান কেন্দ্রে মিলিটারি রিজার্ভিস্টদেরকে সপ্তাহান্তিক অর্থ প্রদানের বেলায় ১,৩০০,০০০ ডলার বেশি পরিশোধ করা হয়েছে বলে সন্দেহ করেন ও সেই মর্মে কর্তাব্যক্তিদের অবহিত করেন। এরপরে দেখা গেল জোর করে

www.pathagar.com

তুফারিয়েলোকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে মানসিক রোগী হিসাবে, তাঁর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা মূল্যায়নের জন্য। আর এজন্য যারা তাঁকে হাসপাতালে এভাবে ভর্তি করেন তাঁদের বা কর্তাব্যক্তিদের বক্তব্য ছিল এই যে, তুফায়িযেলো কাজকর্ম আদৌ ভালোভাবে করতে পারছে না আর এগুলি না দেখেই তাকে ঢালাও পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। অথচ ঘটনা হলো এই যে, তুফারিয়েলো নৌবাহিনীতে ২০বছর চাকরি করেছেন, আর ঐ সময় তিনি পদক পেয়েছেন ১৬টি। এহেন তুফারিয়েলো ১৯৮৭-র জুনে চাকরি থেকে অবসর পান। *ডালাস মর্ণিং নিউজ* পত্রিকা তাদের সংবাদ-কাহিনীতে তুফারিয়েলোর কথার উদ্ধৃতি দেয় এভাবে ঃ

> "হাত গলে বেরিয়ে যাওয়া অতিরিক্ত টাকার এক কপর্দকও আর আদায় হয় নি। আর যেসব অফিসার এই অসঙ্গতির বিষয়গুলি জানতেন তাদের কোনো ভর্ৎসনাও করা হয় নি। আর আমার অবস্থা? আমার কোনোকালে পদোন্নতির সম্ভাবনাও দারুণরকম ক্ষীণ হয়ে পড়ে---যা ঠিক তা করার জন্য আমাকে চিঠিতে সাধুবাদ জানানো হয়। কিন্তু ঐ সাধুবাদ আমার জন্য আমার চাকরি থেকে বের হওয়ার আগে কিছুই করতে পারে নি"। তুফারিয়েলো ---- বলেন, তিনি নিজে রিজার্ভ সেনাদের বেতনের হিসাবটা দেখতেন বলেই ঘটনাটা তিনি জানতেন। তিনি জানান, তিনি বিষযটি উর্ধতন কর্মকর্তা স্তরে জানাবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু নিম্নস্তরের কর্মকর্তারা এতে তাকে বাধা দেয় --- ১৯৮৭ সনের ১২মে ইন্সপেক্টর জেনারেলের অফিসের এক রিপোর্টেএই চূড়ান্ত অভিমত দেওয়া হয় যে, "অনিয়মিত টাকা প্রদানের বিষযটি দলিলায়িত করার জন্য তুফরিয়েলোকে অবিচার সইতে হয়েছে। তার প্রতি অবিচার হয়েছে। তার প্রতি অবিচার হয়েছে।" [১৭]

জেমন ওলসন বলে এক লোক যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহত্তম বিদ্যুৎ উঃপাদন কোম্পানি *কোয়াড সিটিজ নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনে* নিরাপত্তা প্রহরী হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। এই বিদ্যুতকেন্দ্রটি ছিল ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের কর্ডোভার কাছে। জেমন ওলসনের কাছে মনে হয়েছিল যে, ঐ কেন্দ্রে যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বহাল রয়েছে তার মধ্যে গলদ বা শৈথিল্য আছে। তিনি এই গলদের বিষযটি *এফবিআইয়ের* কাছে বলার তিনদিন পর তাঁর চাকরি যায়। তিনি জানিয়েছেন, তিনি এ চাকরি থেকে বিতাড়িত হবার পর যখন অন্যত্র চাকরির সন্ধান করলেন তখন তাঁকে বলা হ'ল, "আরে আপনি তো খুব বেশী রকমে সৎ, আপনাকে আমরা বিশ্বাস করি কি করে?" *ডেস মইনস রেজিস্টারে* প্রকাশিত এ নিবন্ধে ওলসনের এই কথাগুলির বরাত দেওয়া হয় ঃ "আপনি জনগণের জন্য কিছু ভালো করলে আপনাকে পুরস্কৃত করা হবে না----আমি সুনিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি, এই দেশে কিছু লোক আছে যারা এ দিকটায় মনোযোগী কিন্তু তারা কারা আমার জানা নেই।" [১৮]

www.pathagar.com

আমেরিকান অ্যাসেসিয়েশন ফর দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স নভোখেয়াতরী *চ্যালেঞ্জার*-এ বিস্ফোরণের কারণ উদ্ঘাটনে সাহায্য করতে যে ভূমিকা পালন করেন তার জন্য রোজার বয়সলিকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি জানান। তিনি এই সমিতির *ফ্রিডম অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটি অ্যাওয়ার্ড* ও পান। কিন্তু এই রোজার বয়সলি তাঁর ঐ তথ্য প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে যে নিদারুণ মানসিক পীড়ন ভোগ করেন তার জন্য তিনি তাঁর সাবেক কর্মদাতা মর্টন থিওকোলের বিরুদ্ধে শতকোটি ডলার ক্ষতিপূরণের মামলা ঠুকে দেন।[১৯]

ফিটজেরাল্ড, তুফারিয়েলো, ওলসন ও বয়সলি - এদের কেউ তাঁদের পরিচয় গোপন রাখার অনুরোধ জানান নি তবু তাঁদের ঘটনাগুলি থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না কেননা তাঁদের মতো অন্যান্য কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিজেদের পরিচয় ফাঁস করতে চান না। সরকারী/লোক/বা বেসরকারী যে ধরনের প্রতিষ্ঠানই হোক না কেন, ঐ প্রতিষ্ঠানের পদস্থ কর্মকর্তারা যেসব অপকর্ম, ভূল বা দূর্নীতি করেন সে ব্যাপারে ঐসব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা হলেন প্রায়ক্ষেত্রেই তথ্যের উৎস। যেহেতু কর্মচারীরা দুর্বল এই উপলব্ধির কারণে যে, তাদের চাকরির নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে সেহেতু এ ধরনের কর্মচারীরা রিপোর্টারের সঙ্গে কথা বলার সময় তাদের পরিচয় গোপন রাখার অনুরোধও জানাতে পারেন। ফৌজদারী বা অপরাধমূলক বিষয় হলে, খবরের সূত্র তাদের ব্যক্তি নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা করেন আর সেজন্যই তারা চিহ্নিত বা শনাক্ত হতে চান না। জনগণ একটা সুশাসনের আওতায় বাস করুক - এটা নিশ্চিত করতে হ'লে জনগণের যেসব তথ্য জানা উচিত সেই তথ্য জনগণকে জানানোর কাজটিও ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে যদিও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকগণ সার্বভৌম।

তবে এসব সত্ত্বেও খবরের সূত্রকে তার পরিচয় প্রকাশ গোপন রাখতে স্বীকৃত হওয়ার আগে রিপোর্টারকে বিবেচনা করতে হবে তথ্যটি অন্য কোথায়ও পাওয়া যাবে কি না। খবরের সূত্রকে তার পরিচয় উল্লেখ করতে দেবার ব্যাপারে রাজি করানো চেষ্টা যৌক্তিক হবে কি? খবরের সূত্র তিরস্কার এড়াতে না দায়িত্ব এড়াতে তাঁর পরিচয় চেপে যেতে চান? তথ্যটি কি সংবাদ-কাহিনীর জন্য এতই অতীব গুরুত্বপূর্ণ, গুরুত্বপূর্ণ খবরের পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের কাছেও যার ফলে রিপোর্টারের ঐ খবরের সূত্র পরিচয় গোপন রাখাটা দায়িত্বহীন কাজ হবে?

খবরের শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের জন্য সহায়তা

বিশ শতকের মার্কিন সাংবাদিকতার ইতিহাসের সিংহভাগই লেখা হয়ে থাকে আদালতকক্ষে সংবাদ-কাহিনীর লেখক সংবাদ-কাহিনী লেখেন বিজ্ঞ জজ, অভিযুক্তকারী

www.pathagar.com

অ্যাটর্নী ও আইনজীবী হিসাবে। তাঁদের বিষয়: মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনী ও অঙ্গরাজ্য 'রক্ষামূলক আইনগুলি' কী পরিসর অবধি *গ্র্যান্ড জুরি* (জুরীমন্ডলী) পুলিশ ও দেওয়ানি বিরোধ-বিবাদে জড়িত পক্ষের চাওয়া তথ্য না প্রকাশ করার সুবিধা রিপোর্টার ভোগ করে। বিষয় সরল অথচ অতি সুগভীর। মার্কিন সরকার পদ্ধতির আবশ্যকীয় উপাদান হচ্ছে, একটি সুপরিজ্ঞাত নির্বাচক জনমন্ডলী যা স্বসরকার পরিচালনায় সমর্থ। জনগণের কাছে তথ্য যোগানোর প্রক্রিয়ায় খবরের রিপোর্টাররা কোনো কোনো সময় খবরের সূত্রকে এই মর্মে অঙ্গীকার করে থাকেন যে, তাঁর (সূত্রের) পরিচয় প্রকাশ করা হবে না কিংবা সংবাদ সংগ্রহের প্রক্রিয়া সঞ্জাত কিছু তথ্যও প্রকাশ করা হবে না। খবরের সূত্রকে রক্ষা করার এই যে প্রবণতা - এটি জনস্বার্থের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

খবরের শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের সেবার জন্যে রিপোর্টাররা খবরের সূত্রের পরিচয় অজ্ঞাত রাখার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সাধারণত তিনটি রক্ষাব্যবস্থার প্রয়োগ করে থাকেন। (১) তাঁরা যুক্তি দেখান যে, মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনী সংবাদক্ষেত্রের (পত্রের) স্বাধীনতার গ্যারান্টি দিয়েছে। আর বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ থেকে সংবাদ সংগ্রহ প্রক্রিয়াকে রক্ষার জন্য অঙ্গরাজ্য সংবিধানগুলিতও অনুরূপ ধরনের গ্যারান্টি রয়েছে। (২)'শীল্ড' আইন ও বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তসমূহ যেগুলি প্রায় সকল অঙ্গরাজ্যেই প্রচলিত সেগুলি রিপোর্টার ও তাদের খবরের সূত্রের জন্য এখন কিছুটা রক্ষা সুবিধা প্রদান করে থাকে। কোনো আদালত কোনো খবরের রিপোর্টারকে কোনো সূত্রের পরিচয় প্রকাশ বা তথ্য প্রকাশ করতে আদেশ দেওয়ার আগে ঐ আদালতকে অবশ্যই কতকগুলি নির্ণায়ক শর্ত পালন করতে হবে। এগুলি হল, যে মামলা বা যে বিষয় বিচারাধীন তার জন্য যে তথ্যটি চাওয়া হচ্ছে সেই তথ্য আবশ্যক বা অত্যন্ত জরুরী কি না? অন্যান্য সূত্র থেকে সংশ্লিষ্ট তথ্যটি সংগ্রহের সকল যৌক্তিক উপায় বা পথ কাজে লাগাবার সুযোগ ও সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে কি না? এই যে অনুরোধ করা হচ্ছে, সেটা যে নিছক চাপল্যসুলভ নয় সেটা কি নিঃসংশয়? যদি কোনো আদালত দেখে যে, যে তথ্য সাওয়া হচ্ছে সেটি ঐ মামলার আইনগত কার্যপদ্ধতির মর্মমূলের সঙ্গে সম্পর্কিত, তথ্যটি আর অন্য কোনো সূত্র থেকে পাওয়া যাচ্ছে না ও একইসঙ্গে অনুরোধটি লঘুচিত্ততামূলক নয়, কেবল তেমন পরিস্থিতিতেই আদালত একজন রিপোর্টারকে একটি খবরের সূত্রের পরিচয় প্রকাশ করার কিংবা গোপন তথ্য আদালতকে জ্ঞাত করার জন্য আদেশ দিতে পারে।[২০] এবং (৩) রিপোর্টার এরকম পরিস্থিতিতে খবরের সূত্রের পরিচয় ফাঁস করার চেয়ে বরং সত্যাগ্রহমূলক ব্যবস্থা হিসাবে জেলে যাওয়াকেই শ্রেয় বেছে নিতে পারে।

www.pathagar.com

কোনো কোনো সময় খবরের সূত্রের এ আশ্বাস ও নিশ্চয়তার দরকার হতে পারে যে, রিপোর্টার প্রয়োজনে জেলে যাবেন তবু সূত্রের পরিচয় ফাঁস করবেন না কিংবা আইন ঐ রিপোর্টার যে গোপনীয়তা রক্ষার অঙ্গীকার করেন তা রক্ষা করবে। এক্ষেত্রে আমরা ফিটজেরাল্ড, তুফারিয়েলো, ওলসন ও বয়সলিকে নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছে তার উল্লেখ করতে পারি। এছাড়া, এও অতি বাস্তব সত্যি যে, খবরের সূত্র ও তাঁর দেওয়া তথ্যকে গোপন রাখার নিশ্চয়তা দেওয়ার ব্যাপারে রিপোর্টারের যে সুবিধা রয়েছে তা না হ'লে অনেক বিরুদ্ধমতাবলম্বী কিংবা তথাকথিত নাগরিক অধিকারবিহীন সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠির মতামতই আর জনগণের কাছে পৌছাতে না-ও পারে। যাদের রাজনৈতিক মতামত ভিন্ন ও যাদের কার্যকলাপের কারণে তারা কোনো সরকারী বা লোকপদে নিয়োগ পায় না কিংবা নিযুক্ত কোনো কমিটি বা নাগরিক সংগঠনের দারস্থ হতে পারে না ও এইভাবে যারা লোক-ফোরামের সুবিধা থেকে বঞ্চিত সংবাদ-মাধ্যম তাদের জন্য একটা ফোরাম হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে যুক্তি হচ্ছে, অন্যেরা কী চিন্তাভাবনা করছে তা সমাজের সকল অংশের কাছে জানা থাকা গুরুত্বপূর্ণ আর এটাও ঠিক যে, সমাজের একটা বড়ো অংশ যে কোনো একটি ইস্যুর একটা অসম্পূর্ণ ছবির সাথেই পরিচিত থাকার সম্ভাবনা বেশি যদি না তাদেরকে সংখ্যালঘু ও বিরুদ্ধবাদীদের মতামত সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এ ধরনের সংখ্যালঘু ও বিরুদ্ধমতাবলম্বী গোষ্ঠির মতামত প্রকাশের সুযোগ সংবাদক্ষেত্রে না দেওয়া হ'লে তাতে কেবল সহিংসতার সম্ভাবনাই বাড়ানো হবে। যুক্তির এই দিকটি সম্পর্কে আলোকপাত করেছিলেন নিউইয়র্কের একজন আইনজীবী, টনিস ওর্টম্যান ১৮০০ সনে। তাঁরই বক্তব্যের টীকাভাষ্য করেছেন ঐতিহাসিক লিওনার্ড লিভি এভাবে ঃ

> যেসব মানুষের একমাত্র দোষ তারা সরল বিশ্বাসী, উৎসাহী, ঐকান্তিক, সংস্কারপ্রবণ, ভুল অভিমত পোষণ বা কোনো কিছু বুঝে ওঠায় অক্ষম। এরা আইন কর্তৃপক্ষের শিকার হয়। কিন্তু এর ফলে অবাধ জনমত গঠনের দরকারী প্রক্রিয়াটি ধ্বংস হয়। গোটা জনসমাজের ওপর একটা ক্ষতিকর নীরবতার অবগুন্ঠন নেমে আসে---আর বাস্তবিকপক্ষেই অসন্তোষ, বিরুদ্ধ মত চেপে দেওয়ায় সহিংসতার আশ্রয় গ্রহণের সম্ভবানা আরো বেড়ে যায়। [২১]

শীল্ড আইন নামে যে আইনগুলি যুক্তরাষ্ট্রে বলবৎ রয়েছে সেইসব আইনের আওতায় রিপোর্টারদের কিছু রক্ষা ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। রিপোর্টার যারা তাদের খবরের সূত্রকে গোপন রাখতে চান তাদের জন্য এই আইনে আইনগত নিরাপত্তা দানের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে এই যে রক্ষা ব্যবস্থার সুবিধা শীল্ড আইনে দেওয়া হয় তা তেমন স্পষ্ট ও পরিষ্কার নয়। বিষয়টি পরবর্তী আলোচনায় স্বচ্ছ হযে উঠবে

www.pathagar.com

শীল্ড আইনগুলির দরকার আছে কি না আর যদি দরকারীই হয়ে থাকে তাহ'লে ঐ আইনগুলি ব্যবস্থাপকসভা বা আদালত দ্বারা সেগুলি পাকাপোক্ত আইন হিসাবে অনুমোদিত হওয়া দরকার কি না - এসব বিষয়ে রিপোর্টারদের মধ্যেই মতদ্বৈধতা আছে। যারা শীল্ড আইনের আরক্ষার বিরোধী তাঁদের একটি বক্তব্য হ'ল এই যে, খোদ সাংবাদিকরাই বরং বরাবর সমাজের কোনো শ্রেণীর জন্য বিশেষ সুবিধা ব্যবস্থার বিরোধিতা করে এসেছেন। তাঁদের আশঙ্কা এই যে, অসাধু রিপোর্টাররা হয়তো ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলার মাধ্যমে ঐ শীল্ড আইনের অপব্যবহার করবেন আর তারপর অস্তিত্বহীন কোনো সংবাদ সূত্রের জন্য নিরাপত্তা সুবিধাও দাবী করবেন। কিছু হাতে গোনা প্রয়োজনীয় ও বিরল পরিস্থিতিতে যখন রিপোর্টার সূত্রকে প্রায় নিয়মিতভাবে তার পরিচয় অজ্ঞাত রাখার কথা দেন তখনও সমালোচকেরা গোপনীয়তার নিশ্চয়তা বিধানে আইনগত ব্যবস্থা থাকার বক্তব্যের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে থাকেন।

কোনো অঙ্গরাজ্য যখন কোনো শীল্ড আইন পাশ করে তখন সেটায় সকল সাংবাদিকই আহলাদিত হন না। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, যদি কোনো আইনসভা এধরণের আইন অনুমোদন করেন, তাহ'লে ঐ আইনসভা অতি সহজে ঐ আইন সংশোধনও করতে পারেন, বাতিলও করতে পারেন। তাঁদের কথা হ'ল, মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনী, সাংবাদিকের প্রয়োজনে কারাবরণের মানসিক প্রস্তুতি এবং রিপোর্টার ও খবরের সূত্রের মধ্যে যে আস্থা ও বিশ্বাস থাকে তা-ই যথেষ্ট; এটা যদি *পদ্মলোচন* না-ও হয় তথ্যের সূত্রের অজ্ঞাতপরিচয়তা ও গোপনীয়তার গ্যারান্টি দেবার মতো কাজ চলার *কানামামা* তো বটেই।

ক্যালিফোর্ণিয়ার একটি শীল্ড আইন এধরনের অভিমতের পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। ক্যালিফোর্নিয়ার ঐ আইনের আওতায় এই বিধান রয়েছে যে, কোনো আদালত কোনো রিপোর্টারকে অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করতে পারবে না। এ কাজটি পারবে না, আইন বা ব্যবস্থাপকসভা, কিংবা কোনো প্রশাসনিক সংস্থাও যদি রিপোর্টার, খবরের কাগজে প্রকাশিত হবে বা হয়েছে এমন কোনো তথ্যের সূত্রের পরিচয় প্রকাশে অস্বীকৃতি জানান। বিষয়টি মনে হয় স্পষ্ট, বাহ্য ও প্রকাশ্য। কিন্তু তবু *ফ্রেজ্‌নো বী* নামে এক পত্রিকার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও তিনজন রিপোর্টারকে দু'সপ্তাহের জন্য শ্রীঘরে কাটাতে হয়। তাঁদের অপরাধ ছিল এই যে, একজন নগর পরিষদ কর্মকর্তাকে কেন্দ্র করে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত এক উৎকোচ গ্রহণের মামলায় গ্র্যান্ড জুরি সাক্ষ্যপ্রদান সম্পর্কিত তথ্যের সূত্র কী সেটা তাঁরা আদালতের জজকে জানাতে অস্বীকার করেন। ঐ চারজন সাংবাদিক অবশ্য স্বীকার করেন যে, তাঁরা এমন একজনের কাছ থেকে ঐ তথ্যটি পেয়েছেন যিনি জজ ডেনভার পিকিনপাহ কর্তৃক ইস্যুকৃত আদেশের বাধ্যবাধতার

www.pathagar.com

আওতাধীন নন। জজ পাকনপাহ এ কর্মকর্তার প্রতি আদেশ জারী করেছিলেন, এই মামলার বিষয়টি সংবাদ-মাধ্যমের সাথে আলোচনা না করবার জন্য। কিন্তু এতকিছুর পরেও ঐ চার সাংবাদিককে জেলে যেতেই হয় কেননা বিজ্ঞ জজ মহোদয় জানান, আইনসভা তাঁকে জানিয়ে দেননি কেমন করে তাঁর এজলাস চালাতে হবে। বলা আবশ্যক, এই মামলার আপীল শুনানি গ্রহণেও অঙ্গরাজ্য সুপ্রীম কোর্ট অস্বীকার করেন।[২২]

যেহেতু শীল্ড আইনগুলি ও সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর প্রশ্নে আদালতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বছরের পর বছর কালপরিক্রমায় বদলাবে সেহেতু খবরের শ্রোতা/পাঠক/দর্শকদের সবাই ও কোনো খবরের সূত্র তার পরিচয় গোপন রাখার অনুরোধ করলে সে অনুরোধ রক্ষায় তাহ'লে তুলনামূলকভাবে কোন স্থিতিশীল নির্দেশনা আর রইলো?

১. গোপনীয়তা রক্ষার অঙ্গীকার ভাসা ভাসা হলে চলবে না। কী বলা হয়েছে ও কে তা বলেছে-এর মধ্যোকার সম্পর্কসূত্রটি ঝট করে উপেক্ষা করাটা ঠিক হবে না। অন্য যে কোনো একক বিষয়ের তুলনায় তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক বেশি তথ্যের তথা সংবাদ সূত্রের ওপরই নির্ভর করবে । সংবাদ সংস্থাগুলিতে প্রায়ই দেখা যায়, সেখানে রিপোর্টারদেরকে বলা হচ্ছে, তারা যদি সূত্রের পরিচয় গোপন ও অজ্ঞাত রাখার ব্যাপারে কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন সেটা সম্পাদক বা পরিচালককে জানাবার জন্যে। এর উদ্দেশ্য এটা নিশ্চিত করা যে, যদি সংশ্লিষ্ট খবর নিয়ে কখনো কোনো মামলা-মোকর্দমা হয় তাহ'লে ঐ সংবাদ সংস্থাটি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তৈরি থাকবে। আবার কোনো সংবাদ প্রতিষ্ঠান মূল সংবাদ-সূত্রের কাহিনী যাচাই করে নেবার জন্য দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্বতন্ত্র সূত্রে এই তথ্যটি সংগ্রহ করে। অবশ্য তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের এই অভিযানে রিপোর্টার ও সম্পাদককে অবশ্যই পরস্পর বিরোধী সূত্র সম্পর্কে সমানভাবে সংবেদনশীল থাকতে হবে। কেননা, যদি তিনটি বাড়তি সূত্র মূল তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা সমর্থন করে অথচ অন্যান্য সূত্রে এর বিপরীত দাবী করা হয় তাহ'লে মূল সূত্রের তথ্য আর যাচাই করা হয় কৈ?

২. আদালতে সাক্ষ্য দেওয়া সকল নাগরিকের কর্তব্য। বিষয়টি আমাদের বিচার ব্যবস্থার মর্মমূলে সুগভীরভাবে প্রোথিত। কেননা, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় তার অভিযোগকারীর মোকাবেলা করার অধিকারও রয়েছে। কোনো আদালত বা গ্র্যান্ড জুরী শুধু কোনো রিপোর্টারের তথ্যের সূত্রকে গোপন রাখার জন্য রিপোর্টারের নড়বড়ে কিংবা খেয়ালী অনুরোধ রাখতে ঐ সব কর্তব্য ও অধিকার প্রয়োগের বিষয়গুলিকে উড়িয়ে দিতে পারেন না।

www.pathagar.com

৩. সমাজের সকল অংশ যাতে সংবাদ-মাধ্যমের নাগাল পেতে পারে সেজন্য রিপোর্টার কোনো কোনো সময় সংবাদ-সূত্রকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন যে, তাঁর পরিচয় গোপন রাখা হবে ও কোনো কোনো তথ্য প্রকাশ করা হবে না। যখন এ ধরনের নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি দেওয়া হয়, ঐ রিপোর্টার ও তার নিয়োগকারী ঐ অঙ্গীকারের ফলাফল ও পরিণতিও গ্রহণ করেন। কলামিস্ট জ্যাক এন্ডারসন যিনি সাবেক প্রেসিডেন্ট নিকসন ও তাঁর প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ২ কোটি ২০ লক্ষ ডলার ক্ষতিপূরণের মামলা ঠুকে দিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ মামলার এক পর্যায়ে তাঁকে সংবাদ-কাহিনীর সূত্রের নাম প্রকাশ করার জন্য আদালত থেকে বলা হলে তিনি ঐ সূত্রের নাম পরিচয় প্রকাশ করার চেয়ে খোদ মামলাটিই তুলে নেন। ঐ মামলায় মার্কিন জেলা আদালতের জজ গেরহার্ড এ জেসেল বলেন, সরকারি পর্যায়ে যে হয়রাণি করা হয়েছে তার প্রমাণ যে এন্ডারসন দিতে পারবেন তাতে সন্দেহ নেই। সেজন্য যথেষ্ট আলামত রয়ে গেছে। --- খবরের কাগজের লোক হিসাবে তাঁর কাজে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু এন্ডারসন তাঁর সকল সম্পর্কিত সংবাদ সূত্রে পরিচয় প্রকাশ না করা পর্যন্ত এই মামালার কাজ এগুতে পারে না। এন্ডারসন সূত্রের নামগুলি প্রকাশ করেন নি। মামলাও আর চলে নি।

অন্যদিকে, ১৯৮৭ সনের গ্রীষ্মে *নিউজউইক* সাময়িকীর সম্পাদকরা স্থির করেন যে, যদিও তেমন প্রয়োজন দেখা দেয় নি তবু পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী ১৯৮৫ সনের অক্টোবরে ভূমধ্যসাগরে *অ্যাকিলি লরো* নামে [২৩] যে প্রমোদতরী ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে সে সম্পর্কিত একটি কাহিনী *নিউজউইক* ম্যাগাজিনে ঐ সময়ে প্রকাশিত হয়। আর সেসময় পরিচয় গোপন রাখার শর্তেই লেঃ কর্ণেল অলিভার নর্থ ঐ কাহিনীর তথ্য প্রদান করেছিলেন। *নিউজউইক* কর্তৃপক্ষ তার নাম প্রকাশের এই সিদ্ধান্ত নেন যেহেতু কর্ণেল নর্থ ইরাণ-কন্ট্রা মামলার শুনানীর এজলাসে বলেন যে, কংগ্রেসকে ছলনা করা বিবেচনাপ্রসূত হয়েছে এ কারণে যে, কংগ্রেস ও প্রতিনিধিপরিষদ সদস্যরা প্রায়ই স্পর্শকাতর তথ্য ফাঁস করে দেন। যেমনটি তাঁরা করেছেন *আকিলি লরো* ঘটনায়ও। কাজেই *নিউজউইক* কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেন যে এধরণের দ্বিরাচার ও কপটাচরণ ফাঁস করে দেওয়া দরকার। কিন্তু *নিউজউইক* কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নিলেও সাময়িকীর অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টার সীমূর হার্শসহ আরও অনেকে এবং পত্রিকার ওয়াশিংটন বুরোর আরও অনেকে এর বিরোধিতা করেন। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, নিউজউইকের উচিত হবে তাঁদের প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করা যদিও নর্থ মার্কিন জাতীয় টিভিতে মিথ্যা কথা বলেই চলেছেন। [২৪] এই ঘটনাটি যখন গোপনীয়তা রক্ষার অঙ্গীকার দেওয়া হয় তখন কোনো কোনো সময় কি সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে তারই একটি নজির মাত্র।

www.pathagar.com

৪. রিপোর্টার ও সংবাদমাধ্যম গোপনীয়তার সকল নিয়মবিধি বা রীতি নির্ধারণ করেন না। তাছাড়া, এই গোপনীয়তার ব্যাপারটি কখন ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়ে সেটাও অনুমান করতে পারেন না । একজন রিপোর্টারকে তাঁর সংবাদের সূত্রের পরিচয় প্রকাশ করার জন্য আদালত আদেশ দিতে পারে কিংবা কোনো টিভি ষ্টেশন গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নি এমন ক্ষেত্রে অসম্প্রচারিত ভিডিওটেপ আদালতকে দেওয়ার জন্য আদিষ্ট হতে পারে। এখানে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। একটি দেওয়ানী মামলায় আইওয়া অঙ্গরাজ্যের টিভিকেন্দ্র ডেস মইন্‌স-এর *ডব্লিউএইচওু*-টিভিকে একটি প্রকাশ্য আত্মহত্যার ঘটনার অসম্প্রচারিত ভিডিওটেপ আদালতক দেওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। ঐ আত্মহত্যার ঘটনার বিবরণে বলা হয়, ১৮ বছরের এক তরুণ শক্তিশালী হ্যান্ডগান হাতে বেশ কয়েক ঘন্টা পুলিশকে তার ধরাছোঁয়ার বাইরে রেখে রুশ *রুলে* খেলবার মতো করে ঘুরপাক খেতে থাকে। আর এরকম কয়েকবার ঘুরপাক খেতেই বন্দুক থেকে গুলি বের্রিয়ে যায়। তরুণটি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা পড়ে। শোকসন্তপ্ত ঐ তরুণের পরিবার নগর পরিষদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। তাঁরা যুক্তি দেখান যে, *ডব্লিউএইচও টিভি ঐ* ঘটনার যে অসম্প্রচারিত ভিডিও *টেপ* করে *রেখেছে* সেটায় প্রমাণিত হবে যে, তরুণটি ওভাবে আত্মহত্যার আগে পুলিশের পক্ষে ত্বরিৎ ব্যবস্থা নিয়ে তাকে নিরস্ত্র করার সুযোগ ছিল। তাতে ওকে প্রাণ হারাতে হ'তা না। সংশ্লিষ্ট টিভিকেন্দ্র অবশ্য তাদের অসম্প্রচারিত ভিডিওটেপ আদালতে পেশের বিরুদ্ধে নীতগত প্রশ্নে লড়ে। এর আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল, এক্ষেত্রে নজির সৃষ্টি হতে না দেওয়া। টিভি কর্তৃপক্ষ যুক্তি দেখান যে, তাদের সংগঠন একটি সংবাদ এজেন্সী মাত্র; কোনো মামলা বা বিরোধের বিভিন্ন পক্ষের স্বার্থে তথ্য যোগাড় তাদের কাজ নয়। এরপর আইওয়া অঙ্গরাজ্য সুপ্রীমকোর্ট মামলাটি এই বলে নিম্ন আদালতে পাঠিয়ে দেয় যে, শোকসন্তপ্ত পরিবারটির অনুরোধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্য অন্যত্র পাওয়া যায় কি না - এই শর্তটি পালিত হয়েছে বা হয় নি সেটার সম্পর্ক নেই। আর তাছাড়া, বিষয়টি মামলার মূল বিষয়ের মর্মমূলের সঙ্গেও সম্পর্কিত নয়।

এও বলা যায় যে, প্রায় সকল বিরোধে কোনো না কোনো পক্ষ মামলার বিলম্বে উপকৃত হয়। আর তাই একজন অ্যাটর্নীকে দেখা যায়, তিনি একটা সংবাদ প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য আনানোর জন্য আদালতের আদেশ বের করছেন। যদিও তিনি জানেন যে, ঐ আদেশ বের করার জন্যে লড়ার কাজটা হবে অনর্থক, হয়তো বা পরিশেষে এও প্রমাণ হবে, আদালতের ঐ আদেশের কোনো দরকারই ছিলনা তবু। এটা তিনি এ কারণে করেন যে, এতে মামলার অগ্রসর হওয়ার কাজটি বিলম্বিত হবে ও তাতে তার মক্কেলের সুবিধা হবে, সুবিধা হবে এ কারণে যে, তিনি ঐ মমেলায় তার অনুকূল রায় পাওয়ার সম্ভাবনা যা কিছু আছে সেগুলি সবই আগগোড়া যাচাই করে দেখার সময় হাতে

www.pathagar.com

পাবেন। আর এই কারণেই রিপোর্টার, তাঁর সম্পাদক বা ধার্তা পরিচালকের উচিত অপ্রকাশিত বা অসম্প্রচারিত তথ্যের ভাগাভাগি বা তথ্য প্রদানের ব্যাপারে যে মূলনীতিগুলি জড়িত সেগুলি যথাযথ উপলব্ধি করা।

৫. খবরের সূত্রের নিজের আত্মরক্ষার স্বর্থেই বোঝা দরকার যে, একজন রিপোর্টার যে তাঁকে গোপনীয়তা রক্ষার অঙ্গীকার করেন সেটার ব্যাপারে ঐ রিপোর্টারের তত্ত্বাবধায়ক সম্পাদকের, কোম্পানির আইনজীবীর কিংবা আরও অন্যেরও অনুমোদন দরকার হতে পারে। খবরের সূত্রের জন্য বড় বিষয় হ'ল রিপোর্টারের ওপর তাঁর আস্থা ও বিশ্বাস আর সেইসাথে এই উপলব্ধি যে, যে তথ্য তাঁর সাথে ভাগাভাগি করে নিতে হচ্ছে সেটা জনসাধারণের কাছে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, খবরের সূত্রও শেষ পর্যন্ত হয়তো তাঁর পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবার ঝুঁকিটুকু নেবেন কেননা, তাঁর কাছে যে গোপনীয়তা রক্ষার অঙ্গীকার করা হয়েছে সেটা শতকরা ১০০ ভাগ নিরাপদ নয়। আর এ ধরনের একটা চেতনায় খবরের সূত্র এই যথার্থ উপসংহারে উপনীত হতে পারেন যে, তিনি গোড়া থেকেই শনাক্ত হওয়ার জন্যে মানসিকভাবে তৈরি।

৬. পরিচয় গোপন বা অজ্ঞাত রাখার সকল অনুরোধকেই আইনের অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে ফেলে খুঁটিয়ে দেখার দরকার নেই। খবরের কাগজ পড়া, টিভি দেখা কিংবা রোজ রেডিও শোনার কাজগুলি থেকে দেখা যাবে যে, রিপোর্টার নিয়মিত রুটিনমাফিকভাবেই বহ ধরনের সংবাদ-খন্ডে সূত্রের পরিচয় গোপন রাখেন, তিনি অজ্ঞাত পরিচয় থাকেন। এসব সংবাদ-কাহিনীর মধ্যে বেসবল লকার রুমে কথা থেকে শুরু করে মার্কিন সেনেটের পোশাক ঘরের আলাপ সংক্রান্ত খবরও থাকে। অজ্ঞাতপরিচয় সূত্র ব্যবহারের বেলায় তিনটি শর্ত পালনীয়: তথ্যটি শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের জন্য কতোখানি গুরুত্বপূর্ণ? সূত্র তথ্যের সাথে সম্পর্কিত - শুধু এ কারণেই কি খবরের সূত্রের বিপদে পড়ার বা দূর্ভোগে পড়ার ঝুঁকি রয়েছে? সরকারি/লোক রেকর্ডপত্রসহ অন্য সূত্র থেকে কি বাঞ্ছিত তথ্যটি পাওয়া যায় যেখানে সূত্রের পরিচয় অজ্ঞাত রাখার সমস্যা নেই? প্রায় ক্ষেত্রেই এমন হয় যে, রিপোর্টার ও খবরের সূত্র তাদের নিজেদের কাজের নানা কৌশলে ফাঁদে কিংবা তাদের নিজ ব্যক্তিগত অগ্রাধিকারের কারণে ফাঁদে আটকে যান। গোপনীয়তা রক্ষার জন্য বা মঞ্জুরের জন্য অনুরোধ করার বিষয়ে বিচার-বিবেচনাকে ফলপ্রসূ করতে একটা সহায়ক উপায় হচ্ছে তাতে খবরের শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের কী উপকার হবে সেদিকে পুনঃমনোনিবেশ করা।

www.pathagar.com

খবরের সূত্র গড়ে তোলা

সমাজবিজ্ঞানী পল ল্যাজার্সফেল্ড ও রবার্ট মার্টন মাধ্যমে প্রভাব বা ক্রিয়াফল সম্পর্কিত তাঁদের এক ধ্রুপদী আলোচনায় "মর্যাদা প্রদায়ক" ধারণার বিষয়টির প্রস্তাবনা করেছেন এভাবে ঃ

> গণমাধ্যমগুলি মর্যাদা প্রদান করে --- শুধু গণযোগযোগ মাধ্যমের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারলেই হয় তাতেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অবস্থানগত মর্যাদা বেড়ে যায় যা যেকোনো সম্পাদকীয় সমর্থন থেকে স্বতন্ত্র। গণযোগাযোগ মাধ্যম ব্যক্তি ও সমষ্টিকে মর্যাদা দেয়, আর তা তাদের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করে। এটা সম্ভব হয় তাদের মর্যাদার ন্যায্যতাবিধানের মাধ্যমে। সংবাদক্ষেত্রের স্বীকৃতির অর্থ এটারই প্রমাণ যে, উল্লেখযোগ্য একজন কারো আগমণ ঘটেছে। [২৫]

ল্যাজার্সফেল্ড ও মার্টন বলতে চেয়েছেন যে,সামাজিক সমস্যার প্রশ্নে জনবিতর্ক এবং ঐসব ক্ষেত্রে মূখপাত্র ও নেতার আবির্ভাবের বিষয়টি প্রধানত সংবাদ মাধ্যমের খবরের সূত্র বাছাইয়ের ওপর নির্ভর করতে পারে। (সমান গুরুত্বপূর্ণ আরো যে বিষযটি অতি সাম্প্রতিক কয়েক বছরে সংবাদ-মাধ্যমগুলি স্বীকার করেছে তা হ'ল, সংবাদ মাধ্যম যখন সম্ভাব্য সংবাদসূত্রকে উপেক্ষা করে তখন উল্লিখিত বিতর্কের প্রকৃতিও বদলে যায়। এ বিষয়টি পরবর্তী অধ্যায় বিস্তারিত আলোচ্য)।

খবরের সূত্রকে গড়ে তোলা, তার মর্যাদা বৃদ্ধি ও তার সুখ্যাতি আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করা, তার ক্ষমতা ও মর্যাদা বাড়ানো-এ সবকিছুই প্রধানত সংবাদ প্রতিবেদনের সহজাত বিষয়।

এক চক্রাকার প্রক্রিয়া ঃ খবরের সূত্র কোনো একটা সমস্যা বা ইস্যু নিয়ে বলছেন এই মর্মে একবার তাঁর উদ্ধৃতি দেওয়া হ'লে তাঁর স্বীকৃতি বাড়ে, মর্যাদাও বাড়ে। ঐ ইস্যুর আবার উদয় হ'লে রিপোর্টাররা উল্লিখিত খবরের সূত্রকেই খোঁজেন তাঁর মন্তব্যের জন্য। একটা ইস্যুতে এর আগে কোনো এক ব্যক্তির কথার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়ে থাকলে একজন রিপোর্টার যখন তাঁর কথার কোনো উদ্ধৃতি ছাড়াই ঐ বিষয়ে সংবাদ-কাহিনী তৈরি করতে নিয়োজিত থাকেন তাঁকে একটা প্রতিষ্ঠিত সূত্রের মন্তব্য বা বক্তব্য দেওয়ার জন্যে বলা হয়। প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়, সম্পাদক বলছেন "---- অমুকের মন্তব্য ছাড়া ------ আমরা এ বিষয়ের ওপরে কোনো সংবাদ-কাহিনী করতে পারি না।"

পরিপ্রাম্ভিক ইস্যুর ওপরেও সুপ্রতিষ্ঠিত সংবাদ-সূত্রের মন্তব্য সন্ধান করা হতে পারে। আর যে সূত্রের সত্যিকার অর্থেই 'উদয়' বা 'আগমন' ঘটেছে তাকে এমন সব বিষয়ের বা ঘটনার ওপর মন্তব্য করার জন্য অনুরোধ করা হতে পারে যার সম্পর্কে তার

www.pathagar.com

কোনো কিছুই জানা নেই। বিশ্বের যে কোনো বন্দিত ও নন্দিত ব্যক্তিত্ব বা বিখ্যাত রাজনীতিককে *সুপারবৌল*, বিশ্বসিরিজ, শিশুপালন প্রভৃতি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্যে যে মনোযোগ দেয়া হয়, যে নিষ্ঠায় উদ্যম ও শ্রম নিয়োগ করা হয়, তাঁর বা তাঁদের প্রতি যে মনোনিবেশ ঘটে তা রীতিমতো লক্ষ্য করার বিষয়। এ ধরনের পরিস্থিতিগুলির বেলায় তথ্য কী সেটার চেয়ে সূত্র কে সেটি অনেক বেশি বড় ও ধর্তব্য বিষয়। এছাড়াও, একজন রিপোর্টারের খ্যাতিও বাড়ে কেননা, তিনি এমন একজন কেউকেটা ও অত্যন্ত প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন সূত্রের কাছ থেকে কথা তথা-তথ্য পেতে সক্ষম হয়েছেন! সেটাই তো ঢের। ধন্য হবার মতো, এমনকি, যদি এই বিশেষ বিষয়ে এ সূত্রের কথাগুলি একান্ত কথার কচকচি মাত্র হয়েও থাকে।

রোলোডেকস সাংবাদিকতা ঃ সম্প্রচার মাধ্যমগুলিতে লোক বা সরকারী বিষয় ও সংবাদের জন্য আগে থেকে যে অনুষ্ঠানসূচি করা হয়ে থাকে তা থেকেই *রোলোডেকস সাংবাদিকতা*-এই পারিভাষিক শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে। এই রোলোডেক্স সাংবাদিকতা বলতে একটা ফর্ম্যাট বা ছাঁচকে বোঝায় যার চৌহদ্দির মধ্যে থেকে খবরের রিপোর্টার বা খবরের প্রযোজক সংবাদ-সূত্রগুলির একটা *বাথান* খুঁজে পান আর সেই সুবাদে তাঁরা আজকের রাতে কাকে কাকে মন্তব্যের জন্যে পাওয়া যাবে, কোনো একটা বিশেষ বিষয়ের জন্য কার বা কাদের ওপর নির্ভর করা যাবে এমন ব্যক্তিদের তথা খবরের নিয়মিত সূত্রদের মাঝে চক্কর দেওয়া যায়। আরো একটি অবলম্বনকে রিপোর্টাররা প্রায়ই কাজে লাগান। সেটি হ'ল বার্তাকক্ষের গ্রন্থাগার। এই তথ্যাগারে খবরের কাগজের আগের ইস্যুগুলির তথ্য থাকে। তথ্য থাকে পূর্ববর্তী সময়ে সম্প্রচারিত *ভিডিও টেপ* বা *স্টেরিও টেপ*। কোনো ইস্যু বা ঘটনা কাভার করার দায়িত্ব কোনো রিপোর্টারেকে দেওয়া হলে তার শুধু দরকার হবে ঐসব কাগজের বা টেপের ফাইলগুলি দেখে নেওয়া, পটভূমি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা এবং খুঁজে বের করা - এ বিষয়ে স্বীকৃত খবরের সূত্রকে বা কারা হতে পারে।

আত্মরক্ষা ঃ কুৎসা বা একান্ততা লঙ্ঘনের দায়ে আনীত মামলায় আদালত বিবেচনা করবেন একটি সংবাদ সংস্থা সংবাদ কাভারেজের কাজে কতোখানি দায়িত্বশীল ছিল। ঐ কাভারেজ বেপরোয়া ও দায়িত্বহীন ছিল কি না কিংবা তা স্বীকৃত সাংবাদিকতার ব্যবহাররীতির সঙ্গে সাধারণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল কি না। সোজা কথায়, ঐসব পরিস্থিতিতে যে সংবাদ-কাহিনী নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সেটায় যদি প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত সংবাদ সূত্রের মন্তব্য-বিবৃতি থাকে অর্থাৎ সরকারী/লোক কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্তৃপক্ষ স্থানীয় বিশারদ ব্যক্তির মন্তব্যভিত্তিক হয় তাহ'লে সংবাদ-সংস্থাটির মর্যাদা বাড়ে। যেসব সংবাদ-কাহিনী সম্ভাবনার দিক থেকে বিতর্কিত ও বিরোধমূলক হতে

www.pathagar.com

পারে বলে অনুমান করা যায় সেইসব কাহিনীর বেলায় সংবাদ-সংগঠনের নিজের স্বার্থেই ভালো কাজ হবে এই কাহিনীতে লব্দপ্রতিষ্ঠ সূত্রের মন্তব্য সন্নিবেশ করা। আর এই যে রীতি এটাও খবরের সূত্র গড়ার আরেকটি উপায়ও বটে। তবে এই ধারাটি সংখ্যালঘু ও বিরুদ্ধমতাবলম্বী জনগোষ্ঠিগুলির জন্য অসুবিধাজনক হতে পারে। কেননা, এর ফলে আদালতে যখন তাদের বিষয় উঠবে যেহেতু তাদের এরকম প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি বা মহল নেই আদালত তাদের বক্তব্যে তুষ্ট হবে না, সংবাদ-মাধ্যমের মনোযোগও তারা পাবে না।

অর্জিত মর্যাদা ঃ অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের একটি বিজ্ঞাপনের ভাষায় এরকম একটা ইঙ্গিত অনেক সময় দেওয়া হয় যে, তাদের কোম্পানি যে আয় করেছে সেটা সাবেকী পদ্ধতিতেই সম্ভব হয়েছে, অর্থাৎ কিনা ওরা সেটা নিজেরা অর্জন করেছে। নিজ গুণ ও কর্মকুশলতায় অর্জন করেছে। এইভাবে খবরের একটি সূত্র বিশিষ্ট হয়ে উঠতে পারে আর তার এই বিশিষ্ট হয়ে ওঠার ব্যাপারটি খারাপ বা কোনো বানোয়াট পদ্ধতিতে তিনি তা হন নি, বরং তিনি সেটা অর্জন করেছেন। খবরের সূত্রের অবস্থানগত মর্যাদা বা বিশেষজ্ঞতার কারণে নিয়মিতভাবে তার ওপর নির্ভর করা হয়েছে। সরকারী কর্মকর্তাদের খবরের সুত্র হিসাবে মর্যাদা রয়েছে। এর কারণ, জনগণের কাছে এই সরকারী কর্মকর্তারা দায়িত্বশীল। এই সূত্রগুলিকে দেখা গেছে, তাঁরা যথেষ্ট পরিচর্চিত, গোছালো, বিশ্বাসী ও নির্ভরযোগ্য। আর বলা যায়, এ পরিসর অবধি খবরের সূত্রের উন্নয়ন ও সূত্রের অবস্থান জোরালো হওয়ার বিষয়টি খবরের প্রক্রিয়ার সহজাত।

একজন রিপোর্টারের ধারণায় খবরের একটি সূত্র অন্যতম যে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষণে বিশেষিত হন ও সেই মর্যাদায় উন্নীত হন তা হ'ল তিনি 'বেশ সহায়ক'। সম্ভাবনাময় খবরের যে সূত্রটি রিপোর্টার ও খবরের শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের কাছে সহায়ক বিবেচিত হন তিনি অন্য যারা নিজের স্বার্থ গোছাতে ব্যস্ত বলে অনুমিত তাদের চেয়ে অনেক মনোযোগ লাভ করেন। সংবাদ-মাধ্যমের কাছে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এ ধরনের স্বীকৃতি বা মর্যাদা লাভের সর্বোত্তম উপায় হ'ল একজন রিপোর্টারকে একটি ঘটনা বা ইস্যুকে ভালোভাবে উপলব্ধিতে সাহায্য করা ও খবরের শ্রোতা/পাঠক/দর্শকের কাছে ঐ ঘটনা/ইস্যুর যোগসূত্র বা গুরুত্ব কি সেটাও তাকে বোঝানো।

বিষয়-সংক্ষেপ

প্রায়ই সংবাদ মাধ্যমের বিরুদ্ধে তাদের খবরের কাভারেজে পক্ষপাতের অভিযোগ ওঠে। অর্থাৎ সোজা কথায়, সমালোচকরা, সংবাদ-মাধ্যমে খবরের একটি সূত্র বা একটি ইস্যুকে আরেকটি সূত্র বা ইস্যুর ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বা আনুকূল্য প্রদর্শন করা

www.pathagar.com

হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। সংবাদ-মাধ্যমগুলির বার্তাকক্ষের সাংবাদিকরা প্রায়ই ভেবে অবাক, এমনকি, বিমূঢ় হন যে, পাঠক/দর্শকরা রীতিমতো গণৎকারের মতো বলে দেয় যে, তাদের খবরের কাভারেজ হয়েছে জটিল ধরনের আর হয়েছে কোনো না কোনো পক্ষের অনুকূলে একটা চক্রান্তমূলক নীলনকশাভিত্তিক। এসব লক্ষ্য করে সাংবাদিকরা অনেকসময় রীতিমতো আমোদ ও মজাও অনুভব করেন। খবরের সূত্রের উন্নয়ন ও তাঁদের রক্ষা করার আলোচনায় অন্তত উল্লেখ থাকা উচিত যে, রিপোর্টিং বা প্রতিবেদন প্রক্রিয়ার প্রচ্ছন্নতা, সুক্ষ্মতা ও জটিলতার মতো বিষয়গুলি যা কিছু প্রতিবেদিত হয় সেটার অবয়ব নির্মাণে যে কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তিময় চক্রান্তের চেযে অনেক বেশি ভূমিকা পালন করে।

রিপোর্টার নানাভাবে তাঁর খবরের সূত্রকে রক্ষা করতে পারেন, নিরাপত্তা দিতে পারেন। আর এটা করা হয় রিপোর্টারের নিজের ও সূত্রের উভযের স্বার্থে। তবে এই আরক্ষা ব্যবস্থা ও সুবিধাগুলির অনুমিত শর্ত হবে এই যে, এর চূড়ান্ত সুবিধাপ্রাপক হবেন খবরের শ্রোতা/দর্শক/পাঠক। একজন রিপোর্টারের অহম তুষ্ট করার জন্যে খবরের শ্রোতা/পাঠক/দর্শক যদি বিপথে চালিত হয়, যদি কোনো খবরের সূত্র গড়ে তোলার স্বার্থে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থেকে খবরের শ্রোতা/দর্শক/পাঠককে আপসরফার পাত্র হিসাবে বঞ্চিত করা হয় তাহ'লে ঐ প্রতিবেদন প্রক্রিয়া ব্যর্থ বলে ধরে নেওয়া হবে। তাই খবরের শ্রোতা/পাঠক/দর্শকের স্বার্থের দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করা হলেই তাতে রিপোর্টারের জন্য সংক্ষিপ্ত ইস্যুর ব্যাপারে অধিকতর গুরুত্ব আরোপে সুবিধে হবে আর সিদ্ধান্ত নেওয়াও সহজ হবে।

সূত্রের পরিচয় গোপন বা অজ্ঞাত রাখার অঙ্গীকার খুব সহজে ও তড়িঘড়ি প্রায় ক্ষেত্রেই করা হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো খবরের সূত্রকে আড়াল করার আগে রিপোর্টারকে গোপনীয়তা শর্তটি ছেড়ে দেওয়ার জন্য সূত্রকে বোঝানোর ব্যাপারটি যুক্তিযুক্ত হবে কি না, আর খবরের সূত্র তিরস্কার, ভর্ৎসনা এড়ানো বা দায়িত্ব এড়ানোর জন্যে তিনি অজ্ঞাতপরিচয় থাকতে চাচ্ছেন কি না-এ বিষয়গুলি খতিয়ে বিবেচনা করে দেখতে হবে। আর এ ব্যাপারে সর্বশেষ যাচাই পরীক্ষাটি হবে, তথ্যটি এতো গুরুত্বপূর্ণ যে রিপোর্টার যদি সূত্রকে অজ্ঞাতপরিচয় না রাখেন তাহ'লে সেটা দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক হবে - এমন কিনা দেখতে হবে।

প্রতিবেদন প্রক্রিয়ার বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠিত সংবাদ সূত্রের অনুকূলে তাঁর অবস্থান-মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার পক্ষে কাজ করলেও অজ্ঞাতপরিচয় উৎস ব্যবহারের একটি সুবিধা এই যে, এতে সংখ্যালঘু ও বিরুদ্ধ মতাবলম্বী লোকেরা সংবাদ মাধ্যমে কিছু বলার সুযোগ পেতে পারে।

www.pathagar.com

৫ গতানুগতিক ও অগতানুগতিক সংবাদসূত্র

বিভিন্ন সূত্র, অভিন্ন সমস্যা

ভূমিকা

সংবাদ মাধ্যমগুলি জনসাধারণের জন্য সমাজের যে, ছবিগুলি তৈরি করে সেটিকে সম্পূর্ণ করার জন্য সাধারণ ও ব্যতিক্রম উভয় সূত্র থেকেই খবরের দরকার আছে।

সাধারণ সংবাদ সূত্রগুলিকে কার্য সম্পাদনগত আলোকে মনে করা হয়, এটি সংবাদ মাধ্যমগুলির প্রায় সব তথ্য সংগ্রহের উপায়। এর অর্থ, সংবাদ বিটগুলি থেকে এইগুলির মাধ্যমে ও সরকারি কার্যালয়, জনসংযোগ বা সংবাদ উন্নয়নমূলক সূত্রসমূহ সংবাদযোগ্য ঘটনায় উপস্থিতি নিশ্চিত ও লোক/সরকারি রেকর্ডপত্রের মাধ্যমে খবর সংগৃহীত হয়ে থাকে।

অপেক্ষাকৃত কিছু নতুন বা অপেক্ষাকৃত কম কাজে লাগানো হয় এমন যেসব পদ্ধতিতে সংবাদ যোগাড় করা হয়ে থাকে সেগুলির মধ্যে রয়েছে (১) তথাকথিত নিখুঁত ও সূক্ষ্ম সাংবাদিকতা; (২) সংখ্যালঘিষ্ঠ গোষ্ঠী ও অধিকারহারা জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ ও (৩) সন্ত্রাসবাদী গ্রুপগুলির উৎকট ভূমিকার নানা প্রতিক্রিয়া। এগুলি সংবাদের বড়ো যোগানদার। কিন্তু সংবাদ সৃষ্টির পরিমাণের কারণেই শুধু তা তাৎপর্যবহ নয় বরং সংবাদ-প্রতিবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে নানা জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করে বলেও গুরুত্বপূর্ণ। বৈপরীত্য ও সংগঠনের কারণে এই সংবাদসূত্রগুলিকে *ব্যতিক্রমী* বা নিয়মবহির্ভূত সূত্র বলা হয় যদিও বাস্তব সত্যতা হ'ল এই যে, এসব পদ্ধতির অস্তিত্ব বহুকাল আগে থেকেই রয়েছে।

এই বইয়ে সংবাদপত্রে (ক্ষেত্রের) ক্ষমতা, সাক্ষাৎকার নেওয়া, প্রতিবেদকের জন্য ওঁৎ পেতে থাকা নানা চড়াই-উৎরাই, খবরের সূত্রগুলিকে রক্ষা ও উৎসাহ দেওয়ার বিষয়গুলি সাধারণ ও ব্যতিক্রমী; উভয় সংবাদসূত্রের বেলায়ই প্রযোজ্য। সংবাদসূত্রের মর্যাদা ও পরিস্থিতি বদলালেই যে সংবাদ পক্ষপাতদুষ্ট, অসম্পূর্ণ বা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে এমন নয়।

সাধারণ ও অসাধারণ সংবাদসূত্রগুলি সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত ভালো ধারণা পাওয়া যায়, যেমন (১) রিপোর্টার কত ঘন ঘন এই সূত্রগুলি কাজে লাগিয়ে থাকেন; (২)

www.pathagar.com

খবরের কাভারেজ-এর খরচ (কারণ, অ-সাধারণ খবরের সূত্রগুলির জন্য আরও বেশি সময় দরকার হয় ও সম্পর্কিত খরচগুলি বার্তাকক্ষের বাজেটে ধরা থাকে না ও (৩) সংবাদ বিচারের যে প্রশ্নগুলি দেখা দিতে পারে - এসব বিষয়সাপেক্ষ হতে পারে। অসাধারণ খবরের সূত্রগুলি এমনসব বিষয় ও ক্ষেত্র সম্পর্কিত হতে পারে যেসব এলাকা বা বিষয়ে খবরের জন্য ক্বচিৎ অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। আবার এগুলির সঙ্গে সংবাদ সংগ্রহ সম্পর্কিত ইস্যুগুলি নিয়ে তেমন ব্যাপক পরিসরে হয়তো-আলোচনাই অনুষ্ঠিত হয় নি কিংবা বিষয়গুলি খাড়া-বড়ি-থোড় রুটিনে পর্যবসিত হয়েছে যেমন, সাধারণত বোর্ড (শিক্ষাবোর্ড), ক্রীড়া সংগঠন ও পৌর প্রশাসন নিয়ে হয়ে থাকে।

সাধারণ সংবাদসূত্রসমূহ

খবরের বিট

গতানুগতিক খবরের বিট কি কি যেগুলির তালিকা করার ব্যাপারটি অনেকটাই *আম্মু, পিঠে* ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণের মতো। বিটের একটি তালিকা কার্যত কতকগুলি সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নাম আওড়ানো বলা যায় যেগুলিকে সমাজে তাদের ভুমিকার জন্যে সম্মানিত করা হয় ও মর্যাদা দেওয়া হয়। এরকম প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে আদালত, পৌর কার্যালয়, শিক্ষাবোর্ড, পুলিশ, দমকল বাহিনী, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, রিয়েল এষ্টেট, ক্রীড়া ও সংবাদ সংগঠন, আইনসভা, ধর্মপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি যেগুলি স্থানীয় হিতবাদী মহল, শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও সরকারী এজেন্সিভিত্তিক। অবশ্য এইগুলি সকলেই একই পরিমাণে খবরের *কাভারেজ* পায় না। খবরের সূত্র হিসাবে রুটিনমাফিক সাধারণত এক বা একাধিক রিপোর্টারকে প্রায় সকল খবর তৈরি করার জন্য *অ্যাসাইনমেন্ট* দেওয়া হয়। এছাড়া, খবর সংগ্রহ তৎপরতার সকল কাজেই এ ধরনের একাধিক বিটের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সুবিধাজনক ও দরকারী ঃ বিটের তালিকায় একটিবার চোখ বোলালেই বোঝা যাবে, খবরের কাভারেজের এতসব ব্যাপারে কেন কাঠামো এভাবে তৈরি করে নেওয়া সুবিধাজনক ও সম্ভবত বেশ দরকারীও। বিটগুলির ব্যাপার অনুমানযোগ্য। জনগণের ওপর এই বিটগুলির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া কি আর কী সেবাই বা এগুলি যোগাতে পারে বলে মনে করা হয়, সেই আলোকে বলা চলে, এগুলি খবরের নিরবচ্ছিন্ন উৎস। বিটগুলিতে দৈনন্দিন যেসব ঘটনা ঘটে সেগুলি *নৈকট্য, বিশিষ্টতা, সময়ানুগতা, ফলাফল, মানুষের আগ্রহ,* ও মাঝে মাঝে এমনকি *সংঘাতের* মতো সংবাদ শর্তগুলি পূরণ করে।

www.pathagar.com

একটি বিট থেকে খবর সাধারণত নিরবচ্ছিন্নভাবেই সৃষ্টি হতে থাকে আর এগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিতও বটে। যেমন মে মাসে কোনো ঘটনা ঘটে থাকলে তারসঙ্গে ডিসেম্বর মাসে সংঘটিত আরেকটি ঘটনা সম্পর্কিত হতে পারে। মঙ্গলবারে যে মন্তব্য করা হয় বা কথা বলা হয় তারসাথে বৃহস্পতিবারে দেওয়া যুক্তিতর্কের যোগসূত্র থাকতে পারে। এভাবে দেখা যায়, একটি মেয়াদের জন্য একই রিপোর্টার যদি একই বিটের খবর *কাভার* করেন তাহলে সেটি বেশ কাজের হয়ে থাকে। হিসাবপত্রের দিক থেকেও রিপোর্টারকে যে বেতন দেওয়া হয় তার বদলে সংশ্লিষ্ট সংবাদ মাধ্যম অধিকতর ভালো সুফল পেয়ে থাকে (একাজে সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের কাজ শেখায় কম সময় লাগে ও রিপোর্টিং-এ তিনি অনেক বেশি সময় দিতে পারেন)। এই বিট ব্যবস্থাটি সংবাদ প্রতিষ্ঠানের বার্তাকক্ষের জন্য বেশ সহায়ক। বিট ব্যবস্থায় রিপোর্টারদের যোগ্যতা, আগ্রহ, ও সামর্থ্যের আলোকে তাদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়া যায়। এছাড়াও, এতে খবরের সূত্রের আগের কাজ ও ভবিষ্যতে তাঁর যেসব বিকল্প রয়েছে সেগুলির প্রেক্ষাপটে তথ্যসমৃদ্ধ সংবাদের কাভারেজে পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের আরও বেশি উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বিট ব্যবস্থার সর্বোত্তম দিক হচ্ছে, পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের জীবন প্রভাবিত হতে পারে এমনসব ইস্যু বা ঘটনার ওপর তথ্যসমৃদ্ধ রিপোর্টিং সম্ভব। এ ধরনের সংবাদ হতে পারে করবৃদ্ধি বা লোক উপযোগ সুবিধাবৃদ্ধি যা ঐ করের অর্থেই করা হয়। এধরনের খবরে নাগরিকদের জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাগুলি যেমন জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি নানা স্মরণীয় ঘটনার স্থায়ী মুদ্রিত আকার দেওয়া হয়।

কতকগুলি দোষত্রুটি ঃ বিট ব্যবস্থার দুর্বলতা খুব বেশি নয়। কিন্তু যে ক'টি দুর্বলতা আছে সেগুলিও খোদ এই বিট ব্যবস্থার শক্তির মাঝেই নিহিত। আর সেটি হচ্ছে সংবাদযোগ্যতার ধারণা-অনুমান ও একই রিপোর্টার কর্তৃক বিটের খবরের নিরবচ্ছিন্ন *কাভারেজ*। একজন পাহাড় চূড়ায় আরোহন করছে, আর সেটি সংশ্লিষ্ট এলাকায় ঘটছে - শুধু এ কারণেই এর সংবাদ কাভারেজের ভার একটি বিটকে দেওয়া হয়, ঐ বিটের প্রতিটি কাজ বা ঘটনাই সংবাদযোগ্য বলে নয়। বার্তাকক্ষের সংবাদকর্মীরা এত বেশি কাজ নিয়ে আসেন যার ফলে সংবাদের নিরবচ্ছিন্ন কাভারেজের দাম কমে যায়। খবরের রিপোর্টারদের যাওয়া বা আসার ঘটনা ঘন ঘন হলে, বিশেষ করে, সম্প্রচার শিল্পে, সনাতন খবরের সূত্রে কয়েক মাস বা অনুরূপ সময় অন্তর রিপোর্টারকে *শেখাতে* হতে পারে। আর এরকম পরিস্থিতিতে সুপরিজ্ঞাতও বা তথ্যসমৃদ্ধ সংবাদ প্রতিবেদন বজায় রাখা বা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে ওঠে। খবরের সূত্রের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে সম্পর্কের সমস্যা আছে। বিট ও খবরের সূত্রের সঙ্গে সুপরিচয়, খবরের কোনো সূত্রের

www.pathagar.com

সমস্যাবলীর ব্যাপারে তার প্রতি সহানুভূতি, সূত্রে কার্যক্রমগুলির সাফল্যের জন্য দায়িত্বশীলতার অনুভূতি ইত্যাদি মাত্রায় এতো বেশি হয়ে উঠতে পারে যাতে খবরের শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের কাছে রিপোর্টারের যে দায়িত্বশীলতা রয়েছে তার সাথে সেটি তালগোলও পাকাতে পারে। খবরের সূত্রের ব্যাপারে রিপোর্টারের উল্লিখিত ধরনের উৎকণ্ঠার বিষয়টি অবোধগম্য কিছু নয়। বরং অনুমানযোগ্য কেননা, খবরের সূত্র ও খবরের প্রতিবেদকের মধ্যে দীর্ঘকাল এ ধরনের মননশীল যোগাযোগের কারণে স্বাভাবিকভাবেই এটা ঘটতে পারে।

কয়েকভাবে এ ধরনের সম্পর্ক থেকে সমস্যা উদ্ভবের বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যায়। যেমন,

--- যখন কোনো সংবাদ-মাধ্যম কোনো বিতর্কমূলক সংবাদ-কাহিনীর ওপর কাজ করে আর তাতে খবরের একটি নিয়মিত সূত্রকে একটা প্রতিকূল অবস্থায় পড়তে হয় সেই অবস্থায় যে রিপোর্টার রুটিনমাফিক ভাবে বরাবর এ খবরের সূত্রকে *কাভার* করেন তাঁর পরিবর্তে আরেকজন রিপোর্টার এ *অ্যাসাইনমেন্টটি* নিতে পারেন। এর কারণ এই যে, সংবাদ-মাধ্যমটি আগের বিট রিপোর্টার ও এ খবরের সূত্রের মধ্যে যে অনেকদিনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সেটিকে নষ্ট হতে দিতে চান না।

--- যখন সনাতন খবরের সূত্রগুলির মধ্যে মতামতের বিরোধ দেখা দেয় তখন সেই অবস্থায় বার্তাকক্ষের যে রিপোর্টার সংশ্লিষ্ট বিটগুলি *কাভার* করে তার কারণে বার্তাকক্ষে খবরের সূত্রগুলির ঐ মতবিরোধের প্রতিফলন ঘটতে পারে। এর আগের অধ্যায়ে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে তেমনি বলা যায়, একজন সম্পাদক যখন পুলিশ প্রধান ও নগর ব্যবস্থাপকের মধ্যে কী ঘটনা ঘটেছে তা বুঝে ওঠার চেষ্টায় থাকেন তখন তিনি তাঁর পুলিশ বিটের রিপোর্টার ও নগর পরিষদ বিটের রিপোর্টারের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ পাবেন - এমনটাই প্রত্যাশিত।

--- যখন কোনো বিট রিপোর্টার ছুটিতে যান বা অসুস্থ থাকেন তখন তাঁর বা তাঁদের জায়গায় *বদলি* রিপোর্টারকে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই রিপোর্টার এক বা দু'সপ্তাহ ঐ বিটগুলিতে ঘোরাঘুরিও করতে পারেন। কিন্তু তারপরেও খবরের কাভারেজের ব্যাপারটা এক অদ্ভুত মোড়ও নিতে পারে। হাসির ব্যাপারও হতে পারে। যেসব স্কুলবোর্ড বা নগর পরিষদের সদস্য এতদিন বিট রিপোর্টারের সাথে বন্ধুত্বসুলভ ও ঘরোয়া সম্পর্কের আমেজের সাথে একান্ত পরিচিত ছিলেন সেইসব সদস্য তাদের সভা-সমিতিগুলির *কাভারেজ* খবরের কাগজে দেখার পর তাদের অবাক হবার কারণ ঘটতে পারে, এমনকি অপ্রস্তুতও বোধ করতে পারেন এজন্যে যে, অন্তবর্তীকালীন *বদলি* রিপোর্টার সাহেব যে জিনিসগুলি লিখেছেন কাগজে তা পুরনো বিট রিপোর্টার হ'লে

www.pathagar.com

এমনিতেই চেপে যেতেন। লেখার প্রয়োজন বোধ করতেন না, দরকার নেই বলেই। এই বিট ব্যবস্থার আওতায় প্রতিবেদনে রদবদল বা পরিবর্তন ঘটলে একটি বার্তা সংস্থা সম্পর্কে পাঠক/দর্শকের মত উল্লেখযোগ্যভাবে বদলাতে পারে।

এ ছাড়াও, বদলি রিপোর্টারের পক্ষেও তথ্য সংগ্রহের কাজটি অনেক কঠিনও হয়ে উঠতে পারে কেননা, নিয়মিত রিপোর্টারের সঙ্গে খবরের সূত্রের ইতিমধ্যে যে আনুগত্য বা আস্থার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সেটার সুবিধা তো তাঁর নেই। যেমন দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যেতে পারে, একজন নিয়মিত বিট রিপোর্টারের ওপর পুলিশের আস্থা আছে বলেই পুলিশ তার বেলায় ধরে নেবে যে তিনি এমন তথ্য ফাঁস করবেন না যার ফলে কোনো তদন্ত কার্য ব্যাহত হবে কিংবা কাউকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে বিপত্তির সৃষ্টি হবে। এমনকি সংশ্লিষ্ট তথ্যটি যদি লোক বা সরকারি রেকর্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়ও পুলিশ কোনো বদলি রিপোর্টারকে সেটি দিতে ইতস্তত করবে। তাই নিয়মিত রিপোর্টার তাঁর কাজে ফিরে আসা পর্যন্ত *খবরের সূত্র* কিছু কাজের পটভূমিমূলক তথ্য গোপন রেখে দিতে পারে এই ভেবে যে, অল্পদিনের জন্য যে রিপোর্টার কাজ করতে এসেছে তার সাথে অ্যাতো দহরম-মহরম গড়ার দরকার নেই। এসব দৃষ্টান্ত একটি সাধারণ বিষয়কে স্পষ্ট করে তুলে ধরে।

যাদের পরস্পরের মধ্যে বলতে গেলে দু'বেলা দেখা হয় এমন রিপোর্টার ও খবরের সূত্রের মধ্যেকার সম্পর্ক যেসব রিপোর্টার সূত্রের সাথে কিংবা সূত্র রিপোর্টারের সাথে টেলিফোনে মাত্র একবার কথা বলে তাদের সম্পর্কের চেয়ে ভিন্ন হবে। দু'বেলা বা নিয়মিত যোগাযোগ সম্পর্কের বেলায় মানবাচরণ বলতে আমাদের যা কিছু জানা আছে অন্তত সেগুলির সুবাদে হ'লেও বরাবর যোগাযোগরক্ষাকারী খবর সূত্রের সঙ্গে রিপোর্টার একটা হৃদ্য সম্পর্ক রাখতে চাইবেন। আর তার ফলে জনগণের কাছে যে খবর পৌছাবে সেটির প্রকৃতি প্রভাবিত হওয়ারও সম্ভাবনা থাকবে।

কিছু প্রতিকার ঃ বিট ব্যবস্থার সহজাত কিছু সমস্যা আছে। এগুলি বিভিন্ন বিটে রিপোর্টার ঘুরিয়ে বদল করে দিয়ে ঘরোয়াভাবে নিস্পত্তি করা যায়। এতে রিপোর্টারদের সব বিটের কাজে চৌকশ করে তোলারও সুবিধা হবে। বাইরের দিক থেকে বার্তাকক্ষের বিট কাভারেজের কিছু ঝুঁকি এমনিতেই কমে যায় কেননা, রুটিন বা গতানুগতিক খবরের সূত্রগুলি একমাত্র সংবাদপত্রের ওপরের নির্ভর করে বসে থাকে না, কোনো শুন্যতার মাঝেও কাজ করে না। সরকারি/লোক প্রতিষ্ঠান ও সেইসঙ্গে অবাণিজ্যিক বা মুনাফাবর্জিতভাবে পরিচালিত সংগঠনগুলি জনসমর্থন লাভ এবং সরকারের আদায়কৃত রাজস্ব এবং ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দানের অর্থের ভাগ পাওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতা করে। এ কারণেই কোনো সংবাদপত্র কোনো প্রতিষ্ঠানকে উপেক্ষা করলে, ঐসব প্রতিষ্ঠান তাদের বার্তা উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেবার জন্য অন্য উপায় বের করবে। যদি এ ধরনের কোনো প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত বা অসঠিক *কাভারেজ* পায় তাহলে অন্য একটি প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান ঐ বিষয়ের প্রতি আরেকজন রিপোর্টার বা বার্তা সংগঠনের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। যদিও ব্যাপারটি গলদযুক্ত, নিখুঁত কিছু নয় এই প্রক্রিয়াটি শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের জ্ঞাত হওয়ার বিষয়টি অন্তত চট করে না হোক কিছু বিলম্বে হলেও নিশ্চিত করতে পারে।

বিট ব্যবস্থা কেবল স্থিতাবস্থাই টিকিয়ে রাখে মাত্র - এরকম অভিযোগ অসঙ্গত নয়। তবে সনাতন, গতানুগতিক নয় এমন খবরের সূত্র কাজে লাগিয়ে এই আশঙ্কা দুর করা যায়। বহুকাল সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজ প্রতিষ্ঠানগুলি অবশ্য স্বাভাবিক কারণেই চায় তাদের ব্যাপারে পর্যাপ্ত খবরের *কাভারেজ* দেওয়া হোক। যেমন দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, মার্কিন জনজীবনে ধর্মের যে স্থান রয়েছে, তাতে চার্চ বা গীর্জাঘরগুলিতে গতানুগতিক খবরের একটা প্রধান ও প্রাচুর্যময় খবরের সূত্র বলে ধরে নেওয়া অযৌক্তিক হবে না। কিন্তু হলে কি হবে! ক্যাল টমাস যিনি একটি ধর্মীয় সংগঠনের জন্য কাজ করেছেন ও নিজে একজন ইলেকট্রোনিক মাধ্যমের সাংবাদিকও - এহেন ব্যক্তিও ধর্মীয় খবরের ভাসাভাসা, দায় সারা কাভারেজের ব্যাপারে পরিতাপ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন

> আমরা যারা খবরের কাজকারবার নিয়ে আছি তাদের অনেকের বেলায়ই সমস্যা হ'ল এই যে, আধ্যাত্মিক ঘটনা বা বিষয়ে যথা উঠলেই তাঁরা নানা সন্দেহ-সংশয়ের কথা তোলেন।
>
> আমরা গতানুগতিকতা, একঘেয়ে অনেক কিছু নিয়েই কাজ করি। ধর্মে দারুণ মতির কারণে যারা বাড়াবাড়ি করে আমরা তাদের সামলেছি কিংবা হয়তো যা কিছু 'ধর্মীয়' (একমাত্র বড় ধর্মীয় বিতর্কমূলক কিছু ছাড়া) সবই 'ধর্মীয় পাতা'র বস্তি'-আঁস্তাকুড়ে নিয়ে ঝেড়ে ফেলেছি।
>
> *নিউইয়র্ক টাইম্‌স*-এর ধর্মবিষয়ক সম্পাদক কেনেথ ব্রিগ্‌স একবার এই মর্মে মতপ্রকাশ করেন যে, "প্রায় সকল সম্পাদক মহোদয়ই 'রোববারের ছুটির দিনে স্কুল' করার মতো নেতিবাচক ঘোর নিয়ে কাজ করছেন যেন।" আর তাই কোনো সংবাদ-কাহিনীতে ধর্মের কোনো আঁচ পেলেই চোখটা ওদের কানা হয়ে যায়। [১]

খবরের কাভারেজের এ ধরনের সমস্যা - সেটি কল্পিতই হোক, আর সত্যিকারেরই হোক সেটি কাটানোর জন্য গতানুগতিক খবরের বহু সূত্রই তাদের কাহিনী জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য জনসংযোগ পরিসেবা বা জনসংযোগ পেশাদারদের সাহায্য নিয়ে থাকেন।

www.pathagar.com

জনসংযোগ ও প্রচার সহায়ক পেশাদার কর্মী

জনসংযোগ-এর উল্লেখে ঝানু সাংবাদিকের মনের চোখে দু'টি ছবি ভেসে ওঠে এক, সংবাদ-বিজ্ঞপ্তি; দুই, বাজে কাগজ ফেলার ঝুড়ি। অন্তত এই সাংবাদিকেরা এভাবেই আপনাকে বোঝাতে চাইবেন। অনেক সাংবাদিক তাঁদের দিনের কাজ শুরু করেন খবরের সূত্র বা 'হবু' সূত্রগুলির কাছ থেকে তাঁর ঠিকানায় আসা ডাকগুলির কাগজপত্র খুলে দেখে। এসব ডাকে আসা কাগজপত্রের মোটা অংশই হ'ল সংবাদ-বিজ্ঞপ্তি যার পরবর্তী ঠিকানা হয় বাজে কাগজের ঝুড়ি। কিন্তু এরপরেও একথা ঠিক, জনসংযোগ ও প্রচারসহায়ক পেশাদার লোকেরা রিপোর্টার ও খবরের কাগজের পাঠক/শ্রোতা/দর্শকদের কিছু *ভর্তুকি* খবর তো অন্তত যোগায়! সাম্প্রতিক কয়েক বছরে কাগজের বার্তাকক্ষে এই ভর্তুকি বেশ টুকিটাকি সমাদরও পাচ্ছে। আগে এ ভর্তুকি নেওয়া হতো একান্ত বিরক্তিতে, এখন সে অবস্থা থেকে ওটা একটা স্বীকৃতির পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এখন একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে, জনসংযোগ তথ্যরূপী *ভর্তুকি* রিপোর্টারকে শ্রোতা/দর্শক/পাঠককে তার জানাবার কাজটা আরও সুচারুভাবে করতে সাহায্য করে।

ওকলাহোমা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর জুডি ভ্যান স্নাইক টার্ক সংবাদ-মাধ্যমগুলির বিষয় বা পরিবেশনা উপকরণগুলির ওপর জনসংযোগ কার্যকলাপের প্রভাব নির্ণয়মূলক এক সমীক্ষা করেছেন। লুইসিয়ানা অঙ্গরাজ্যের আটটি খবরের কাগজ এ অঙ্গরাজ্যের ছয়টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের (কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প, বিচার বিভাগ, জননিরাপত্তা বিভাগ, রাজস্ব ও কর বিভাগ ও স্বরাষ্ট্র সচিবালয়)[২] সৃষ্ট তথ্য কেমন করে ব্যবহার করেছে তা তিনি পরীক্ষা করেন। আট সপ্তাহ মেয়াদে এই অঙ্গরাজ্যের ঐ ছয়টি সরকারী প্রতিষ্ঠান খবরের কাগজগুলিকে ৪৪৪টি তথ্য ভর্তুকি যোগান দেয়। ভর্তুকিগুলির মধ্যে বড়ো আকারের ভর্তুকি অর্থাৎ সংবাদ-বিজ্ঞপ্তি ছিল ২১৫টি। টেলিফোন কল এই প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ঐ খবরের কাগজগুলিতে করা হয় ৯২টি, খবরের কাগজ থেকে আসা ৭১টি টেলিফোন কলের জবাব দেওয়া হয়। এছাড়াও, আরও অন্যান্য ধরনের ভর্তুকির মধ্যে রয়েছে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির নানা ধরনের দলিল, সংবাদ-সম্মেলন ও মুখোমুখি সাক্ষাৎকার ইত্যাদি। অঙ্গরাজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মকর্তারা এ তুলনায় একটু ভালোই করেন। তাঁরা সংবাদ মাধ্যমগুলিতে তাঁদের ৫০০ টি ভর্তুকি কাজে লাগাতে সক্ষম হন।

> খবরের কাগজগুলি উল্লিখিত ও প্রাপ্ত ৪৪৪ টি তথ্য ভর্তুকির মধ্যে ২২৫টি অর্থাৎ এগুলির ৫১ শতাংশ ব্যবহার করে। এগুলি পাওয়া যায় ঐ ছয়টি অঙ্গরাজ্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের জনসংযোগ তথ্য কর্মকর্তাদের কাছ থেকে। ----এই ২২৫টি তথ্য বিবরণী ব্যবহারের ফলে ১৮৩ টি আলাদা আলাদা সংবাদ-কাহিনী প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

অর্থাৎ আট সপ্তাহের মেয়াদে খবরের কাগজগুলি ছয়টি অঙ্গরাজ্য সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যে মোট ৩৮৩টি সংবাদ-কাহিনী প্রকাশ করেছিল তার ৪৮ শতাংশ ছিল ঐ ১৮৩ টি সংবাদ-কাহিনী।[৩]

এই সমীক্ষায় অবশ্য সংবাদ-মাধ্যমগুলিকে মোট যে পরিমাণ এই ধরনের ভর্তুকি যোগান দেওয়া হয় তাকে একটি হৈমশৈল ধরে নিলে ঐ হিমশৈলের মাত্র উপরিভাগ দেখা গেছে এমনও বলা যাবে না। বরং এই সম্ভাবনাই বেশি যে, আবহাওয়া বিভাগের কর্মীরা যে তথ্য দেন কিংবা কোনো স্থানীয় অন্ত্যেষ্টি সমাপন প্রতিষ্ঠান থেকে যেসব তথ্যের যোগান আসে তার প্রায় একশ ভাগই সংবাদ-মাধ্যমে ব্যবহার করা হয় কিন্তু স্থানীয় পর্যায়ে কোনো সম্পর্ক নেই এমন জাতীয় সংগঠনগুলি থেকে যেসব তথ্য আসে সেগুলি কার্যত ব্যবহার হয়-ই না বলা যায়। কিন্তু এরপরেও জনসংযোগ কর্তাদের তথ্য খবরের শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের কাছে না পৌছালেও, এগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রিপোর্টারের খবরের জন্য পটভূমিমূলক তথ্য হয়ে থাকে। আর এ ধরনের তথ্যে এই সম্ভাবনাই বেশি।

সূত্র ও রিপোর্টারের এই পারস্পরিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায়ই তাদের মধ্যে উপেক্ষা বা বিরূপতা কেন দেখা দেয়? অনেক রিপোর্টার জনসংযোগ ও প্রচার পেশাদারদের মারফত সহায়তা পেয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁদের কাছে বিব্রতকর ঘটনার কিছু স্মৃতি ক্ষতের মতো হয়ে থাকে আর তার কারণ, ওদের তথ্য ছিল অসম্পূর্ণ, হয়তো রিপোর্টার একটি টেলিফোন কলও করেছিলেন, কিন্তু তাতে কোনো সাড়া মেলে নি কিংবা সে সাড়া যখন এসেছে তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে কিংবা ঐ রিপোর্টার সংশ্লিষ্ট ঐ কোম্পানীর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে করেন নি। আবার অনেক সময় তিনি এমনও বিশ্বাস করেন যে, খবরের সাথে সম্পর্ক নেই এমন উদ্দেশ্যে তাকে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ধরা যাক, একবার একজন জনসংযোগ কর্মকর্তা একটি খবরের কাগজকে বুঝিয়ে রাজি করান যে, তাঁরা যে একটি বিশেষ মৃত্যুজনিত শোকসংবাদ ছাপছেন তার একটা জায়গা থেকে 'ফুলের পরিবর্তে' কথাগুলি তুলে দিতে হবে। তার বদলে শুধু এ কথাগুলিই থাকবে যে, যাঁরা নিজেদেরকে এ বিয়োগ ব্যথায় শরীক করতে চান তাঁদের সরাসরি কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠানে কিছু দান করলেই চলবে। এ বিষয়ে সম্মতির পর খবরের কাগজটি ওভাবেই শোক-সংবাদ ছেপে দিল যে, যে অমুক দাতব্য প্রতিষ্ঠানে দান করলেই হবে। আর সেইসাথে ফুলের কোনো উল্লেখ এড়িয়ে গেল। এ নীতি অনুসরণের কিছু যুক্তি ছিল এ কারণে যে, এতে আর যাই হোক ফুল বিক্রেতাদের জন্য নেতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করার ব্যাপারে এই সংবাদ-কাহিনীর অপ্রয়োজনীয় ভূমিকাটি থাকলো না। কিন্তু শুধু এ পরিবর্তনটুকু আনার জন্য ঐ

www.pathagar.com

জনসংযোগ কর্মকর্তা যখন পুরস্কার পেলেন তখন খবরের কাগজটিকে তার এই চিন্তাভাবনা বা মত পাল্টাতে হ'ল।

তুলনামূলকভাবে খুব কম রিপোর্টার জনসংযোগকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংযোগ সমিতির প্রেক্ষাপটে বিচার করেন। উল্লেখ করা দরকার যে, আমেরিকার জনসংযোগ সমিতি বেশ অনেক কর্মশালার আয়োজন করে থাকে। এদের সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলির মানোন্নয়নের জন্য একটি প্রত্যয়ন কার্যক্রমও রয়েছে। খুব কম লোকই জনসংযোগ কর্মীদেরকে 'ন্যায়পাল' হিসাবে ভাবেন। এই লোকগুলি ভাবেন না যে, জনসংযোগ কর্মীরা তাঁদের নিয়োগকর্তাদের পক্ষ থেকে আরও তথ্যের প্রকাশের জন্য কিংবা তাঁদের ঐ নিয়োগকর্তাদের বিভিন্ন সামাজিক পদক্ষেপগুলি প্রকাশের পক্ষেই কথা বলছেন। অবশ্য, কর্পোরেশন বা কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট অনেক সময় তাঁদের হয়তো চার পাতার এক সংবাদ-বিজ্ঞপ্তিতে সেটার শেষ অনুচ্ছেদে তাঁর কর্পোরেশনের একান্ত অপ্রতুল মুনাফা অর্জনের ব্যাপারটা চেপে যান কিংবা কোনো জনসংযোগ পরিচালক হয়তো আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেওয়ার মাত্র কয়েক ঘন্টা আগেও তাঁদের কোম্পানীর অন্য একটি কোম্পানীর সাথে একীভূত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন। এরকম ক্ষেত্রে খবরের কাগজের রিপোর্টার বিষয়গুলি মনে রাখবেন এমন সম্ভাবনাই বেশি।

অন্যদিকে, ১৯৭০-এর দশকে ও ১৯৮০-র দশকের গোড়ার দিকে বহু কোম্পানী ও কর্পোরেশনের বোর্ডরুমে সংবাদ-মাধ্যমগুলির বিরুদ্ধে বৈরিতার ভাব বাড়তে লক্ষ্য করা যায়। ঐ সময় লক্ষ্য করা যায়, কিছু কর্পোরেশন প্রেসিডেন্ট ও নির্বাহী কর্তা সংবাদ-মাধ্যমের সাথে কথাই বলবেন না - এমনিভাবে মাটী এঁটে আছেন। এর কারণ, তাঁদের নিজেদের ধারণায়, সংবাদ-মাধ্যমগুলি যা রিপোর্ট করে তা শিথিল, ভাসাভাসা, অসঠিক ও পক্ষপাতদুষ্ট।

দুর্ভাগ্যজনকভাবেই, ব্যবসায় জগতের অনেক সফল ব্যক্তিই যোগাযোগ কেমন করে করতে হয় জানেন না। তাঁরা সৌখিন কিছু লোক, বিশেষত কিছু সাবেক রিপোর্টার ভাড়া করেন যাঁরা আর যা-ই হোক দীর্ঘ মেয়াদী ভিত্তিতে জনসংযোগের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলি নির্ধারণ করার মতো যোগ্য নন আর তার ফলে তাঁরা ওয়ার্ড প্রসেসর থেকে যতোকিছুই সংবাদ মাধ্যমের খোরাক বের করুন না কেন তা সোজা ঐ সব সংস্থার বাজে কাগজের ঝুড়ির খালি জায়গা ভরায় সাহায্য করে।

এখন যারা এ ধরনের অকেজো 'মাল' পাঠায় আর নিজ কোম্পানী বা কর্পোরেশনের কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ইস্যুতে মুখ খোলে না তাদের ব্যাপারে রিপোর্টারের মনোভাব কী হতে পারে? হওয়া উচিত? এ অবস্থায় রিপোর্টারের মনোভাব আর যা-ই হোক এমন হবার সম্ভাবনা কম যাতে একটা ফলপ্রসু খবরের সূত্র ও রিপোর্টারের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সম্পর্কের মূল্যায়নের বেলায় সম্ভবত এটি নিশ্চিত যে, যারা

www.pathagar.com

জনসংযোগের কাজ করেন তাদের একটা মিশন, একটা করণীয় রয়েছে। তাদের মিশন হলো, তাঁদের সংগঠনের কাহিনী তুলে ধরা যে সংগঠন তাদেরকে মাসটি গেলে তাদের হাতে একটি অঙ্কের চেক তুলে দেয়। এই যে মিশনের কথা বলা হ'ল, এই মিশন কিন্তু রিপোর্টারের সহায়ক হওয়ার সাথে অসঙ্গতিপূণ কিছু নয়। জনসংযোগের যেসব কর্মকর্তা/কর্মচারী রিপোর্টারের জন্য সহায়ক তাঁদের বেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তাঁরা তাঁদের নিজেদের নিয়োগকর্তাদের কাছেও মূল্যবান বিবেচিত। এর কারণ, তাঁরা খবরের সূত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ও মর্যাদা রিপোর্টারের কাছে প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছেন। লুইসিয়ানা সমীক্ষায় প্রফেসর ভ্যানস্লাইক টার্ক লক্ষ্য করেন যে, "সাংবাদিকদের বেলায় জনসংযোগের রাজি করানোর কৌশলগুলি তেমন কাজ করে বলে মনে হয় না বরং এই বোঝানো, রাজি করানোর ব্যাপারটা একান্ত দরকার না পড়লে না করেই জ্ঞাত করাবার জন্য তথ্য যোগানের ব্যাপারটাই এক্ষেত্রে বরং বেশি কাজ করে।" [৪]

আবার, যোগ্য জনসংযোগ কর্মী কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনতথ্য সম্পর্কিত বিষয়টি বিবেচনায় ধরার ব্যাপারে উৎসাহিত করে থাকেন। এটি সংবাদ-বিজ্ঞপ্তি সুপ্রণীত হবার জন্য বাঞ্ছিতও। তবে কর্পোরেশন বা কোম্পানীর যে ধরনের যোগাযোগনীতি সাধারণ পাঠক/দর্শক/শ্রোতা বা জনসাধারণ, ঐ কোম্পানী বা কর্পোরেশনের সঙ্গে লেনে-দেনে যেসব লোক সম্পর্কিত তারা ও সেইসাথে কোম্পানীর নিজ কর্মকর্তা-কর্মচারী, গ্রাহকবর্গ, সম্ভাব্য বাজার ও সংবাদ-মাধ্যমে সবার আগ্রহ ও সম্পর্কিত বিষয় চিহ্নিত করে সেগুলির সাড়া দেওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে সেই যোগাযোগ নীতির তাই বলে কোনো বিকল্প হতে পারে না।

জনসংযোগ কর্মকর্তা ও কর্মীদের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক যাতে পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের স্বার্থে যায় রিপোর্টার সে ব্যাপারে অনেক কিছুই করতে পারেন ।

১. এ উপলব্ধি করা যে, জনসংযোগ/জনতথ্য কর্মকর্তা ও কর্মীদের তাদের নিয়োগকর্তাদের বক্তব্য জনসমক্ষে বলার একটা 'মিশন' থাকে। কিন্তু এজন্যে ধরে নেবার দরকার নেই যে, ছলনার আশ্রয় নিতে হবে। অর্থনীতি, গ্রাহক-ভোক্তা/ব্যবহারকারী সচেতনা ও সমাজের প্রবণতা সম্পর্কিত সংবাদ-কাহিনীর বেলায় পাঠকের জন্য একটি কোম্পানীর পণ্য, ঐ কোম্পানীর কর্মচারীর সংখ্যা কত, বাজারের পরিসর কি ও তাদের জন্য পরিসেবা কার্যক্রমই বা কি আছে - এগুলি সম্পর্কিত সঠিক ও নিখুঁত তথ্য খুবই কাজের।

২. সরল বিশ্বাস নিয়ে সংবাদ-সংগ্রহ পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে চলুন। জনসংযোগ কর্মকর্তা ও কর্মীদের সাথে পরিচিত হয়ে উঠুন। এদের সাথে নিয়মিত ভিত্তিতে

www.pathagar.com

যোগাযোগও গড়ে তোলা যায়। খোলা মন নিয়ে কাজ করা আর বোকামি এক জিনিস নয়। এ বরং অনেকটা সংশয়াক্রান্ত ও অনুসন্ধিৎসু হওয়া এবং সন্দেহবাদী ও অবিশ্বাসী হওয়ার মধ্যেকার তফাৎটির ব্যাপার। পাঠকের স্বার্থ আরও ভালোভাবে রক্ষিত হয় যদি রিপোর্টার খোলা স্বভাবের হন ও সেইসাথে অনুসন্ধানী, সন্দেহপ্রবণ স্বভাবের হন। কোনো নির্দিষ্ট সংবাদ-কাহিনীর ওপর কাজ না করলেও অন্যান্য খবরের সূত্রের বেলায় যেমনটি করা হয় তেমন রিপোর্টার যদি এক্ষেত্রেও জনসংযোগ সূত্রের সঙ্গে কথা বলে নেন সেটা তার কাজের সুবিধাই করে দেবে। এ ধরনের অনানুষ্ঠানিক ঘরোয়া যোগাযোগ থাকলে, ঐ রিপোর্টার যখন কোনো ক্রমঘটমান সংবাদ-কাহিনী নিয়ে কাজ করেন তখন তাঁর পক্ষে একটা প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা থাকবে এই যে, তিনি তাঁর খবরের সূত্রের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে আরও যথার্থ মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবেন আর এ খবরের সূত্রগুলি কি প্রেক্ষাপটে বা পটভূমিকায় কাজ করছেন সে সম্পর্কে আরো ভালো ধারণায় সক্ষম হবেন।

৩. কি কি সংবাদযোগ্য মনে হয় সে বিষয়ে বার্তা পরিচালক ও সম্পাদকদের অবহিত রাখুন । আর এ কাজে তাঁর সূত্রটি কী বা তার উন্নয়ন সহায়ক সম্ভাব্য মূল্য কী - সেটা বিচার-বিশ্লেষণ করার দরকার নেই। রিপোর্টাররা প্রেস-বিজ্ঞপ্তি পড়ে অনেক ক্ষেত্রেই বুঝতে পারেন যে, তাতে সংবাদ-কাহিনীর যোগ্য উপাদানের আভাস রয়েছে কিন্তু যারা ঐ সংবাদ-বিজ্ঞপ্তি তৈরি করেছেন তাঁরা হয়ত সেটার উল্লেখ বা উপস্থাপনা করতেই ভুলে গেছেন বা ভুল করেছেন। এছাড়াও, অনেক সময় দেখা যায়, সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কোনো একব্যক্তিকে ইতিবাচক আলোকে তুলে ধরা হয়েছে। এটাকে সবসময় তেলমর্দন বা তোষামোদী বলে পত্রপাঠ বাতিল করে দেওয়া ঠিক হবে না। কৃষি খামারে ব্যবহার্য কোনো উদ্ভাবনামূলক আবিষ্কারের বিষয়ের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য থাকতে পারে দেশের অর্থনীতি ও সমাজ কাঠামোয় - কাজেই এ ব্যাপারে মনোযোগে হেলাফেলা করা যাবে না।

৪. সংবাদ-বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য তথ্য বিবরণী বিচার-বিবেচনার কাজটি করতে সতর্কতা অবলম্বন করুন। সবকিছু যথাযথ খুঁটিয়ে দেখুন। রেলগাড়ি চালাবেন না। সংবাদ-বিজ্ঞপ্তির পুনর্লিখন একটি যথা ও যথার্থ রীতি। এই পুন-র্লিখন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সংবাদ-বিজ্ঞপ্তির বাদ পড়ে যাওয়া কিছু ও অসঠিকতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধরা পড়ে। কিন্তু সেটি না হয়ে যদি কেবলমাত্র সম্পাদনার আশ্রয় নেওয়া হয় কিংবা ওতে কোনোরকম পরিবর্তন ছাড়াই ছাপাখানায় পাঠানো হয় তাহ'লে তাতে ঐ ভুল বা প্রমাদ ধরা পড়ে অপেক্ষাকৃত কম। আর সংবাদ-বিজ্ঞপ্তি পুনর্লিখনের সুবাদে সম্পর্কিত সংবাদ কাহিনী অন্যান্য সংবাদ-মাধ্যমের একই সংবাদ-কাহিনী থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য পায়। এই পুনর্লিখনে আরও বাড়তি তথ্যের জন্য কিংবা এ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে যে তথ্য সন্নিবেশিত

www.pathagar.com

রয়েছে সেগুলি যাচাই করে নেবার জন্যে অন্যান্য সংবাদ-সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগের দরকার হতে পারে। তাছাড়া, সংশ্লিষ্ট বিষয়টি *কাভার* করার জন্য যে স্থান ও সময়ের দরকার পুনর্লিখনে সেগুলির প্রায়ই সাশ্রয়ও হয়ে থাকে। সংক্ষেপে বলা যায়; পুনর্লিখন ডাকে বা অন্য কোনোভাবে হাজির হওয়া সংবাদ বিজ্ঞপ্তিগুলিকে সরাসরি প্রকাশের জন্য ছেড়ে না দিয়ে সেগুলির পুনর্লিখনে সাধারণত পাঠক/শ্রোতা/দর্শক তথা জনগণের স্বার্থই আরও বরং ভালোভাবে রক্ষিত হয়।

সংবাদযোগ্য ঘটনায় উপস্থিতি

খবরের এই অতিপরিচিত সনাতন সূত্র এত বেশি চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ভাসে যে মনে হয়, এর আদৌ উল্লেখের আর কি দরকার। তবুও, একথা উল্লেখ করা দরকার যে, রিপোর্টাররা খবরের পাঠক/দর্শক/শ্রোতার জন্য সরাসরি তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার দেন। এজন্য তাঁরা সভাসমিতি, রাজনৈতিক সমাবেশ, ফুটবল খেলা, আগুন লাগার ঘটনা, মেলা-প্রদর্শনী, দুর্ঘটনা, সম্মেলন ইত্যাদিতে উপস্থিত হন ও অন্যান্য সনাতন সূত্রে যেসবের পুরো তথ্য মেলে না সেইসব সামাজিক প্রবণতা ও ইস্যুগুলির ওপর প্রতিবেদন তৈরি করেন। এসব ক্ষেত্রে বিটের সূত্র ও *জনসংযোগের চামচে তুলে দেওয়া তথ্যের* ওপর নির্ভর করেন না। এ ধরনের *কাভারেজ*-ই সংবাদের জন্য মূলত শর্ত। আর সংবাদের বেশিরভাগই উপস্থাপিত হবে এভাবেই। রিপোর্টার একটি ঘটনার কথা একটি খবরের সূত্রের কাছ থেকে না শুনে বরং নিজে সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেই সে সম্পর্কে সরাসরি তথ্য সংগ্রহকেই অগ্রাধিকার দেন। এগুলি ছাড়াও, সরেজমিনে খবরের *কাভারেজ*-এর অন্যান্য সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে যথাসাময়িকতা, মানবীয় কৌতূহল ও নৈকট্য।

অবশ্য সরেজমিনে খবরের কাভারেজের কিছু সমস্যা ও অসুবিধাও রয়েছে।

১. সংবাদ-ঘটনাগুলিতে উপস্থিতির মাধ্যমে এসব ঘটনার কাভারেজ বিট পদ্ধতির অনুরূপ বলা যায়। কেননা, ঘটনাগুলির বেশিরভাগই জনসভা বা নির্ধারিত অন্যান্য ঘটনায় যেসব বিষয় বা তথ্য/মতামত/বক্তব্য পাওয়া যায় তা সরকারী কর্মকর্তা মহলের দেওয়া তথ্য/অভিমতেরই অনুরূপ। এখন কোন কোন ঘটনা কাভার করতে হবে সেটা নির্ধারণ করার ব্যাপারে সংবাদ-সংস্থার বার্তাকক্ষ বিট পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার নিয়ম-কানুন ও শর্তগুলির অনেক কিছু অনুসরণ করে।

২. বহু খবরের সূত্র সংবাদ-মাধ্যমকে নিজেদের একান্ত স্বার্থসিদ্ধিতে কিভাবে কাজে লাগাতে হয় তা রপ্ত করেছে। তারা এখন যাকে *ছদ্মঘটনা* বলা হয় তেমন সব ঘটনা বানাতে শিখেছে। এ ঘটনাগুলি সাজানো হয় শুধুমাত্র সংবাদ-মাধ্যগুলির মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য। এছাড়াও, আর্থ-রাজনৈতিক পরিমন্ডলে গণযোগাযোগ

www.pathagar.com

মাধ্যমগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণে এমনভাবে ঘটনাবিন্যাস করা হয় যাতে সংবাদ-মাধ্যমগুলির *কাভারেজ*-এর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় কিংবা কাভারেজ সংশ্লিষ্ট সংবাদ সূত্রের নিজেদের জন্য কাজে লাগাবার সুবিধা হয়। বিশ্ব সিরিজের বেসবল খেলার অনুষ্ঠানের সময় রাতকে বেছে নেওয়া হয়েছে এ কারণেই যে তাতে টিভিতে বহু দর্শক হবে যেটা বাণিজ্যিক দিক থেকে দারুণ লাভজনক। টিভির অনুষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা ও প্রয়োজন অনুযায়ী, কলেজ ফুটবল ও বাস্কেটবল খেলার অনুশীলন ও সময়সূচি পুনর্নির্ধারণ করা হয়। রাজনৈতিক কনভেনশগুলি অনুষ্ঠানের সময় এমনভাবে নির্ধারণ করা হয় যখন সবচেয়ে বেশি সংখ্যক টিভি দর্শক সন্ধ্যায় টিভি সেটের সামনে বসে থাকে অর্থাৎ টিভি সম্প্রচারের *প্রাইম টাইম*-এ কিংবা প্রভাবশালী ও নেতৃস্থানীয় খবরের কাগজগুলির সংবাদ ছাপার সর্বশেষ সময় সামনে রেখে এ ধরনের অনুষ্ঠান প্রচারের সময় নির্ধারণ করা হয়। একইভাবে, খবরের সূত্রগুলিও তাদের কাছে ঘটনার গুরুত্ব অনুযায়ী তথ্য ছাড়তে কিংবা ঘটনা অনুষ্ঠানের সময় নির্ধারণ করতে পারে। টিভির *প্রাইম টাইম* খবরের সূত্রকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, কেননা, ঐসময়ে ঘটনার *কাভারেজ* করানো সম্ভব হলে সূত্রের ভাবমূর্তি হয়তোবা অনেকখানি উদ্ভাসিত হতেও পারে! রবিবাসরীয় প্রভাতী খবরের পাতা কিংবা সকালের টিভি/বেতারে আলোচনায় সাধারণত গুরুত্ববিহীন, অনাকর্ষণীয় খবরগুলি 'কবরস্থ' হবার সুযোগ পায়।

এই প্রবণতার মোড় বিপরীতমুখী করার ব্যাপারে যেন কিছু করার ক্ষমতা নেই সংবাদের পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের কিংবা রিপোর্টারের। বাস্তবিকই এই তর্কও তোলা যায় যে, ঘটনা সাজানো বা ঘটনার সময় নির্ধারণের এই বাজার মুখিনতায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শ্রোতা/পাঠক/দর্শক উপকৃত হয়। এতে সর্বাধিক সংখ্যক পাঠক/দর্শক/শ্রোতার কাছে বার্তা পৌঁছানোর নিশ্চয়তা থাকে। সে যাই হোক, অনেক ঘটনাই তৈরি করা। আর তৈরি করা প্রকৃতির ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্টার ও সংবাদের পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের সজাগ থাকাই উচিত।

৩. ঘটনা বা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে খবরের কাভারেজের বেলায় দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট খবর প্রতিবেদক প্রধানত তাঁর প্রতিবেদনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন, আর কোথায় ঘটনা ঠিক প্রতিবেদন করার মতো শৃঙ্খলায় ঘটছে তার পেছনে দৌড়াচ্ছেন। এ ধরনের রিপোর্টিং ঘটে খবরের সংঘাতপ্রবণ উপাদানের কারণে। এ ধরনের প্রতিবেদনে ইস্যু বা ঘটনার ওপর কী আলোকপাত হ'ল সেটি নয় বরং তার বদলে ঘটনা কী উত্তেজনা, উত্তাপ ছড়ালো সেই ভিত্তিতে সংবাদটি সংজ্ঞায়িত হয়। যদিও তাত্ত্বিক দিক থেকে *কাভারেজ* এরকম না ওরকম হয়েছে সেটি বিবেচ্য নয় তবু মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালনার কারণে সংঘটিত দূর্ঘটনা, মৃত্যু বা গ্রেপ্তারের তুলনায় ঐ মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানোর কারণ, ফলাফল ও মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানোর বিষয়টির

www.pathagar.com

ব্যাপারে গভীর অনুসন্ধানী মননে রিপোর্টিং-এ এই খবরের পাঠক/শ্রোতা/দর্শক আরো বেশি উপকৃত হতে পারে।

সরেজমিন প্রতিবেদনের সর্বোত্তম দিকের আলোচনায় বলা যায়, এতে একটি ঘটনার সঠিক সময়ানুগ বিবরণ পাওয়া সম্ভব যা খবরের পাঠক/দর্শক/শ্রোতার জন্য সাধারণত তাৎপর্যপূর্ণ ও কৌতুহলোদ্দীপক হয়ে থাকে। আর এতে আরও একটি ভালো কাজ হয়। যেসব ঘটনা ও সমস্যার বিষয়ে আরও বিচার-বিবেচনা ও আলোচনা আবশ্যক সেসব ঘটনা ও সমস্যার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে এ ধরনের রিপোর্ট সমাজ বুনটের দুই-একটি ফোঁড়কে জনসমক্ষে অধিকতর প্রতিভাত করে তুলতে পারে।

সরকারি রেকর্ড ও তথ্য সম্পর্কিত স্বাধীনতা আইন

তথ্য সম্পর্কিত স্বাধীনতামূলক আইনগুলি ও সরকারি রেকর্ডসমূহ যুক্তরাষ্ট্রে গতানুগতিক সংবাদপত্র হিসাবে বড় রকমের তাৎপর্যবহ কিছু নয় এ কারণে যে, খবরের কাগজের প্রতিবেদকরা প্রচুর পরিমানে এই সূত্রের ব্যবহার করে থাকে বরং এটি এ কারণে যে, মার্কিন সরকার ব্যবস্থায় সরকারি রেকর্ডপত্র জনগণের হতের নাগালে থাকার বিষয়টি সহজাত। এক সুপরিজ্ঞাত নাগরিকমন্ডলীর শর্তরক্ষার জন্যই এদেশে সরকারি রেকর্ড দেখার অধিকার রয়েছে নাগরিকদের। তাই জনসাধারণকে সুপরিজ্ঞাত রাখার এবং জনস্বার্থে ও সেবায় গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য সরকারকে জবাবদিহি করার স্বার্থে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি যেসব সিদ্ধান্ত নেয় সেগুলির তথ্য অবশ্যই জন নাগালে থাকতে হবে।

রিপোর্টার, তথ্য স্বাধীনতামূলক আইন ও সরকারি রেকর্ডপত্র সম্পর্কে নিরাপদে দু'টি অভিমত ব্যক্ত করা যায় (১) রিপোর্টাররা *এফওআই* (*ফ্রিডম অব ইফরমেশান*) আইন ও সরকারি রেকর্ডপত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবহার করে না; (২) রিপোর্টাররা এই *এফওআই* আইন ও সরকারি রেকর্ডপত্রের ওপর খুব নির্ভরশীল। এই বৈপরীত্যের জন্য একারণে যে, রিপোর্টারের এত সময়, নিষ্ঠা, উদ্যম, শক্তি বা সামর্থ্য নেই যে সে জনসাধারণের জন্য অবারিত ফেডারেল, অঙ্গরাজ্য বা স্থানীয় আইনপ্রসূত লাখো দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে তার ফায়দা হাসিল করে। অবশ্য *এফওআই* আইনে তথ্য নাগাল পাওয়ার যে সুবিধা দিয়েছে সেটা নিয়েই যদি রিপোর্টার মেতে থাকে তাহলে তাতে এমন ঝুঁকি থাকবে যে, ঐ রিপোর্টার হয়তো তথ্যের অন্যান্য সূত্রকে অবহেলা করতে থাকবেন ও সম্ভবত বেমালুম ভূলেই যাবেন যে, মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনী অনুযায়ী তাঁরা এমন তথ্যও প্রকাশ করার এখতিয়ার রাখেন যা *এফওআই* আইনে নিষিদ্ধ।

www.pathagar.com

ফেডারেল পর্যায়ে তথ্য স্বাধীনতা আইন (*এফওআই*) ১৯৬৮ সনে মার্কিন কংগ্রেস অনুমোদন করেন ও প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বেনেট জনসন তাতে স্বাক্ষর দেন। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারী ফাঁসের পর সরকারী কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের তাগিদে ১৯৭৪ সনে এই আইন সংশোধন করা হয় ও তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের ভিটো সত্ত্বেও আইনটি পাশ হয়ে যায়। এ আইন বলবৎ হয় ১৯৭৫ সনের ১৯ ফেব্রুয়ারী। এরপর থেকে এ আইনের সংশোধন অনেকটাই সচারাচর ঘটনা হয়ে ওঠে। এর কারণ ছিল এই যে, এই আইনে যে অসংখ্য অব্যাহতিমূলক বিধি-বিধান রয়েছে সেগুলির তুলনায় সরকারী কার্যকলাপ সম্পর্কিত তথ্যের নাগালের মধ্যে বেশি করে সুষমতা আনার প্রয়াস চালায় মার্কিন কংগ্রেস। তথ্য স্বাধীনতা আইনে যেসব ব্যতিক্রমমূলক অব্যাহতির বিধান রয়েছে সেগুলির উদ্দেশ্য জাতীয় নিরাপত্তার হেফাজত বিধান, সরকারের সঙ্গে যেসব কোম্পানী বা কর্পোরেশন কাজ বা লেন-দেনে নিয়োজিত তাদের কিছুটা বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা এবং সরকারি রেকর্ডের আওতায় রয়েছে এমন কিছু ব্যক্তি নাগরিকের আরক্ষা বিধান।

অবশ্য সাধারণত সরকারি রেকর্ডপত্রে সাধারণের নাগালের নিশ্চয়তাবিধায়ক আইনের প্রবক্তা ও সভাসমিতি জাতীয় নিরাপত্তাবিষয়ক গোপন তথ্য জানতেও চায় না। বরং তারা জানতে চাইবেন কেন একটি কাউন্টি সড়ক মেরামতের একপ্রস্তাব ডিঙ্গিয়ে আরেক প্রস্তাব বা চুক্তি করা হ'ল, কোনো সঙ্গীতে বিষয়ের শ্রেণীর জন্য শিক্ষক নিয়োগ না করে শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে আরো একজন শিক্ষক বাড়ানো হবে; কেন একজন কেউ ইস্তফা দিয়েছেন নগর পরিষদে ঐ সদস্যের কার্যকালের মেয়াদ পূরণের জন্য আরেক বিশেষ ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়েছে - তাঁরা এসব জিজ্ঞাসারই জবাব জানতে চান। এগুলি খুবই নিছক ব্যাপার মনে হলেও ঐসব সিদ্ধান্ত প্রতিদিনই লাখো নাগরিকের জীবনকে প্রভাবিত করে থাকে।

সংবাদক্ষেত্র (পত্র) এই আইনের পর্যাপ্ত ব্যবহার করে না? ঃ তথ্য স্বাধীনতা আইনের মূল্য ব্যক্তি বা বেসরকারি পর্যায়ের হিতবাদী সংগঠন সংবাদ-মাধ্যমগুলির ব্যাপক ব্যবহারের অনেক আগেই উপলব্ধি করে। ভোগ্যপণ্যের গ্রাহকদের প্রবক্তা র‍্যাল্‌ফ নাদের এই *এফওআই* আইন কাজে লাগিয়ে বড় পণ্য উৎপাদকদের দায়িত্বহীনতার বিষয় উদ্ঘাটিত করেন। এ ব্যাপারে জুলিয়াস ডাশা এক নিবন্ধ লিখে ওয়াশিংটনের গোটা সাংবাদিক মহলকে লজ্জা দেন। তিনি উল্লেখ করেন ঃ

> খবরের কাগজগুলিও (ও অন্যান্য বার্তা প্রতিষ্ঠান) প্রায় পুরোপুরিভাবেই ঘটনার কিংবা সংবাদক্ষেত্রের কাভারেজের জন্য সযত্নে সাজানো ছদ্মঘটনার প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখানোয় অভ্যস্থ --- ওয়াশিংটনে শত শত সাংবাদিকের যে এক গোটা বাহিনী

www.pathagar.com

নিয়োজিত রয়েছে তারা এখনও হোয়াইট হাউস বা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির তথ্যবিবরণী পুনর্লিখনের আকারে রিপোর্ট করার কাজেই মাত্রাতিরিক্ত সময় খরচ করে থাকে। ---- আর ওদিকে নাদের ও তাঁর কর্মীবাহিনীর লোকেরা যা ভালো প্রতিবেদকদের করা উচিত তাদের চেয়েও আরও বেশি ভালো কাজ করছেন। নাদের যা করছেন সেগুলিকেই বলা যায় সত্যিকারের সংবাদপত্র প্রতিবেদনের সবকিছু --- এর মধ্যে সর্বপ্রথমে আসে, একটা ইস্যুর পটভূমিকার ব্যাপক সমীক্ষা ---- তারপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু সূত্রের সাক্ষাতকার নেওয়া --- ও পরিশেষে, সিদ্ধান্ত ও কী কী ব্যবস্থা দেওয়া যায় তার ফিরিস্তি সন্নিবেশ। জনসাধারণের ইস্যুগুলি তুলে ধরার ব্যাপারে যা মূল বিষয় সেই ধরনের গভীর অনুসন্ধানমূলক কাজে সংবাদক্ষেত্র কেন অনিচ্ছুক? ---- এর প্রধান কারণ, ঘটনার প্রতিবেদনে সম্পাদক ও রিপোর্টারেদের অভ্যস্ত ধারার জড়িমা, জাড্য।[৫]

১৯৭০-এর দশকে ডাশা এই যে ভর্ৎসনা নিন্দা করলেন তারপর থেকে আজ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সংবাদক্ষেত্রের উল্লিখিত ক্ষেত্রে উন্নতি হয়তো হয় নি। কারণ, হ্যারল্ড সি রিলিয়া যিনি লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের গবেষণা সার্ভিসের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকে জানিয়েছেন যে, ফেডারেল তথ্য স্বাধীনতা আইনের আওতায় তথ্য সরবরাহের জন্য যে মোট অনুরোধ করা হয়েছে সেইসব অনুরেধের মাত্র পাঁচ থেকে আট শতাংশ এসেছে সংবাক্ষেত্র থেকে। অন্যদিকে, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে এ ধরনের অনুরোধ এসেছে ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ।[৬] ফেডারেল তথ্য স্বাধীনতা আইনের মূল্যায়নের দলিলীকরণের কাজটি সাধিত হয়েছে *ফর্মার সিক্রেটস ঃ গভর্ণমেন্ট রেকর্ডস মেড পাবলিক থ্রু দ্য ফ্রিডম অব ইনফরমেশান অ্যাক্ট*[৭] শীর্ষক এই প্রকাশনায় ও রিলিয়ার প্রতিবেদনে। অবশ্য রিলিয়া সংবাদপত্র (ক্ষেত্র) কর্তৃক এই আইনের স্বল্প ব্যবহারের যে রিপোর্ট করেছেন তা বিভ্রান্তিকরও হতে পারে। এর কারণ, ফেডারেল তথ্য স্বাধীনতা আইন যে আছে - এটাই রিপোর্টার ও নাগরিক যাঁরা সরকারী রেকর্ডের জন্য অনুরোধ জানান তাঁদেরকে ইন্ধন যুগিয়ে থাকে। এইসব সরকারি রেকর্ড এমনকি আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানানো ছাড়াই সরবরাহ করা হয়ে থাকে। নিউইয়র্ক টাইম্‌সের কলামিষ্ট উইলিয়াম স্যাফায়ার বলেছেন, আমাদের জীবদ্দশায় অন্য যে কোনো আইনের চেয়ে *এফওআই* আইন : সরকারি ক্ষমতা অপব্যবহার রোধ এবং নাগরিকদের একান্ত তথ্য বেআইনীভাবে সংগ্রহ ও তাদের ঔদ্ধত্যমূলক হয়রানি থেকে রক্ষায় অনেক বেশি ভূমিকা পালন করেছে।[৮]

ফেডারেল, অঙ্গরাজ্য বা স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি রেকর্ডপত্রের বিপুল পরিমাণ অন্যতম অন্তরায় হ'লেও খবরের কাগজের রিপোর্টার ও সাধারণ মানুষ খুব কমক্ষেত্রেই গোটা সরকারী রেকর্ড দেখার জন্যে আগ্রহী হয়ে থাকেন। নির্দিষ্ট রেকর্ডপত্রের জন্য

www.pathagar.com

পরিকল্পিতভাবে অনুরোধ করা হলে সেটা রিপোর্টার ও সরকারি কর্মকর্তার উভয়ের সময় বাঁচাতে পারে। এ ধরনের অনুরোধ স্কুল বোর্ড মিটিং-এর সর্বশেষ কার্যবিবরণী, থানার প্রধান কর্মকর্তা বা শেরিফের ডেপুটিদের বেশী মাইলেজ দেওয়া হয়েছে কিংবা বিদ্যালয় শিক্ষকদেরকে কী বেতন দেওয়া হয়েছে অথবা স্কুলগুলি কতগুলি বিকল্প শিক্ষক নিয়োজিত করেছে তার রেকর্ডপত্র চাওয়ার মতো সাধারণ ও সরল হতে পারে। এ ধরনের রেকর্ড সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়মিতভাবে সংরক্ষণ করে থাকে। আর বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য আইনেও এ ধরনের তথ্যাদি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সরকার তথা সরকারের সরকারি কাজ-কারবার সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা করা যায় কার্যত এমন যে কোনো প্রশ্নের উত্তর সরকারি রেকর্ডপত্রে রয়েছে। এগুলি পাওয়া শুরু করার জন্য রিপোর্টারের কাজটি হবে 'জানা করা'। জানতে চাওয়া।

সংবাদপত্রের অতি নির্ভরশীলতা? ঃ সরকারি রেকর্ডের তথ্য নাগালে পাওয়ার জন্য যেসব আইন রয়েছে খোদ সেই আইনগুলিই সবকিছু নয় বরং এই আইনগুলির প্রবক্তারা প্রায় ক্ষেত্রেই আইনগুলির প্রতীকী মূল্যের ওপর জোর দিয়েছেন রিপোর্টারের তথ্যলাভের (জনগণের তথ্য জানার অধিকারের) পক্ষে বক্তব্য প্রদানের বেলায়। এ ধরনের কথাবার্তা একটি সীমাছাড়া বাড়াবাড়ি হয়ে যায় এ কারণে যে, বিপুল পরিমাণ তথ্য জনগণের নাগালে থাকতেও সেগুলি সংবাদ-মাধ্যম বা জনসাধারণ কেউ ব্যবহার করে নাগরিকগণ অঙ্গরাজ্য সুপ্রীম কোর্টের সহযোগী বিচারপতি হ্যান্স লিন্ডে 'জানার অধিকার' নিয়ে বাগাড়ম্বরের বিরুদ্ধে এই মর্মে হুঁশিয়ার করে দেন যে ঃ

> "সংবাদপত্রের (ক্ষেত্রের) উচিত হবে না জনগণের জানার অধিকারের মতো বিষয়ে মনের সুখে রঙ চড়ানো শ্লোগানের ভাষায় প্রকাশ করে তাদের নিজেদের প্রকাশের কঠিন অধিকারকে ডোবানোর ব্যবস্থা না করা। আমি জানি, এই অধিকার সংবাদপত্রকে সুষ্ঠু করে তোলে, গরিয়ান করে। কিন্তু শ্রোতা/পাঠকের অধিকার দিয়ে মাধ্যমের কোনো কিছু প্রকাশ করার সাংবিধানিক অধিকার সেই *কোনো কিছুটি* কী সেটা জানার জনগণের সাংবিধানিক অধিকারের চেয়ে বেশি নয়। অনেক কিছুই আছে যেগুলি প্রকাশ করে দেবার এ ধরনের অধিকার জনগণের নেই। তবু সংবিধানের প্রথম সংশোধনী সেটি প্রকাশ করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দেবে। [৯]

এ হ'ল বিচারপতি লিন্ডের সাংবিধানিক অভিমত। এ ছাড়াও বলতে হয় যে, সরকারি রেকর্ডপত্রের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার সহজ কারণ এই যে, অন্যান্য সূত্রের চেয়ে এই সূত্রের তথ্যের একটা স্বকীয় মাহাত্ম ও বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে। আইনগত মামলা-মোকর্দমায় সুনিশ্চিতরভাবেই সরকারি রেকর্ড যে কোনো অজ্ঞাত

www.pathagar.com

পরিচয় উৎসের বয়ানের চেয়ে শক্ত যুক্তি। কিন্তু মুদ্রিত রেকর্ডের একটি সমস্যা হ'ল এই যে, এতে যদি মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যায় তাহ'লে ঐ ভুল কেবল নিজের আয়ুই নবায়িত করে চলে। ফলে একটা কিছু একবার ছাপা হয়ে গেলে কিংবা উপাত্ত আকারে অন্তর্ভুক্ত হলে সেটার সংশোধন করা কিংবা সর্বসাম্প্রতিকীকৃত অবস্থায় নিয়ে আসা খুবই কঠিন।

ভূলকে প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়িত্ব দেওয়া কিংবা ভূলের ওপর *কথিত সত্যতার অবিসংবাদিতার* আলখেল্লা চড়ানোর একটা খুবই জনপ্রিয় দৃষ্টান্ত রয়েছে মার্কিন ব্যঙ্গরচনাকার ও রিপোর্টার এইচ এম মেনকেন-এর লেখায়। তিনি ১৯১৭ সনে *নিউইয়র্ক ইভনিং মেল* পত্রিকায় তাঁর ব্যঙ্গরচনায় একটা *ইতিহাস সৃষ্টি* করেন। মেনকেনের এই যে, কাল্পনিক ইতিহাস সৃষ্টি- তার উপাদানগুলি কিন্তু আজও মাঝে মাঝেই পত্রিকার নানা স্তম্ভের লেখায় ও উল্লেখে উঁকি দিয়েই চলেছে। আর এভাবে পাঠকের মনে এমন এক বিশ্বাস গেড়ে বসেছে যে, ১৮২৮ সনে ইংল্যান্ডে গোসলের টবের প্রচলনের পর ঐ টবে গোসলের দরুণ শরীরের নানা উপসর্গ দেখা দেয় বলেই একটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কিংবা লোকে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, মিলার্ড ফিলমোরই প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসাবে হোয়াইট হাউসে *বাথটাব* বসান। এই ও আরও যেসব *ইতিহাসের ছিটেফোঁটা* কল্পনার মাধুরী মিশিয়ে তৈরি হয় সেগুলির উদ্ভব ঘটে মেনকেনের উল্লিখিত কল্পনাশ্রয়ী লেখা থেকে। আসলে কোন্ মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রথম হোয়াইট হাউসে বাথটাব বসান? এখন হয়তো এই ব্যাপারটা কিছুই নয়। তবু ফিলমোর এভাবেই ওখানটায় তাঁর আসন পোক্ত করে নিয়েছেন কিংবা ও কাজটা করে দিয়েছেন মেনকেন। কিন্তু মেনকেনের লেখার ওখানটাতে ফিলমোরের নামের বদলে 'জেম্‌স পোল্‌ক' - এর নাম যদি ছাপা হ'ত তাহ'লে কি ধরে নিতে হবে যে নামটা পোলকই হবে আর সেটা ঐ ছাপার চেয়েও বেশি বিশ্বাসযোগ্য ?

ধর্মপুস্তকের বরাতের বেলায় দেখা যায় বাইবেলের এক ভাষ্য থেকে আরেক ভাষ্যে মিল না থাকায় এ বরাতেও ভিন্নতা হচ্ছে। এভাবেই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ওল্ড *টেস্টামেন্ট* অংশে যে *দশ আদেশবাক্য* (Ten commandments) রয়েছে তার অনুক্রম সব ভাষ্যে এক নয়,বরং আগে-পরে এভাবে আছে। একইভাবে হ্যামলেট বলেন নি, "Alas! poor Yorick! I knew him Horatio" বরং তিনি বলেন, একারণে কোনো সরকারি রেকর্ডে তথ্য যাচাই করে নেওয়ার কাজটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি কোনো *মানুষ খবরের সূত্রের* কাছ থেকেও তথ্য যাচাই করে নেওয়া দরকার।

রেকর্ড হাতে পাবার পর রিপোর্টার যে ব্যক্তি ঐ রেকর্ডের তথ্য সৃষ্টির জন্য দায়ী তাঁর কাছ থেকেও সেটি যাচাই করে নিতে পারেন। এগুলি বাজেট, চিকিৎসা, মহাসড়ক পরিকল্পনা ও আদম শুমারির উপাত্ত সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ সহায়ক হতে পারে।

www.pathagar.com

আদালত অবশ্য সরকারের এমন এক এখতিয়ার যে পরিমন্ডলে মুদ্রিত ও সরকারী রেকর্ড নিয়ে ঐ রেকর্ড বা তথ্য সৃষ্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কথা বলা যায় না। আপীল পর্যায়ে বিচার বিভাগীয় অভিমতগুলি নিজেই নিজের ব্যাখ্যাতা হিসাবে গণ্য। বিচারক কোনো অভিমত একজন রিপোর্টারের কছে ব্যাখ্যা করবেন না। তার কারণ, নানা মত ও অমত ইত্যাদি মিলে সবকিছু বিসদৃশ হয়ে উঠতে পারে যদি জুরীর প্রত্যেকে অভিমতের একেকটা ব্যাখ্যা দেন কী লিখিত আছে তার অতিরিক্ত হিসাবে। তবে সংশ্লিষ্ট অ্যাটর্ণি ও আদালতের কোনো জনতথ্য কর্মকর্তার সাথে অভিমতগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাবে। খবরের পাঠক/দর্শক/শ্রোতার জন্য আদালতের রায়গুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন রিপোর্টার আদালতের রায় বা সিদ্ধান্তের পূর্ণবিবরণী না পড়েই এ রায় সম্পর্কে তাঁর সংবাদ-কাহিনী লেখেন। এটি *সময়ঘাত* তথা সময়ের চাপের কারণে ঘটে থাকে। আর এর ফলে খবরের ঐ কাভারেজ-এ আইনের কিছু কিছু রেশ পার্থক্য ও বিশ্লেষণ থেকে ঐ কাহিনী বঞ্চিত হয়।

খবরের কাভারেজের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো আদালত সংক্রান্ত প্রতিবেদনের বেলায় পাঠক/শ্রোতা/দর্শক সবচেয়ে বেশি উপকৃত হন যখন খবরের কাগজের রিপোর্টার বিট হিসাবে আদালতের খবর কাভার করতে গিয়ে রায় সম্পর্কে যথাসময়ে খবর পরিবেশন করে, জনসংযোগ ও জনতথ্য কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে ও সরকারি রেকর্ডপত্র কাজে লাগিয়ে কয়েকটি সংবাদ-সূত্র ব্যবহার করেন। সূক্ষ্ম সূচিকর্মের মতো সংবাদ-কাহিনীও নানা ধরনের শক্ত সুতোর বুনুনিতে বোনা যায়। আর এর ফলে পুরো তৈরি জিনিসটি আরও বেশি উপাদান সমৃদ্ধ, আরও বেশি মূল্যবান হয়ে ওঠে যা কখনও একমাত্র সুতোর অবলম্বনে হতে পারতো না।

অগতানুগতিক সংবাদসূত্রসমূহ

অগতানুগতিক সূত্রগুলি আজব কিছু হবেই এমন নয়, জাতীয় বা সংবাদ-সংগ্রহের কোনো নব উদ্ভাবিত উপায়ও নয় যদিও উল্লিখিত যে কোনোটি বা সবগুলি মিলিয়ে একটা অগতানুগতিক সূত্রের ধারণা গড়ে ফেলা কারো পক্ষে অসম্ভব নয়। এ ধরনের খবরের সূত্রগুলিকে পুরোপুরি ব্যবহার করা যায় না - এগুলির ওপর নির্ভরও করা যায় না বিশেষ করে তখন যখন গতানুগতিক সূত্রগুলি সংবাদ-মাধ্যমগুলির সম্ভাব্য সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতার চেয়েও অনেক বেশি তথ্যের সৃষ্টি করতে পারে। সূক্ষ্ম-যথা সাংবাদিকতার মাধ্যমে ও উপাত্ত আগারের সুবিধার কল্যাণে যা কিছু জানা যায় তার সদ্ব্যবহার করার মতো দক্ষতা, সুযোগ-সুবিধা ও কর্মীসময় না-ও থাকতে পারে। বস্তুত খুব কম খবরের কাগজেরই সেই সামর্থ্য আছে। যুক্তরাষ্ট্রের বস্তিবাসিনী গরীব মায়েদের

www.pathagar.com

আস্থা অর্জন করে তাদের কাহিনী লেখার মতো পর্যাপ্ত সময়ের জন্য দীর্ঘ ১৭টি মাসের জন্য সংশ্লিষ্ট রিপোর্টারের ঐ বস্তির কোনো প্রকোষ্ঠে থাকার ব্যবস্থা করার মতো অসম্ভবটি সম্ভব করেছে কেবল *ওয়াশিংটন পোষ্ট*। আর ঐ কাগজের রিপোর্টার লিওন ড্যান শেষাবধি ১৯৮৭ সনের পুলিৎজার পুরস্কারের জন্য উৎরে যান ঃ

> এটা করার কোনো তড়িঘড়ি পথ ছিল না। আমাদের সমস্যা ছিল, আমরা এজন্যে কয়েকমাস চেষ্টা চালিয়ে যাই। শেষে আমি ওদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলি। তারপর ওখানকার সকলেই বদলে যায়। ওরা প্রথমে আমায় যে কাহিনী শুনিয়েছিল সেটাও বদলে যায় নাটকীয়ভাবে। ওরা জনসমক্ষে ওদের যে চেহারাটা ওরা দেখিয়ে থাকে সেটা পুরোপুরি বদলে যায়।[১০]

সমাজের গরীব লোকজন সম্ভবত সংবাদ-সূত্র মহলের এক প্রান্তে অবস্থান করেন আর সেটি হয়তো তাঁরা সংবাদ-মাধ্যমের মনোযোগ এড়াতে চান বলেই। আবার এর অন্য চরম প্রান্তে রয়েছে এক বিকট ধরনের সংবাদসূত্র। এর নজির হিসাবে আমরা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির কথা বলতে পারি। এই সন্ত্রাসীরা সংবাদ-মাধ্যমকে প্রতীকী বাচ্যে জিম্মি করে। এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে অগতানুগতিক সংবাদসূত্রগুলির আলোচনা রয়েছে। আর এ আলোচনার পরিসরে কম্পিউটারভিত্তিক উপাত্ত-আগার থেকে শুরু করে জীবননাশক ও জীবনের প্রতি হুমকি সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসীরা রয়েছে।

সূক্ষ্ম, যথা-সাংবাদিকতা

সূক্ষ্ম, যথা-সাংবাদিকতা (precision journalism) এই পারিভাষিক শব্দনিচয় সংবাদ প্রতিবেদনে সমাজ-আচরণবিজ্ঞানের ফলিত গবেষণা কৌশলগুলির প্রয়োগকে বোঝায়। এক যুগেরও বেশিকাল আগে ফিলিপ মেয়ার তাঁর *প্রিসিশন জার্ণালিজমঃ এ রিপোর্টার্স ইন্ট্রোডাকশন টু সোশ্যাল সায়েন্স মেথড্স* এবং ম্যাক্সওয়েল ম্যাককম্বস, ডোনাল্ড শ' ও ডেভিড গ্রে কৃত *হ্যাডবুক অব রিপোর্টিং মেথড্স* গ্রন্থে প্রতিবেদন কলার উন্নয়নে উল্লিখিত আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের সপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিলেন। তবে এই ধারণাটি অধিকাংশ বার্তা প্রতিষ্ঠানের বার্তাকক্ষেই একটা অগতানুগতিক, ব্যতিক্রমধর্মী পদ্ধতি রয়ে গেছে এখনও । *দ্য নিড ফর নিউ টুল্স* গ্রন্থে মেইয়ার লেখেন ঃ

> বলা হয়, সাংবাদিকতা সাততাড়াতাড়ির ইতিহাস। --- আজকের দুনিয়ার দ্রুততর সমাজ পরিবর্তনের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে সাংবাদিকতাকে ইতিহাস নয় *সাততাড়াতাড়ির* বিজ্ঞান হতে হবে ----। এর মূলনীতিগুলি আমরা বরাবর যেগুলির ভিত্তিতে কাজ করে এসেছি তা থেকে আলাদা হবে না। যেমন, বাস্তব

www.pathagar.com

> তথ্যের সন্ধান করতে হবে, এগুলি কী বোঝায় তা বলতে হবে এবং কাজটা করে ফেলতে হবে সময় কোনোরকম অপচয় না করেই। যদি এই কাজগুলি আরও অনেক বেশি শক্তি-সামর্থ্য, নির্ভুলতা, সঠিকতা ও অন্তর্দৃষ্টি সহকারের করার মতো কোনো নতুন সাধনী বা এ ধরনের একাধিক সাধনী পাওয়া যায় তা হ'লে আমাদের উচিত সেগুলির সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার করা।[১১]

ম্যাককম্বস ও তাঁর সহ- লেখকরা তাঁদের রচনায় প্রতিবেদনের লক্ষ্য ও কাজগুলিকে সমাজতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞানের গবেষণা কাঠামোয় রূপান্তরিত করার পক্ষে লিখেছেন ঃ

> আমাদের মূল বক্তব্য হ'ল, এই রূপান্তরের ফলে সংবাদ প্রতিবেদনের উৎকর্ষ দু'ভাবে উন্নত হবে। এক, আচরণ বিজ্ঞানের পদ্ধতিতত্ত্ব ব্যবহারে বর্ণনার গোটা পরিসর তুলে ধরা সম্ভব যা আর যা-ই হোক সনাতন সাক্ষাৎকার বা কাগজ-কলম কৌশলের সাক্ষাৎকার দিয়ে আদৌ সম্ভব নয়। দুই, আচরণ বিজ্ঞানের পদ্ধতি সংবাদ প্রতিবেদনকে আরো এগিয়ে দেয় এই কারণে যে, এতে রিপোর্টার বর্ণনার সীমানা উৎরে ব্যাখ্যায় যেতে পারেন। এ পদ্ধতি তাঁকে সাহায্য করে।[১২]

এই যে পদ্ধতিতত্ত্বের কথা এই লেখকরা লিখেছেন তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জরিপ গবেষণা, নির্বিচার নমুনা জরিপ, সংবেদনশীল সাক্ষাৎকার গ্রহণ কৌশল ও সরেজমিন অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। এসব পদ্ধতির সঙ্গে রিপোর্টারের পরিচয় থাকা ভালো এই কারণে যে, এগুলি ব্যবহারে তাঁরা যে জনমতের নমুনা জরিপ করেন তার সঠিকতা ও নির্ভরযোগ্যতা বাড়ে। এটি আরও করা দরকার এ কারণে যে, রিপোর্টাররা ঐসব পদ্ধতি যদি ব্যবহার না-ও করেন খবরের সূত্রসহ অন্যরা কিন্তু ঐসব পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

আজকাল প্রায় সকল সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের বার্তাকক্ষেই কম্পিউটার দেখতে পাওয়া যায়। কম্পিউটার-সময়ও তুলনামূলকভাবে সস্তায় পাওয়া যায়। আর এভাবে রাস্তার পথচারীদের সাক্ষাৎকার নেবার জন্যে দু'তিন জন রিপোর্টারকে পাঠানোর মতো জরিপ গবেষণার ব্যবহারও এতে চলছে। এছাড়াও জরিপ গবেষণায় অনেক বেশি নির্ভুলতার নিশ্চয়তা রয়েছে। এসব পদ্ধতির সাহায্যে একটা সরেজমিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার পদ্ধতিসম্মতভাবে বিনা কোডে এবং ৫-অঙ্ক ও ৮-অঙ্কের কোডে চিঠিপত্র পাঠানোর মাধ্যমে *জিপ কোডের* দক্ষতা যাচাইয়ের মতো সহজ, সরল হতে পারে। তুলনামূলকভাবে অনেক সহজে, বার্তাকক্ষের সাংবাদিকেরা একটি জনসমাজের লোকজনের পরিসংখ্যানের সুষ্ঠু নমুনা খাড়া করতে পারেন তাদের অভিমত যাচাই করতে। আর এরপর ঐ খবরের কাগজটি যখন তার সকল পাঠককে *আপনারা কি মনে*

www.pathagar.com

করেন আমাদের বলুন - এই মর্মে সাড়া দেবার আমন্ত্রণ জানায় তার ফলাফলের সঙ্গে জরিপের ফলাফল মিলিয়ে ঐ পাঠকদের সাড়ার নির্ভুলতাও যাচাই করা যায়।

বার্তা সংস্থাগুলি এইসব পদ্ধতি রুটিনমাফিক ব্যবহার না করলেও, খবরের পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের স্বার্থে রিপোর্টারদের উচিত এইসব পদ্ধতির সঙ্গে নিজেদেরকে ভালোভাবে পরিচিত করে তোলা। কেননা, যে কোনো রাজনৈতিক প্রার্থী কিংবা কোনো হিতাকাঙ্খী মহল কৃত্রিম জনমত যাচাই ভোট বা সমীক্ষার ব্যবস্থা করে তথাকথিত ব্যাপক *জনসমর্থনের* বিষয়কে 'দলিল' ভুক্ত করার ব্যবস্থা করতে পারে। কাজেই এ ধরনের ভোট বা সমীক্ষার তথ্য যখন নাগালে আসবে সেটির সংবাদযোগ্যতা মূল্যায়ন করে কেন কোনো কোনো উপাত্ত নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে পাঠক/দর্শক/শ্রোতাকে সেটা বলার জন্য গবেষণা পদ্ধতিগুলি সম্পর্কেও রিপোর্টারের যথেষ্ট জ্ঞান রাখা দরকার। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, টেলিফোনে যে জনমত যাচাই করা হয় সেই জরিপের নির্ভূলতার সমস্যাগুলি বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে অনেক সংবাদ-মাধ্যম এই ধরনের ভোট বা মতামত জরিপের ফলাফল রিপোর্টে দেবার সাথে সাথে তার ভূলের উপান্তিক পরিসরটি (margin of error) উল্লেখ করে। এ কাজটি ঐ সব সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য একটি বড় ধরনের উদ্যোগ বলতেই হবে। কেননা, ভূলের এই উপান্তিক মাত্রা বা পরিসরের উল্লেখ অন্তত এটা বোঝায় যে, মতযাচাই ভোট অনুষ্ঠানে অন্তত কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। যত্ন নেওয়া হয়েছে (আর ভূলের এই উপান্তিক মাত্রা শতকরা হারের সঙ্গে '+' বা '-' এভাবে প্রদর্শন করা হয়। যেমন, কোনো মতযাচাই ভোটের উপান্তিক ভূল পরিসর + ৫% হতে পারে। এ দ্বারা একথা বোঝায় যে, যদি ঐ ভোটে অভিমতকে ৫৩ থেকে ৪৭-এ ভেঙ্গে দেখানো হয় তাহ'লে ওটার সঞ্চরণ পরিসর ৫৮ থেকে ৪২ (+৫) বা ৪৮ থেকে (-৫) হতে পারে যা প্রতিটি পক্ষের জন্য ৫% পরিবর্তন।

তবে সূক্ষ, যথা-সাংবাদিকতা কোনো সর্বরোগহর ধণ্বন্তরী নয়। এর স্বকীয় কতকগুলি সমস্যাও আছে। যেমন, ধরা যাক, কিছু রিপোর্টার জরিপ গবেষণায় খুব মনোনিবেশ করেছেন। কিন্তু দেখা গেল, সেই সুবাদে তাঁরা খবরের পাঠক/দর্শক/শ্রোতাদের সম্পর্কহীন তথ্য দিয়ে ডুবিয়ে ফেলার আয়োজন করেছেন। রাজনৈতিক প্রচারাভিযানের খবরের কাভারেজ থেকে আমরা ধারণা নিতে পারি, আজ যদি ক বেগম খ সাহেবের বিরুদ্ধে নির্বাচনে নামে ও ভোট অনুষ্ঠিত হয় তাহ'লে কে জিতবে। কিন্তু আসল কথা হ'ল তাদের কেউ এখনও কারো বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন নি কিংবা আজই ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে না, ওটা হবে এখন থেকে দু'বছর পরে। নির্বাচনের বানোয়াট রিপোর্টে রিপোর্টারের খবর ছাপানো বা সম্প্রচারের সময়-স্থান অপচয় হয়। বরং এই সময় ও স্থান খবরের পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের অনুকূলে

www.pathagar.com

ছেড়ে দেওয়াও অনেক ভালো ছিল। ভ্রমাত্মক প্রয়োগ ঘটলে, অত্যন্ত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সাধনী প্রয়োগে কেবল বিশাল হিমালয়প্রমাদসুলভ প্রতিবেদনই পাওয়া যাবে যার ফল হিসাবে যেগুলি আরও অনেক বেশি বিভ্রান্তিকর ও তার উপলব্ধি কঠিন হবে, কারণ ঐ ভূলে ভরা প্রতিবেদনটিতে *বিজ্ঞানিক* এমন এক মোক্ষম লেবেল আঁটা থাকে কিংবা ওটা কম্পিউটারজাত বলে একটা অলঙ্ঘনীয় মাহাত্ম লাভ করে। তাই রিপোর্টার যখন *বর্ণনার সীমা ছেড়ে ব্যাখ্যার রাজ্যে পা* দেন তখন তিনি কিন্তু কি রিপোর্টিং পদ্ধতি ব্যবহার করবেন সেটি সুচিন্তিতভাবে নির্ধারণের দায়ের একটা বড়ো অংশের ভার ঐ রিপোর্টারের ওপরই বার্তায়।

উপাত্ত-আগার/ ড্যাট্যাবেস ঃ মানুষের কার্যকলাপ ও মানুষের অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য ড্যাটাবেজ বা অত্যন্ত উচ্চগতিসম্পন্ন ও তুলনামূলকভাবে সর্বাঙ্গীণ বরাত ও রেকর্ড পদ্ধতির মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে। সরলতম আকারের ড্যাটাবেজে একটি কম্পিউটারের মাধ্যমে অতি দ্রুত ও সহজে রেফারেন্স সুবিধাকে হাতের নাগালে এনে দেওয়ার মতো একটি ড্যাটাবেজ-এর নাম *রিডার্স গাইড টু পিরিওডিক্যাল লিটারেচার*। এ ধরনের এক সুবিশাল রেফারেন্সের অসংখ্য পৃষ্ঠা ঘাঁটার চেয়ে রিপোর্টার কম্পিউটারের *কী* চেপে ঐ ড্যাটাবেজ বা উপাত্ত আগারের বিশাল ভান্ডারে ঢুকে পড়তে পারেন এবং কয়েক সেকেন্ড বা বড়জোর দু'এক মিনিটের মধ্যে তাঁর দরকারী তথ্যটি পেয়ে যেতে পারেন।

ডায়ালগ ইরফরমেশন সার্ভিসেস নামে এক সাধারণ ড্যাটাবেজ পরিবেশকের ১৯৮৮ সনের সূচিতে ৩০০টি ড্যাটাবেজের একটি সঙ্কলন ছিল। এতে মোট ছিল ১৫ কোটিরও বেশি রেকর্ড আর এগুলির মধ্যে দশ মিনিট অনুসন্ধানের জন্য ব্যয় পড়তো ৫ থেকে ১৭ ডলার। এতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও কর্পোরেশন ইত্যাদির তালিকা থেকে বিভিন্ন নিবন্ধ ও প্রতিবেদনের পূর্ণ বিবরণ সন্নিবেশিত ছিল।

শিশুর অপব্যবহার সম্পর্কিত একটি ড্যাটাবেজ-এ আনুমানিক ১৭০০০ রেকর্ড ছিল। এর সঙ্কলন করে *ন্যাশনাল সেন্টার অব চাইল্ড অ্যাবিউজ অ্যান্ড নেগলেক্ট*। এ কেন্দ্রটি ছিল মার্কিন স্বাস্থ্য ও মানব পরিসেবা দপ্তরের একটি অঙ্গসংগঠন। এই উপাত্ত আগারের অন্তর্ভূক্ত ছিল বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্প, আইন সংক্রান্ত নানা রেফারেন্স, গ্রন্থপঞ্জী, ও পরিসেবা অনুষ্ঠানমালা। ব্যবসার জগতে অন্যতম প্রধান ড্যাটাবেজ হ'ল, *মুডি'স কর্পোরেট নিউজ, ইউ এস*। এই প্রতিষ্ঠানের ড্যাটাবেজ-এ রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের আনুমানিক ১৩,০০০ যৌথ মূলধনী সংস্থার ব্যবসায় ও আর্থিক পরিস্থিতি সম্পর্কিত তথ্যের আনুমানিক ২,৩৬,০০০ রেকর্ড। আর এসব কর্পোরেশন ও কোম্পানীগুলির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও জন উপযোগ সংস্থাসমূহ।

www.pathagar.com

ড্যাটাবেজ বা আধুনিক উপাত্ত আগারগুলি যেহেতু তথ্য সংগঠন ব্যবস্থাপনার সাম্প্রতিক নতুন উপায় সেহেতু এইসব ড্যাটাবেজে যেসব রেকর্ড রয়েছে সেগুলি অপেক্ষাকৃত চলতি ধরনের বা সাম্প্রতিককালের। ঐতিহাসিক উপাত্তগুলি হয়তো বা এখনও কম্পিউটার পদ্ধতিতে উপাত্ত আগারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয় নি। যিনি এই কম্পিউটারাইজ্‌ড ড্যাটাবেজ ব্যবহার করবেন তাঁকে অবশ্যই কোনো তথ্য/ড্যাটাবেজের সংরক্ষণের দাবীদার তা নির্ধারণে ঐ তথ্যের প্রকাশকের বিচার-বিবেচনার ওপরেই নির্ভর করতে হবে। এছাড়াও, ড্যাটাবেজ ঐ সব তথ্যের যোগান দেবে বা দেয় যা তথ্য ব্যবহরকারী বা গ্রাহক জানতে চায়, গ্রাহকের আসলে কী দরকার বা কী তিনি আসলে মনে মনে চান তা সাধারণত নয়। এই ড্যাটাবেজ যাঁরা ব্যবহার করবেন তাঁদের এর নিয়মকানুনগুলি বুঝতে হবে আর বাঞ্ছিত তথ্যটি ড্যাটাবেজ থেকে বের করে আনতে হলে অনুরোধের বিশেষ ভাষাটিও রপ্ত করতে হবে। আনুমানিক ঘন্টা প্রতি এতে ব্যয় পড়ে ৮০ মার্কিন ডলার । আর তাই এই ড্যাটাবেজ ব্যবহারের বেলায় অকারণ মানযাচাই করায় সময় কাটানোর কোনো সুযোগ নেই। আর তাছাড়া, একথাও সত্যি, এতে যেসব রেকর্ড রয়েছে সেগুলিও যে নির্ভুল এমন গ্যারান্টিও নেই।

কম্পিউটারে সংরক্ষণ করে রাখা তথ্য এখন হাতের নাগালে আসায় রিপোর্টারদের পক্ষে এমন তথ্য পাওয়া বা যাচাই করে দেখা সম্ভব হয়েছে যেটা এর আগে কখনও করা সম্ভব ছিল না। যেমন দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা চলে, রোড আইল্যান্ডে একটি সরকারি কেলেঙ্কারীর ঘটনার দলিলায়ন করতে গিয়ে খবরের কাগজের রিপোর্টারদেরকে হাজার হাজার লোন কেস বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে হয় যা কম্পিউটারের ব্যবহার ছাড়া আদৌ কোনোভাবেই সম্ভব হ'ত না। নীচের দু'টি অনুচ্ছেদে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। এ দু'টি অনুচ্ছেদ নেওয়া হয়েছে ১৯৮৫ সালের ২ জুন সংখ্যার *প্রভিডেন্স সানডে জার্নাল* থেকে ঃ

> অঙ্গরাজ্যের সর্বপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী রাজনৈতিক ও আর্থিকসঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কারো-কারো ছেলেমেয়েরা রোড আইল্যান্ড হাউজিং অ্যান্ড মর্টগেজ ফিনান্স কর্পোরেশনের একটা গোপন তহবিল থেকে অত্যন্ত কম সুদের হারে বন্ধকী সুবিধা পেয়েছে ---।

যদি ১৯৭৯ সনের এক কার্যক্রমের আওতায় সাড়ে আট শতাংশ সুদের হারে ঋণ ইস্যু করা হয় সে সুযোগ এক বছরের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় বলেই ধারণা করা হয়। তবু *জার্ণাল-বুলেটিনের* এক কম্পিউটার বিশ্লেষণের আওতায় ঐ কর্পোরেশনের ২৫,০০০টি বন্ধকী কেস পরীক্ষা করে দেখা গেছে ,অনেক বাড়ির মালিক গত নভেম্বর মাস পর্যন্তও ঐ ঋণ পেয়েছে!

www.pathagar.com

খবরের সূত্র হিসাবে সংখ্যালঘু ও অধিকারবঞ্চিত জনগোষ্ঠি সমূহ

গতানুগতিক খবরের সূত্রগুলি প্রধানত 'কায়েমী স্বার্থ' বা কর্তৃপক্ষকে গুরুত্ব দেয় কিংবা কথাটা লঘু করে বলা যায়, সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত বা 'স্থিতাবস্থা'র ধারকের কাজ করে। সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কিত কমিশন এ বিষয়টি উপলব্ধি করে পরবর্তীকালে ক্লাসিক হিসাবে বিবেচিত এক প্রতিবেদনে বলেন যে, গণযোগাযোগ মাধ্যগুলির অন্যতম শর্ত হ'ল সমাজ যেসব জনগোষ্ঠী নিয়ে গড়ে উঠেছে তাদের একটা প্রতিনিধিত্বমূলক ছবি তুলে ধরা। কমিশনের বিবেচনার বিষয় ছিল এই যে, জনসমাজের কোনো কোনো গোষ্ঠীর পরিস্থিতি নিস্প্রাণ গতানুগতিকতায়, অবহেলা, উপেক্ষায় তুলে ধরা হচ্ছে।

> 'যদি চীনেদেরকে ভয়ানক, মাদকাসক্ত কিংবা জঙ্গী হিসাবে বারংবার দেখানো চলতেই থাকে তাহ'লে তাতে চীনের সম্পর্কে বা ওদেশের লোকদের সম্পর্কে ধারণার যে ভাবমূর্তি তৈরি হয় সেটাকে চীনের আরেক ভাবমূর্তি দিয়ে ভারসাম্যে ফিরিয়ে আনা দরকার। জাতীয় পরিসরে প্রচারিত সাময়িকীতে একজন নিগ্রোকে যদি দাস হিসাবে দেখানো হয়, বেতার নাটকে যদি ওদের শিশুদেরকে বেয়াডা, বেয়াদব হিসাবে দেখানো হয় তাহ'লে নিগ্রো ও একইসঙ্গে মার্কিন শিশুর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়। [১৩]

প্রতিবেদনে একঘেয়ে গতানুগতিকতা শুধু উদ্বেগ কিংবা ভাবনার বিষয় হওয়া উচিত নয় বরং মাধ্যমগুলি এ সংখ্যালঘু ও অধিকারহারা জনগোষ্ঠীগুলির নাগালে রয়েছে কি না সেটা নিশ্চিত করার বিষয়টিও ভাবা দরকার। এটি নিশ্চিত করা গেলে ঐ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীগুলি তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে - এমনসব সিদ্ধান্তে শরিক হতে পারে। *নিউইয়র্ক টাইম্‌স* পত্রিকার টম উইকার এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যে, সরকারি কিংবা গতানুগতিক সংবাদ-সূত্রগুলির ওপর নির্ভরতা হিতে বিপরীত ঘটাতে পারে ঃ

> খবরের সরকারি সূত্রগুলির ওপর নির্ভরশীলতা আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে কিংবা অন্ততঃপক্ষে সেটা কমিয়ে তাতে কিছু সুষমতা আনতে হবে। খবরের সরকারী সূত্রের ওপর এই নির্ভরতা আমাদের কাছে মার্কিন সাংবাদিকতার সবচেয়ে গুরুতর ও বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বলতা বলেই মনে হয়। --- আজকাল দেশে অনেক কিছুই ঘটছে, এগুলির অনেক কিছুই জনজীবনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও সেগুলি প্রতিষ্ঠানের আকার না নেওয়ায় তাদের কোনো মুখপাত্র নেই। আপনি যদি কেবল সরকারি খবরের সূত্রেই আটকে থাকেন তা'হলে অন্যত্র এমন অনেক কিছুই ঘটে চলেছে যেগুলি অনিবার্যভাবেই আপনার মনোযোগ এড়াবে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের অঙ্গরাজ্যের বিপুল সংখ্যক কৃষ্ণকায় মানুষ উত্তরের

www.pathagar.com

অঙ্গরাজ্যগুলির বড় শহর-নগরে চলেও এলেও সেটা সংবাদক্ষেত্রের নজরে আসে নি। ---- র‍্যালফ ন্যাডের নামে এক ভদ্রলোক একটা কিছু চাঞ্চল্যকর ঘটানোর আগে অবধি আমরা বুঝতেই পারি নি, পণ্য ব্যবহারকারী গ্রাহকের পণ্য চেতনা বাড়ছে। আর এখন মজার ব্যাপার হ'ল এই যে, নাডেরকেই যেন আমরা একটা খবরের সরকারী সূত্র বানিয়েছি আর এভাবেই আমরা কাজ করতে পছন্দ করি।[১৪]

সারবস্তুসম্পন্ন খবরের কাভারেজের নানা অন্তরায় ঃ *আমরা যেভাবে কাজ করতে পছন্দ করি* - সেটায় সমাজের অধিকার বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর প্রকৃত খবর কাভারেজের আদৌ তেমন সুবিধা করে দেয় না। দারিদ্র্যের কারণ ব্যাখ্যা ও সমাধান অনুসন্ধান করার কাজটা আমাদের জন্য যতোটা আয়াসসাধ্য, তারচেয়ে রিপোর্টাররা আরও অনেক সহজে গরীবদের খুঁজে বের করতেই পটু। *আটলান্টা জার্ণাল অ্যান্ড কন্সটিটিউশান*-এর অন্যতম রিপোর্টার মাইকেল মস সাংবাদিকেরা দারিদ্র্যের ওপর সংবাদ-কাহিনী কিভাবে করে সেটার পর্যালোচনা করতে গিয়ে এই অভিমত প্রকাশ করেন।[১৫] তিনি উল্লেখ করেন, দারিদ্র্য সম্পর্কে অতিমাত্রায় *কাভারেজ* দেওয়া হয়েছে অনেকটা 'তাৎক্ষণিক ঘটনা বা ইস্যুর" কাভারেজের ধাঁচে। যেমন 'শহরে বড্ডো শীত পড়েছে!' ---কাজেই 'যাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই বা আশ্রয় নেই তাদের ওপর সংবাদ-কাহিনী করো', সামনে 'থ্যাঙ্কসগিভিং' (শোকরাণা দিবস (খ্রিস্টীয়) কাজেই একটা সংবাদ-কাহিনী ফাঁদো, দেখাও এই নগরবাসীদেরও হৃদয় বলে একটা কিছু আছে! ওরা যারা ভালো খেতে পায় না, অপুষ্টিতে ভোগে, তাদের ওরা সাহায্যও করছে। আদালতের গ্র্যান্ড জুরি এক অভিযুক্তির আদেশ দিয়েছেন! তো এই সুযোগে কোনো জনকল্যাণ তহবিলে কারচুপি নিয়ে লেখ। এ ধরনের সংবাদ-কাহিনী সংবাদ-যোগ্যতার শর্ত পূরণ করে; কেননা, এগুলি যথাসাময়িক, এতে মানুষের কৌতুহলের খোরাক আছে। আর বিষয়টিকে *আঘাত করো আর তারপর ভাগো* এই ফ্যাশানেও লেখা যায়।

বিট হিসাবে অধিকার বঞ্চিতদের ইস্যুগুলির ধারাবাহিক ও গভীর অনুসন্ধানমূলক কাভারেজের সুযোগ-সুবিধার অবকাশ কম; কেননা, এ ধরনের কাভারেজের দায়িত্ব মাত্র একজন প্রতিবেদক বা সম্পাদকের হাতে ন্যস্ত নয়। এর কারণ, সময়ান্তরে, মৌসুমে কিংবা নিবন্ধ-কাহিনীর আকারে কাভারেজকেই এই জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত বিবেচনা করা হয়। আরও কারণ হ'ল এই যে, অধিকার-হারা এই জনগোষ্ঠিগুলির খবর কাভারেজের বিষয়টিতে একটা ওকালতির রেশ এসে পড়ে যার ফলে রিপোর্টার ও সম্পাদকরা এটি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন। এর কারণ, তারা যদি উদ্যোগ নেন, তাহ'লে তাদেরকে কোনো পক্ষ স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে পারে - এমন ঝুঁকি থাকে। মার্কিন সাংবাদিকতার ইতিহাসের প্রায় সবটকুই শ্বেতকায়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পুরুষদের হাতে রয়েছে। এঁরা যেভাবে ও পরিবেশে বড় হয়েছেন এবং অভিজ্ঞতা লাভ

www.pathagar.com

করেছেন তা সংখ্যালঘু নরগোষ্ঠী ও শ্রেণীর সমস্যাগুলিকে শনাক্ত করা, বোঝা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার জন্য আদৌ তেমন সহায়ক নয়।

ব্যক্তি মানুষ হোক আর ছাপা উপকরণের আকারেই হোক, বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও পরিচর্চিত খবরের সূত্রের একটা আকাল রয়েছে। অধিকার-হারা গোষ্ঠির লোকেরা পুঁথিগত নিয়মেই বলা যায়, ওরা "কায়েমী কর্তৃপক্ষীয়" ভাষা ব্যবহার করে না, করতে জানে না কিংবা তাদের খবরের কাভারেজের জন্য 'প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষীয় চ্যানেলগুলি' কাজে লাগাতে পারে না। মূদ্রিত রেকর্ড প্রসঙ্গে মস এই বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে,

> এমন রিপোর্টারের সংখ্যা খুবই কম যাঁরা জানেন যে, কারা পরিসংখ্যানগত ভিত্তিতে গরীব আর কারা সরকারি সাহায্য কার্যক্রমের আওতায় আসার যোগ্য এগুলি নির্ধারণের জন্য দু'টি ভিন্ন সংখ্যা ও পদ্ধতির সেট ব্যবহার করেন। এর চেয়ে আরও কম রিপোর্টার অবৈধ মাতৃত্ব, বা জন্ম, জন্মহার, জন্ম অনুপাত ও জননশক্তি (fertility) - এরকম পারিভাষিক শব্দগুলিকে আলাদা করে পরিষ্কার বুঝতে পারেন। আর এই পারিভাষিক শব্দগুলি যখন অশুদ্ধভাবে প্রযুক্ত হয় ----আর অনেক সময় বিশারদ ব্যক্তিরাই ভুল প্রয়োগ করেন যাদের বক্তব্য দেবার মতো আদর্শও আছে তখন বালিকা মাতা হওয়া বা গর্ভধারণের প্রবণতা সংক্রান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়গুলির একটা বড়জোর বাঁকাচোরা চিত্র পাওয়া যায়। [১৬]

মস এইসব ও আরো অন্যান্য কারণে পরিশেষে বলেছেন ঃ

> এই কারণে বার্তাকক্ষের কেউ গরীবদের ওপর কিছু একটা কাহিনী তৈরির সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত যে ৫৭ মিলিয়ন আমেরিকান আজও দারিদ্রসীমার ছুঁই ছুঁই অবস্থায় কিংবা তারও নীচে বাস করছে তাদের মুখের ওপর সাংবাদিকতার দরজা হুট করে বন্ধ করে দিয়ে আমরা ফিরে যাই আমাদের খবরের বরাবরের রীতিমাফিক কারবারে --- রাষ্ট্র এবং বিত্ত ও খ্যাতিতে কেউকেটা লোকদের খবরাখবরে। [১৭]

খবরের কাভারেজ নিরাময় নয়, তবু ঃ খবরের কাভারেজের দোষ-ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতাগুলি দারিদ্র্য, বৈষম্য, নিরক্ষরতা, মানসিক প্রতিবন্ধী, পরিচর্যা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার সঙ্কট, মাদকাসক্তি, দন্ড ব্যবস্থা ও শিশু অপব্যবহারের মতো লাখো সামাজিক সমস্যার 'কারণ' নয়, লক্ষণ মাত্র। যদি অর্থবহ, দীর্ঘমেয়াদী পরিসরে সমস্যাগুলির মোকাবেলা করতে হয় তাহ'লে সংবাদ-কাভারেজের আওতায় খবরের পাঠক/শ্রোতা/দর্শককূলকে এসব বিষয়ে পরিজ্ঞাত রেখে এই প্রক্রিয়ায় অবশ্যই অবদান যোগাতে

www.pathagar.com

হবে। মস এক্ষেত্রে প্রত্যয়ের সাথে বলেছেন, "গরীব জনগোষ্ঠি ও তাদের জগৎ প্রতিবেদনের এক নতুন দিগন্ত; এর প্রতিটি বিষয়ে আছে চ্যালেঞ্জ, এতে দরকার সাহসিকতা ও বলিষ্ঠতার যে সাহসিকতা-বলিষ্ঠতার প্রয়োজন হয় যুদ্ধ, রাজনীতি বা পরবর্তী কেলেঙ্কারীমূলক ঘটনার খবরের কাভারেজের বেলায়।" [১৮]

এ ধরনের খবরের কাভারেজের আবশ্যকতা, চ্যালেঞ্জ ও পুরস্কারের প্রাঞ্জল বর্ণনা রয়েছে জোনাথান কোজোল কৃত *ডেথ অ্যাট অ্যান আর্লি এজ, ইল্লিটারেট আমেরিকা* ও *হোমলেস ফ্যামিলিজ ইন আমেরিকা* শীর্ষক গ্রন্থে। সামাজিক সমস্যাবলীর নিগুঢ় তথ্য কেবল গ্রন্থ কলেবরেরই একচেটিয়া হওয়া উচিত নয়। কেননা, সংবাদ মাধ্যমগুলির পাঠক জনসমষ্টির অনেক বেশি ও অনেক ব্যাপক পরিসরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এ ধরনের খবরের ব্যাপারে কাগজের বার্তাকক্ষের বর্ধিত সময় ও সম্পদ বিনিয়োগের প্রয়োজেন হয়। অবশ্য অগতানুগতিক খবরের সূত্রগুলিকে গড়ে তুলে এবং পুর্তকর্মের মূল বিধিবিধান, অঞ্চলীকরণ আইন, স্বাস্থ্য পরিচর্যা নীতি ও সমাজের সকল অঙ্গ সম্পর্কিত অন্যান্য সরকারি সিদ্ধান্তের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রতিবেদন করে এই বিষয়ের কাভারেজকে বার্তাকক্ষের রুটিন হিসাবে গড়ে তোলা যায়।

বার্তাকক্ষ কিভাবে ও কাদের নিয়ে গঠিত সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। নারীবিষয়ক খবরের কাভারেজ অংশতঃ রান্নাঘর ও অ্যাপ্রণের সনাতন সীমা এখন অতিক্রম করেছে এ কারণে যে, সংবাদ-সংস্থার বার্তাকক্ষে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি মহিলা কাজ করে আর এ প্রবণতা যে চলতেই থাকবে এমন সম্ভাবনাই বেশি। কেননা, যুক্তরাষ্ট্রে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ শিক্ষা কার্যক্রমে যতো আন্ডারগ্রাজুয়েট রয়েছেন তাঁদের শতকরা ৬০ জনেরও বেশি মহিলা। বার্তা প্রতিষ্ঠানের বার্তাকক্ষে নরগোষ্ঠীগত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর আরো বেশি মেয়ে নিয়োগের বিষয়টির প্রতি সংবাদ মাধ্যম সমিতিগুলির সমর্থন বেড়েছে। এ ধরনের রূপান্তরের ফলে বার্তাকক্ষে কেবল নতুন রিপোর্টারের সংখ্যাই বাড়বে না বরং যেসব নতুন রিপোর্টার আসবেন তাঁরা নতুন নতুন সংবাদ-সূত্রও গড়ে তুলবেন আর এভাবে খবরের পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের জন্য আরও প্রতিনিধিত্বশীল তথ্যের আরও সুপরিসর আকার গড়ে ওঠার অবকাশ তৈরি হবে।

এ ধরনের পরিবর্তনের সূচনাবিন্দু হতে পারে সামাজিক সমস্যাগুলির আরও সুপরিজ্ঞাত ও তথ্যসমৃদ্ধ কাভারেজ। কিন্তু একইসঙ্গে সংখ্যালঘু ও অধিকার বঞ্চিত জনগোষ্ঠীগুলির ভেতরের খবরের কাভারেজও নগর পরিষদ ও স্কুল বোর্ডগুলির সিদ্ধান্তের মতোই দৈনন্দিন হওয়া জরুরী। এই কারণেই দেখা যায়, সম্পাদক ও বার্তাপরিচালকগণ সাধারণত, নারী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক প্রতিবেদকদের কেবল নারী ও সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ইস্যুগুলিতেই সীমিত রাখেন না। আসলে এ ধরনের রিপোর্টার ও

www.pathagar.com

তাদের খবরের সূত্রগুলি এতখানি সমৃদ্ধ সম্পদ বিশেষ যাকে বিটের সঙ্কীর্ণ পরিসরে আটকে রাখা যায় না।

খবরের সূত্র ঃ সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী

সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের খবরের কাভারেজ রিপোর্টার-খবরের সূত্র সম্পর্কের একটা সর্বাপেক্ষা খারাপ পরিস্থিতির চিত্র বলা যায়। এ সম্পর্কটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মাথায় চড়ে বসে কেন্দ্র. এই খবরের সূত্র বন্দুকের নলের মুখে খবরের কাভারেজ দাবী করে। রিপোর্টার-সূত্র সম্পর্কের আরও যেসব উপাদানের কথা আলোচনা করেছি যেমন বলেছি রিপোর্টার-খবরের সূত্রগুলির মধ্যে (সরকার ও সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে) মধ্যস্থের কাজ করে কিংবা রিপোর্টার খবরের সূত্রগুলির রক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। এখানে এই সন্ত্রাবাদীদের সন্ত্রাসী তৎপরতার খবর কাভারেজের বেলায় সেটা বিকৃত বা ভয়াল ব্যাপার হয়ে ওঠে। সংবাদ প্রতিবেদনের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বড় মাথাব্যথার বিষয় থাকে এই যে, রিপোর্টার যেন ঐ ঘটনা বা ইস্যুতে অংশীদার না হয়ে পড়েন। রিপোর্টারের ভূমিকা তিনটি : পর্যবেক্ষকের, মধ্যস্থের ও অংশীদারের। সাংবাদিক সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করে অংশীদার হবার ভূমিকাটি যতোটা পারা যায় কমানোর এবং মধ্যস্থের ভূমিকাটি এভাবে গড়ে নেবার যাতে তা পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের স্বার্থের অনুকূল হয়। অবশ্য সন্ত্রাসবাদের সংবাদ কাভারেজের বেলায় রিপোর্টারের ভূমিকা বিন্যাস ও গুরুত্বারোপ আগাগোড়া বদলে যায় সন্ত্রাসবাদীদের দাবীর নিরিখে, এখানে সংবাদ মাধ্যম ঘটনার অংশীদার হিসাবে গণ্য। এক্ষেত্রে সংবাদ প্রতিবেদনের ভূমিকাটি গৌণ, এমনকি প্রত্যন্তও হয়ে যেতে পারে।

মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এল জন মার্টিন সন্ত্রাসবাদের যে সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন সেটা খবরের সূত্র হিসাবে সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে আলোচনার সহায়ক হবে ঃ

" কাজটি সন্ত্রাসবাদী হতে হ'লে" নিম্নবর্ণিত তিনটি প্রশ্নের জবাব ইতিবাচক হতে হবে ঃ

১. সহিংসতা বা রাজনৈতিক সহিংসতার হুমকিটি কি কোনো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রকাশ্য জনসমক্ষের ঘটনা?

২. খোদ ঐ ঘটনা বা ঘটনা ছাড়িয়েও কি এটি কোনো জ্ঞাত বা নিহিত উদ্দেশ্য চরিতার্থের উপায়? (যেমন, কারাগার থেকে লোকজনকে মুক্তি দেওয়ার দাবি কিংবা মতামত প্রচার করার জন্য একটা প্রকাশ্য জনমত সন্ধান?)।

৩. যারা সন্ত্রাসী কাজগুলি করছে তারা ছাড়া তাদের কি ঐসব কাজের কোনো ঘোষিত ফলগ্রাহক কিংবা প্রচ্ছন্ন ফলগ্রাহক আছে? (যেমন, এটি কেবল মুক্তিপণ আদায়ের জন্য অপহরণ হলে চলবে না যে পণ্যের টাকা অপহরণকারীদের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তাদের কাছেই যাবে)। [১৯]

www.pathagar.com

আমাদের আলোচনার জন্য আমরা ধরে নিয়েছি যে, সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা বেশ দীর্ঘমেয়াদী পরিসরে চলে বা তা এত বেশিসময় ধরে চলে যার জন্যে ঐ ঘটনায় সংবাদ মাধ্যমের উপস্থিতি ঘটিয়ে ঐ ঘটনার কাভারেজ দেওয়ার জন্য ব্যবস্থাটি পর্যাপ্ত। এছাড়াও, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কাজটি একটি অপরাধ। দ্বিতীয় কল্পনা অনুমানটি গুরুত্বপূর্ণ; কেননা, কোনো অপরাধ বা অপরাধের সংঘটন খবর কাভারেজের নিয়মবিধিই পাল্টে দেয় ও তাতে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব আরও বেড়ে যায় (স্কুলবোর্ডের সভায় বিদ্যালয় তত্ত্বাবধায়কদের যে কর্তৃত্ব থাকে অপরাধস্থলে পুলিশের কর্তৃত্ব সে তুলনায় রিপোর্টারের চেয়ে অনেক বেশি থাকে)।

সন্ত্রাসবাদ কেবল বিশ শতকেরই একচ্ছত্র বৈশিষ্ট্য নয়। তবু এটা সংবাদ মাধ্যমের কাভারেজের কারণে এক নতুন চেহারা পেয়েছে।

তিনটি সন্ত্রাসবাদী ঘটনা

১. ১৯৭৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ক্রোট জাতীয়তাবাদীরা যুগোশ্লাভিয়া থেকে স্বাধীনতার দাবীতে নিউইয়র্ক থেকে শিকাগো রুটে আকাশে উড্ডীন এক যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাই করে। তারা দাবী জানায়, তাদের ঘোষণাপত্রটি হুবহু পরের দিনের *নিউইয়র্ক টাইম্‌স, লস এঞ্জেল্‌স টাইম্‌স, ওয়াশিংটন পোষ্ট, শিকাগো ট্রিবিউন* ও *ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউনের* প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপতে হবে। এর অন্যথা হলে, সন্ত্রাসবাদীরা আরও জানায়, এক একটি বোমা অত্যন্ত জনবহুল কোথায়ও ফাটানো হবে। ইতিমধ্যে নিউইয়র্কের সাবওয়ে (ভুগর্ভ রেলপথ) স্টেশনে সন্ত্রাসবাদীদের পাতা একটি বোমা নিষ্ক্রিয় করতে গিয়ে একজন পুলিশ কর্মচারী নিহত হয়।

মার্কিন খবরের কাগজগুলি সন্ত্রাসবাদীদের এই অনুরোধ রক্ষা করে। যখন এই দাবিটি করা হয় তখন পরের দিনের ইন্টারন্যাশনাল ট্রিবিউনের সংস্করণের কপি প্যারিসের রাজপথে বিক্রি হচ্ছে। যেসব কাগজ সন্ত্রাসীদের অনুরোধ রক্ষা করে তাদের ঘোষণা ছাপিয়ে দেয় তারা অংশত সেটি একারণে করে যে, খোদ ঘোষণাটিতেই সংবাদযোগ্য কিছু উপাদান ছিল আর দ্বিতীয়ত বলা যায়, আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল এই যে, সন্ত্রাসবাদীরা তিনদিনের মধ্যেই একজনকে হত্যা করেছে অর্থাৎ একজন পুলিশকে প্রাণ দিতে হয়েছে। আর তাই তারা যে হুমকি দিয়েছিল সেটা নিতান্তই নিছক হুমকি নয়। *লস এঞ্জেল্‌স টাইম্‌স*-এর সম্পাদক উইলিয়াম এফ টমাস বলেন, আমার বিবেকের ওপর দিয়ে আর কাউকে হত্যা করা হোক - এ আমি চাই না।[২০]

ক্রোয়েশীয়দের এই বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা ছিল প্রথম সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা যাতে সংবাদ মাধ্যমকে সরাসরি জড়িত করা হয়। এই ঘটনায় খবরের কাগজগুলি তাদের নিজ নিজ এখতিয়ারে সাড়া দেয় ও সময়ের অত্যন্ত চাপের মধ্যে কাজ করে।

www.pathagar.com

কেননা, পরের দিনের খবরের কাগজের পাতা ছাপার কাজ তখন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল (এর অর্থ এই যে, ঐ কাগজগুলিকে তাদের সকল সংস্করণেই ঐ ঘোষণাটি ছাপতে হয় নি)। এই সন্ত্রাসী ঘটনার পুনরাবৃত্তি বা নকল আর কোনো সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠি করে নি। করে নি সম্ভবত এই কারণে যে, অন্যান্য সন্ত্রাসবাদীরা ঐ সময় নাগাদ বুঝতে পারে যে, টিভি কাভারেজেই তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের সবচেয়ে ভালো মাধ্যম। ভবিষ্যতে যদি এরকম ঘটনা আরও ঘটে তখন কি হবে - কাগজের সম্পাদকেরা এ ধরনের প্রশ্নে জবাব এড়িয়ে শুধু এটা উল্লেখ করেছেন যে, সংবাদ-মাধ্যম নিজেকে জিম্মি হতে দিতে পারে না, সংবিধানের প্রথম সংশোধনী লঙ্ঘিত হয় এমনভাবে আচরণ বিধি সমরূপ করার কোনো প্রস্তাবের সায় দিতে পারে না।

২. ১৯৭৭ সনের মার্চ মাসে এক সন্ত্রাসমূলক ঘটনায় খবরের কাভারেজকে কেন্দ্র করে সংবাদ মাধ্যমের সমালোচনা হয়। এই ঘটনায় ওয়াশিংটন ডিসি'র তিনটি ভবন যেমন, ইসলামিক সেন্টার, ব'নায় ব'রিছ সদর দপ্তর ও জেলা ভবন বা নগর হলে ১৩৫ ব্যক্তিকে জিম্মি হিসাবে ৩৯ ঘন্টা ধরে আটক রাখা হয়। হানাফি মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতা হামমাস আবদুল খালিস ১৯৭৩ সনে কৃষ্ণকায় মুসলিমদের হাতে তার যে পাঁচ সন্তান খুন হয় তিনি সেই হত্যাকান্ডের বদলা নিতে চাচ্ছিলেন। এই ঘটনায় জিম্মিদের কেউ জখম হন নি। তবে *ডব্লিউএলইউআর* বেতারকেন্দ্রের ২৪ বছর বয়সের মরিস উইলিয়াম নামে এক রিপোর্টার বেশ আহত হন। এই ঘটনার সুচনায়ই কিছু নগর পরিষদ কর্মকর্তাসহ উইলিয়াম নগর হলে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন ঠিক তখুনি একটি শটগানের গুলির আঘাতে তিনি ধরাশায়ী হন। এই রিপোর্টারের মৃত্যু ছাড়াও এই হানাফি সন্ত্রাসীদের ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ এ কারণে যে, খবরের কাভারেজ জিম্মিদের উদ্ধার প্রয়াসকে বিপন্ন করেছে এবং তা পুলিশের কাজেও বিঘ্ন ঘটাতে পারতো।[২১]

এক টিভি রিপোর্টে দেখানো হয়, একটি দড়ি দিয়ে একটি ঝুড়ি জাতীয় আধার একটি ভবনের ওপরের দিকে তুলে দেওয়া হচ্ছে কিছু আটকে পড়া লোককে উদ্ধারের জন্য। ঐ ভবনে লোকগুলির উপস্থিতির খবর পেয়ে সন্ত্রাসীরা তাদেরকে জিম্মি করার চেষ্টা চালায়। লোকগুলিকে সন্ত্রাসীরা শেষ পর্যন্ত আটকাতে পারে নি, কারণ, ওরা এক পর্যায়ে ঐ ভবন থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু ঐ ভবনে যেসব সন্ত্রাসীরা উঠেছিল তাদেরকে তাদের সহযোগীরা জানিয়ে দেয় যে, ঐ ভবনে জিম্মি করা যায় এমন লোকজন তখনও আছে। এই সহযোগীরা আসলে এর আগে ঘটনার খবরের কাভারেজের বিষয়টি দেখার দায়িত্বে অন্য জায়গায় মোতায়েন ছিল।

এক জীবন্ত বেতার সাক্ষাতকারে একজন রিপোর্টার সন্ত্রাসবাদীদের নেতাকে জিজ্ঞেস করেন, "আপনাদের কোনো শেষ সময়সীমা আছে কি না?" আসলে ওদের

www.pathagar.com

এজন্য কোনো সময়সীমা ছিল না। আর সেটিকেই পুলিশ একটা উৎসাহব্যঞ্জক লক্ষণ বলে ধরে নেয়।

আরেকজন সাংবাদিক খালিস-এর সাক্ষাৎকার নেন টেলিফোনে। এই সাংবাদিক তাঁকে এই মর্মে আভাস দেন যে, হয়তো পুলিশ তার ওপর 'মতলব' খেলানোর একটা চেষ্টা করছে কিংবা সরল বিশ্বাসে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাবার নামে ঝটিকা গতিতে পাল্টা আঘাত হানার মতো এক বাহিনী তৈরি করার সময় নিচ্ছে। এতে দলনেতা খালিস এত ক্রুদ্ধ হন যে, তিনি জিম্মিদেরকে এক এক করে খুন করার কাজ শুরু করার হুমকি দেন।

জিম্মিদের দলে ছিলেন চার্লস ফেনাইভেসি। ইনি ছিলেন ব'নাই ব'রিছ কর্তৃক প্রকাশিত ইহুদী মাসিক পত্রিকা *ন্যাশনাল জুয়িশ মান্থলি*-র সম্পাদক। তিনি এই ঘটনা সম্পর্কে লেখেন ঃ

> খালিস মাঝে মাঝেই আমাদের সাথে দেখা করতে আসতেন। আর প্রতিবার দেখা হতেই ঘোষণা দিয়ে জানাতেন, "দুনিয়ার সকলে আমার সাথে কথা বলার চেষ্টা করছে।" আর এই ঘটনায় সাংবাদিকরা যখন সুদূর ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও সেইসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সকল জায়গা থেকে তাঁর কাছে টেলিফোন করতে শুরু করেছেন তখন খালিস আমাদের ও আমাদের প্রহরীদেরকে হৃষ্ট চিত্তে সেকথা জানান।
>
> সংবাদ-মাধ্যমগুলি ছিল আমাদের আরও এক শত্রু। একথা আমি আমার সঙ্গে আরও যারা জিম্মি হয়ে আটকে ছিলেন তাদের কথাবার্তা থেকে জানতে পারি। ওদের কেউ কেউ বলছিল যে, সংবাদ-মাধ্যমগুলি আমাদের দুশমন এ কারণে যে, ওরা আমাদের এই বিপদটাকে আরও উত্তেজনাকর করে তুলছিল। --- আরও যারা জিম্মি ছিলেন তাঁরা যুক্তি দেখালেন যে, সংবাদ-মাধ্যমগুলি আমাদের শত্রু কেননা, তারা এমন একটা ধারণা দেয় যে, বন্দুকধারীরা সদয় ও অনুকম্পাশীল লোক। আর পরিশেষে এ ব্যাপারে একটা সর্বসম্মত অভিমত গড়ে ওঠে যে, এই সংবাদ-মাধ্যমগুলি হানাফীদের ইহুদী-বিরোধী বিদ্বেষ ও ক্রোধ প্রকাশের একটা আলোচনা মঞ্চের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আর সংবাদ-মাধ্যমগুলির কিছু প্রতিবেদনে, বিশেষ করে, কয়েকটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণধর্মী লেখায় যারা সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের শিকার তাদের চেয়েও সন্ত্রাসবাদীদের জন্য বেশি দরদ ও অনুকম্পা দেখানো হয়েছে। [২২]

৩. ১৯৮৫ সনের ১৪ জুন, শিয়া মুসলিমগণ এথেন্স থেকে রোম অভিমুখী *ট্রান্সওয়ার্ল্ড এয়ারলাইন্সের* ফ্লাইট নং ৮৪৭-এর যাত্রীবাহী বিমানটি ছিনতাই করে। ইসলামী জিহাদ গোষ্ঠীর দু'জন লোক পাইলটকে আলজিয়ার্স ও বৈরুতের মধ্যে চারবার

www.pathagar.com

জোর করে যাওয়া-আসা করতে বাধ্য করে। ওরা বিমানের যাত্রী মার্কিন নৌবাহিনীর ডুবুরী একজনকে মারধর করার পর হত্যা করে ও বিমানের ১১৩ জন যাত্রীকে মুক্তি দেবার পরও ৩৯ জন আমেরিকানকে ৩০ জুন পর্যন্ত জিম্মি হিসাবে আটক রাখে। বৈরুতে লেবাননের প্রধান শিয়া গোষ্ঠী *আমাল*-এর সদস্যরা ছিনতাইকারীদের কাছ থেকে বিমানের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। ঐ সন্ত্রাসবাদীরা ইসরাইলী কারাগারে বন্দী তাদের ৭৭৬ জন শিয়া অনুসারীর মুক্তি দাবি করেছিল। [২৩]

এই দুই সপ্তাহে এই জিম্মি আটকের ঘটনা চলাকালে এর খবরের টিভি কাভারেজকে 'টেলিভিশন' ও সংবাদমাধ্যমের সন্ত্রাসবাদ বলে সমালোচনা করা হয়।

> টিভির লোকজন খুব করেছে। এজন্যে তারা গর্ববোধ করতে পারে। আমরা দেখেছি, ব্যক্তিগতভাবে টিভির সাংবাদিকদের কঠোর শ্রম, বুদ্ধিদীপ্ত অবস্থান। তাদের নিষ্ঠা ও সাহসিকতার নমুনা দেখেছি সরেজমিনে এ পরিস্থিতির মাঝে। ওরা মন্তব্য করেছেন শাণিত, তীক্ষ্ণ। সংশ্লিষ্ট প্রয়োজকদের মাঝেও গুণগুলি লক্ষ্য করেছি। ওদের টেকনিক্যাল যাদুকরী কর্মকৌশলও দেখেছি। কিন্তু যখন তাদের খন্ড খন্ড কর্মকীর্তিগুলিকে এক করা হয়, দেখা যায়, ওদের গোটা টিভি ব্যবস্থাই ঐ সময় ভুল পথে পরিচালিত হয়েছে। মনে হয়েছে, সংগঠনের নিষ্ঠা প্রাবল্য ও মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি টিভিকে ডঃ জেকিল ও মিষ্টার হাইডের মতো একটা চরমপন্থী *টেলিভিশনে* রূপান্তরিত করেছে। [২৪]

সমালোচকরা এই টিভি কাভারেজের আরও নানা সমস্যার কথা বলেছেন। সেগুলিকে বড় করে দেখিয়েছেন। তাঁদের মতে, ইসরাইলে কিছু শিয়া কারাগারে রয়েছে এই বিষয়টির প্রতি সংবাদ-মাধ্যমগুলি গুরুত্ব আরোপ করায় ঘটনার নিরসনের লক্ষ্যে দর-কষাকষিমূলক আলোচনা বরং আরও কঠিন হয়েছে। টিভি কাভারেজ অন্যান্য দাবীগুলি উপেক্ষা করেছে আর তার ফলে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরাইল কিছু শিয়া বন্দীকে মুক্তি দেবার পরিকল্পনা করেছিল বলে জানা গেলেও এ ঘটনার জন্যে এগুতে পারে নি। গোটা পরিস্থিতি হয়ে ওঠে প্রতিযোগিতামূলক পাগলামির মতো। আর উত্তেজনার আগুনে টিভি বেশ ভালো রকমেই হাওয়া দিয়ে যাচ্ছিল ঃ

> প্রতিযোগিতা অত্যন্ত তীব্র, *স্কুপ* তথা একান্ত সংবাদ কাহিনী না করলেই নয়। চাপ খুবই প্রবল। আর এ ব্যাপারে সুবিধা নেবার জন্য লাফ-ঝাঁপ, প্রায় মারদাঙ্গা অবস্থা। ব্যাপারটা এরকম মারদাঙ্গার মতো যে, একবার একটা সংবাদ সম্মেলনের সময় একদল ঠেলাঠেলি ও হৈ-হলায় লিপ্ত সাংবাদিকের পাল্লায় পড়ে সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদেরকে তাদের জিম্মিসহ পিছু হঠে যেতে হয়। [২৫]

www.pathagar.com

আমাল নেতা নবী বেরীর সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে তখনকার এবিসি টিভির অনুষ্ঠান *গুড মর্ণিং আমেরিকা*-র অতিথি সাংবাদিক ডেভিড হার্টম্যান নবী বেরিকে জিজ্ঞাসা করেন, প্রেসিডেন্ট রেগ্যানের জন্যে তার কোনো 'শেষ কথা' আছে কি না। এ কথা শুনে অনেকের কাছেই মনে হয়, টিভি যেন জিম্মি মুক্তির ব্যাপারে তার একান্ত নিজস্ব দর কষাকষি চালিয়ে যাচ্ছে নিজের মতো করে। এটি বিশ্বাস করাও শক্ত যে, অনেকে আবার হার্টম্যান এই যেভাবে নিজেকে জড়ালেন এটির ব্যাখ্যা অনেকে এভাবে দিয়ে পাস কাটাবারও চেষ্টা করলেন যে, তিনি তো *এবিসি* নেটওয়ার্কের চিত্তবিনোদন শাখার বেতনভুক্ত লোক, তিনি তো আর সংবাদ শাখার কেউ নন। [২৬] *সিবিএস* টেলিভিশনের ফিল্ড টিভি ক্রূর নেতা ড্যান রাথার শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে, তিনি টিভি দর্শকদের একথা বলে ড্রয়িররুম কুটনীতি করেছেন যে, নবী বেরী আমাকে বলেছেন যে, "ইসরাইল যদি শিয়া বন্দীদের মুক্তি দেয় তাহ'লে তৃতীয় একটি দেশ জিম্মি ও এ শিয়াবন্দীদের একটা বিনিময়ের ব্যবস্থা করতে পারে।"

সন্ত্রাসবাদী ঘটনার খবরের কাভারেজ সম্পর্কিত এক সমীক্ষামূলক আলোচনায় মার্কিন সংবাদপত্র সম্পাদক সমিতির (ASNE) একজন সাবেক সভাপতি মাইকল জে ও'নীল *টিডব্লিউএ* বিমান ছিনতাই ঘটনার খবরের কাভারেজের স্ব-বৈপরীত্যের বিষয়গুলির উল্লেখ করেছেন এবং সেইসঙ্গে মধ্যস্থ হিসাবে রিপোর্টারের ভূমিকার বিষয়েও কিছুটা আলোকপাত করেছেন ঃ

> শাসরুদ্ধকর, নাটকীয় কাভারেজের মধ্য দিয়ে টিভি গোড়ার দিকে জনগণের ভয় ভীতি বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু পরে জিম্মিদের যে কোনো আশু বিপদের আশঙ্কা নেই এমন একটা ছবি দেখিয়ে তাদের আশঙ্কা প্রশমিত করে। আর এতে করে সরকার একটা নিস্পত্তিতে পৌঁছানোর চেষ্টা করার সময় হাতে পান। টিভি এই সঙ্কটে অংশ নিয়ে সাংবাদিকতার প্রায় ডজনখানেক নিয়মবিধি ভেঙ্গেছে। এসব নিয়ম লঙ্ঘিত হয়েছে আরও এ কারণে যে, ঐ টিভি তার নিজের অত্যন্ত খ্যাতিমান একজন আলোচকেরও যোগান দিয়েছে যদিও সেটা একটা সাহায্য-সহায়তাও বটে। এভাবে একটি যোগাযোগ খাড়া হয়ে যায়। এই যোগাযোগটা হয় প্রতিটি পক্ষের একে অন্যের সাথে এমন ছদ্ম আবরণে যে কাউকেই একে অন্যের ডো প্রকাশ্যে কথা বলতে হয় নি। এই যোগাযোগে পক্ষগুলির দাবীর বিষয় এক থেকে অন্য পক্ষে বা সেখান থেকে মূল পক্ষে এভাবে বিনিময় হয়েছে যতোক্ষণ না পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ নিস্পত্তির শর্তগুলি বুঝতে সক্ষম হয়েছে।[২৭]

সংবাদ প্রতিবেদনে নানা মাথাব্যথার বিষয়ঃ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের খবরের কাভারেজ খুব কঠিন কাজ। এটি আবার অনেক সময় পীড়াদায়ক ও দায়িত্বহীনও হয়ে

www.pathagar.com

থাকে। এই খবরের কাভারেজের ও সংবাদের সূত্র হিসাবে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে কাজ-কারবারের ঝুঁকির অত্যন্ত খারাপ কিছু বিকল্প আছে যেমন, এসব ঘটনার কোনো কাভারেজই আদৌ না দেয়া কিংবা অত্যন্ত কড়া সরকারি নিয়ন্ত্রণের আওতায় থেকে এধরণের কাভারেজ দেওয়া। একেবারে কোনো কাভারেজ না দেওয়ার মতো নিস্প্রদীপ ব্যবস্থা কিংবা সরকারের মর্জিমাফিক কাভারেজ দেওয়ার ব্যাপারটা অসম্ভব না হ'লেও এটি সুপরিজ্ঞাত নাগরিক ধারণার এতই বিরোধী যে, এ ধরনের বিধিনিষেধ আরোপের ব্যাপার কার্যত সন্ত্রাসবাদের কাছে আত্মসমর্পণ তুল্য হয়ে ওঠে।

সংবাদ-মাধ্যম সন্ত্রাসবাদী ঘটনার কাভারেজ দিলে তাতে এ ধরনের অনুকৃতিমূলক সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটানোর বিষয়কে উৎসাহিত করা হবে - এমন আশঙ্কার কারণ বোধগম্য হ'লেও এযাবত এ ধরনের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি, এর পক্ষে সমর্থনমূলক বক্তব্যও তেমন যথেষ্ট আসে নি। একটা পাল্টা যুক্তিও অনেকে দেখাতে পারেন যে, সন্ত্রাসমূলক ঘটনাগুলি সংবাদ-মাধ্যমে কাভার করা হলে ওটা বিপদ হালকা করায় সহায়ক হতে পারে। এর ফলে বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা হয়তো সহিংসতার পরিমাণ কমাবে। তবে উত্তর আয়ারল্যান্ডে যে লাগাতার সহিংসতা চলেছে সেটা এমনকি কড়া নিয়ন্ত্রণ ও সরকারের সংবাদ কাভারেজের ওপর সেন্সর ব্যবস্থা আরোপের পরেও ক্রমাগত সহিংসতা চলার এক পীড়াদায়ক নজির। সন্ত্রাসবাদী ঘটনার কাভারেজ সমস্যার কল্পনা-অনুমানমূলক বিষয়গুলির আলোচনার চেয়ে বরং এই আলোচনা অন্যত্র সরানোই ভালো।

খবরের কাভারেজের নানা সমস্যা সত্ত্বেও ওপরে যেসব দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে তার কোনোটিতেও দায়িত্বহীন প্রতিবেদনের কারণে কোনো জিম্মিকে প্রাণ হারাতে হয় নি। অবশ্য এটি নেহাতই দৈব বিষয় বা কপাল জোরের ব্যাপারও হতে পারে কিংবা সেটি এই সাক্ষ্যও হতে পারে যে, সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কিত খবরের কাভারেজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কি যেমনটি বৈরুতের ঘটনায় দেখা গেছে, সংবাদ-মাধ্যম জিম্মিদের মধ্যে সরকারি কর্মকর্তারা থাকলেও তাদের পরিচয় ফাঁস করে নি।

আধা আলোচক হিসাবে এ ধরনের ঘটনায় সংবাদ-মাধ্যমের জড়িত হওয়ার ঝুঁকি এখন আরও ভালো করে স্বীকৃত হওয়া উচিত। *টিডব্লিউএ* বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা সংবাদ-মাধ্যমগুলির জন্য একটা রীতিমতো মুসিবত ছিল। এ ঘটনার শিক্ষায় রিপোর্টারদের সংবাদ প্রতিবেদনের সীমা ব্যবহারে সংযত হওয়া উচিত।

সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ একটা অপরাধ - এই বিষয়টির উপলব্ধি ঘটলে খবরের সিদ্ধান্ত প্রণয়নে সেটি সিরিয়াস বিবেচনা হতে পারে। সংবাদের কাভারেজ অপরাধমূলক কার্যকলাপকে সহায়তা করবে - এমন হতে পারে না। সরকারী এজেন্সিগুলি অপরাধ সংঘটন স্থলে খবরের কাভারেজ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে।

www.pathagar.com

তবে এই ক্ষমতার প্রয়োগে সংযমের পরিচয় দেওয়া হয় এ কারণে যে, এ ধরনের খবরের কাভারেজের সুবাদে হয়তো নিরাপত্তার সুযোগ বাড়বে, উত্তেজনা হালকা হবে আর এমনকি, জিম্মিদের মুক্তির ব্যাপারে দর কষাকষিতেও অবলম্বন হয়ে উঠবে। আর এই বিবেচনাগুলির কারণেই সংবাদ মাধ্যমগুলির সঙ্গে খবরের গতানুগতিক ও অগতানুগতিক সূত্রগুলির একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যময় সম্পর্ক দাঁড়িয়ে যায়। তবে যেমনটি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রকৃতিজনিত কারণেই রিপোর্টার ও সূত্রের প্রমিত সম্পর্কটি বিকৃত, ভয়ানক, ভয়াল হয়ে যায়।

১৯৭০-এর দশকের গোড়ায় বেতার সম্প্রচার প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণ নির্দেশনামূলক নীতির আওতায় এ ধরনের খবরের কাভারেজের সমস্যার প্রতি আলোকপাতের চেষ্টা করে। নীচের এসব মন্তব্য থেকে বিষয়টি সম্পর্কে আঁচ করা যাবে ঃ

সিবিএস ঃ "সংবাদ বিচারের স্বাভাবিক যাচাই পদ্ধতির চৌহদ্দির বাইরে সন্ত্রাসবাদী/জিম্মিদের সংবাদ-কাহিনী কাভারেজের কোনো সুনির্দিষ্ট আত্ম-বাস্তবায়ক বিধিবিধান হতে পারে না। তবুও এ ক্ষেত্রে অবশ্যই সজাগ হতে হবে, যত্ন, সংযম ও চিন্তা-ভাবনা প্রয়োগ অবশ্যই করতে হবে।"

এনবিসি ঃ "জনগণকে অবহিত রাখার দায়িত্বটিকে আমাদের অবশ্যই পরিশীলিত চিন্তাভাবনায় সুষম রাখতে হবে। এটি হবে কারও দ্বারা ব্যবহৃত হওয়া এড়ানো ও পরিস্থিতিকে জটিলতর না করার কিংবা সেটির উত্তেজনা আরও না বাড়ানোর দায়িত্বশীলতা।"

এবিসি ঃ "আমাদের অবশ্যই এমন কিছু করা চলবে না যাতে জিম্মিদের জীবন বিপন্ন হতে পারে কিংবা ঐ জিম্মিদের মুক্তির নিশ্চয়তাবিধানে কর্তৃপক্ষীয় প্রয়াসে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারো। সন্ত্রাসবাদীরা তাদের নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আমাদেরকে ব্যবহার করার ব্যাপারে সন্ত্রাসবাদীদের চেষ্টার বিরুদ্ধে আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।"

এ ধরনের নির্দেশিকা,নীতিমালা খবরের কাগজগুলি প্রণয়ন করেছে। এটি করা হয়েছে কিছুটা খবরের কাভারেজের ব্যাপারে প্রশ্ন ওঠার কারণে। এ ধরনের ঘটনার খবরের কিছু কাভারেজ যে দায়িত্বহীনতাসূলভ হয়েছে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে একঘেয়ে, বিরক্তিকর যে নগর পরিষদের সভা-বৈঠকগুলি তার কাভারেজও কিন্তু দায়িত্বহীন হতে পারে। এর আশু প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব অনেকটা কম বোঝা যায় হয়তো কিন্তু যে সরকার ব্যবস্থা সুপরিজ্ঞাত নির্বাচকমন্ডলীর বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠিত সেই ব্যবস্থায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সংবাদ-কাভারেজের ব্যাপারে একনাগাড়ে দায়িত্বহীনতা খুবই ক্ষতিকর। এ সমস্যার জবাব বা সমাধান ঘটনার কম কাভারেজ

www.pathagar.com

কিংবা কোনো কাভারেজ না দেওয়ার মাঝে নিহিত নেই। বরং এর সত্যিকারের সমাধান রয়েছে এসব ঘটনার উন্নততর কাভারেজের মধ্যে।

এইসব নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির ব্যাপারে বেশি মনোযোগী হলেই সম্ভবত সন্ত্রাসবাদী ঘটনাগুলির আরও ভালো কাভারেজ নিশ্চিত করা যায় ঃ

১. সংযত খবরের কাভারেজের জন্য ওটার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত 'সংবাদ-ঘটনাটি' যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জিম্মি হিসাবে লোকজনকে আটক করা বোঝায়, কাভারেজকে অতিপ্রচার দেওয়ার জন্য একান্ত সংবাদ-কাহিনী বা ছদ্মঘটনার ব্যাপারে মনোনিবেশ নয়। রুটিন সংবাদ কাভারেজের বেলায় উদ্যমী রিপোর্টারের প্রয়াস হবে সংবাদ-কাহিনীর জন্য একটা সংবাদ-দৃষ্টিকোণও বা উপাদানের জন্যে অনুসন্ধান যা প্রতিযোগী খোঁজ পায় নি কিংবা ঐ প্রশ্ন করা বা উদ্ভাবন করা যা প্রতিযোগী করে নি। সন্ত্রাসবাদী ঘটনার বেলায় খবরের এই কাভারেজে মূল মনোযোগ প্রধান বা প্রাথমিক সংবাদ ঘটনা থেকে স্থানান্তরিত হয় ও একান্ত কাহিনীর জন্য অনুসন্ধান প্রয়াসের ফলে যে খবরের কাভারেজ ঘটে সেটাকে 'টেররভিশন' বা *ভয়ভীতি টিভি* হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

২. প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত খবরের কাভারেজের পরিণতিগুলি সাংবাদিকদের জন্য সবচেয়ে কম সহায়ক নির্দেশিকা। সাধারণত ক্ষতিকর তথ্য মনে হয় এমন তথ্যের কিংবা প্রতিবেদনে কোনো ভূলের যে প্রতিক্রিয়া হয় বা প্রভাব পড়ে সেটা রেকর্ড ঠিক করার জন্যে সংশোধন বা অতিরিক্ত তথ্য দিয়ে মুছে ফেলা যায়। তবে সন্ত্রাসবাদের বেলায় কোনো ভূল করা হয়ে থাকলে অতিরিক্ত বা বাড়তি তথ্যের তেমন কোনো উপশম বা নিরাময়কারী সামর্থ্য নেই। এখানে যে ঝুঁকি তা তাৎক্ষণিক ও সরাসরি।

৩. রিপোর্টার নিজেকে যদি নিজের ধারণায় একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক ও লিপিবদ্ধকারী হিসাবে মনে করতে থাকে তাহ'লে সেটা ঠিক হবে না। এ ভ্রান্তিবিলাস তাঁর থাকা উচিত নয়। সরকার সাংবাদিকদেরকে সম্ভাবনার দিক থেকে সহায়ক বা অযথা গোলমাল সৃষ্টিকারক ঝামেলাও মনে করতে পারেন আর সন্ত্রাসবাদীরাও এই সাংবাদিকদেরকে সরকার বা কর্তৃপক্ষীয় এজেন্ট ভেবে তাদের নিজেদের মতলব হাসিলে লাগাতে পারেন। এখানে খবরের সূত্র 'নিরপেক্ষ' কাজ করে না। আর যে তথ্যগুলি খবরের পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের কাছে প্রতিবেদিত হয় সেগুলি ঐ সন্ত্রাসবাদীদের দাবীর মূলে চেহারা পেয়ে থাকতে পারে। সন্ত্রাসবাদীরা ভয়ভীতি কাজে লাগিয়ে খবরের কাভারেজ কী হবে, কী-ই বা তার প্রকৃতি কি হবে সেটি বলে দিতে পারে; সরকার সেটি করতে পারে অপরাধস্থলে পুলিশী ক্ষমতার অনুশীলন ও প্রয়োগ করে। সংবাদক্ষেত্রের (পত্রের) ওপর এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ অনিবার্য ও একইসঙ্গে

www.pathagar.com

দুর্ভাগ্যজনকও বটে। এসব নিয়ন্ত্রণ অনিবার্য এ কারণে যে, জীবনহানির ঝুঁকি রয়েছে। আর দুর্ভাগ্যজনক এ কারণে যে, যে সংবাদের কাভারেজ সংশ্লিষ্ট সঙ্কট নিরসনে সহায়কও হতে পারত। এ বিষয়টিরই উল্লেখ করেছেন ও'নীল *টিডব্লিউএ* বিমান ছিনতাই ঘটনায় মধ্যস্থ হিসাবে সংবাদপত্রের ভূমিকার বিবরণে।

৪. সন্ত্রাসবাদী ঘটনার খবরের কাভারেজ সাধারণত বিশ্বব্যাপী এক অসুস্থতার উপসর্গ-লক্ষণ ইত্যাদির কাভারেজ বিশেষ। ও'নীল তাঁর ভাষায় *নিবারণমুলক সাংবাদিকতার* ব্যবহাররীতি অনুশীলনের আহবান জানিয়েছেন। এই নিবারণমুলক সাংবাদিকতা হ'ল বৈদেশিক বিষয়াবলীর উন্নত খবর কাভারেজের মূল সারবস্তু। এর উদ্দেশ্য খোদ সংঘাতের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ না করে বরং ঐ সংঘাতের মূল কারণগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ যাতে করে এইসব বিষয়ে গোটা মানব সমাজ সচেতন, সতর্ক ও সজাগ হয়ে ওঠে। তিনি লিখেছেন যে, "রিপোর্টারদেরকে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রহরীর চেয়েও বেশি কিছু ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে, তাকে অপেক্ষা করতে হবে সহিংসতা ও বিপর্যয়ের খবর কভার করার জন্য যখন আরেকটি অদেখা হুঁশিয়ারিতে স্পন্দিত হচ্ছে যা আমরা শুনতে, অনুভব করতে পারি না। সাংবাদিকদের কাজ হবে আমাদেরকে সেই জগতে নিয়ে যাওয়া এবং আগামীর বুকে যেসব সঙ্কটের সঙ্কেতধ্বনি নিনাদিত হচ্ছে সেগুলির নির্ণয়ে আমদের সাহায্য করা।[২৮]

৫. পরিশেষে, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের খবরের কাভারেজের বিষয় বিবেচনায় যে প্রশ্নটি উচ্চারিত সেটি হচ্ছে, রিপোর্টার কি প্রথমে আমেরিকান? না প্রথমে একজন সাংবাদিক? - এ প্রশ্নের মাঝেই রিপোর্টার সম্পর্কিত অনেক জিজ্ঞাসার জবাব সংক্ষিপ্ত আকারে রয়ে গেছে। অবশ্য এ জবাবটা ছলনাময় হতে পারে এভাবে যে, নাগরিক ও সাংবাদিক - এই দুই ভূমিকা পরস্পর বিরোধী হতেই হবে এমন নয় আর এই দুই ভুমিকাকে আলাদা করা যায়। রিপোর্টার তাঁর জাতির সর্বোত্তম সেবা করবেন যদি তিনি নীতি বিসর্জনে রাজী না হন। যদি তিনি সঠিক ও সংবেদনশীল প্রতিবেদন তাঁর খবরের পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পালন করেন তা যে কোনো বিশৃঙ্খলার সময় একটা নোঙ্গর-এর মতো স্থিতিশীলতা দেবে। যা কিছু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে আলাদা করে দেখায় তার বেশিরভাগের বুনিয়াদ প্রতিষ্টিত রয়েছে মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতে।[২৯] এতে প্রদত্ত অধিকারগুলি সঙ্কটের সময় বিসর্জন দেওয়া হলে তাতে সন্ত্রাসবাদীদের বিজয় ডেকে আনতে পারে।

বিষয়-সংক্ষেপ

গতানুগতিক সংবাদ-সূত্রগুলির জরিপের আওতায় প্রমিত সংবাদ-বিট ও বিট অ্যাসাইনমেন্ট, জনসংযোগ ও উন্নয়ন সহায়ক প্রচারকর্মীদের ওপর নির্ভরতা,

www.pathagar.com

সংবাদযোগ্য ঘটনায় উপস্থিতি এবং তথ্য স্বাধীনতা আইন ও সরকারী রেকর্ডপত্র ব্যবহারের মতো ঐতিহ্যিক খবর সংগ্রহ পদ্ধতিগুলি রয়েছে। এ ধরনের বেশিরভাগ খবরের কাভারেজকে রুটিন ও গতানুগতিক এবং স্থিতাবস্থা দৃঢ়কারক বলে মনে করা হলেও এ ধরনের খবরের কাভারেজ অনিবার্য, দরকারী ও এমনকি, সুপরিজ্ঞাত নাগরিক জনসমষ্টি গড়ে তোলায় সাহায্য করার এবং যেসব সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে সেগুলির ওপর পর্যবেক্ষণ পরিচালনার জন্য এমনকি বাঞ্ছিতও বটে। তবে এ ধরনের খবরের কাভারেজ একটি অংশ মাত্র। এর বৃহত্তর অংশ হ'ল, নির্ভূল, দায়িত্বশীল ও সর্বাঙ্গীণ খবরের কাভারেজ। সমাজের ছবি নিটোল, পরিপূর্ণ করে তোলার জন্য রিপোর্টারদেরকে তুলনামূলকভাবে সূক্ষ্ম যথা সাংবাদিকতার তুলনামূলকভাবে অ-সনাতন ও অপ্রচলিত পদ্ধতিজনিত সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে সংবেদনশীল হতে হবে। সংখ্যালঘু ও অধিকার বঞ্চিত জনগোষ্ঠির খবরের কাভারেজ উন্নত করতে হবে। উন্নততর *খবরের কাভারেজের* এই আবেদনে নিহিত শর্তপালনের জন্য রিপোর্টারকে উপলব্ধি করতে হবে যে, সমাজের নানা ইস্যু ও সমস্যার কাভারেজের বেলায় যে চ্যালেঞ্জ আসবে সে চ্যালেঞ্জকে চিনতে হবে ও সেটায় সাড়াও দিতে হবে। এ ধরনের খবরের কাভারেজের নিশ্চয়তার বিধানের আংশিক জবাব হ'ল 'অগতানুগতিক বার্তাকক্ষ' গড়ে তোলা যাতে শ্বেতকায়, পুরুষপ্রধান মধ্যবিত্ত দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়িয়ে আরও অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গিও প্রতিফলিত হবে।

সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের খবরের কাভারেজে যেসব বিষয় জড়িত সেগুলি সম্পর্কে এখনও পরিপূর্ণ ও সম্যক উপলব্ধি ঘটে নি। আর সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলির কোনো সহজ জবাবও নেই। সৌভাগ্যের বিষয়ই বলতে হয় যে, সংবাদ-মাধ্যমগুলি দৃষ্টত এক দশকের কাল পরিক্রমায় হোঁচট খেতে খেতে হলেও এ ধরনের কাভারেজের পথে এগিয়ে গেছে কোনো বড়রকমের ক্ষতি না করেই। শুধু তা-ই নয় সংবাদ-মাধ্যম এক্ষেত্রে কোনো কোনো সময় অত্যন্ত কাজের তথ্য ও পটভূমি যোগায়। রিপোর্টারদের ওপর সুপরিজ্ঞাত ও দায়িত্বশীল সংবাদ কাভারেজের দায় না চাপিয়ে তার পরিবর্তে কোনো কাভারেজের অস্তিত্ব লোপ ও কিংবা সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের সরকার নির্ধারিত বয়ান তথা কাভারেজ একটা জঘন্য বিকল্প। তবে এক্ষেত্রে সংবাদ-মাধ্যমগুলির তাদের পাঠক/শ্রোতা/দর্শকদের জন্য আরও ভালো বিকল্প হবে, সামাজিক ও বিশ্ব সমস্যাগুলি সম্পর্কে তথ্যাদির আবশ্যকতার ব্যাপারে সচেতন হওয়া, শুধু এসব সমস্যাজাত সংঘাত ও সহিংসতার তথ্যের ব্যাপারে সচেতন হওয়া নয়।

www.pathagar.com

৬ রিপোর্টার ও খবরের সূত্র ঃ পিশাচ ও তার শিকার ?

রিপোর্টার - খবরের সূত্রের সম্পর্কের সীমা-চৌহদ্দির যাচাই

ভূমিকা

ওয়েবস্টার ইংরেজি অভিধানে Ghoul বা বাংলায় পিশাচ শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে "*গুল* বা পিশাচ হচ্ছে কিংবদন্তীর এক ধরনের অশুভ প্রেত বিশেষ যারা গোরস্তানের কবর খুঁড়ে চৌর্যবৃত্তি চালায় ও লাশ ভক্ষণ করে।" এই অভিধানে আরও এই সঙ্গে যোগ করে বলা হয়েছে যে, *পিশাচসদৃশ কোনো কিছুকেও* - এই নামে অভিহিত করা হয়। খবরের ক্ষুব্ধসূত্র ও খবরের কাগজের সমালোচক যাঁরা রিপোর্টারদেরকে পিশাচ বা শকুন বলে গালিমন্দ করেন তাঁরা সম্ভবত এ শব্দগুলির আভিধানিক সংজ্ঞার বিষয়টি খেয়ালে রাখেন না। কিন্তু তাঁরা জানেন শব্দগুলির অর্থ কি। তারা বলতে চান রিপোর্টার, যাঁরা দৃষ্টত মনে হয় বিয়োগান্তক ঘটনার কাভারেজের ব্যাপারটাকে রীতিমতো লোভনীয় মনে করেন তাঁরাই এ পিশাচ পদবাচ্য রীতিমতো প্রতিযোগিতার ইদুঁর দৌড়ে নামেন। তাঁদের এ ধরনের অসংবেদনশীলতায় ঐ সমালোচকরা নিজেদেরকে অপমানিত বোধ করেন।

ইনহারিট দ্য উয়িন্ড নাটকে অ্যাটর্নি ক্লারেন্স ড্যারো এক সন্দেহবাদী রিপোর্টারকে বলেন, 'একটা কিছু ফাটিয়ে, উড়িয়ে দেবার মতলব ছাড়া আপনি কখনও ক্রিয়াপদের ঘাড়ে বিশেষ্যপদ চাপিয়েছেন এমন মনে হয় না।দ হানাফি মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের হামলার ঘটনায় অন্যতম জিম্মি চার্লস ফেনাইভেসি লেখেন, "মানুষের জীবনের জন্য খবরের কাগজগুলির কোনো চিত্তবিকার নেই। ওরা রক্ত, রক্তাক্ত বীভৎসতা ও নির্বিচার হত্যার পিছে লেগে আছে। অসুস্থতা আর বিকৃতির মাঝেই খবরের কাগজের তূরীয় আনন্দ।" [১]

সংবাদপত্রের (ক্ষেত্রের) ভেতর থেকেও এ ধরনের কথাবার্তা শোনা যায়। *নিউইয়র্ক টাইম্‌স* পত্রিকার ওয়াশিংটন বুরো এরিক শ্লিট লোকান্তরিত রবার্ট এফ কেনেডির এক ছেলে ডেভিড কেনেডির ঘটনার কাভারেজের ওপর মন্তব্য প্রসঙ্গে

www.pathagar.com

রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার ও টিভি ক্রুর দল কেমন করে শোকসন্তপ্তদের পেছনে কুত্তার মতো তাড়া করে ফেরে তার একটা বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে ঃ

> "সংবাদপত্র (ক্ষেত্র) কিংবা জনসাধারণের বিশ্বাস, তাদের ওখানে যাবার বা উপস্থিত থাকার একটা অধিকার আছে। এ ধারণাটাই আমার ভব্যতার চেতনায় নিদারুণ আঘাত হেনেছে। শোকসন্তপ্ত পরিবারটির জন্য যা একান্ত কয়েকটি মুহূর্ত হওয়া উচিত ছিল - ঠিক সেটাকেই সংবাদপত্র যখন ঘোষণা করে কেনেডিদের ঐ বিষাদমাখা সমাবেশও সংবাদযোগ্য ঘটনা --- আমার নিজেকে একজন সাংবাদিক ভাবতে লজ্জা হয়। আমার মনে হয়, মানুষের পরপার যাত্রার এক পৈশাচিক রীতির যেন আমিও অন্যতম দোসর। [২]

এইসব সমালোচনা খবরের রিপোর্টার ও খবরের সূত্রের সম্পর্কের আলোচনাতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই বইয়ের পূর্ববর্তী অনেক অধ্যায়েই লক্ষ্য করা যাবে যে, খবরের সূত্র বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সূত্র কিংবা এমন ব্যক্তি যিনি জনসাধারণকে তথ্য যোগাবেন - এটাই প্রত্যাশিত। আর সেটা প্রত্যাশিত এ কারণে যে, তাঁর সেই পদমর্যাদা, অবস্থান, বিষয় বিশেষজ্ঞতা ও পারদর্শিতা রয়েছে। তিনি ভেতরের খবর জানেন। খবরের সূত্রের অনেকেই তাঁরা নিজে সংবাদের বিষয় নন বরং তাঁদেরকে অন্যকোনো ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হয় কিংবা কোনো ইস্যু বা বিষয় লোকজনের সত্যিকার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হ'লে সেই ব্যক্তি বা ইস্যু সম্পর্কে সূত্রেরা নিজেরাই সংবাদের বিষয়। এদের কেউ কোনো বিয়োগান্তক ঘটনার কারণে কিংবা কোনো কোনো ব্যক্তি রোগব্যাধি বা ভাগ্যবিপর্যয়ের কারণে জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। রাজনৈতিক প্রার্থী বা কেউকেটা কোনো সুবিখ্যাত ব্যক্তির মতো অন্যান্য সূত্রকে বেছে নেওয়া হয় বলেই (চয়ন করা হয় বলেই) তাঁরা জনমনোযোগের পাদপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোর নিচে আসেন যদিও এরপরেও এইসূত্রগুলি একান্ত ব্যক্তিগত বা লোকভূমিকার সাথে সম্পর্কহীন বিবেচিত ইস্যুগুলির কাভারেজে আপত্তিও জানিয়ে থাকেন।

আলোচনার বুনিয়াদি বিধি

রিপোর্টার-সূত্র সম্পর্কের স্পর্শকাতর ও বিতর্কমূলক ক্ষেত্রগুলির বিষয়ে আলোচনার জন্য ৬টি বুনিয়াদি বিধি রয়েছে ঃ

১. *মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর এখতিয়ার* ঃ সংবিধানের প্রথম সংশোধনী ও অঙ্গরাজ্য আইনের অনুরূপ বিধিবিধানের আওতায় মার্কিন নাগরিকদের

www.pathagar.com

ভাবনা ও মত প্রকাশের ব্যাপক অধিকার রয়েছে। বাস্তবিক পক্ষেও সামাজিক আচার-রীতি, দায়িত্বশীলতা, পারিবারিক বিষয় ও অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাদি আদালত ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের চেয়েও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর আরও অনেক বেশি বিধিনিষেধ আরোপ করে। তবু, সংবিধানের প্রথম সংশোধনীই মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষাই আর এই স্বাধীনতার যাচাই পরীক্ষার কষ্টিপাথর হ'ল ঃ এমনকি একটি ঘৃণিত ধারণা প্রকাশেরও অধিকার। অর্থাৎ কেউ যখন আমাদের সমাজের গুণকীর্তন করে অতিমুষ্টিমেয় হ'লেও কিছু লোক তার নিন্দা গায়। তাদের সে সুযোগও দেওয়া হয়।

২. *ঝুঁকি ও বিধিনিষেধ ঃ* মার্কিন সরকার ব্যবস্থা আসলে নানা ঝুঁকিরই একটা ব্যবস্থা বিশেষ। নাগরিকদের ভোটাধিকার দেওয়াতেও ঝুঁকি। অপরাধে দোষী এটি সাব্যস্ত বা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত যে কোনো লোককে নির্দোষ গণ্য করতে হবে কিন্তু এতেও ঝুঁকি আছে। ঝুঁকি রয়েছে, আত্মঘাতী সাক্ষ্যদানের বিরুদ্ধে প্রথম সংশোধনীর রক্ষামূলক ব্যবস্থায়, প্রথম সংশোধনীতে প্রদত্ত অধিকারগুলি হেফাজত করারও ঝুঁকি আছে। কোনো ক্ষেত্রে ঝুঁকি কমানোর অবশ্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যেমন, ফৌজদারী পর্যায়ে অপরাধী সাব্যস্ত ব্যক্তিরা ভোটদানের অধিকার হারাবে, একজন নির্দোষ ব্যক্তি বিচারের জন্য যাতে আদালত সমক্ষে হাজির হয় সেজন্য উঁচু অঙ্কের জামিন নির্ধারণ করা হয়। অশ্লীলতার জন্য প্রথম সংশোধনীর রক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া হয় না। অবশ্য সংযমমূলক ব্যবস্থাগুলি আরোপিত ও ঝুঁকিগুলি কমে গেছে ধরে নেওয়া হলেও, সমাজের প্রকৃতি ধীরে, অতি ধীরে, সুবিশাল পদক্ষেপে বদলে যায়। আর এটি ঘটে একটি ব্যবস্থা থেকে দূরে যে ব্যবস্থা মূল্য দেয় ব্যক্তির অধিকারকে, যে ব্যবস্থা ব্যক্তিকে রেখে সরকারি এজেন্সিগুলির ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় সে ব্যবস্থাকেও ছাড়িয়ে। সাধারণভাবে যে অপব্যবহারের ঘটনা বিরল, ক্বচিৎ ঘটে সেই ধরনের অধিকার অপব্যবহারের ঘটনাগুলি সংযমমূলক ব্যবস্থাদি আরোপের চেয়ে উপেক্ষা করাই ভালো।

৩. *সরকারি রেকর্ডপত্রের নাগাল ঃ* নাগরিকবর্গ সরকারকে কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করে। যে সরকার ব্যবস্থা এই নাগরিকেরা প্রতিষ্ঠা করে সেই সরকার পর্যবেক্ষণের জন্য নাগরিকেরা সরকারি রেকর্ডপত্র যেমন, বাজেট, সভার কার্যবিবরণী, সরকারী কর্মকর্তাদের বেতনের কাগজপত্র, আইনগত বিষয় ও গ্রেপ্তারী রেকর্ডগুলি তাদের হাতের নাগালে পাওয়ার অধিকারী। এই তথ্য বা রেকর্ড নাগাল পাওয়ার ব্যাপারটি সরকার ব্যবস্থার প্রতীকী বিষয়। এর সুবাদে নিশ্চিত হয় যে, আইন ও পদ্ধতিগুলি সমভাবে প্রযুক্ত, অনুসৃত ও বলবৎ হচ্ছে। সরকারি তহবিলের অর্থ যথাযথভাবে খরচ হচ্ছে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, গ্রেপ্তারী বিষয়ক কাগজপত্রের নাগালের অধিকারের কারণে এই বিষয়টি নিশ্চিত করার সুবিধা হয় যে, ঐ দেশ বা জনসমাজে

www.pathagar.com

জার্মান গেস্টাপো পুলিশের মতো কোনো দোর্দন্ড ক্ষমতাধর স্বৈরবাহিনী নেই যারা কোনো খোঁজ খবর না দিয়েই একজন লোককে গোপনে গ্রেপ্তার করে কিংবা আটকে রাখতে পারে। একটি খবরের কাগজ মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালানোর অপরাধে যেসব গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটে সেইসব গ্রেপ্তারের - এ বিষয়ে ব্যক্তির প্রশ্ন করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু এই যে উদার ব্যবস্থা এটা নিয়ে আসলে গৌরব করা যেতে পারে। আর সেটাই তার বড় তাৎপর্য। যখন কোনো পরিবারের কেউ কোনো কারণে বাড়ি থেকে অনুপস্থিত থাকেন, তখন দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়। আমেরিকারদের অন্তত এটুকু আস্থা বা ভরসা থাকে তাকে আর যাই হোক পুলিশ গোপনে আটকে রাখে নি। আর এই নিশ্চয়তাটুকুও কিন্তু অবশিষ্ট বিশ্বের নাগরিকদের ছিল না কিংবা নেইও বলা চলে।

৪. *খোলা, উদারতার পক্ষে ঃ* অংশীদারী গণতন্ত্রের সত্য মিথ্যের চেয়ে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য, গোপনীয়তা থেকে খোলাখুলি ব্যবস্থা অধিকতর সমর্থনযোগ্য আর গুজবের চেয়ে প্রত্যায়িত ও প্রমাণিত তথ্য উত্তম। এই যে, তুলনামূলক ভালো মন্দের উল্লেখ করা হ'ল তাতে ঝুঁকি ও ক্ষতির সম্ভাবনাও থাকতে পারে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে ভালো বিবেচিত দিকটি বেছে নেওয়ার নেপথ্যে যুক্তি হ'ল এই যে, একটি সংবাদ মাধ্যমের পক্ষে এই মর্মে রিপোর্ট করা তুলনামূলকভাবে ভালো যে, একজন বিদ্যালয় শিক্ষক শিশু অপব্যবহার বা তাকে যৌনতামূলক দৈহিক নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুতর ও গোলযোগকর কিন্তু তবু সেটা চেপে দিতে গিয়ে ঐ বিদ্যালয় শিক্ষককে কেন হঠাৎ করে বরখাস্ত করা হ'ল কিংবা বাধ্যতামূলকভাবে ছুটি দেওয়া হ'ল তা নিয়ে গুজব রটার চেয়ে ঐ রূঢ় সত্যেটির প্রকাশও ভালো। সরকারী রেকর্ডে যা রয়েছে সেই ভিত্তিতে একটি সংবাদ প্রতিবেদনের চেয়ে গুজব আরও খারাপ হতে পারে। তাছাড়া, ঘটনা প্রকাশ না হলে এমন মনে করার সঙ্গত অবকাশ থেকে যাবে যে, তাঁর অপরাধ যেহেতু প্রমাণিত হয় নি তিনি নির্দোষও তো হতে পারেন! এই যে শেষের অনুমানের কথা বলা হ'ল, সেটায় লোকে গোঁফের আড়ালে হাসতেও পারে। তবু একটি লোকের নির্দেশিতায় বিশ্বাস খুব একটা স্বস্তিকর জল্পনা নয় যা উপেক্ষা করা যায়। লোকজনের জন্য এটি সুবিধাজনক হলেও আসলে এতে শেষ পযর্ন্ত স্বস্তিদায়ক কিছু নেই। বিচার ব্যবস্থার এটি অন্যতম কাঠামো যা প্রকাশ্যতার ও তথ্য নাগাল পাওয়ারই সমর্থক।

৫. *জনসাধারণ ও সংবাদক্ষেত্রের (পত্রের) মধ্যেকার পার্থক্য ঃ* তথ্য প্রতিবেদিত করা সাধারণত সংবাদ মাধ্যমগুলির দায়িত্ব আর জনগণের দায়িত্ব হচ্ছে, যদি অবশ্য তাঁরা তা হচ্ছে করেন, এ তথ্যের ভিত্তিতে কাজ করা। কোনো কোনো সময়

www.pathagar.com

এই যে উভয় পক্ষের দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা বলা হ'ল এই সমীকরণ থেকে জনসাধারণকে কোনো কোনো সময় বাইরে রাখা হয়। যেমন, অনেক সময় সংবাদ মাধ্যমগুলি তথ্য বা কোনো কোনো সংবেদনশীল ইস্যু জনগণকে না জ্ঞাত করার সিদ্ধান্ত নেয়। আবার অনেক সময় ধরে নেওয়া হয় যে, জনগণ যে সাড়া দেখাবে সেটা আগে থেকেই ধরে নেওয়া যায়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী গ্যারি হার্টের বিয়ের বাইরে অন্য মহিলার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিষয় নিয়ে সংবাদপত্রে যেসব প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় সেগুলিকে এটার দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখা চলে। বেশ কয়েক দশক ধরেই সংবাদক্ষেত্রে (পত্র) লোক-ব্যক্তি সম্পর্কে এ ধরনের তথ্য সংবাদ-কাহিনীতে প্রকাশ করে নি। আর যখন সংবাদপত্র অবশেষে সেটি করলো তখনই হার্ট তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ডেমোক্রেটিক পার্টির পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর্র দলীয় মনোনয়ন পাবার প্রতিযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ালেন। এতে স্বীকৃতি মিললো যে, জনগণকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল তথ্যের নাগাল থেকে। পরিশেষে গ্যারি হার্ট আবার মনোনয়ন পাবার প্রতিযোগিতায় ফিরে আসেন. জনসাধারণ যাতে তাদের যা বলার বলতে পারে। এতে ফল হয়েছিল সম্ভবত একই। তবে এতে অন্তত একটি কাজ হয়েছিল - প্রক্রিয়াটির চক্র অন্তত সম্পূর্ণ হয়েছিল। আর সে চক্রটি হ'ল সংবাদ পত্রের তথ্য পরিজ্ঞাত করার ও জনগণের তার ওপর কাজ করার। খবরের কাগজ অবশ্য একটা ইস্যুর ওপর রিপোর্ট করেছে বলেই যে, জনগণকে তাতে সাড়া দিতে হবে কিংবা এ জনগণকে প্রত্যাশিত ধারায় সাড়া দিতে হবে এমন নয়, এমন বাধ্যবাধকতাও নেই।

৬. *সংবাদ-মাধ্যমের প্রকৃতি* ঃ মার্কিন জনজীবনে সংবাদ মাধ্যমগুলির তৎপরতা প্রায় সর্বব্যাপী। সংবাদ-মাধ্যমগুলি বিয়োগান্ত ঘটনাসহ এই জনজীবনের সবদিকের ওপরই প্রতিবেদন করে। এর আংশিক কারণে, বহু সাংবাদিকই তেমন সহিষ্ণু নন, বরং সমালোচনায় সংবেদনশীল আর অন্তর্মুখী। এর ফলে, একটি সংবাদ-মাধ্যম একটি সংবাদ কাহিনী কি ও কেমন করে কাভার করে অনেকসময় সেটাই খোদ সংবাদ কাহিনীর বিষয়বস্তু থেকে বেশি মনোযোগ কাড়ে। পেন্সিলভ্যানিয়া অঙ্গরাজ্যের কোষাধ্যক্ষ আর বাড ডায়ার ১৯৮৭ সনের ২২ জানুয়ারী এক সংবাদ-সম্মেলনস্থলে আত্মহত্যা করেন। দেখতে না দেখতেই তাঁর মৃত্যুর খবরটি নিয়ে তখন সংবাদপত্রের লোকজন কী করতে পারত বা করা উচিত ছিল সেই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে সংবাদক্ষেত্রের পৃষ্ঠা বা সময় ভরে গেল। এ ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনিবার্য হলেও আত্মহত্যার তুলনামূলকভাবে আরও গুরুত্বপূর্ণ ও বেদনাদায়ক কাহিনীটির মূল বিষয়বস্তু ভেসেই গেল বলা যায়।

www.pathagar.com

সংবাদক্ষেত্র (পত্র) কোনো কোনো সময় সংশয়যোগ্য অগ্রাধিকার নির্ধারণের প্রবণতা দেখায়। যেমন, এক্ষেত্রে একজন আলোকচিত্রগ্রাহকের ঘটনার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ

> একজন স্বামী যখন আত্মহত্যার চেষ্টা করছে আর তার স্ত্রী তাকে ওকাজে বাধা দেবার চেষ্টা করছে - এমন পরিস্থিতিতে ঐ দৃশ্যের সে ছবি নেবে না ঐ মহিলাকে তার স্বামীকে বাঁচানোর চেষ্টায় সাহায্য করবে - এমন একটা উভয় সঙ্কটে পড়ে যায় আলোকচিত্রগ্রাহক। ঐ আলোকচিত্রগ্রাহক যুগপৎ দু'টো কাজই করার চেষ্টা করে। লোকটি একশ' ফুট ওপর থেকে কলাম্বিয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করতে চাচ্ছিল। ঐ সময় আলোকচিত্রগ্রাহক তার এ ভঙ্গির পাঁচটি শট ক্যামেরাতে নিয়ে নেয় ও সেতুর ওপর দিয়ে মোটর চালকদের সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য চীৎকারও দেয়। কিন্তু লোকটা ঝটিতি তার স্ত্রীর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সেতুর নীচে লাফিয়ে পড়ে মারা যায়।[৩]

উভয়-সঙ্কটের বিষয়টি তেমন দুর্বোধ্য নয়। এ হ'ল দু'টি সমান অসন্তোষজনক বিকল্প কিংবা দু'টিই সমান বাধ্যতামূলক বিকল্পের মধ্যে বাছাইয়ের সমস্যা। সম্ভবত এই উভয়-সঙ্কট নিয়ে একটু বেশি বাড়াবাড়ি করা হয়। কিন্তু ঐ রক্তাক্ত মৃত্যুর হিমশীতল মুহূর্তের বিষয়টি বিবেচনায় রাখলে একটি মানুষের জীবনরক্ষার চেষ্টা বা তার ছবি নেওয়ার চেষ্টার ভেতরে কোনটা করা হবে সেটা বেছে নেওয়া এত কঠিন কাজ কেন হবে? এ ধরনের চরম পরিস্থিতির নজির বিরল। এ বিরল দৃষ্টান্ত আসলে এই নিরেট বাস্তবতা থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেয় যে, মার্কিন সংবাদক্ষেত্র (পত্র) সাধারণত অন্যান্য বহু দেশের সংবাদক্ষেত্রের তুলনায় মানবীয় বিষয়ের সংবাদ কাভারেজে অনেক বেশি সংযত ও দায়িত্বশীল। তবে যেসব ব্যক্তি সংবাদপত্রের অবাঞ্ছিত মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েন তারা এ বিচার-বিবেচনা নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই পারে। আর তাতে তারা কোনো সান্ত্বনাও খুঁজে পায় না।

লোক-ব্যক্তিত্ব

১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সন মার্কিন রাজনীতি অঙ্গনের জন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ যুগসন্ধি না হ'লেও এই বছরগুলি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সংবাদ-মাধ্যম কাভারেজ যেভাবে হয়েছে সেক্ষেত্রে একটা যুগসন্ধিকাল বলে অবশ্যই ঐ বছরগুলি প্রমাণিত হবে। এর কারণ, এ সময়কার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সংবাদ কাভারেজে ব্যাভিচারের স্বীকৃতি, নকলবাজি, মারিজুয়ানার মতো মাদক ব্যবহারের বিষয় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছে, এসব খবর ছাপা ও প্রকাশ করা হয়েছে, আলোচিত হয়েছে ও তাতে

www.pathagar.com

রাজনৈতিক প্রচারাভিযানগুলিও প্রভাবিত হয়েছে। ভোটাররা সংবাদ-মাধ্যমে যা জেনেছেন তা এর আগে সংবাদক্ষেত্র ও রাজনীতিকরা নিজেদের পেটেই চেপে রাখতেন। প্রকাশ করতেন না। এর আগে এসব তথ্য সংবাদযোগ্য বিবেচিত হ'ত না. কারণ (১) তখন রিপোর্টাররা একজন লোক-ব্যক্তির লোক (সরকারি) ও একান্ত (ব্যক্তিগত) জীবনের মধ্যে পার্থক্য করতেন, (২) সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্পর্কহীন কিংবা বড়জোর কোনো সরকারি পদের যোগ্যতার গৌণ বিষয়, ও (৩) খবরের সূত্রগুলি এটিকে খুব কমই ইস্যু করে তুলেছে আর তাই ওতে কোনো সংবাদ 'রেশ'-এরও অস্তিত্ব নেই যা একজন রিপোর্টার ব্যক্তিগত অবিবেচনার পরিচায়ক কিছুর প্রতিবেদনে ব্যবহার করতে পারে।

লোক ব্যক্তিদের একান্ত (ব্যক্তিগত) জীবন

লোকব্যক্তি খবরের সূত্র বা খবরের বিষয় হিসাবে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সকল সংবাদ কাভারেজের ব্যাপারে আপত্তি করেন না। বস্তুত তাঁরা তাদের ব্যক্তিগত জীবনের খবরের কাভারেজকে উৎসাহিতও করে থাকেন, তবে সেটি হতে হয় তাঁদের পছন্দ অনুযায়ী। আর বলাই বাহুল্য, সেটি তাদের বিশেষ অধিকারও বটে। এভাবেই একজন রাজনৈতিক পদপ্রার্থীর প্রচারপত্র ও পটভূমিমূলক তথ্য বিবরণীতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর পরিবারের ছবি, পারিবারিক কুকুরের ছবি ইত্যাদি, পরিবারের সদস্যদের কীর্তি সাফল্য ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ থাকে। ঐ প্রার্থীর ব্যক্তিগত জীবনের যেসব বিষয় ভোটারদের মনে রেখাপাত করবে সেগুলি সংবাদ-মাধ্যম ও নির্বাচক জনগোষ্ঠির ওপর রীতিমতো চাপিয়ে দেওয়া হয়।

কোনো লোক/সরকারী পদ বা খ্যাতি-প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের ঘরোয়া খবরাখবর সম্পর্কিত হতে পারে, না-ও পারে। এমনকি, ব্যক্তিগত জীবনের অনুকূল দিকগুলি যদি সম্পর্কিত হয়ও তাহ'লেও সেজন্যই ধরে নেওয়া যাবে না যে, তার অবিবেচনাপ্রসূত কাজগুলিও সম্পর্কিত কিংবা যদি সম্পর্কিত হয়ও তা সবসময়ই ক্ষতিকর হবে। এ ব্যাপারে দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ডব্লিউ জে ক্যাশ বলেছেন যে, এই শতকের গোড়ার দিকে আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা এমন একজন লোকপদপ্রার্থীকে পছন্দ করতো যাকে বলা যায় 'এক মহা কঠিন লোক'। সে লোকটি হবে এমন যার মধ্যে কিছুটা চৌর্যগুণ, ফাটকাবাজি ও দাম্ভিকতা রয়েছে আর সে তার নিজের মর্জিমাফিক কাজ করতেই অভ্যস্থ।[৪] কিন্তু এক্ষেত্রেও বলাই বাহুল্য, এতে লাভবান হবে লোক ব্যক্তিটি, ঐসব অদ্ভুত তথ্য প্রকাশ ও প্রচার থেকে সংবাদক্ষেত্র নয়।

এ নিয়ে মতদ্বৈধতা রয়েছে প্রচুর। এমনকি ২৫ বা ৩০ বছর কেটে যাবার পরেও সংবাদপত্র প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি-র যে প্রশাসনকে *ক্যামেলট তথা রাজা*

www.pathagar.com

আর্থারের কিংবদন্তীর পরিবেশ ও প্রশান্ত আনন্দের প্রশাসন বলে অভিহিত করত সেই প্রশাসন লোক/সরকারি ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত জীবন বিচারে বা আলোচনার বেলায় একটা পরিবর্তনকে সূচিত করেছিল কি না কিংবা সেটি একান্ত বা অস্বাভাবিক ব্যক্তিক্রম কি না সেটা মূল্যায়ন করা কঠিন। প্রেসিডেন্ট কেনেডির বিয়ের বাইরেও তাঁর নারী সংসর্গ ছিল। কিন্তু তার কোনো সংবাদ কাভারেজ দেওয়া হয় নি। অন্তত তখন সেটা করা হয় নি। কিন্তু তবু এই কেনেডি পরিবার নিয়ে জনকৌতুহলের অন্ত ছিল না। আর সে কৌতুহলের আওতায় হোয়াইট হাউসে কেনেডিরা কোন ব্র্যান্ডের সাবান বা টয়লেট পেপার ব্যবহার করে এমন জিজ্ঞাসাও অন্তর্ভূক্ত ছিল।

তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রিপোর্টার খবরের সূত্র ও সংবাদ-বিষয়ের সাথে এই মর্মে একমত হন যে, লোক ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে একটা পার্থক্য নির্দেশক সীমারেখা টানা যায়। সুরাসক্তি ও ব্যভিচারের বিষয়টি সংবাদক্ষেত্র উপেক্ষা করে। ব্যাভিচারের ব্যাপারটা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যেকার সমস্যা, প্রার্থী ও ভোটারের মধ্যে নয়। গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত একজন সুরায় মাতাল ব্যক্তি কংগ্রেসেও যেমন মাতাল হতে পারে তেমনি কোনো প্রাইভেট পানশালাতেও মাতাল হতে পারে। আর যদি সে অবস্থায় ঐ ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয় তাহ'লে ওটা এক অবিবেচনাসুলভ কাজের লোক বা সরকারি রেকর্ড হয়ে উঠে। আর তেমন পরিস্থিতিতে সংবাদ-কাহিনী কেবল কোনো লোক কর্মকর্তার ব্যক্তিগত জীবনে হানা দেওয়ার ব্যাপারে রিপোর্টারের একান্তই তার ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনা ভিত্তিক হবে না।

একটি সম্পর্কহীন ইস্যু

অতীতে রিপোর্টাররা প্রায়ই উটপাখিসুলভ আচরণ করে তাদের মাথাটা বালিতে গুঁজে দিয়েছে যখন কোনো সরকারি কর্মকর্তা, "ব্যক্তিগত/একান্তভাবে" দুর্ব্যবহার বা অসংলগ্ন ব্যবহার করেছে। অর্থাৎ ঐ কর্মকর্তার এবম্বিধ আচরণ তারা দেখেও দেখে নি। শ্বেতকায়, পুরুষ রিপোর্টার ও পুরুষ সরকারি কর্মকর্তাদের গতানুগতিক জ্ঞানের নিরিখে মনে করা হয় যে, কারও কোনো কর্তব্য সম্পাদনের সার্মথ্য বিঘ্নিত না করা পর্যন্ত ব্যক্তিগত অবিবেচনার কোনো কাজ যদি কোনও সরকারি কর্মকর্তা করে থাকেন তাহ'লে সেটি একান্তভাবেই তাঁর ব্যাপার।

রিপোর্টারদের নিজেদের মধ্যে এবং রিপোর্টার ও খবরের সূত্রদের মধ্যে এই সমঝোতার রূঢ় পরিহাসের দিকটি হ'ল এই যে, যদিও সকলেই সাধারণভাবে 'কর্তব্যসমূহের' শর্তাদি মেনে নেয় তারা কিন্তু যুগপৎ এটিও স্বীকার করে যে, ব্যভিচারের প্রকাশ্য অভিযোগ তোলা হলে সেটি ঐ প্রার্থীর জন্য ভোটে মৃত্যু শেল হানার

ক্ষমতা রাখে। এক্ষেত্রে রিপোর্টার ও সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে যে অলিখিত সমঝোতা থাকে ভোটাররা তা না মানার সম্ভাবনাই বেশি।

মূলত, রিপোর্টাররা যে তথ্য জনগণের কাছে চেপে যান সরকারি কর্মকর্তা (লোক কর্মকর্তা) নির্বাচনের ব্যাপারে সেই তথ্যই অনেক ভোটদাতার কাছে মূল্যবাদ হতে পারে। অপেক্ষাকৃত নমনীয়ভাবেই বলা যায়, রিপোর্টারের কাছে নির্বাচন কিংবা পুনর্নির্বাচনের জন্য বিবেচ্য হবে প্রার্থীর সরকারি রেকর্ড কিংবা পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তাঁর সাফল্য, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নয় যদিও তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের তথ্য বহু ভোটদাতার কাছে মূল্যবান বিবেচিত হতে পারে।

যুক্তিটি বাস্তবে কতদূর বাস্তবায়িত হয়েছে সেটা ওয়েন্ডেল উইলকির জীবনে স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। ওয়েন্ডেল উইলকি ১৯৪০ সনে ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হন। উইলকি ছিলেন রিপাবলিকান প্রার্থী। তিনি ছিলেন গতিময়, প্রাণচঞ্চল ও যাদুকরী আকর্ষণময় এক ব্যক্তিত্ব। তিনি ঘরোয়া জীবনে বলা যায় এক ধরনের দ্বিপত্নীক ছিলেন। তাঁর বৈধ স্ত্রীর নাম এডিথ। ১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে মৃত্যুকাল অবধি তাঁরা স্বামী-স্ত্রীই ছিলেন। আর অন্য যে নারীর সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল তিনি হলেন আইরিটা ভ্যান ডোরেন। এই মহিলা ছিলেন, নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনের পুস্তক সম্পাদক ও নিউইয়র্কের সাহিত্য সমালোচক মহলের অন্যতম নেতা। বেশ কয়েক বছর ধরে এই মহিলার সঙ্গে উইলকির একটা হৃদয়ঘটিত সম্পর্ক ছিল। উইলকির একজন জীবনীকার এ সম্পর্কে বলেন ঃ

> উইলকির সহচর ও বন্ধুদের মতে, সচিব থেকে চিত্রতারকা অবধি বহু ধরনের নারীর সঙ্গেই উইলকির সম্পর্ক ছিল। উইলকি অনেক মহিলার সঙ্গে এ ধরনের ক্রীড়াসুলভ সম্পর্ক রাখতে পছন্দ করতেন ও এ ব্যাপারে তাঁর একটা বেশ রক্ষণশীল রুচিও ছিল। - একথাগুলি একান্ত ঘরোয়াভাবে লিখেছিলেন হ্যারাল্ড আইক্স। উইলকির ঘনিষ্ঠ বন্ধু গার্ডনার কাওলসন বলেন, তিনি আদৌ অবিবেচক বা অবিমৃষ্যকারী ছিলেন না, আমার তো ধারণা, তিনি বরং একটু বেপরোয়া ও *নির্বোধ* ছিলেন। উইলকি অবশ্য তাঁর বন্ধুদের বলেন, তাঁর ব্যক্তিজীবন তাঁর একান্ত নিজস্ব ব্যাপার। [৫]

রিপোর্টার ও সম্পাদকরা উইলকির সাথে এ ব্যাপারে একমত । এমনকি, ১৯৬৬ সনের ১০ ডিসেম্বর *নিউইয়র্ক টাইম্স*-এ প্রকাশিত মিসেস ভ্যান ডোরেনের মৃত্যুজনিত শোক সংবাদে উইলকির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিষয়টির উল্লেখ করা হয় এক জীবনীকারের বরাত দিয়ে, *মিস ডোরেন নানাভাবে তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলেন*। [৬]

www.pathagar.com

সূত্র কে?

রিপোর্টার ও সম্পাদকেরা সাধারণত একজন নির্বাচনপ্রার্থীর একান্ত ও ব্যক্তিগত অবিবেচনাপ্রসূত কাজগুলি প্রকাশ করেন না। কিন্তু অন্য কোনো খবরের সূত্র যদি এটিকে ইস্যু করে তোলেন তাহ'লে রিপোর্টাররা সম্ভবত এসব অবিবেচনাপ্রসূত কাজগুলি সম্পর্কে প্রতিবেদন করবেন। এক্ষেত্রে এ বিষয়টি ব্যক্তিগত থেকে সরকারি/লোক পর্যায়ে উত্তরিত হবে।

১৯৪০ সনে ডেমোক্র্যোটিক দলের লোকেরা উইলকির উল্লিখিত ব্যাপার-স্যাপার জানতো না, এমন নয়। তাহ'লে তারা কেন সেটা তখন পর্যন্ত ফাঁস করে নি? তারা এটা করেনি এ কারণে যে, লোক ও ব্যক্তিগত (একান্ত) জীবনের মধ্যেকার পার্থক্য সম্পর্কে উভয়পক্ষে সমঝোতা ও উপলব্ধি ছিল। এছাড়াও, উইলকির গোপন বিষয়গুলি ডেমোক্র্যোটদের হাতে ইচ্ছেমতো যখন-তখন ব্যবহারের মতো অস্ত্র ছিল না কেননা সেক্ষেত্রে ভয় ছিল রিপাবলিকানরা রুজভেল্ট ও তাঁর সহযোগীরা ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হেনরি ওয়ালেসের গোপন ও ব্যক্তিগত ব্যাপার ফাঁস করে পাল্টা আঘাত হানতে পারে। আর ঘটনাও ঘটে তা-ই। রিপাবলিক্যানরা ওয়ালেস ও এক শ্বেতকায় রুশ অধাত্মবাদীর মধ্যে আদান-প্রদান ঘটেছে এমন কিছু চিঠির সন্ধান পায়। ঐ সব চিঠিপত্রের লেখা থেকে ধারণা পাওয়া যায়, ওয়ালেস এক ধরনের অদ্ভুত ধর্ম বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়েছিলেন। আর এ ধর্মবিশ্বাসের কিছু বাস্তবিক অনুশীলনও তিনি করেছেন। ওদিকে ডেমোক্রেটিক পক্ষও প্রতিপক্ষকে জানিয়ে দেয় যে, *জিওপি* (গ্র্যান্ড ওল্ট পার্টি) বা রিপাবলিক্যান দল যদি ওয়ালেসের পিছু লাগে তাহ'লে ওরাও উইলকিকে ধরবে।[৭] এমনি করে, ভোটাররা শেষ পর্যন্ত কিন্তু এ দুই মোক্ষম ইস্যু, যৌনতা ও ধর্ম সম্পর্কিত বিষয় - এর কোনোটারই খোঁজ পায় নি।

তখনকার দিনে কোনো সংবাদ-কাহিনী খবরের পাঠক/শ্রোতার কাছে কৌতুহলোদ্দীপক হতেই হবে, এমন কিছু চাই - এ কিন্তু যথেষ্ট ছিল না। রিপোর্টারকে তখন সংবাদ-কাহিনীকে বৈধতা দেওয়া ও কারও ব্যক্তিগত একান্ত এখতিয়ারে অনুপ্রবেশ ঘটেছে - এ সমালোচনা এড়ানোর জন্য খারের একটি সূত্র, বরাত ও সংবাদ ভিত্তি খুঁজতে হ'ত। আর একারণেই উইলকিকে নিয়ে যে কাহিনী প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয় নি উইলকি একজন ব্যাভিচারী; বরং বলা হয়, 'প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলেছেন যে, উইলকি একজন ব্যাভিচারী ব্যক্তি।'

১৯৮৭-১৯৮৮ সনে প্রতিবেদন কলায় যে পরিবর্তন আসে সেটার সঙ্গে খবরের সূত্র ও ভিত্তির সম্পর্কে রয়েছে। ডেমোক্রেটিক দলের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন প্রার্থী গ্যারি হার্টকে যৌন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি ওটা ব্যক্তিগত ও একান্ত

www.pathagar.com

বিষয় বলে উল্লেখ করে এড়িয়ে যাওয়ার পরিবর্তে তিনি সংবাদপত্রকে তাঁর ব্যাপারে নজর রাখার আমন্ত্রণ জানান । এক সরকারি তদন্তে প্রকাশ পায় যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি পদে মনোনীত ডগলাস জিন্‌সবার্গ ও কোনো কোনো প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মারিজুয়ানার মতো মাদক ধুমপানের কথা কবুল যান। তবে জিনসবার্গ একথাও বলেন, ঘটনা ঘটেছে অনেক আগে। প্রথমত বিভিন্ন অজ্ঞাতপরিচয় সূত্র সংবাদপত্রকে সেনেটর জোসেফ বিডেনের নকলবৃত্তিমূলক অপরাধের আলামত ভিডিওটেপের দলিলের আকারে যোগান দেয়। আর এরপর সেনেটর বিডেন সংবাদ-সম্মেলনে অসঠিক বিবৃতি-বয়ান দিয়ে বিষয়টিকে আরও জটিল, গোলমেলে করে তোলেন।

লোক/সরকারি ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে রিপোর্ট করা হবে কি হবে না - সে বিষয়ে বিচার-বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি রিপোর্টার 'কর্তব্যে' ফিরে যাবারও চেষ্টা করেন সেটি আর সম্ভব হবে না কেননা, ১৯৮৭-৮৮ সনের খবরের কাভারেজের প্রকৃতি খবরের সূত্রগুলির এ ধরনের তথ্য যোগানকে ও প্রার্থীর অবিবেচনাপ্রসূত কাজগুলিকে প্রচারণার ইস্যু করাকে অধিকতর স্বীকৃত রীতি করে তোলে। বস্তুত এখন বলতেই হয় যে, *বোতলের দৈত্যটা বেরিয়ে পড়েছে!*

পুরনো সমস্যার সমাধান নতুন পদ্ধতিতে

লোক/সরকারি ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত জীবনের সংবাদ কাভারেজের বিচার্য বিষয়গুলি এখন বদলে গেছে। আজকাল ব্যক্তির জীবনের ব্যক্তিগত ও লোকবিষয়কে আলাদা করার কাজটি *শ্যামের যমজ* আলাদা করার চেষ্টার মতোই কঠিন ব্যপার হয়ে উঠেছে। এছাড়াও, লোক-কার্যকলাপ, ঘটনা ও ইস্যুগুলির বিষয়কেও অনেকটা খোলামেলা ও উদার করা হয়েছে। কিছু কিছু পুরনো জিনিস হয়তো আবার 'ঘুরে' এসেছে। তবে 'কর্তব্যনিচয়'-এর যাচাই পরীক্ষার বদলে এসেছে এখন 'চরিত্র' যাচাই পরীক্ষা। আর এই যাচাই-পরীক্ষা হ'ল ব্যক্তিগত পর্যায়ের অবিবেচনাপ্রসূত কাজগুলি সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতাকে প্রভাবিত বা ক্ষুণ্ন করে কিনা। এও বলা দরকার যে, এ ধরনের যাচাই-পরীক্ষায় বরং ব্যক্তিগত জীবনের সংবাদ কাভারেজের চাহিদা আরও বাড়ে, কমে না।

গ্যারি হার্ট ও অন্যান্যে ব্যাপারে সংবাদ-কাভারেজের বিষয় সমালোচিত হয়েছে শুধু এ কারণে নয় যে, ইস্যুগুলির সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই বরং এ কারণেও যে, অবিবেচনাপ্রসূত ব্যক্তিগত পর্যায়ের কার্যাবলীর ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছে অন্যান্য ইস্যুগুলির স্বার্থ বিকিয়ে। রিপোর্টাররা গ্যারি হার্টের সংবাদ কাভারেজের ওপর একক গুরুত্ব আরোপ করে কার্যত সেটিকে তাদের একটিমাত্র কাজের কর্মসূচিই বলেই স্থির করে। এতে অন্যান্য প্রার্থীর খবরের কাভারেজও প্রভাবিত হয়। সরকারি/

www.pathagar.com

উপযুক্ততার জন্য একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কিত কিছু তথ্য প্রাসঙ্গিক হতে পারে - এটা বুঝতে পারলে তাকে এটাও স্বীকার করতে হবে যে, ঐ তথ্য গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার একটি অংশ ও সম্ভবত একটি ছোট অংশমাত্র।

সমস্যা মোকাবেলার এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সুস্থ দিক হ'ল, রিপোর্টাররা নয় কিংবা লোক/সরকারি কর্মকর্তারা নয়, ভোটদাতারই এখন স্থির করতে পারেন তথ্য তাদের কাছে গুতুত্বপূর্ণ কি না। অনেকের কাছে ব্যক্তিগত একান্ত জীবনের তথ্য অপ্রাসঙ্গিক গণ্য হবে। আবার অনেকের মতে, ওটা হবে ভাগ্য নির্ধারক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এভাবেই এ ব্যবস্থাটি কাজ করবে বলেই ধরে নেওয়া হয়।

প্রতিবেদন করার ব্যাপারে উদ্বেগের বিষয় হ'ল এই যে, নবলব্ধ আরও ব্যপ্তি ছোট ইতিমধ্যে অস্তিত্বশীল সংবাদ-কাভারেজে এই কাজের সমস্যা আরও বাড়িয়ে দেবে। একটি প্রচারণা অভিযানের ঘোড়দৌড় প্রকৃতি ও প্রচারণা অভিযান কৌশলের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে এবং সারবস্তুধর্মী ইস্যুগুলিতে মনোনিবেশ না করে ঐ প্রক্রিয়ার শৈলী ও ক্রিয়া পদ্ধতির ওপর বেশি মনোযোগ দেবার জন্য সংবাদ মাধ্যমের সমালোচনা করা হয়।

অবশ্য আশাবাদও আছে। প্রথমত, সরকারি কর্মকর্তারা নিজেরাই শুধুমাত্র প্রশ্ন অযথার্থ বিবেচনায় কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানিয়েই সংবাদ কাভারেজের একটি চৌহদ্দি বা পরিসীমা নির্ধারণ করে দিতে পারেন। দ্বিতীয়ত, খবরের পাঠক/শ্রোতা/ দর্শকের প্রতিক্রিয়াও খবরের কাভারেজের প্রকৃতিও অনেকটা প্রশমিত করতে পারে। এই খোলামেলা মোকাবেলার দৃষ্টিভঙ্গি সরকারী কর্মকর্তা ও রিপোর্টারদের মধ্যে সাবেক অলিখিত সমঝোতার তুলনায় সংবাদ কাভারেজের আদল গড়ায় অপেক্ষাকৃত উন্নততর উপায় বলেই মনে হয়।

পরিস্থিতির শিকার ঃ ব্যক্তির লোকজীবন

খবরের পাঠক/শ্রোতা/দর্শকেরা লোক/সরকারি ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যদিও আরও বেশি তথ্য পাচ্ছেন তবু যেসব লোক তাদের ইচ্ছের বাইরে সংবাদের কেন্দ্রে এসে পড়ছেন তাদের ব্যাপারে কিন্তু তারা (পাঠক) অপেক্ষাকৃত কম তথ্য পান যদিও এ ধরনের তথ্যের বেশির ভাগই সরকারী রেকর্ডের অঙ্গ। এ ধরনের সংবাদ কাহিনীতে প্রায় সার্বজনীন রীতি অনুযায়ী ধর্ষণের শিকার ব্যক্তির (তরুণী/নারী) পরিচয় সনাক্ত করা হয় না। এ রীতিকে আরও সম্প্রসারিত করা হয়েছে যাতে সংবাদ মাধ্যমগুলির অন্যান্য অপরাধের শিকারদের পরিচয় প্রকাশ করার, শিকার ব্যক্তিদের ঠিকানা বা অপরাধস্থলের ছবি প্রকাশ করার প্রশ্নে সতর্কতা ও বিবেচনার পরিচয় দিয়ে আরও সংবেদনশীল হয়ে ওঠে।

www.pathagar.com

ওহায়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের *ই ডব্লিউ স্ক্রিপ্‌স স্কুলের* পরিচালক র‍্যালফ ইয়ার্ড জানান ঃ

> সাধারণভাবে দেখতে গেলে জরিপের ফলাফলে বোঝা যায়, সংবাদ-মাধ্যমগুলি এমন একটা বিন্দু বা অবস্থান উদ্ভাবন করেছে যেখানে বা যে পরিস্থিতিতে তারা ব্যক্তিগত এমন সব তথ্য চেপে রেখে দেবে যা সংবাদযোগ্য হলেও বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে তার তাৎপর্য সীমিত। [৮]

এই জরিপের ব্যাপারে সম্প্রচার ও সংবাদপত্রের যেসব সাংবাদিক সাড়া দিয়েছেন তাদের অর্ধেকরও বেশি নিয়মিত চুরির ঘটনার শিকারের নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করবেন না এমন সম্ভাবনা বেশি এ তথ্যের উল্লেখ করে ইয়ার্ড বলেন,

> এ ধরনের তথ্য প্রকাশ করা বিপজ্জনক হতে পারে কেননা, বারংবার এই চুরির ঘটনা ঘটছে। কিংবা এ ধরনের ঘটনা একান্তই বিব্রতকর - এরকম ধারণার কারণেই সাংবাদিকরা নাম-ঠিকানা প্রকাশ হয়তো করেন না। জরিপে সাড়া দিয়েছেন এমন বহু সাংবাদিক অবশ্য সমস্যাটির আংশিক সমাধান হিসাবে বলেছেন যে, তাঁরা শিকারের নাম উল্লেখ করবেন তবে ঠিকানা প্রকাশ করবেন না।[৯]

১৯৮৭ সনে টেক্সাসের ক্রিশ্চিয়ান ইউনিভার্সিটি ও সাউদার্ণ মেথডিষ্ট ইউনিভার্সিটি অনুষদ পরিচালিত *জানার অধিকার বনাম একান্ততার অধিকার ঃ অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের পরিচয় সংবাদপত্র কর্তৃক প্রকাশ* - শীর্ষক এক সমীক্ষায়ও অনুরূপ ফল পাওয়া যায়। [১০]

বার্তাকক্ষের এইসব ব্যবহারিক রীতি-নীতিগুলির এ ধরনের পরিবর্তনের কয়েকটি কারণ রয়েছে। সমাজ মনে করে অপরাধ একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যু। আর সে কারণেই অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য 'নোভা' (National Organisation for Victim Assistance) নামে এক প্রতিষ্ঠানও গঠিত হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটি সহিংসতা ও অপরাধের শিকার নাগরিকদের সহায়তার প্রতীক। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকার কারণে অন্তত অধিকতর দায়িত্বশীল সংবাদ কাভারেজ নিশ্চিত হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট সংবাদ-কাহিনীতে খবরের সূত্র ও বিষয় আরও যথেষ্টভাবে তাদের বক্তব্য পেশের ও ভূমিকা পালনের সুযোগ পান। আর এর যে খারাপ দিক রয়েছে সেটি হ'ল, সংবাদে পরিবাহিত তথ্যের পরিমাণ কমে গেলে তাতে এরকম অশুভ ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন থাকতে পারে যে, "দ্যাখো, আমাদের সমাজ অপরাধ তৎপরতা দমনে ব্যর্থ আর তাই আমরা যে কাজ এক্ষেত্রে করতে পারি সেটি হ'ল আমরা আর কাউকে জানাবো না যে, তুমি একটা অপরাধের শিকার হয়েছিলে।" নোরবার্ট উইনিনার এ আলোকে

www.pathagar.com

বলেছেন, "গোপনীয়তা রক্ষার এই দাবীটা বড়জোর রুগ্ন সভ্যাতার তার নিজের রোগ কিভাবে বেড়ে চলেছে তা না জানার অভিপ্রায়।"[১১]

মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের খবরের কাভারেজের ব্যাপারে যে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে জঘন্য বিষয়গুলির উল্লেখ করা হ'ল সেগুলিই বস্তুত এ ধরনের কাভারেজের সীমা চৌহদ্দি নির্দেশ করে। আর এগুলির যাচাইমূলক আলোচনা করা হবে (১) একান্ততা ও মর্যাদা; (২) এর ঝুঁকিসমূহ ও (৩) বার্তা কক্ষের দায়িত্বাবলীর আলোকে।

একান্ততা ও মর্যাদা

অপরাধের শিকার ও অন্যান্য অস্বেচ্ছাপ্রণোদিত খবরের সূত্রের পরিচয় শনাক্তকরণ সংক্রান্ত আলোচনায় "একান্ততার অধিকার"- এ বিষয়টিকে টেনে আনা বিভ্রান্তিকর হতে পারে। বাস্তবিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে অপরাধের শিকারের নাম-পরিচয় প্রকাশ না করে একান্ততা রক্ষার নিশ্চয়তাবিধানের বিষয়টি একান্তভাবেই বার্তাকক্ষের সিদ্ধান্ত, আদালত কক্ষের নয়। সংবাদপত্রের অবমাননাকর আচরণের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কোনো খবরের কাগজ বা সম্প্রচার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু অপরাধের রেকর্ড মনে রাখতে হবে সেটি সরকারী বা লোক রেকর্ড। ঐ সরকারী রেকর্ডে তথ্যের খবরের কাভারেজ খবরের শ্রোতা/দর্শক/পাঠককে জানায় তাদের লোকালয়ে কী সব ঘটছে, কাদের বেলায় এগুলি ঘটছে আর যদি কিছু করণীয় থেকে থাকে তাহ'লে সরকারী কর্মচারীরা সে ব্যাপারে কি করছে। *একান্ততার অধিকার* প্রয়োগ করতে চাওয়াটা এ ক্ষেত্রে আরও বিভ্রান্তিকর হতে পারে একারণে যে, অপরাধের শিকার সাধারণত আইনগত ব্যবস্থা নিতে চায় না। বরং অপরাধের ঐ শিকার চায়, সমাজে একটা দায়িত্ববোধসম্পন্ন, সহৃদয় ও সংবেদনশীল সাড়ার সৃষ্টি হোক যে

www.pathagar.com

সাড়ার এখতিয়ার বিচারকের এজলাসের চেয়ে বরং সাধারণত পড়শী ও রিপোর্টারদেরই।

টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের প্রফেসর ডেভিড এ অ্যান্ডারসন অবশ্য উল্লেখ করেছেন যে, খবরের কাভারেজের প্রকৃতি কি হবে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অপরাধের শিকারেরও কিছু নিয়ন্ত্রণ আছে।

> আপনাকে সাক্ষাৎকার দিতেই হবে, এমন নয় --- খবরের কাগজ /টিভি/বেতারের লোকদেরকেও আপনার সম্পত্তির চৌহদ্দির মধ্যে আসতে দেবারও দরকার নেই --- দরকার নেই তাদের আপনার বাড়ি বা অফিসে ঢুকতে দেবার, এমনকি সেটা যদি অপরাধ সংঘটনস্থল হয়ও। পুলিশ বা অভিযুক্তকারক সরকারি আইন কর্তৃপক্ষ আপনাকে ব্যবহার করুক সেটা আপনি না-ও হতে দিতে পারেন। সংবাদক্ষেত্রের সঙ্গে ওদের বিচিছন্ন যোগাযোগ ও সম্পর্ক রয়েছে আর দেখা যাবে ওরাই, আপনি আপনার ঘটনা যতো না প্রচার করতে চান তারচেয়েও একই ব্যাপারে ওদের মাথাব্যথা আরও বেশি।
>
> (যদিও) চরম সীমা হ'ল এই যে, কোনো অবাঞ্ছিত প্রচার থেকে একজন অপরাধের শিকার ব্যক্তিকে আদালত রক্ষা করবে - এমন সম্ভাবনা খুবই কম --- অপরাধের শিকারের একান্ততা রক্ষার অধিকার আছে। কিন্তু তাঁর এই অধিকারগুলি যতো না আইনগত নিরাময়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ও নিশ্চিত হবে তার চেয়ে বরং এগুলি অন্যসব উপায়েই বেশি হতে পারে। যেমন, অপরাধের শিকার ঐ সব সহায়ক ব্যক্তিদের সাহায্য কিভাবে চাইতে হবে সে বিষয়ে জানার চেষ্টা করতে পারেন, তিনি সংবাদ মাধ্যমের লোকদের অপরাধের শিকার কোনো ব্যক্তির সংবাদ পরিবেশনার বেলায় কতকগুলি সাধারণ সুরুচি ও মানবতামূলক রীতি মানার জন্য বোঝাতে পারেন এবং অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের কী আসলে খুব দরকার সে বিষয়ে পুলিশ ও আইন সম্পর্কিত কর্মকর্তাদেরকে সংবেদনশীল করে তুলতে পারেন।[১২]

কাভারেজের জন্য কিছু পরামর্শ ঃ খবরের সূত্র হিসাবে অপরাধের শিকারের ওপর ঘটনার বড়রকমের ভার চাপানো হ'লে তাতে দেখা যাবে হয়তো সংবাদ-মাধ্যমকে সামলাতে যাবার ফলে সমস্যা আরও বেড়ে গেছে, কেননা, সহিংসতায় পড়ে তার মানসিক ও দৈহিক অবস্থা অত্যন্ত কাতর হয়ে উঠেছে। কিন্তু তারপরেও অবশ্য খবরের সূত্র ও রিপোর্টারের মধ্যে তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে একটা সমঝোতা থাকা উচিত। মধ্যস্থ সংগঠন হিসাবে *নোভা* - এ ব্যাপারে রিপোর্টারদের জন্য এইসব পরামর্শ দিয়েছে:

www.pathagar.com

অপরাধ-কাহিনীগুলি সম্পর্কে জনসাধারণকে বাস্তবভিত্তিক, বস্তুনিরপেক্ষ তথ্য দিন -- - অপরাধ বিবরণের উপস্থাপনা হবে সুষম। এতে যেন যখনই সম্ভব হয় অপরাধের শিকার ও অপরাধের একটা সমস্যার পরিপ্রেক্ষিত দেওয়া যায় তা নিশ্চিত করা ----- আর অপরাধের শিকার ব্যক্তির সঙ্গে কথোপকথনের যে প্রতিবেদন করা হয়, তাঁর, তাঁর পরিবার ও বন্ধুদের কথার যে বরাত দেওয়া হয় সেগুলি যথাসঙ্গতভাবে, সততার সঙ্গে ও প্রাসঙ্গিতায় দিতে হবে ---- অপরাধের শিকার ব্যক্তির স্বভাব, প্রকৃতি, মেজাজ, পটভূমি ও অপরাধীর সঙ্গে তার সম্পর্ক বিষয়ক তথ্যগুলি যাচাই করা না হলে কিংবা সেগুলিতে সংশয়ের অবকাশ থাকলে তা ছাপাবেন না বা সম্প্রচার করবেন না --- কিংবা জননিরাপত্তাজনিত কারণে আবশ্যক না হ'লে সংশ্লিষ্ট অপরাধ, অপরাধের শিকার, বা অপরাধের কাজ সম্পর্কিত এমন বিস্তারিত, বিশদ লিখবেন না বা ছাপাবেন না, বলবেন না যা অপরাধের শিকারের জন্য বিব্রত ও অবমাননাকর হতে পারে ও তিনি এতে নিদারুণ অপ্রস্তুত হতে পারেন। [১৩]

অবশ্য এ ধরনের নির্দেশিকা খবরের কাভারেজের জন্য খুব একটা কার্যকর বা নিখুঁত ব্লুপ্রিন্ট জাতীয় কিছু নয় কেননা, জননিরাপত্তাজনিত কারণে যেসব যুক্তির অবকাশ রয়েছে তাতে অনেকখানি নমনীয়তার অবকাশ রয়ে গেছে। কারণ এই অবকাশে এমন ইঙ্গিতই রয়ে গেছে যে, রিপোর্টার কেবল ঘটনায় প্রতিক্রিয়ামাত্র দেখায় না, বরং খবরের কাভারেজের প্রকৃতির ওপর ছায়াপাতও ঘটায়।

যেসব ব্যক্তি প্রতিবন্ধী তাদের খবরের কাভারেজ ঃ যারা অপরাধের শিকার তাঁরাই কেবল এমন বেসামরিক ব্যক্তি নাগরিক নন যাঁরা জন মনোযোগের প্রকৃতির কারণে ঝামেলায় পড়েন। এরকম লোক আরও অনেক রয়ে গেছে। যেসব লোক শারীরিক দিক থেকে অক্ষম আমরা যাদেরকে আজকাল প্রতিবন্ধী বলি এমন লোক, যারা, মানসিকভাবে অসুস্থ তাঁরা ও তাদের পরিবারের লোকজনও চান যে, তাঁদের পরিস্থিতি সংবাদক্ষেত্র ও জনসাধারণ সহৃদয়তার সাথে উপলব্ধি করবেন। আর তাঁদের এই যে বক্তব্য এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খবরের কাহিনীতে যে ভাষা ব্যবহার করা হয় সেই ভাষাকে কেন্দ্র করেই। যেমন, দৃষ্টান্তস্বরূপ, নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব জার্ণালিজমের গ্র্যাজুয়েট ফ্রি-ল্যান্স লেখক উইলিয়াম এল রাশ প্রতিবন্ধী লোকদের ওপর সংবাদ প্রতিবেদনে ব্যবহারের জন্য কিছু বিশেষ শব্দ উদ্ভাবন করেছেন। এখানে সেই সব প্রস্তাবিত শব্দের কিছু ব্যবহার দেখানো হয়েছে ঃ

আবদ্ধ - প্রতিবন্ধী যেসব লোক শারীরিক দিক থেকে নানাভাবে অক্ষম তাদেরকে যদি 'হুইল চেয়ারে আবদ্ধ' -এভাবে বর্ণনা করা হয় তাহলে তাদের অবস্থা যারা চোখে কম দেখার জন্য চশমা ব্যবহার করে তাদের 'চশমা'য় বন্দী এমনভাবে

www.pathagar.com

সরাসরি সম্বোধন না করে বলার বা লেখার চেষ্টা করুন। বলুন, "তিনি চলাচলের জন্য হুইলচেয়ার ব্যবহার করেন" বা "তিনি হুইল চেয়ারে ঘোরাফেরা করেন।"

প্রতিবন্ধী - প্রতিবন্ধী বা দৈহিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি -"অমুকের দৈহিক অক্ষমতা রয়েছে" এভাবে বলে ব্যক্তিবোধক শব্দটিকে 'অক্ষমতা'র আগে রাখুন।

পঙ্গু - কোনো ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা বর্ণনার জন্য *পঙ্গু* শব্দটি লিখবেন না। যেসব লোকের দৈহিক পঙ্গুত্ব রয়েছে তারা আসলেই অক্ষম এমন নন। এবং এ ধরনের অবস্থা বা পঙ্গুত্ব বলতে পরিবেশের কিছু প্রতিবন্ধকতাকেও বোঝানো হয় যার জন্য এ লোকটি অনেক কাজে অংশ নিতে পারে না, অংশ নিতে তার অসুবিধে হয় কিংবা ঐ সব কাজে তিনি পরিপূর্ণভাবে মিশে যেতে পারেন না।

ঘটনার শিকার - একজন ব্যক্তি শারীরিকভাবে অক্ষম। কিন্তু তার ওপর কোনো নাশকতার জন্য এটা ঘটে নি। বস্তুত এ অক্ষমতা কারও নাশকতার পরিণাম নয়। কোনো মোটরগাড়ি, বিমান বা ট্রেন দুর্ঘটনায় যে তিনি পড়েছিলেন এমনও নয়। কোনোরকম দৈহিক বা মানসিক অক্ষমতা থাকলেই কোনো ব্যক্তি *শিকার* তা বলা যায় না।

রাশ শারীরিক অক্ষমতা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নেবার ব্যাপারেও কিছু পরামর্শ দিয়েছেন ঃ

মনে রাখুন, শারীরিক অক্ষমতা রয়েছে এমন ব্যক্তি আর দশজনের মতোই একজন মানুষ। এমন ব্যক্তি করকম্পনের জন্য যদি হাতটি বাড়িয়ে দিতে না পারে, কিছু মনে করবেন না। অবশ্য এরপরেও শরীরের সংস্পর্শ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সহজ হোন। আপনি যদি কি করতে বা বলতে হবে - এমন দ্বিধায় পড়েন তাহ'লে যে ভদ্রলোকের শারীরিক অসুবিধা আছে তাকেই আপনার জন্য পরিস্থিতি সহজ করতে দিন।

শারীরিক অক্ষমতা রয়েছে এরকম ব্যক্তির সাথে আপনি সরাসরি কথা বলুন। কখনও ধরে নেবেন না, একজন সঙ্গী বা সহকারী এই কথাবার্তায় মধ্যস্থ হিসাবে কাজ করবে।

আপনি কোনো একজন ব্যক্তির সঙ্গে যখন কথা বলেন, ভাষার ব্যাখ্যা প্রদায়ক চিহ্নের মাধ্যমে তার সাথে সরাসরি কথা বলুন ---- বলবেন না ঃ "ওকে ওর না কি জিজ্ঞাস করো।" বরং বলুন ঃ "আপনার নাম কি?"

সাক্ষাৎকারটাকে দু'ভাগে ভাগ করে নিন। একটি ভাগে জিজ্ঞেস করুন (১) শারীরিক অক্ষমতা সম্পর্কে ও অন্য অংশে (২) অন্যান্য বিষয়ে। সাক্ষাৎকারের আগে স্থির করে নিন কোন অংশটি আসলে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, শারীরিকভাবে অক্ষম বা পঙ্গু একজন রাজনৈতিক নেতার সাথে যদি এই সাক্ষাৎকার হয় এবং ---- সেটা হয় পররাষ্ট্রমূলক বিষয়ে তাহলে সেখানে এ ভদ্রলোকের শারীরিক অসামর্থ্যের

www.pathagar.com

বিষয়টি অবান্তর । কিন্তু যদি আপনাকে ঐ একই ব্যক্তির সাক্ষাতকার নিতে হয় জাতীয় স্বাস্থ্য বীমা সম্পর্কে তাহ'লে ঐ শারীরিক অসামর্থ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে। [১৪]

খবরের কাভারেজের স্পর্শকাতর ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে অন্যান্য ভেতরের খবর মূল তথ্য বা বাস্তব ঘটনার পরে আসতে পারে। যেসব রিপোর্টার *স্কিজোফ্রেনিয়া*-র মতো মেডিক্যাল পরিভাষা আচমকা ব্যবহার করেন - যেমন বলা হয়, কোন কোয়ার্টার ব্যাক ফুটবল ঠেলতে শুরু করবে সেটা স্থির করার ব্যাপারে অমুক ফুটবল কোচের ব্যাপার স্যাপার স্কিজোফ্রেনিয়া রোগীর মতো। আর এরকম কথাবার্তা কানে গেলে, পড়লে বা শুনলে হয়তো সংবাদ মাধ্যমের অফিসে ফোন কল বা চিঠি আসবে আর তাতে এ ধরনের অসঠিক শব্দ প্রয়োগের ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হবে। এটা হতে পারে। কেননা, মানসিকভাবে অসুস্থ লোক ও তাদের পরিবারের পক্ষে সমর্থক গোষ্ঠী বা আরও কিছু মানুষ থাকতে পারে যারা এগুলির ব্যাপারে সংবেদনশীল থাকেন। আসলে এ ধরনের সাড়া সুস্থতর সমাজ গড়ায় যেমন সহায়ক তেমনি রিপোর্টাররাও অধিকতর সুপরিজ্ঞাত হয়ে ওঠেন।

মৃত্যুর কারণ প্রতিবেদন ঃ ১৯৬০-এর দশকেও খবরের কাগজে লোকের দীর্ঘ বা স্বল্পকালীন অসুস্থতাজনিত কারণে মৃত্যুর খবর দেওয়া হ'ত। প্রতিবদনও তৈরি হ'ত সেভাবেই। এই মৃত্যুর খবর প্রকাশের একটিমাত্র যে সত্যিকার কারণের ইঙ্গিত পাওয়া যেত সেটি হ'ল কার্যত একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পরিবারটি অনুরোধ জানিয়েছে কারও যদি দান হিসাবে পাঠাবার থাকে তা যেন তাঁরা অনুগ্রহ করে অ্যামেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি বা অ্যামেরিক্যান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেন। এর নেপথ্যে আংশিক যুক্তিটি হচ্ছে এই যে, ক্যান্সার রোগে মৃত্যুর ব্যাপারটা বিব্রতকর হতে পারে কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যে ক্যান্সারে মৃত্যু হয়েছে সেটির সুনির্দিষ্ট উল্লেখে হয়তো তাঁর সে রোগযন্ত্রণার স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করবে - তাই। এও যুক্তি দেখানো হয় যে, মৃত্যুর কারণটি একান্ত ব্যাপার আর তাই সংবাদের পাঠক/গ্রাহক/শ্রোতা যারা এক্ষেত্রে অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি তাদের জানার বা জানাবার দরকার নেই।

তবে খবরের কাগজগুলি আজকাল মৃত্যুর কারণ প্রতিবেদনের ব্যাপারে অনেক খোলামেলা হয়ে উঠেছে। আর মৃত্যুর প্রতিবেদনে দীর্ঘ রোগভোগ বা স্বল্পকালীয় অসুস্থতার মতো অস্পষ্টতার প্রয়োগ করা হ'ত এখন খবরের কাগজের অনেক মৃত্যু সংবাদের পাতা থেকে উবে গেছে। কেননা, মৃত্যুর ব্যাপারে কোনো বিব্রতকর বা অবমাননাকর কিছু নেই। এছাড়াও, সকলেই যদি মৃত্যুর কারণটি তথা রোগের নামটি

www.pathagar.com

উল্লেখ করেন তাহ'লে বরং পাঠক তাদের স্বাস্থ্যরক্ষা, চিকিৎসা ও পরিচর্যা সংক্রান্ত বিষয়গুলির ব্যাপারে আরও সচেতন হয়ে উঠবেন। আর সেটা এই অধ্যায়ে যেসব মূলনীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেমন, সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর ব্যাপ্তিজনিত বিষয় বা খোলামেলা নীতির প্রতি যে পক্ষপাত দেখানো হয়েছে সেগুলির সঙ্গে আরও বেশি তা সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

বেশিরভাগ খবরের কাগজ সমাজ-সম্প্রদায়মুখী বলে কাগজের সম্পাদক ও প্রতিবেদকরা মৃত্যুর কারণ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখের বেলায় পারিবারিক চিন্তা-ভাবনা কী সে বিষয়ে সংবেদনশীল থাকেন। আর এর ফলে, খবরের কাগজের লোকেরা ক্বচিৎ অসুস্থতার বিশদ বিবরণ প্রকাশ করে। যেমন ধরা যাক, যকৃতের কোনো রোগে কেউ মারা গেলে সেটা অতিমাত্রায় সুরাপানজনিত কারণে ঘটেছে বলে ধরে নেওয়া হবে এমন আশঙ্কা থাকে।

খবরের এই প্রক্রিয়াটির একটা বিশদ আখ্যানমূলক দৃষ্টান্ত হিসাবে একটি ঘটনার কথা বলা যায়। এ ঘটনায় যে পরিবারের এক ২৯ বছর বয়সের যুবক শহর থেকে বাইরে কোথাও মারা গেছে তার মৃত্যুর কারণটি এ পরিবারের লোকেরা খবরের কাগজের রিপোর্টারকে বলতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশ্য, এই মৃত্যুর কারণ বের করা এ প্রতিবেদকের জন্যে মোটেও কঠিন হয় নি। তিনি শুধু দূরে শহরে করোনারের অফিসে একটি টেলিফোন করেন আর তাতেই জানা যায়, মৃত যুবকটি মাতলামির ঘোরে তার মাথাটা তার জেলের কক্ষের দেওয়ালে প্রচন্ড জোরে ঠুকে দেওয়ার কারণেই সে মারা যায়। এখন একজন তরুণ রিপোর্টার মুক্ত, স্বাধীন সংবাদপত্র কতোটুকু ক্ষমতা রাখে বোধহয় সেটির একটা মহড়া দেবার জন্যেই খবরটা শোক-সংবাদের মধ্যে দেবার জন্য কোমর বাঁধে। সে এব্যাপারে কাগজের একজন সহকারী নগর সম্পাদকের সাথে আলাপও করে। ঠিক হয় যে, এ পরিবারটির ইচ্ছে অনুযায়ী যুবকটির মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করা হবে না।

কেন? প্রথমত বার্তাকক্ষে অনেক প্রতিবেদন সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা এই ফ্যাশনেই চলে। কেননা, যখন কোনো রিপোর্টার কোনো নৈতিক প্রশ্নে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সংশয়ে পড়েন তখন তাঁকে তাঁর সহযোগীদের কাছ থেকে ভেতরের আরও খবর নিতেই হবে, নেওয়াও উচিত। এক্ষেত্রে অবশ্য সহকারী নগর সম্পাদক যুক্তি দেখান যে, (১) ঐ শোকসন্তপ্ত পরিবারটির অনুরোধের মর্যাদা রক্ষা করা দরকার এ কারণে যে, এই ঘটনাটিতে জনসমাজের একান্ত জরুরী সুনির্দিষ্ট কোনো স্বার্থ জড়িত নেই। বিশেষ করে, এই মৃত্যুটাও ঘটেছে অন্যত্র (যদিও সংশ্লিষ্ট জনপদের একটি খবরের কাগজের পক্ষে কোনো সরকারী স্থাপনার ভেতরে একটি মৃত্যুর ব্যাপারে উদ্বেগ-ভাবনা প্রকাশের সম্ভাবনাই বেশি); (২) খবরের কাগজটি যদি এই মৃত্যু সম্পর্কে পুরো তথ্য সংগ্রহ না

www.pathagar.com

করত তাহলে সেটি হ'ত এ খবরের কাগজের কর্তব্য পালনে ঘাটতি। আর এখন যখন পুরো খবর হাতে রয়েছে তখন তো সম্ভবত যে তার জীবদ্দশায় পরিবারটির জন্য অনেক দুঃখের কারণ হয়েছিল তার মৃত্যুর ঐ ধরনের বর্ণনা ছেপে সেই কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়ার আর কি দরকার? অবশ্য, এই যে শেষ কারণটির কথা এ সহকারী নগর সম্পাদক দেখালেন সেটি তাঁর ভিত্তিহীন, ভাববাদী বিচার-বিবেচনা মাত্র।

এই যে ঘটনার কথা বলা হ'ল, এক একটা কেস ভিত্তিতে নানা ইস্যুর মোকাবেলা বলতে সাংবাদিকেরা যা বুঝিয়ে থাকেন তারই একটি নমুনা। এ ধরনের সিদ্ধান্ত অসঙ্গতিময় বা অনুমানযোগ্য, এমনকি স্ববৈপরীত্যময় ও কোনো কোনো সময় ভুল সিদ্ধান্তও হতে পারে। তবু এই প্রক্রিয়ায় যে কাজটি হয় তাহ'ল খবরের সূত্র ও খবরের বিষয় যা কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় সেগুলি বার্তাকক্ষের নিজস্ব অগ্রাধিকারের নিক্তিতে যাচাই করে নেওয়া যায়। এই ক্ষেত্রে খবরের কাগজটি হয়তো চট করেই এই রায় দিয়ে ফেলতে পারত যে, একটা সরকারি স্থাপনায় একটি মৃত্যুর খবর কাভার করার দায়িত্ব যে কোনো একজনের ব্যাপার হতে পারে। এখানে কাউন্টি সীমারেখার বাধার প্রাচীর থাকবে কেন?

আত্মহত্যা ঃ কোনো এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করে মারা গেছে কি না - কি রিপোর্ট করা হবে সে বিষয়ে সাধারণত সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন কাউন্টি করোনার বা এ লাশের একজন মেডিক্যাল পরীক্ষক। যদি এ সরকারি কর্মকর্তা ঐ মৃত্যুকে আত্মহত্যার শ্রেণীভুক্ত করেন তাহ'লে সাধারণত খবরের কাগজে বা অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে সেভাবেই রিপোর্ট করা হবে। সরকারি সূত্রে ওপর নির্ভরশীলতার কারণে পরিসংখ্যানে যা দেখা যায় তারচেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আত্মহত্যার সংখ্যা বেশি। কেমন করে কারও পক্ষে জানা সম্ভব হবে যে কোনো একটা ওষুধ ইচ্ছে করেই মাত্রার বেশি খাওয়া হয় নি কিংবা কোনও বন্দুকের গুলি অসতর্কতাজনিত কারণে ছুটে গিয়ে কোনো মৃত্যুর কারণ ঘটায় নি? এ ছাড়াও এধরণের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা বা *করোনার* মৃত ব্যক্তির পরিবারের মাথাব্যথা বা ভাবনার বিষয়গুলির কথা মনে রেখেও বলতে পারেন যে, কী কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে সেটা নির্ণয় করার জন্য লাশের অতঃপর একটা ময়না তদন্ত করা হবে। এটি কার্যত এমন এক ব্যবস্থা যাতে অন্তত আত্মহত্যার খবরটা পরের দিনের খবরের কাগজের শোক সংবাদের পৃষ্ঠায় আর ছাপা হতে পারবে না। ধর্মীয় কারণে বা বীমার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পরিবার চাইবে যদি এই মৃত্যুর অন্য কোনো বা একাধিক ব্যাখ্যা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহ'লে এই মৃত্যুবরণকে যেন আত্মহত্যা না বলা হয়। আর এব্যাপারটাকে *করোনার* গুরুত্বও দিতে পারেন। (অবশ্য সরকারী

www.pathagar.com

কর্মকর্তারা কোনও বীমা প্রতারণা বা জালিয়াতিতে অংশীদার হতে পারেন ন)। সড়ক দুর্ঘটনায় অনেক লোক প্রাণ হারায়। এসব মৃত্যুর মধ্যেও আত্মহত্যার ঘটনা থাকে।

দৃষ্টত কোনো আত্মহত্যা কিংবা আত্মহত্যার প্রয়াস যদি প্রকাশ্যে যেমন, কোনো উঁচু ভবনের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে ঘটে বা সে চেষ্টা করা হয় কিংবা এ ধরনের ঘটনায় কোনো লোকপর্যায়ের ব্যক্তি জড়িত থাকে, সেক্ষেত্রে অন্যান্য সংবাদ প্রতিষ্ঠান ঐ ঘটনার কাভারেজে শরীক হয় তেমন ক্ষেত্রে সংবাদ-মাধ্যমগুলি এ সংবাদ-কাহিনীকে অনুসরণ করে খবরের শ্রোতা/পাঠক/দর্শককে স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় আরও অনেক বেশি তথ্যের যোগান দেবে।

এইড্স সম্পর্কিত মৃত্যু ঃ সংবাদ প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে আরও একটি নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে। আর সেটি হ'ল, মৃত্যুর কারণ হিসাবে এইডস (AIDS)-এর কথা উল্লেখ করা যাবে কি না সে বিষয়টিতে এ প্রশ্ন দেখা দেওয়ার কারণ, এই এইড্স-এর সঙ্গে সমকামিতা, মাদকাসক্তি ও যৌন অমিতাচারের একটা সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করা হয়। মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের *সেন্টার অব বায়োমেডিক্যাল এথিক্স*-এর পরিচালক আর্থার এল ক্যাপলান উল্লেখ করেছেন যে, এইড্স-এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া কি সেটা সমাজের লোকজনের জানার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও যত্নের আবশ্যকতা, আচরণ গবেষণা পরিচালনা এবং এই রোগের নিবারণ ও নিরাময়ে চিকিৎসায় ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণের জন্যও এ বিষয়ে জানা দরকার। তাহ'লে চিকিৎসকরা কেন মৃত্যুর সম্পর্কিত কারণ হিসাবে এইড্স-এর উল্লেখ করতে চান না?

> এর জবাবটা সহজ। একজন চিকিৎসকের প্রধান নৈতিক দায়িত্ব রাষ্ট্র, সরকার, স্বাস্থ্য বিভাগ কিংবা এইডস রোগ হবার জন্য সবচেয়ে ভয়ানক সম্ভাবনাময় জনগোষ্ঠির কাছেও নয় বরং তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে রোগীর বা তার চিকিৎসা ও পরিচর্যার ব্যাপারে --- যারা চিকিৎসকের কাছে উপযুক্ত চিকিৎসা ও পরিচর্যা আশা করেন তাদেরকে এই আশ্বাস চিকিৎসককে অবশ্যই দিতে হবে তাঁরা তাদের সাধ্যমত চিকিৎসক-রোগী সম্পর্কের পবিত্রতা রক্ষায় সবকিছু করবেন।
>
> মানসিক পীড়িত, ধর্ষণের শিকার রোগী-রোগিনী, রাসায়নিক মাদকে আসক্ত ও সমাজের আরও অনেক বিপন্ন ও অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিতে পতিত লোক মেডিক্যাল চিকিৎসা করাতে সঙ্কোচ বোধ করবেন যদি না তাদের মনে এই আস্থা থাকে যে তাদের একান্ততা রক্ষিত হবে।

www.pathagar.com

----এদের ব্যক্তিগত একান্ততা রক্ষায় চিকিৎসকরা যা পারেন তাদের অবশ্যই তা করতে হবে কেননা, তারা রোগে বা ব্যধির উপস্থিতি সত্ত্বেও রোগীর স্বাধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রয়াসী থাকতে বাধ্য। যারা মৃত্যুপথযাত্রী তাদের সামান্যই বিকল্প বেছে নেবার পথ রয়েছে। আর এগুলির মধ্যে যা তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেটি হ'ল তাঁদের মৃত্যু কি কারণে কিভাবে হ'ল সেটা গোপন রাখা।[১৫]

কিন্তু এই যে মৃত্যু সেটা কি তাদের মৃত্যুর কারণ প্রতিবেদনের অধিকারকেও বাজেয়াপ্ত করে? এক্ষেত্রে তো একটা সংক্রামক ছোঁয়াচে রোগের শঙ্কা, সম্ভাবনা ও চিকিৎসা সম্পর্কে জনগণের জানার একটা অপ্রতিরোধ্য অধিকারও রয়েছে? সংবাদ মাধ্যমগুলিতে *এইডস* সম্পর্কিত মৃত্যুর খবরগুলি ঘন ঘন প্রকাশ করতে থাকে কারণ, (১) এই মৃত্যুগুলি ঐ মারীধর্মী ব্যাধির ব্যপকতার একটি লক্ষণ বা আভাস; (২) কোনো কোনো ক্ষেত্রে খবর ছাপার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পরিবার কোনো আপত্তি করে নি কারণ, এ রোগীর রোগের কথা আগেই প্রতিবেদিত হয়েছে আর রোগীও অনুরোধ করে গেছে তার মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট কারণ তথা ব্যাধির নাম উল্লেখ করতে; ও (৩) আর কোনো রোগীর এইড্স যদি তার দেহে অন্য কারও রক্ত পরিসঞ্চালনের কারণে হয়ে থাকে ও যৌন সংসর্গের মাধ্যমে তার দেহে ঐ রেগে সংক্রমিত না হয়ে থাকে তাহ'লে এই তথ্যটি সুনির্দিষ্টভাবে সংবাদ-মাধ্যমে উল্লিখিত হওয়া উচিত। এই পরিস্থিতিতে শেষাবধি এইড্স সম্পর্কিত প্রকাশ্য খবরকে আর রোখা সম্ভব হয় নি কেননা, এই ভয়াবহ মরণ ব্যাধি কোমলমতি ছেলেমেয়েদের স্কুল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে আর তাতে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কিশোর-কিশোরীরাও প্রাণ হারায়। ওদের ঐ রোগের তখন চিকিৎসা করা হয় হিমোফিলিয়া হিসাবে। এছাড়াও, সমকামিতার অধিকার দাবিকারী একটি গোষ্ঠির সমকামিতার বিষয়টিকে জনসমক্ষে আলোচ্য করে তুলে সমকামীদের প্রতি জনঘৃণাকে কমাতে সাহায্য করে। কিন্তু এত কিছুর পরেও কোনো পরিবার থেকে মৃত্যুর কারণ হিসেবে এইড্সকে উল্লেখ না করার অনুরোধ এলে সম্পাদক হয়তো এ তথ্য না ছাপতে রাজিও হতে পারেন বিশেষ করে ঐ পত্রিকাটি যদি শোক সংবাদগুলির ব্যাপারে নিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট পরিবারের অনুরোধগুলি নিয়মিতভাবে রক্ষা করে থাকে।

পত্রিকার লোক সংবাদে এইড্স সম্পর্কিত মৃত্যুর খবরগুলিকে নিয়ে কি করা হবে সে প্রশ্নটির নিস্পত্তি ১৯৬০-এর দশকের তুলনায় ১৯৮০-এর দশকে অনেকটা সহজ হয়েছে। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য আইনে ছোঁয়াছে রোগাক্রান্ত এমন ব্যক্তিদের জন্য কিছুটা একান্ততা রক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছেছে। কোনো ব্যক্তি কাউন্টি স্বাস্থ্য ক্লিনিকে তার গণোরিয়া বা সিফিলিস হয়েছে কি না পরীক্ষার অনুরোধ জানালে তাকে এই নিশ্চয়তা দেওয়া হয় যে, তার এই পরীক্ষার রেকর্ডপত্র গোপনীয় রাখা হবে। এ ক্ষেত্রে যে

www.pathagar.com

বিবেচনাটি কাজ করে তাহ'ল বৃহত্তর সমাজের কল্যাণে যতো বেশি সম্ভব যৌন রোগাক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা কতলোক এ রোগে চিকিৎসিত হয়েছে তাদের নাম জানার চেয়েও ঢের বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের গোপনীয় রেকর্ডগুলি কেবল স্বাস্থ্যপরিচর্যা সম্পর্কিত কর্মকর্তারা দেখতে পারেন। অবশ্য মৃত্যুর কারণটি গোপন রাখা সে এক ভিন্ন সমস্যাই বটে। মৃত্যুর কারণটি গোপনীয় একথা বলার অর্থ ঐ মৃত্যু হয় ঘটেছে এইডসে কিংবা আরও কোনো ঘৃণ্য রোগের কারণে। এছাড়া আরও সমস্যা দেখা দিতে পারে। আর তাই ক্যাপলান যে কথাগুলি বলেছেন অত্যন্ত জোরালো যুক্তিতে তা এইড্স বিতর্কের অঙ্গ হিসেবে সক্রিয় থাকবে।

১৯৮৭ সনের মে মাসে কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্য থেকে নির্বাচিত রিপাবলিক্যান দলীয় সেনেটের ষ্টুয়ার্ট ম্যাককিনী মারা যান। মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য হিসাবে তিনিই প্রথম ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে প্রথম জানা যায় তিনি ঐ রোগে মারা গেলেন। তাঁর চিকিৎসক জানান, ১৯৭৯ সনে হৃদযন্ত্রের এক বাইপাস অস্ত্রোপচারের সময় তার দেহে যে রক্ত পরিসঞ্চালন করা হয় সেখান থেকেই সম্ভবত মিঃ ম্যাককিনির দেহে এইডস সংক্রমিত হয়। *ওয়াশিংটন পোষ্ট* পত্রিকা অবশ্য এক অজ্ঞাতপরিচয় সূত্রের বরাতে জানায়, নয় নয়বার কংগ্রেস সদস্য হিসাবে নির্বাচিত মিঃ ম্যাককিনি সম্ভবত তাঁর সম্মতিমূলক কার্যকলাপের কারণেই এইড্স-এ আক্রান্ত হয়েছিলেন। পোষ্ট তাদের এ রিপোর্টের সপক্ষে এই যুক্তি দেখায় যে, তথ্যটি তাদের হতে আসে এমনসব সূত্রে 'যাদের পরিচয় ও বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে আমাদের আস্থা আছে।' এইড্স সংশ্লিষ্ট কিছু মৃত্যু ঘটে (আনুমানিক ২ শতাংশ) রক্ত পরিসঞ্চালনের কারণে। এই মৃত্যুগুলির ব্যাপারে চিকিৎসক যে ব্যাখ্যা দেন সে বিষয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। অজ্ঞাতনামা সূত্র ব্যবহারের জন্য ও কংগ্রেস সদস্য হিসাবে মিঃ ম্যাককিনির চমৎকার রেকর্ড সত্ত্বেও তাঁর মৃত্যুর কারণ নিয়ে পোষ্টের এই অতি মাথাব্যথার জন্য পত্রিকাটির সমালোচনা হয়।

যদি কোনো সাধারণ নাগরিক এইড্স-এ আক্রান্ত হ'ত এবং চিকিৎসক বলতেন যে, ঐ লোকটি মারা গেছে রক্ত পরিসঞ্চালনগত কারণে তাহ'লে দেখা যেত হয়তো একটি স্থানীয় খবরের কাগজও ঐ চিকিৎসকের কারণ ব্যাখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলার ব্যাপারে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিত এমনকি ঐ পত্রিকার হাতে ঐ চিকিৎসকের বক্তব্যের পরিপন্থী নির্ভরযোগ্য প্রমাণ তথা রেকর্ডপত্র হাতে থাকা সত্ত্বেও। এ ধরনের ক্ষেত্রে অজ্ঞাতসূত্র ব্যবহার করা হয়তো প্রয়োজনীয় হ'ত ঐ লোকালয়ে রক্ত যোগান ব্যবস্থা সম্পর্কে জনমনে শঙ্কা দূর করার জন্য। কিন্তু অজ্ঞাতপরিচয় সূত্রের ব্যবহার সম্পর্কে অত্যন্ত কঠিন শর্তাবলী জনগণের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশের

www.pathagar.com

বেলায় প্রযুক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মিঃ ম্যাককিনির ঘটনায় পোষ্ট সূত্রের যে পরিচয় গোপন রাখলো সেটার যুক্তি বোঝা খুবই দুস্কর।

মৃত ব্যক্তি কংগ্রেস সদস্য হোক কিংবা তিনি একজন সাধারণ নাগরিকই হোন, সমাজে তাঁর অবদানের বিষয়টিও মৃত্যুর কারণ সম্পর্কিত বিতর্কের আড়ালে হারিয়ে যাওয়া উচিত নয়। একটা পরিজ্ঞাত নাগরিক সম্প্রদায়ের সুষ্ঠু বিচার-বিবেচনার সামর্থ্য আছে - এ বিষয়ে কিছু আস্থা থাকা প্রয়োজন।

নভোখেয়াযান চ্যালেঞ্জার উৎক্ষেপন বিপর্যয় ঃ সংবাদক্ষেত্রের (পত্রের) সংযম ও প্রতিবেদনে শালীনতার প্রয়োজন নিয়ে এ শতকের বাকিটা সময়ে যে আলোচনা চলেছে তার বেশিরভাগের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকবে মার্কিন নভোখেয়াযান চ্যালেঞ্জার-এর বিস্ফোরণ ও টিভিতে দেখানো এ খেয়াযোনের সাতজন নভোচারীর মৃত্যুর বিয়োগান্ত ঘটনা। এ বিপর্যয় ঘটে ১৯৮৬ সালের ২৮ জানুয়ারী *কনকর্ড মাণিটর* (এন এইচ) পত্রিকার সম্পাদক মাইক প্রাইড লিখেছেন, কিভাবে সংবাদ-মাধ্যমের লোকজন তাঁর নগরীতে এসে চড়াও হয়। এই নগরেই জন্ম শিক্ষয়িত্রী নভোচোরিণী ক্রিস্টা ম্যাকলিফের যিনি ঐ সাত নিহত নভোচারীদের একজন। আগত কোনো কোনো সাংবাদিকের আচরণ কতোখানি বিতৃষ্ণাকারীকর ছিল ঐ কাভারেজও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও প্রাইড তার উল্লেখ করেছেন। তিনি নিহত নভোচারিণীর জন্য যে ধর্মীয় জমায়েত বা প্রার্থনা অনুষ্ঠানটি হয় সে সম্পর্কে এভাবে লিখেছেন ঃ

> সেন্ট জন গীর্জায় *মাস* শুরু হওয়ার আগে রেঃ ড্যান মেসিয়ার গীর্জার হলঘরের পিল্লাশ্রেণীর বেষ্টনীর কাছে যখন নেমে এলেন *স্যাঙ্কচুয়ারি* থেকে একটি কিশোরকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে তখন যেন মনে হ'ল একটি অসহায় হংস শাবক উড়ে গিয়ে পড়েছে এ এমন এক খাঁচায় যেখানে বসে শ্যেণ দৃষ্টি মেলে আছে ৫০জন শিকারী। আর তারপর চললো ক্যামেরার ক্লিক আর জিরো করা ফ্লাশের চঞ্চলতা ও ঝলকানির লড়াই আর তারমাঝেই নওল কিশোরটির ক্ষুদ্র মস্তক যেন যাজক মেসিয়ারের স্কন্ধদেশে অন্তিম শয়ানে শায়িত হ'ল।

এছাড়াও ঐ সাংবাদিকের দঙ্গল আরও যেসব উৎকট দৃশ্যের অবতারণা করে তার আরও কিছু বর্ণনা দিয়েছেন তিনি ঃ

> যা ঘটে গেলো সে ব্যাপারে আমার অনুভূতিটার মুখোমুখি হবার জন্যেই যেন অনেকটা আমি সেন্ট জন গীর্জায় গিয়েছিলাম। অথচ সেখান থেকে আমি ফিরলাম ওটা না করেই। এর কারণ সংবাদ মাধ্যম। গীর্জার যাজক মহোদয়েরা সংবাদ মাধ্যমের লোকজনকে প্রার্থনা সভার বাইরে রাখতে অথবা ওদের প্রতিনিধি ছোট

www.pathagar.com

একটা দলকে ভেতরে স্থান দিতে পারতেন এমনটাই কামনা করছিলাম যদিও আসলে যা ঘটলো তারও একটা দিকও আছে।

মেসিয়ারও যে এ ঘটনার এপিঠ-ওপিঠ দুপিঠই দেখেন নি তা নয়। তিনি পরের রোববারে প্রার্থনাসভায় এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনাও করেন। তিনি বলেন, সংবাদ মাধ্যমের ভদ্রলোকেরা সু-আচরণ করেন নি। তবে যেহেতু *মাস*-এর ছবি ও শিশুদের জন্যে অনুষ্ঠিত আগের একটি সার্ভিসের দৃশ্য টিভিতে দেখানো হয় সেজন্য কি আর করা আর প্রায় সব জায়গা থেকেই ফোন কল এসেছে তাঁর কাছে। গোটা দেশ বস্তুত এ শোকে কনকর্ড নগরীবাসীর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছে।[১৬]

সংবাদ মাধ্যমের এবম্বিধ কাভারেজের পরেও এক ধরনের শালীনতা রক্ষিত হয়। রেঃ মেসিয়ার অত্যন্ত ভদ্র জনোচিতভাবেই একথা উল্লেখ করেন নি যে, সংবাদ-মাধ্যমের মহোদয়েরা যদি বাধা সৃষ্টি করার মতো না করে সার্ভিস অনুষ্ঠানটির খবর কাভার করতেন তাহ'লে কনকর্ডবাসীর সাথে সারা দেশের এই শোকের দিনে যে একাত্মতার বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হ'ল তা আরও একটু ভালোভাবেই হতে পারতো। আর সেটা হ'তে পারতো সংবাদকদের একটা ছোট দল যদি শুধু এ অনুষ্ঠানে থাকতেন যেমনটি প্রাইড প্রস্তাব করেছেন। এই ধরনের পরিস্থিতিতে খবরের কাভারেজের একটি নির্দেশিকা এই হতে পারে যে, রিপোর্টার, ক্যামেরা ক্রু ও আলোকচিত্র গ্রাহকেরা এমনভাবে কাজ করবেন যেন মনে হয় তাঁরা ঐ পরিবারেরই লোক হিসাবে মৃত্যুর ঘটনাটিকে কাভার করছেন। সকল মৃত্যুতেই এমনই আচরণ কাম্য।

সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিসমূহ

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয় এমন খবরের সূত্র বা সংবাদ বিষয় সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ না করার ব্যাপারে যে সব 'ঝুঁকির' যুক্তি দেওয়া হয় সেগুলির বেশ সন্দেহজনক বৈশিষ্ট রয়েছে। এই যুক্তি দেওয়া হয় এই বলে যে, প্রকাশ করলে ক্ষতি হবে। এই যুক্তি সম্ভবত সবচেয়ে সচরাচর ও সাধারণভাবে খবরের সূত্র ও ঘটনার শিকার উভয়েই দিয়ে থাকেন। বার্তাকক্ষেও, অন্তত পুঁথিগত দিক থেকে হলেও, এ যুক্তিটি সর্বাপেক্ষা কম বোধগম্য যুক্তি। চোরের দল আবার হানা দিতে আসতে পারে বলে ঐ বাড়ির ঠিকানা রিপোর্টে উল্লেখ না করার জন্য সংবাদ মাধ্যমগুলিকে বলা হয় কিংবা ওদেরকে অনুরোধ করা হয় জিম্মি হিসাবে আটকানো লোকদের নাম প্রকাশ না করার জন্য - এই ভয়ে যে বন্দুকধারীরা আবার তাদের ওপর চড়াও হতে পারে কিংবা অন্য তথ্যও প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয় না যাতে ঘটনার শিকার আরও হয়রানি ও দুর্ভোগ থেকে রক্ষা পায়। *নোভা* নির্দেশিকায় জননিরাপত্তার কারণগুলি না থাকার শর্তে এমন সব তথ্য প্রতিবেদনে উল্লেখের ব্যাপারে সংযম পালনের সুপারিশ করা হয়েছে যা উল্লেখ করলে

www.pathagar.com

ঘটনার শিকার হয়রানিতে পড়তে পারেন, অপমানিত, লাঞ্ছিত হতে কিংবা বিপর্যস্ত হতে পারেন। অর্থাৎ সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলি অধিকতর সুপরিসর হতে হবে।

রুটিন সংবাদ প্রতিবেদনের বেলায় 'ঝুঁকি' সম্পর্কিত ব্যবস্থাটি পাঁচটি কারণে যুক্তিযুক্ত নয়ঃ

১. কোনো সিঁদেল চুরি, জিম্মি হিসাবে আটক হওয়া বা অন্য কোনো ধরনের অপরাধের শিকার হওয়ার মধ্যে কোনো কিছু বিব্রতকর বা অপমানজনক থাকতে পারে না। এমনটা হওয়াও উচিত নয়। কোনো অপরাধের শিকার হওয়ার সঙ্গে যদি কোনো কলঙ্কমূলক সংস্কার থাকে তাহ'লে এ অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য যদি প্রকাশিত না হয় তাহ'লে ঐ কলঙ্ক বরং আরও জোরদার হবে। মূলত এক্ষেত্রে সংবাদ-মাধ্যমেই কার্যত এমন আভাস জ্ঞাপন করবে যে, অপরাধের শিকার হওয়ার খোদ ঘটনাটিই এত লজ্জাস্কর যে, এমনকি, তারাও অর্থাৎ সংবাদ মাধ্যমগুলিও তাদের চোখ ঘটনা থেকে সরিয়ে রেখেছে। আর এরমধ্যে যা হবে সেটি হ'ল সমাজের আর কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে আসতে পারবে না কেননা, তথ্য তাঁদের কাছে পৌঁছাবে না।

২. কোনো কিছু গোপন রাখার তার স্বকীয় ঝুঁকি আছে। যদি কোনো এলাকায় বা মহল্লায় কোনো অপরাধ ঘটার কথা জ্ঞাপন করা হয় সেক্ষেত্রে সেখানকার অধিবাসীদের এ ঘটনার তথ্য জানা দরকার। এতে তারা যেমন উচিত মনে করে তেমন সাবধানতামূলক ব্যবস্থাদি নিতে পারে। আর তা যদি না হয় তাহ'লে দ্বিতীয় কেউ ঐ ধরণের অপরাধের শিকার হলে সে খুব সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তুলতে পারে, আগে এরকম ঘটে থাকলে কেউ তাকে সেটা কেন জানায় নি?

৩. খোলামেলা ব্যবস্থার পরিবর্তে গোপনীয়তার পক্ষপাতিত্ব দেখানো 'ঝুঁকি' পদ্ধতিতে এর আগে যে মৌলিক নীতিগুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির পরিপন্থী।

৪. কার্যত প্রায় সবক্ষেত্রেই অপরাধীর তার অপরাধের শিকার ব্যক্তির নাম পরিচয় জানা থাকে কিংবা সে জেনেছে অথবা সহজেই ও অনতিবিলম্বে সে ইচ্ছে করলে জানতে পারবে। তথ্য গোপন রাখার উদ্দেশ্য যদি অপরাধের শিকারকে দ্বিতীয়বারের হামলা থেকে রক্ষা করা হয় তাহ'লে ঐ গোপনীয়তা রক্ষা বড়জোর একটা মিথ্যা নিরাপত্তাবোধ দিতে পারে, তার বেশি কিছু নয়।

৫. একটি অপরাধের ওপরে লেখা প্রতিবেদনে সুনির্দিষ্ট নাম ও ঠিকানার উল্লেখ থাকলে ঐ প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা ও সারবত্তা বাড়ে। অপরাধমূলক কাজ নির্দিষ্ট কিছু লোকের ক্ষতি করে, কোনো ৩৭ বছর বয়সের নাম - চেহারাহীন লোকের ক্ষতি করে না। অপরাধ সংঘটিত হয় সুনির্দিষ্ট স্থানে, মেলানি ড্রাইভ এলাকার ৩৪০০টি

www.pathagar.com

বাড়িতে নয়। অজ্ঞাতপরিচয় সূত্রের বরাতে ও রাখঢাকের মাঝে অপরাধের খবরের কাভারেজের বদৌলতে অপরাধমূলক কার্যকলাপের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও পরিসর সম্পর্কে নাগরিকদের খুব কমই সজাগ করে তোলা যায়। একইভাবে, শিশু এবং স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দুর্ব্যবহারের বিষয়ের প্রতিবেদনে সংবাদ মাধ্যম সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদানে শৈথিল্য প্রদর্শন করলে (এটি করা হয় কেননা, এসব ঘটনাকে ঘরোয়া পারিবারিক বিষয় হিসাবে সংজ্ঞায়িতকরা হয় কিংবা এই আশঙ্কা করা হয় যে এই সব ঘটনার ওপর রিপোর্ট করা হ'লে তাতে ঘটনার নির্দোষ শিকার আরো হুমকিতেই পড়বে)। অথচ এই তথ্য চেপে যাওয়ার কারণেই বরং একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যার ব্যাপ্তি চাপা দিয়ে রাখায় সহায়তা হয়।

উল্লিখিত কারণগুলি সত্ত্বেও 'ঝুঁকি' যুক্তিটি জনপ্রিয়। কেন? এর কারণ, যে লোকগুলি এসব ঘটনায় জড়িত তাদের জন্য এই আশঙ্কা ন্যায়সঙ্গত। তাছাড়া, এধরণের যুক্তি প্রায়ই বেশ কার্যকরও। রিপোর্টার ও সম্পাদক বিষয় গোপন না রাখার সপক্ষে আরও কারণ যোগ করতে পারেন কিন্তু তারপরেও তাঁরা ক্ষেত্র বিশেষে ঝুঁকি যুক্তিকেই আমল দিয়ে থাকেন অন্ততঃ ওহায়ো বিশ্ববিদ্যালয়, *টিসিইউ/এসএমইউ* গবেষণা সমীক্ষার ফলাফলে তাই লক্ষ্য করা গেছে। সংবাদ মাধ্যমগুলি অপরাধের শিকারের ভয় ভীতির প্রতি সত্যিকারেই হোক বা কৃত্রিম হোক সংবোদনশীল।

বার্তাকক্ষের দায়িত্বাবলি

সাংবাদিকরা গোটা দুনিয়াকে রক্ষা করতে পারে না। তারা এমনকি, একটি মা বা বাবা যারা সড়ক দুর্ঘটনায় তাদের সন্তান হারিয়েছে তাদের দুঃখকেও হালকা করার সামর্থ্য রাখে না। সাংবাদিকরা যা পারে তা হ'ল, তারা তাদের খবরের প্রতিবেদনের বেলায় সঠিক, নির্ভুল, সর্বাঙ্গীণ, সুপরিজ্ঞাত ও সংবোদনশীল হতে পারে। আর খবরের মূল আকর্ষণভাগে এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বলিষ্ঠভাবে আরোপ করে সাংবাদিক বস্তুনিরপেক্ষ হতে পারে যে বস্তুনিরপেক্ষতা বিচ্ছিন্ন বা পক্ষপাতহীন - এই ধারণায় নয় বরং বস্তুনিরপেক্ষ এই ধারণায় যা সমাজ মনেবিজ্ঞানী এরিখ ফ্রম-এর ভাষায় বলা যেতে পারে তা শ্রদ্ধাবোধ যুক্ত বলে। সাংবাদিক তাই যেমন তার সংবাদ প্রতিবেদনে একটি দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাবকে শ্রদ্ধার নিরিখে দেখেন তেমনিই তিনি খবরের সূত্রের পরিস্থিতি ও বিপদগুলির ব্যাপারেও শ্রদ্ধাবান হতে পারেন। এই ধরনের প্রতিবেদন পদ্ধতির একটা অদ্ভুত দিক এই যে, প্রস্তুতির মতো এটাও প্রতিবেদক, খবরের সূত্র ও খবরের শ্রোতা/দর্শক/পাঠকের জন্য লাভজনক হতে পারে।

www.pathagar.com

সহানুভূতি উৎসারিত সহজ ধারায় ঃ *ডেস মইনস রেজিষ্টার*-এর নিক ল্যাম্বারটো যিনি রিপোর্টার হিসাবে দীর্ঘ ৪০ বছর কাটিয়েছেন তিনি তারপরেও এখনও একটা একান্ত অনাগ্রহী খবরের সূত্রের কাছ থেকে তথ্য বাগিয়ে নেবার ব্যাপারে তরুণ প্রতিবেদকদের রীতিমতো তাক লাগিয়ে দেন। বার্তাকক্ষে তাঁর বসার চেয়ারের পাশের চেয়ারটা পাওয়া তাই অনেকের কাছেই ছিল স্বপ্নের ব্যাপার কেননা, তাঁর কাছে থাকলে শেখার সুযোগ মেলে নিরন্তর। এহেন নিক ল্যাম্বারটোর মৌলিক নীতি ছিল তিনটি ঃ কোনো খবরের সূত্রের কাছে কখনও মিথ্যে বলবেন না, কখনও অজ্ঞাতপরিচয় সুত্র ব্যবহার করবেন না, আর দুঃখ ও দুঃসহ বেদনাময় পরিস্থিতিতে "আপনাকে সহানুভুতিশীল হতে হবে"। এগুলি মেনে চলা কঠিন কিছু নয়। খবরের সূত্রগুলির কাছে ল্যাম্বারটোর সাফল্যের মূল রহস্যের চাবিকাঠিটি হ'ল ল্যাম্বারটো নিজেকে সূত্রের চোখে সাহায্যকারী হিসাবে ফুটিয়ে তুলতেন। তিনি বলতেন, "আপনি সব রিপোর্টারের সাথে কথা বলতে চান না তো? তো তার দরকার নেই। শুধু আমার সাথেই কথা বলুন। রিপোর্টাররা যা লিখছে সেটায় কি আপনার বেসামাল দশা? ঠিক আছে, আসুন আমরা আলাপ করি, সম্ভবত আমি আপনার কাহিনীটাকে চালিয়ে দিতে পারবো।" কিংবা তিনি হয়তো বলতেন, "আমি জানি, আপনার পরিবারের জন্য বড্ডো দুঃসময় এখন। তবু আপনি যদি আমাকে ছিটেফোঁটা হ'লেও কিছু তথ্য দিতেন, আমি অন্তত নিশ্চিন্ত হতে পারতাম আমাদের সংবাদ কাহিনীটি হবে নিখুঁত, নির্ভুল, সঠিক।"

ল্যাম্বারটো জানতেন আর সব প্রতিবেদকরা কি শেখে। দুঃখের সময় কথা বলা বা আলোচনাকে মানুষ খুব সহায়ক, এমনকি, রোগহর নিরাময়কারীর মতো মনে করতে পারে। আরও অবাক ব্যাপার এই যে, যদি কোনো স্থানীয় খবরের কাগজ কিংবা বেতারকেন্দ্র তাদের কাছে থেকে তথ্য জেনে নেবার কষ্টটুকু স্বীকার করে আর বিশেষ করে সেটির জন্য একটু সহানুভূতি, দরদ মিশিয়ে ঐ সহযোগিতাটুকু চায় তাহ'লে অনেকেই সেটিকে বড় সাহায্য বলেই মনে করেন।

এখানে ল্যাম্বারটো বা তাঁর মতো আরও সব নিপুণ, দক্ষ রিপোর্টাররা এমন সব কাজের জন্য উপযুক্ত বা তাঁরা এমন কাজের অপেক্ষায থাকেন , কিংবা তাঁরা মূল্যবান কেননা, তাঁরা সূত্র কী হয়ে গেল তা জানার আগেই ঐ কাতর খবরের সূত্রের কাছ থেকে ব্যক্তিগত তথ্য বের করে নিতে পারেন - একথা বলতে চাওয়া হচ্ছে না। বরং এখানে বলার বিষয় হচ্ছে, যেসব প্রতিবেদক এ ধরনের কাজের দায়িত্ব নিতে একপায়ে খাড়া ভাব দেখান তাঁদেরকে সংশয়ের দৃষ্টিতেই বিবেচনা করা দরকার। এই অধ্যায়ের মূলনীতিতেই ব্যাখ্যা রয়েছে এর। নিক ল্যাম্বারটো শোকসন্তপ্ত পরিবারকে যে কোন

www.pathagar.com

কলটি করেন একান্ত সৌজন্যে ও তাদের সঙ্গে দেখা করতে যান তাদের দুঃসময়ে সেগুলির পেছনে যথা ও উপযুক্ত কারণ নিশ্চয়ই রয়েছে।

যদি তাই হয় আর খবরের সূত্রের সঙ্গে এই সুচিন্তিত আচরণ পদ্ধতির সুবাদে যদি লব্ধ তথ্য খবরের পাঠক/শ্রোতা/দর্শকের কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে তাহ'লে রিপোর্টারদেরকে প্রায়ই পিশাচ বা শকুন বলা হবে কেন? কতকগুলি পরিস্থিতিতে তিনি যতোই উপশমকারক প্রয়াস চালান না কেন তাঁকে পিশাচ বলা হবেই। বার্তাকক্ষের দেখার বিষয় হবে সূত্র যা না চান তা রিপোর্ট করা আর ঐ কাজ কাভার করা যা করার জন্য সূত্র অনুশোচনা করে। এই পরিস্থিতিতে রিপোর্টার ঐ সংবাদ-কাহিনীর সঠিক নির্ভুলতার প্রতি মনোনিবেশ করবেন, তিনি খবরের সূত্রের কাছ থেকে উপযুক্ত মন্তব্য চাইবেন। এছাড়াও, রয় পিটার যিনি গোটা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রে সংবাদ লিখনের কোচ হিসাবে কাজ করেছেন তাঁর মতে, শুধু প্রকাশ করা বা না করা ছাড়াও রিপোর্টারের হাতে অনেক বেশি বিকল্পও থাকতে পারে ঃ

> যে কোনো পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্তটি এক ডজন সম্ভাব্য বিকল্পের মাঝে নিহিত থাকতে পারে। সোজা প্রকাশ করো। আদৌ প্রকাশ করো না, পরে কোনও এক তারিখে প্রকাশ কর। একটা ছবি ফলাও করে ছাপিয়ে দাও প্রথম পৃষ্ঠায় ছেঁটে-কেটে কমাও ওটাকে; ভেতরের পাতায় ব্যবহার করো। লাশের ছবিটা ছাপাও, দেখাও, ফুটপাতের জায়গাটা চিহ্নিত করে দাও রেখা দিয়ে গোল করে। দেখাও লাশটা কুন্ডলি পাকিয়ে আছে। দেখাও ঐ পরিবারের শোকাতুর কেউ রয়েছে ওখানে, পুলিশকে ঠিকমতো ছবিতে তুলে ধরো। এসব বাছাইয়ের ব্যাপারগুলি সাংবাদিকতা কলার নেহায়েত অনুশীলন মাত্র নয়। প্রতিটি বাছাই বা সিদ্ধান্তের পেছনে রয়েছে নানা নৈতিক তাৎপর্য। [১৭]

সংবেদনশীল প্রতিবেদনের অন্তরায়সমূহ ঃ এখানে যেসব বিকল্পের উল্লেখ করা হচ্ছে এর যে কোনোটি খবরের সূত্র বা পাঠকের জন্য উদ্বেগজনক হতে পারে। বিভিন্ন বিকল্প সম্পর্কিত বিষয়ে সুগভীর বিচার-বিবেচনায় সংবেদনশীল প্রতিবেদনের জন্য কোনো অন্তরায় খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে যুথ সাংবাদিকতা, যা পাও চালাও সাংবাদিকতা (transmission-belt journalism) ও কান্ডজ্ঞানহীন সাংবাদিকতার কথা অবশ্য ভিন্ন।

যুথ সাংবাদিকতা ঃ রয় পিটার ক্লার্ক এর সমস্যাগুলি এভাবে চমৎকার সংক্ষিপ্ত আকারে বলেছেন ঃ

> ব্যক্তি হিসাবে রিপোর্টাররা তাদের মানবতাবোধের সুবিধা নিতে পারে, পারে ঘটনার শিকারের সঙ্গে দুঃখ-বেদনা ভাগ করে নিতে, আবেগ-পরিশুদ্ধি ও দুঃখ যাতনার প্রক্রিয়াকে মসৃণ করতে এবং অপরাধের যিনি শিকার হয়েছেন তাঁর জীবনকে একটা

www.pathagar.com

> লোক অর্থ ও তাৎপর্য দিতে। সমস্যাটি দেখা দেয় যখন ঐ সাংবাদিক কোনো পরিচয়বিহীন ও লোলুপ দল বা গোষ্ঠির একজন হয়ে পড়েন ----- আর ওরা হ'ল একটা আগ্রাসী, পেটুক, অনুভূতিহীন একদল লোকের লোক কল্পনা বিশেষ যারা সবকিছু থেকে মানবিকতাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, অপরাধের শিকারকে কষ্ট দেয় আর আমাদেরকে চরম বদনামের ভাগী করে। [১৮]

আর শুধু এই সংবাদ-প্রতিবেদক যুথের সঙ্গে ক্যামেরা, ফ্লাশ বাল্ব, টিভি কেবল, মাইক্রোফোন ও রিপোর্টিং; আর সব সাজসরঞ্জাম যোগ করে দিন তাহ'লেই বুঝতে আরও সহজ হয়ে উঠবে কেন ওদের এ আচরণকে সহানভূতিহীন ও নিষ্ঠুর মনে হয়।

ট্রান্সমিশন বেল্ট সাংবাদিকতা (যা পাও চালাও সাংবাদিকতা) ঃ কোনো কোনো রিপোর্টার একটা নৈতিকতার ইস্যুর সহজ সমাধান করতে পারেন। আর সেটি হ'ল, তথ্য পেলেই হ'ল। তথ্য যদি পেয়ে যাও তো আর কি! ছাপো, যদি টেপ করে থাকো, তো ঈথারে ছাড়ো!

এখন আমরা ফিরে যাবো আর বাড ডায়ারের আত্মহত্যার ঘটনায়। তাঁর জনসমক্ষে আত্মহত্যার ঘটনাটি সংবাদ-মাধ্যমের প্রকৃতি সম্পর্কিত আলোচনায় সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে। ডায়ার পেন্সিলভ্যানিয়া অঙ্গরাজ্যের একজন সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি এক সংবাদ-সম্মেলনে .৩৫৭ ক্যালিবারের এক ম্যাগনাম শটগানের নল মুখে ধরে ট্রিগার টিপে দিয়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁর এই মৃত্যুর দৃশ্য ভিডিওটেপে ধারণ করা হয়, স্থির আলোকচিত্রও তোলা হয়। কোনো কোনো টিভি সম্প্রচারকেন্দ্র সেলুলয়েডে তোলা তাঁর এ করুণ হৃদয় বিদারক মৃত্যু দৃশ্যের কিছুটা সম্প্রচারও করে এবং দৃশ্যটি দেখানোর আগে দর্শক/শ্রোতাকে এই মর্মে সতর্ক করে দেওয়া হয় যদি তাঁরা কোনো মানুষের মাথা গুলিতে উড়ে যাওয়ার দৃশ্য সহ্য করতে না পারেন তাহ'লে এর পরের দৃশ্য যেন কিছুক্ষণ তাঁরা না দেখেন । কোনো কোনো খবরের কাগজে এ দৃশ্যের স্থির ছবিও ছাপা হ'ল যাতে মনে হ'ল ডায়ারের ধড় গলার সাথে অবশিষ্ট থেকে যাওয়া করোটির অংশ বিশেষ তাকে একটা বীভৎস, রক্তাক্ত চেহারা দিয়েছে।

কেন করা হয় এসব? কোন উদ্দেশ্যে? কারণ, মৃত্যুর বিষয়টাতো দলিলবদ্ধ করা হয়েছে। প্রশ্নও ছিল না কেমন করে তিনি মারা গেলেন। আর একজনের মুখে একটা অত্যন্ত শক্তিশালী শটগানের ব্যারেল চেপে ট্রিগার টানলে কী হয় সেটার পরিণতি তা কল্পনারও অপেক্ষা রাখে না। অথচ এহেন মৃত্যুদৃশ্য সম্প্রচার ও প্রকাশ করতে গিয়ে কোনো কোনো সংবাদ-মাধ্যম ভূলেই গেল যে তথ্য হাতে পাওয়ার খোদ ব্যাপারটাই সমাধান নয়, সমস্যার জন্ম দিতে পারে।

www.pathagar.com

কান্ডজ্ঞানহীন সাংবাদিকতা ঃ যারা প্রায় নিত্য বিয়োগান্ত ঘটনা নিয়ে কাজকারবার করেন তাদের নিজেদের মধ্যে কিছু রক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। যেমন, আমরা হাসপাতালের নার্সদের কথাই বলতে পারি। এই নার্সদের অনেকেই মৃত্যু শয্যায় শায়িত পীড়িত শিশুদের সেবা-পরিচর্যা করেন। এই শিশুদের বাবা-মায়ের সাথে এই নার্সদের একটা চমৎকার সম্পর্কে গড়ে উঠতে পারে, তাতে আবেগও থাকতে পারে। কিন্তু ঐ মৃত্যুপথযাত্রী শিশুদের কেউ একটার পর একটা মারা যেতে থাকলে তাতে নার্সদের প্রতিবারই আবেগে ভেঙ্গে পড়া চলবে না কেননা, আর যারা চিকিৎসা-শুশ্রুষার জন্য রয়ে যাবে বা আসবে তাদের তাহ'লে আর শুশ্রুষার তেমন কিছুই হবে না। যাঁরা সমাজকর্মী তাঁরা বড়জোর একশো বা তারচেয়ে বেশি কিছু পরিবারের মানসিক ও আর্থিক দায়ভার নিয়ে কাজ করতে পারেন, তার বেশি নয়। যদি তার বেশি হয়ে যায়, তাহ'লে ঐ গরীব সমস্যাসঙ্কুল লোকগুলিকে উদ্ধারের কাজই অচল, অকেজো হয়ে পড়বে। যে লোকগুলি তাদেরকে সাহায্য করতে চায় ওরা আর তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না। একইভাবে বলা যায়, সাংবাদিকরাও একটি পরিবারের বিয়োগান্তক ঘটনায় এমনভাবে জড়িয়ে পড়তে পারেন না যার ফলে তাঁরা তাঁদের পাঠক/শ্রোতা/দর্শককেই আর তথ্য দিতে পারবেন না।

এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যই একজনকে এই নিত্যকার শোচনীয় ঘটনাগুলি মোকাবেলা করার উপায় বের করে নিতে হবে। অনেক পেশাতেই এই একটা কারণে একটা তথাকথিত রুগ্ন মানসিকতা কাজ করে আর অনেক ক্ষেত্রে সূরাসক্তি অত্যন্ত বেড়ে যায়। এ ধরনের বিয়োগগান্ত পরিস্থিতিগুলির সফল ও সুস্থ মোকাবেলার জন্য এমন এক দর্শন গড়ে তোলা উচিত যাতে জীবনের অনিত্যতা ও ভঙ্গুরতাকে হৃষ্ট চিত্তেই মেনে নেবার জন্য মনকে যতটা সম্ভব তৈরি করে নেওয়া যায়। দুর্ঘটনা, ক্ষয়ক্ষতি, মৃত্যু প্রসবের ঘটনার মিছিলের কারণে বৈরাগ্য দর্শনে আক্রান্ত না হয়ে মানুষের তথা এক্ষেত্রে সাংবাদিকের উচিত হবে তার যথাকর্তব্যটি সঠিকভাবে করে সমাজকে আলাদা বৈশিষ্ট্য দেবার মহৎ সুযোগটিকে কাজে লাগানো। এক্ষেত্রে ঝুঁকি থাকবে, বিশেষ করে একজন সাংবাদিকের জন্য ঝুঁকি থাকবে তিনি এমন পরিস্থিতিতে এমন কান্ডজ্ঞানবিবর্জিত হয়ে পড়তে পারেন যাতে তিনি অন্য সকলকে মানবতা বিযুক্ত করে তুলবেন এই কল্পনায় যে, ওটাই কাজ করার একমাত্র উপায় আর ওভাবেই দুঃখের কোনো খবরের কাভারেজে সবচেয়ে বেশি কাজের কাজ করা যায়।

যেসব ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ যুক্তিসঙ্গত ঃ *এবিসি টিভি নিউজ*-এর রাজনৈতিক ও মিডিয়া ভাষ্যকার ও সমীক্ষক জেফ গ্রীণফিল্ড অমানবিকতাসুলভ সাংবাদিকতার এ ধরনের বিষয়গুলি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

অত্যন্ত দুঃখ-যন্ত্রণায় কাতর মানুষের মুখোমুখি হ'লে সাংবাদিকরা যেভাবে আচরণ করে থাকেন তার কিছু কিছু বিষয় আমাদের স্বীকার করে নেওয়া দরকার। আর সেটিই হ'ল আমরা যেভাবে প্রায়ই পেশাদারসূলভ ভাবে সাড়া দিয়ে এগিয়ে যাই। আর কথাটিকে আমি ওটার জঘন্যতম সম্ভাবনার কল্পনাতেই বলেছি।

কিন্তু সাংবাদিকরা নিশ্চিতভাবেই অন্য লোকে কান্ডজ্ঞান বিবর্জিতভাবে কাজ করলে ক্ষমা করবে না। তারা দৌড় পাড়বে সেটার বিষয় খুলে ধরার জন্যে, ওরা দাবী করবে, জানতে চাইবে, কেন এই লোকগুলিকে কান্ডজ্ঞানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় নি। আর সে প্রশ্নটাই আমাদের নিজেদের সম্পর্কে করাটা খুব একটা খারাপ ব্যাপার হবে না। আমরা যখন আমাদের কাজের দায়িত্ব পালন করি, আমরা কেন আরও ভদ্রভাবে আচরণ করতে পারি না, এমনকি, সেটা বলতে যদি "দুর্বলতা" ও বোঝায়?

আমরা একবার আমাদের এসব ত্রুটির খোলা স্বীকৃতি প্রকাশ করলে আমাদের সামনে অবশ্য আরও কঠিন ইস্যু এসে পড়বে। আমরা এই যে লোকগুলি যোগাযোগের কাজকারবারে রয়েছি, সেই আমরা কেন একথাটি বোঝানোর কাজে আদৌ ভালো করতে পারি না যে, কেন একজন লোকের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপারে অনুপ্রবেশ প্রায় ক্ষেত্রেই যুক্তিপূর্ণ, এমনকি, আমাদের সেটি করা শর্তও বটে? ---- যদি ঔচিত্য বিচারের কোনো ইস্যু থেকে থাকে তাহ'লে তো সেজন্য একটি নোট পাঠক/শ্রোতা/দর্শকেদের জন্য রেখে দেওয়া যায় যাতে তাঁরা বুঝতে পারেন যে, আর যাই হোক আপনারা কেবল কাগজের বেশি কপি বিক্রি করার কিংবা আরও বেশি রেটিং পাওয়ার মতলবেই নেই? আমাদের কাজের ব্যাখ্যা দেওয়া আমার মনে হয়, একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অথচ আমাদের গ্রাহকদের সাথে সোজা সরল কারবারে এটি একটি অত্যন্ত অবহেলিত বিষয়। [১৯]

খোলামেলা ব্যবস্থার একটা ব্যাখ্যামূলক নজির হিসাবে গ্রীণফিল্ড উল্লেখ করেছেন যে, *ওয়ালষ্ট্রীট জার্ণাল* - পত্রিকায় একবার সিকিউরিটিজ অ্যান্ড একচেঞ্জ কমিশনের এনফোর্সমেন্ট ডিভিশন প্রধানের বৌ পেটানো বা নির্যাতনের মতো বিষয়ে কেন এত দীর্ঘ এক সংবাদ-কাহিনী ছাপানো হ'ল।

গ্রীণফিল্ড ওতে যা বলতে চেয়েছেন তা হ'ল সংবাদ মাধ্যমগুলি বিতর্কমূলক কাহিনীর কাভারেজ তাদের দায়িত্ব নয় বলে যদি মনে করে আর যদি প্রথম সংশোধনীর অধিকার তাদের রয়েছে বলেও মনে করে তাহ'লে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে তাদের পাঠক/দর্শক একমত না-ও হতে পারে। আর সে কারণেই *ওয়ালষ্ট্রীপ জার্ণাল* উল্লিখিত ধরনের ব্যাখ্যাটি দিয়েছে কিংবা অন্যান্য ক্ষেত্রে খবরের কাগজের ন্যায়পালেরা, পাঠক প্রতিনিধিরা কিংবা অন্যান্য মাধ্যম প্রতিনিধিরা এমন পরিস্থিতিতে দু'টি উদ্দেশ্য সাধন

www.pathagar.com

করতে পারেন। এ ধরনের তথ্য সংবাদের পাঠক/দর্শক/শ্রোতাকে খবরের প্রক্রিয়াকে বুঝতে সাহায্য করতে পারে আর এ রীতি সংবাদ মাধ্যমকেও যুথ সাংবাদিকতা, ট্রান্সমিশন বেল্ট সাংবাদিকতা বা কান্ডজ্ঞানহীন সাংবাদিকতার ঝুঁকির কথাও মনে করিয়ে দিতে পারে।

বিষয়-সংক্ষেপ

খবরের সূত্রগুলির মধ্যে এমন অনেকে থাকেন তাঁদের কোনো ইচ্ছে না থাকলেও তাঁদেরকে জনমনযোগে নিয়ে ফেলা হয়েছে। এটি হয়েছে হয় তাঁরা এমন কোনো সরকারি কর্মকর্তা যাঁদের ব্যক্তিগত জীবনও যাচাই-তদন্তের আওতায় এসেছে নয় তাঁরা কোনো অপরাধ বা সামাজিক অসুস্থতার শিকার আর তাই তাঁরা খবরের বিষয়বস্তু হয়েছেন। যদিও এসবের কারণে খবরের যে কাভারেজ দেওয়া হয় তার সমালোচনা হলেও এ ধরনের প্রতিবেদনের কারণগুলির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত থাকে, সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর এখতিয়ার পরিসর আর একটা সরকার ব্যবস্থা যে ব্যবস্থায় গোপনীয়তার চেয়ে খোলাখুলি ব্যাপারকে ও তথ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

সরকারি/লোককর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত জীবনের খবরের কাভারেজ বদলে গেছে। একজন সরকারি/লোক কর্মকর্তার লোক ও ব্যক্তিগত একান্ত জীবনের মধ্যে ঐতিহাসিক পার্থক্যরেখাটি চিহ্নিত করা হয়েছে। এখন ব্যক্তির ব্যক্তিগত অবিবেচনাপ্রসূত কাজগুলি প্রতিবেদনের অন্তর্ভূক্ত করা হয় না। তবে সেটায় একটি মাত্র শর্ত থাকে যে, ব্যক্তিগত এ অবিবেচনামূলক কাজ যদি লোক কর্তব্য সম্পাদনে অন্তরায় হয় কিংবা কোনো গ্রেপ্তারীর কারণে যদি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ব্যক্তিগত একান্ত জীবনের ওপর রিপোর্ট করার দরকার পড়ে তাহ'লে অবশ্য বলাই বাহুল্য, ব্যক্তিগত অবিবেচনাপ্রসূত কাজগুলি রিপোর্টে না দেওয়া নিয়মের ব্যতিক্রম হবে। অবশ্য সাম্প্রতিক কয়েক বছরে 'কর্তব্যের যাচাই পরীক্ষা বা শর্তের' স্থলাভিষিক্ত হয়েছে "চরিত্রের যাচাই পরীক্ষা"। একজন ব্যক্তির তার ব্যক্তিগত জীবনের আচরণকেও এখন তার বিশ্বাসযোগ্যতার ও নির্ভরযোগ্যতার সম্পর্কিত পরিমাপ বলে গণ্য করা হয়। ভবিষ্যতেও খবরের সূত্র ও বিষয়ের (পাত্রের) লোক ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যেকার পার্থক্য আরও কমে যাবে, এমন সম্ভাবনাই বেশি।

লোক/সরকারি কর্মকর্তাদের একান্ত ও ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে বার্তাকক্ষে প্রতিবেদনের পরিমাণ হয়তো আরও বাড়বে তবে কোনো কোনো গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, বার্তাকক্ষগুলি, অপরাধের শিকার যাঁরা হন এবং আরও যাঁরা খবরের অন্বেচ্ছাপ্রণোদিত সূত্র ও বিষয় হয়েছেন তাঁদের ব্যাপারে অধিকতর সংবেদনশীল হবে। এইসব লোকের ওপর প্রতিবেদনের প্রশ্ন আসে তখন যখন ব্যক্তিগত প্রশ্নে এদের

www.pathagar.com

আইনগত অধিকার থাকে সীমিত। কিন্তু যেসব নৈতিকতার বিষয় তাদের ব্যাপারে জড়িত থাকে তা রীতিমতো ভেবে দেখার মতো ব্যাপার। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, রিপোর্টাররা এখন যেসব ব্যক্তি দৈহিক দিক থেকে নানা পরিসরে অসমর্থ তাদের এবং দারুণ বেদনাদায়ক ও বিয়োগান্তক ঘটনার প্রতিবেদনের বেলায় অনেক বেশি সংবেদনশীল হয়ে উঠছেন।

অনেকে যুক্তি দেখান যে, অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের নিয়ে খবরের কাভারেজের কারণে ঐ লোকগুলি আরও অনেক বেশি ঝুঁকি-ঝামেলায় পড়বে। এ হচ্ছে, ঝুঁকিভিত্তিক যুক্তি প্রদর্শনের ব্যাপার। এটি যদিও জনপ্রিয় তবু, সাধারণত এই যুক্তির গলদ রয়েছে। ঝুঁকি যুক্তির ব্যাপারটিকে গুরুত্ব না দিয়ে বরং সাংবাদিকদের সঠিক, নির্ভূল সুপরিজ্ঞাত, সর্বাঙ্গীণ ও সংবেদনশীল সংবাদ প্রতিবেদনে নিষ্ঠাবান হওয়াটাই অধিকতর বিচক্ষণতার পরিচায়ক যে ধরনের সংবাদ প্রতিবেদনে খবরের সূত্রকেও যথাশ্রদ্ধা দেখানো হয়।

এমনকি, শ্রদ্ধারক্ষিত রিপোর্টিং-এ এমন সম্ভাবনা থাকে যে, কেউ হয়তো তারপরেও রিপোর্টারকে পিশাচের লোক হিসাবে সমালোচনা ও বিবেচনা করবেন। তবে রিপোর্টার এমন ভাবমূর্তি বদলানোর জন্য বলা যায়, কিছুই তেমন করেন না যদি তাঁরা এমন এক আদলের রিপোর্টিং করতে থাকেন যা খবরের সূত্র ও রিপোর্টার উভয়কেই মানবিকতাবিবর্জিত করে তোলে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে উপসংহার সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট পার্ক-এর বরাত দিয়ে টানাই যথার্থ। রবার্ট পার্ক যিনি ১৯২৩ সনের নভেম্বরে *আমেরিক্যান জার্ণাল অব সোশিওলজি* তে *ন্যাচারাল হিষ্ট্রি অব দ্য নিউজ পেপার অ্যান্ড নিউজ রিপোর্টিং* সম্পর্কে লিখেছিলেন। সংবাদ মাধ্যমের মানব প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি ঐসব লেখায় যে অভিমত প্রকাশ করেন তার উপযোগিতা ও যাথার্থ্য আজও রয়েছে। আজও তা সম্প্রচার মাধ্যমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঃ

> তাহ'লে খবরের কাগজের বর্তমান হালের প্রতিকার কি? কোনো প্রতিকার নেই। মানবিকতা বলতে গেলে এখনকার খবরের কাগজগুলির যতটা ভালো হওয়া সম্ভব ততটাই ভালো। তবে খবরের কাগজের উৎকর্ষ ঘটতে হলে, সেটি আসবে জনগণের শিক্ষিত হওয়া এবং রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত তথ্য সংগঠিত হওয়ার ভেতর দিয়ে---।
>
> সাধারণ জীবনযাত্রার ঘটনাবলী সম্পর্কে সাধারণ খবরের কাগজের বিবরণ অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর এ কারণে যে, আমরা মানুষের জীবন সম্পর্কে এত কম জানি যার দরুণ আমরা যখন জীবনের ঘটনাগুলি পড়ি সেগুলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে ও বুঝতে পারি না।

www.pathagar.com

পাদটীকা

অধ্যায় ১

১. ডগলাস কার্টার-এর রচনা ঃ *দ্য ফোর্থ ব্রাঞ্চ অব গাভার্ণমেন্ট*'-এর মূলভাব ও ধারণার ভিত্তি (র‍্যান্ডম হাউস, নিউইয়র্ক, ১৯৫৬)

২. জন ল্যাঙ্কাস্টার সাক্ষ্য হিসাবে তাঁর বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন ঃ "উডষ্টাইন ইন ডেস মইনস ঃ মেময়রস অব এ রিপোর্টার হু হোপড ট চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড", *কলাম্বিয়া জার্ণালিজম রিভিউ*, জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩, পৃ. ৫১-৫২। নগরের ভাড়াভিত্তিক পৌর আবাসিক বাড়িগুলির পরিদর্শকদের কাজে অবহেলা ও শৈথিল্য সম্পর্কিত নতুন নতুন সংবাদ কাহিনী বিষয়ে সাক্ষ্যদানের জন্য তাঁকে সমন দেওয়া হয়।

৩. জে হ্যামবুর্গ, "ব্যাকার ফলস ফ্রম প্রেস বাট হিজ পার্ক ক্যারিজ অন", *অরল্যান্ডো সেন্টিনেল*, ২৭ মার্চ, ১৯৮৭, পৃ. এ-১ ও এ-৬।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. মিচ কোলম্যান, "এ ডে ইন দ্য লাইফ" (*দ্য কুইল* জুলাই/আগস্ট ১৯৮৩, পৃ. ২২-২৩)। এই লেখায় তিনি বর্ণনা করেছেন, কেমন করে এ ধরনের অভিজ্ঞতা তাঁকে সাংবাদিকতা পেশা থেকে সরে যেতে সাহায্য করেছে। তিনি একবার তাঁর স্ত্রীর কাছে টেলিফোন করে একজন খুন হয়ে যাওয়া লোকের কথা বলেছিলেন। ফোনে বলা তাঁর কথাগুলিকে অন্যান্য সংবাদ মাধ্যম ও পুলিশ ভুল ব্যাখ্যা করে তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র করে তোলে, বলতে চায়, তাঁর স্ত্রীকে এ ঘটনা বলার মধ্য দিয়ে কার্যতঃ তিনি এক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হতভম্ব মহিলার কাছ থেকে সহানুভূতিমূলক সাড়া পেতে চেয়েছিলেন। এই সাংবাদিক অবশ্য বক্ষ্যমান অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতি মোটামুটিভাবে অনুসরণ করেছিলেন বলা যায়।

৬. জন ওয়াইজম্যান, "বিট্রেয়াল অ্যান্ড ট্রাষ্ট ঃ দ্য ট্রিকি আর্ট অব ফাইন্ডিং অ্যান্ড কিপিং গুড টিভি নিউজ সোর্সস", *টিভি গাইড*, মার্চ ৭-১৩, ১৯৮৭।

৭. মার্কিন সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর পাঠ নিম্নরূপ ঃ "কংগ্রেস কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কিংবা ধর্মের স্বাধীন অনুশীলনের ব্যাপারে, কিংবা বাক-স্বাধীনতা বা সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতা নিষিদ্ধ করে কিংবা শান্তিপূর্ণ সমাবেশে কিংবা কোনো অভিযোগের প্রতিকারের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানাবার জনঅধিকার সঙ্কুচিত করে কোনো আইন প্রণয়ন করবে না।"

৮. ড্যান থমাসন, "চিপ-শট জার্ণালিজম, *দ্য কুইল*, জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ১৮।

৯. ওয়ারেন স্ট্রগ্যাচ, "দ্য ক্রাউড প্রডিউসেস কুইজি মোমেন্টেস ইন দ্য নিউজরুম", *দ্য কুইল*, ডিসেম্বর, ১৯৮৭, পৃ. ১৪-১৫।

www.pathagar.com

১০. ম্যাডেলিন এস গোল্ড ও ডেভিড শেফার, "দ্য ইম্প্যাক্ট অব সুইসাইড ইন টেলিভিশন মুভিজ ঃ এভিডেন্স অব ইমিটেশন", *নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন*, ১১ সেপ্টম্বর, ১৯৮৬, পৃ. ৬৯০-৯৬।

১১. টার্নার ক্যাটলেজ, *মাই লাইফ অ্যান্ড দ্য টাইমস* (হার্পার এন্ড রো, নিউইয়র্ক, ১৯৭১), পৃ. ১৬৪।

অধ্যায় ২

১. ডিক হাওজ, আইওয়া অঙ্গরাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সহযোগী অধ্যাপক। তাঁর মার্কিন সংবাদ প্রতিবেদন - এটি আলোচনার জন্য দ্রঃ "ফল আউট ফ্রম ইউ এস মিডিয়া'স কাভারেজ অব চেরনোবিল ঃ এক্সজ্যাজ্যারেশান, স্লপিনেস, ব্লাইন্ড রিল্যায়ন্সি অন সোর্সেস", নিবন্ধ। প্রকাশনা সূত্র ঃ *ডেস মইনস রেজিস্টার*, জুলাই ২৫, ১৯৮৬, পৃ. ১৩-এ।

২. জন ওয়াইজ ম্যান, "বিট্রেয়াল অ্যান্ড ট্রাস্ট ঃ দ্য ট্রিকি আর্ট অব ফাইন্ডিং অ্যান্ড কিপিং গুড নিউজ সোর্সেস, *টিভি গাইড*, মার্চ ৭-১৩, ১৯৮৭।

৩. এ বিষয়ে এক চমৎকার পাঠ্য ঃ *লাইয়িং ঃ মোর‍্যাল চয়েস ইন পাবলিক অ্যান্ড প্রাইভেট লাইফ*, সিজেলা বক রচিত (প্যানথিয়ন বুকস, নিউইয়র্ক, ১৯৭৮)।

৪. ওয়াল্টার লিপম্যান, "স্টেরিওটাইপস", (নিবন্ধ), প্রকাশনা সূত্র ঃ *পাবলিক ওপিনিয়ন* (ফ্রি প্রেস, নিউইয়র্ক, ১৯৬৫), পৃ. ৫৪-৫৫।

৫. বিল ময়ার্স, "গড অ্যান্ড পলিটিকস ঃ দ্য কিংডম ডিভাইডেড", পাবলিক অ্যাফেয়ার্স টেলিভিশন, ইনক, ৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৭।

৬. জ্যাক পার্কিনস, "দ্য মাইন্ড অব অ্যাসাসিন", *ফার্ষ্ট টিউজডে*, এন বি সি নিউজ, ৩ জুন, ১৯৬৯।

৭. য়িপ্পিরা (YIPPIES) স্বঘোষিত "ইয়ুথ ইন্টারন্যাশনাল পার্টির" সদস্য ছিল। এরা সংবাদ মাধ্যমগুলিকে নানাভাবে নিজেদের কাজে লাগায় এবং শিকাগো নগর ও ডেমোক্রেটিক দলের সংগঠনকে দিয়ে নগরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় এলএসডি (LSD) নামের এক ধরনের মাদক ফেলায়, তাদের কারগুলিকে 'ক্যাব' বা ভাড়ার ট্যাক্সির মতো রং করার; দলীয় মহাসম্মেলন ডেলিগেটদের উইসকনসিনে নিয়ে যাবার এবং পুলিশের ওপর হামলা চালানোর কাজে 'ব্ল্যাক উইডো স্পাইডার' নামে এক ধরনের বিষাক্ত মাকড়সার ব্যবহারের মত আজব প্রস্তাব করায়। এ ধরনের অনেক প্রস্তাবই সংবাদ মাধ্যমগুলিতে সরাসরি ও নিরাসক্তভাবেই প্রতিবেদিত হয়।

৮. উদ্ধৃতি সূত্রঃ অ্যান্থনি মারো, "হোয়েন গভর্ণমেন্ট টেইল লাইজ", *কলম্বিয়া জার্নালিজম রিভিউ*, মার্চ/এপ্রিল ১৯৮৫, পৃ. ৩৬।

www.pathagar.com

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

১০. "অ্যামেরিকান ভাইস ঃ দ্য ডোপিং অব এ নেশন" নামের এই অনুষ্ঠানটি ২ ডিসেম্বর, ১৯৮৬-তে সম্প্রচারিত হয়। রোজেনবার্গস কমেন্টারি, "রিভেরা'স ভাইস ঃ ডিউপিং অব এ নেশন", প্রকাশনা সূত্র ঃ *ডেস মইনস রেজিষ্টার*, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৬।

১১. লিওন ভি সিগ্যাল, *রিপোর্টাস অ্যান্ড অফিসিয়ালস ঃ দ্য অর্গানাইজেশান অ্যান্ড পলিটিকস অব নিউজ মেকিং* (ডি সি হিথ অ্যান্ড কোম্পানী, লেক্সিংটন, ম্যাসাচুসেটস, ১৯৭৩) পৃ. ৭ - ইন্সটিটিউট অব পলিটিকস, কেনেডি স্কুল অব গভর্ণমেন্ট, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্যানেল আলোচনা (১৯শে মে, ১৯৭০) থেকে।

১২. জেমস ম্যাক কার্টনি যখন *শিকাগো ডেইলি নিউজ*,-এর নগর সম্পাদক তখনকার এক টেলিফোন সাক্ষাৎকার, ৬ মে, ১৯৬৮।

১৩. জুলেস উইটকাভার *হোয়াইট নাইট ঃ দ্য রাইজ অব স্পিরো অ্যাগনিউ* (র‍্যান্ডম হাউস, নিউইয়র্ক, ১৯৭২), পৃ. ৩৬৪।

অধ্যায় ৩

১. "দ্যা কেস অব দ্য প্লাস্টিক পেরিল", *সি বি এস রিপোর্টার্স*, ১৯ অক্টোবর, ১৯৭৪।

২. স্যাম ডোমাল্ডসন, *হোল্ড অন, মিঃ প্রেসিডেন্ট!* (র‍্যান্ডম হাউস, নিউইয়র্ক, ১৯৮৭), পৃ. ১৮-১৯।

৩. ডোনাল্ড কল, *দ্য এন্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ উই নো ইট* (ইমেজ অ্যান্ড আইডিয়া, আইওয়া সিটি, ১৯৭৯), পৃ. ৪।

৪. ইডজিন জে ওয়েব ও জেরি আর স্যালানচিক, দ্য ইন্টারভিউ, অব দ্য অনলি হুয়িল ইন টাউন, জার্নালিজম মনোগ্রাম নং ২, *অ্যাসোসিয়েশন ফর এডুকেশন ইন জার্নালিজম*, অষ্টিন, টেক্সাস, নভেম্বর ১৯৬৬। ইউজিন জে ওয়েব ও সহযোগীবৃন্দ, আনঅবট্রুসিভ মেজার্স ঃ নন রিঅ্যাক্টিভ রিসার্চ ইন দ্য সোশ্যাল সায়েন্সেস (র‍্যান্ড ম্যাকন্যালি, শিকাগো, ১৯৬৬)।

৫. নিউইয়র্ক টাইমস, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৮৮, পৃ. ১।

৬. "কন্ট্রোভার্সিয়াল কমেন্টস", ওয়াল ষ্ট্রিট উইক, অনুষ্ঠান নং ৪৩৫, ২৮ মার্চ ১৯৭৫, *মেরিল্যান্ড সেন্টার ফর পাবলিক ব্রডকাস্টিং*, বাল্টিমোর।

৭. ওয়েন্ডেল রলস, জুনিয়র, "ইন্টারভিউয়িং ঃ দ্য ক্রাফটি আর্ট", *কলাম্বিয়া জার্নালিজম রিভিউ*, নভেম্বর/ডিসেম্বর ১৯৮২, পৃ. ৪৭।

৮. মিচেল স্টিফেন্স ও ইলিয়ট ফ্র্যাঙ্কেল, "দ্য কাউন্টার পাঞ্চ ইন্টারভিউ", *কলাম্বিয়া জার্নালিজম রিভিউ*, মার্চ/এপ্রিল ১৯৮৩, পৃ. ৩৮।

৯. রবার্ট হুলিহ্যান, "ফাইন্যালি, আওয়ার ম্যান আক্সস টাফ কোয়েশ্চেনস", *ডেস মইনস রেজিস্টার*, ১৫ আগস্ট, ১৯৭৬, পৃ. ১-এ।

www.pathagar.com

১০. ওয়েব ও স্যালানচিক, *দ্য ইন্টারভিউ*, পৃ. ২১।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

১২. এ জে লায়েবলিং, *দ্য মোষ্ট অব এ জে লায়েবলিং* (সাইমন অ্যান্ড স্কুশটার, নিউইয়র্ক, ১৯৬৩), পৃ. ১৫৭।

১৩. হ্যালিনা জে হারনিয়েবস্কি, "গাইড লাইন", *দ্য কুইল*, জুলাই/আগস্ট ১৯৭৭, পৃ. ২১।

অধ্যায় ৪

১. বেন হোয়ট, *গেয়লি গেয়লি ঃ দ্য মেময়র্স অব এ কাব রিপোর্টার ইন শিকাগো* (ডাবলডে, নিউইয়র্ক, ১৯৬৩), পৃ. ২২৬।

২. ডোনাল্ড ম্যাকডোনাল্ড, "মেমোর‍্যান্ডা টু সেন্টার মেম্বার্স", *দ্য সেন্টার ম্যাগাজিন*, মার্চ/এপ্রিল, ১৯৮৭, বালাম ২০ নং ২, পৃ. ৩।

৩. উইলিয়াম এল রিভার্স, *দ্য অ্যাডভার্সারি* (বিকন বুকস, বোস্টন, ১৯৭০, পৃ. ৬৯।

৪. হোয়ট, *গেয়লি গেয়লি*, পৃ. ২।

৫. মারে কেম্পটন, "কেসি অ্যান্ড উডওয়ার্ড ঃ হু ইউজড হুম?", *নিউইয়র্ক রিভিউ অব বুকস*, ৫ নভেম্বর, ১৯৮৭, পৃ. ৬১। আরও দ্রঃ টমাস পাওয়ার্স, "হাউ কেসি উড উডওয়ার্ড, "নিউইয়র্ক রিভিউ অব বুকস, ১৯ নভেম্বর ১৯৮৭, পৃ, ৮-১১।

৬. রিচার্ড স্কট মোরার, "দ্য প্রেস ইজ ইন ডেঞ্জার অব ম্যানিপুলেশন হোয়েন ইট কোটস অ্যাননিমাস সোর্সেস, *প্রেসটাইম*, জুন ১৯৮৭. পৃ. ৭৪।

৭. মাইকেল গার্টনার, ১৯৮৭ সনের ১৮ সেপ্টেম্বর সীটল-এ "অ্যাসিস্টেড প্রেস ম্যানেজিং এডিটর্স অ্যাসোসিয়েশনের এক বৈঠকের প্যানেল আলোচনার মন্তব্য।

৮. প্রাগুক্ত।

৯. *মিনিয়াপোলিস ট্রাইবিউন*, ষ্টাফ মেমো নং ৫৪, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯।

১০. স্টিভ রোনাল্ড, লেখকের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগমূলক চিঠিপত্র ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৭।

১১. নিউইয়র্ক টাইমস কোম্পানী বনাম সুলিভ্যান, ৩৭৬ ইউ এস ২৫৪ (১৯৬৪), পৃ. ২৭০।

১২. রোনাল্ড, ব্যক্তিগত যোগযোগপত্র, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৭।

১৩. অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)-এর ১০ অক্টোবর, ১৯৭৬-এর সংবাদ কাহিনীতে উদ্ধৃতি।

www.pathagar.com

১৪. *দ্য ম্যাডিসন, উইসকনসিন, ক্যাপিটাল টাইমস*-এ পুরো বরাতটি প্রকাশিত হয়। একইভাবে বরাতটি প্রকাশিত হয় ঃ টলেডো, ওহায়ো *ব্লেড* পত্রিকায়। বুজ ইস্তাফা দেওয়ার পরেই এটি করার সিদ্ধান্ত নেয় ব্লেড কেননা, এই মন্তব্যগুলি "নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে ও একই কারণে দেশের ভবিষ্যত প্রভাবিত হতে পারে।" ১৯৭৬-এর নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড জিমি কার্টারের কাছে পরাজিত হন তবে এজন্য বুজ-এর উল্লিখিত মন্তব্য সিদ্ধান্ত নির্ধারক ছিল বলে বিবেচিত হয় নি।

১৫. ক্লার্ক আর মলেন হফ, *গেম প্ল্যান ফর ডিজাস্টার,* (নর্টন নিউইয়র্ক, ১৯৭৬), পৃ. ৬৬।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৭২।

১৭. "নেভি হুইলস ব্লোয়ার, ফ্রাস্ট্রেটেড অ্যান্ড অ্যাংরি, রিজাইনস ১৮ জুন, ১৯৮৭, লিপিস্বত্ব ঃ *ডালাস মর্নিং নিউজ, ডেস মইনস রেজিস্টার*-এ প্রতিবেদিত।

১৮. র‍্যান্ডি ইভানস, "নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট গার্ড বিটার আফটার এক্সপোজ", *ডেস মইনস রেজিস্টার,* ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯, পৃ. ১-বি।

১৯. "নিউজমেকার্স", *নিউজউইক,* ৮ ফেব্রুয়ারি, পৃ. ৭৮।

২০. দৃষ্টান্তের জন্য দ্রঃ ল্যাম্বার্টো বনাম ব্রাউন আইওয়া ৩২৬ এন ডব্লিউ ২ডি ৩০৫, ২৪ নভেম্বর, ১৯৮২।

২১. লিওনার্ড ডব্লিউ লেভি, *"ফ্রিডম অব স্পীচ অ্যান্ড প্রেস ইন আর্লি আমেরিকান হিস্ট্রি ঃ লিগ্যাসি অব সাপ্রেশন* (হার্পার অ্যান্ড রো, নিউইয়র্ক, ১৯৬০), পৃ. ২৮৭-৮৮। একই ধরনের অনুচ্ছেদের জন্য দ্রঃ *লেভি, ইমার্জেন্স অব এ ফ্রি প্রেস* (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, নিউইয়র্ক, ৯১৮৫) পৃ. ৩৩০-৩১; এটি বস্তুতঃ ১৯৬৩ সনের লেখার পরিমার্জনা। এখানে *নিগ্যাসির* বরাতকে অংশতঃ গ্রহণ করা হয়েছে এ কারণে যে, এতে "ক্ষতিকর নীরবতা" বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও ওর্টম্যান-এর ব্যবহৃত পুরুষত্বহীন উপলব্ধি" - এই কথাগুলির মাঝে কিছুটা উনিশ শতকের একটি চমকও আছে বটে।

২২. রোজেটো বনাম সুপিরিয়র কোর্ট, অ্যাপল্টন ১২৪, *ক্যালিফোর্ণিয়া* রিপোর্টার ৪২৭।

২৩. "টু লিকস, বাট বাই হুম? নর্থস চার্জেস এগেনষ্ট কংগ্রেস হ্যাভ সাম হোলস", *নিউজউইক,* ২৭ জুলাই, ১৯৮৭, পৃ.১৬)।

২৪. "ব্রেকিং এ কনফিডেন্স ঃ হোয়েন ইজ রাইট টু রিভিল অ্যান, অ্যাননিসাস সোর্স?" *টাইম,* ৩ আগস্ট, ১৯৮৭, পৃ. ৬।

২৫. পল ল্যাজার্সফেল্ড ও রবার্ট মার্টন, "মাস কমিউনিকেশন, পপুলার টেস্ট অ্যান্ড অর্গানাইজড সোশ্যাল অ্যাকশন", *রিডিংস ইন সোশ্যাল সাইকোলজি,* সংশোধিত সংস্করণ (হান্ট, নিউইয়র্ক, ১৯৫২), পৃ. ৭৬।

www.pathagar.com

অধ্যায় ৫

১. ক্যাল টমাস, "নট রেডি ফর প্রাইমটাইম প্রেয়ার্স", *দ্য কুইল*, অক্টোবর, ১৯৮৬, পৃ. ১৬।

২. জুডি ভ্যানস্লাইক টার্ক, *ইনফরমেশন সাবসিডিজ অ্যান্ড মিডিয়া কন্টেন্ট ঃ এ স্টাডি অব পাবলিক রিলেশন ইনফ্লুয়েন্স অন দ্য নিউজ*, জার্নালিজম মনোগ্রাফস, নং ১০০। অ্যাসোসিয়েশন ফর এডুকেশন ইন জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমুনিকেশন, কলাম্বিয়া এস সি, ডিসেম্বর ১৯৮৬।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১৩।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ ২২।

৫. জুলিয়াস ডাশা, "নাডেরস রেইডারস পুট দ্য ওয়াশিংটন প্রেস কোর টু শেম", *দ্য প্রগেসিভ*, এপ্রিল, ১৯৭১, পৃ. ২৪-২৬।

৬. হ্যারল্ড সি রেলইমা, "ইউএসএফওআইএ ফেসেস টেকনোলজি চ্যালেঞ্জস", *ট্রান্সন্যাশনাল ড্যাটা অ্যান্ড কমিউনিকেশন রিপোর্ট (টিডিআর)*, বালাম ১০, নং ৬ জুন ১৯৮৭ পৃ. ১৫-১৭।

৭. ইভান হেনড্রিকস, *ফর্মার সিক্রেটস* (ক্যাম্পেন ফর পলিটিকাল রাইটস, ২০১ ম্যাসাচুসেটস এভিনিউ এনই, ওয়াশিংটন, ডিসি, ২০০০২, ১৯৮২)

৮. *নিউইয়র্ক টাইমস*, ২৯ এপ্রিল, ১৯৮৫, পৃ. এ-১৭।

৯. হ্যানস লিন্ডে, "অ্যাডভাইস টু দ্য প্রেস", *সেন্টার ম্যাগাজিন*, জানুয়ারি/ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯, পৃ. ৫২।

১০. মাইকেল মস, "দ্য পভার্টি স্টোরি", *কলাম্বিয়া জার্নালিজম রিভিউ*, জুলাই/আগষ্ট, ১৯৮৭, পৃ. ৫২।

১১. ফিলিপ মেইয়ার, *প্রিসিশান জার্নালিজম* (ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ব্লুমিংটন, ১৯৭৩), পৃ. ১৪-১৫।

১২. ম্যাক্সওয়েল ম্যাককম্বস, ডোলাল্ড লুইস শ ও ডেভিড গ্রে, *হ্যান্ডবুক অব রিপোর্টিং মেথডস* (হাফটন মিফলিন, বোস্টন, ১৯৭৬), পৃ. ৯।

১৩. কমিশন অন ফ্রিডম অব দ্য প্রেস, *এ ফ্রি অ্যান্ড রেসপনসিবল প্রেস* (শিকাগো ইউনিভার্সিটি প্রেস, শিকাগো, ১৯৬৩),পৃ. ২৬। এই কমিশনের রিপোর্টে সর্বপ্রথম ১৯৪৭ সনে প্রকাশিত হয়।

১৪. টম উয়িকার , "দ্য রিপোর্টার অ্যান্ড হিস স্টোরি ঃ হাউ ফার শ্যুড হি গো", *নাইম্যান রিপোর্টস*, সেপ্টেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১৫-১৭।

১৫. মাইকেল মস, "দ্য পভার্টি স্টোরি," পৃ.৪৩।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

১৮. প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

১৯. এল জন মার্টিন, "দ্যা মিডিয়া রোল ইন ইন্টারন্যাশনাল টেরারিজম", *টেরারিজম ঃ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল*, বালাম ৮, নং ২, ১৯৮৫, পৃ. ১৩০।

২০. উদ্ধৃতি সূত্র ঃ ডেভিড শ, "এডিটরস ফেস টেরারিস্ট ডিম্যান ডাইলেমা", *লস অ্যাঞ্জেলস টাইমস*, ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬।

২১. জিম্মিদের একজন হানাফী মুসলিম গোষ্ঠীর জিম্মি করার ঘটনার একটি সুন্দর বর্ণনা দেন। তাঁর নাম চার্লস ফেনাইডেসি। চার্লস ফেনাইডেসি, "লুকিং ইন টু দ্য মাজল অব টেরারিজম, *দ্য কুইল*, জুলাই/আগস্ট ১৯৭৭, পৃ ১৬-১৮।

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭।

২৩. আমি গ্র্যাজুয়েট ছাত্র সালাটোর কাছে তাঁর গবেষণার কাগজপত্র ব্যবহার করতে দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞ, গবেষণাপত্রটির নাম ঃ "দ্য ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যান্ড টেররিজম ঃ কভারেজ অব দ্য নাইটিন এইটি ফাইভ টিডব্লিউএ হাইজ্যাকিং।"

২৪. এডুয়িন ডায়মন্ড, "দ্য কাভারেজ ইটসেলফ - হোয়াই ইট টার্নড ইন টু "টেরারিজম", *টিভি গাইড*, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫।

২৫. মাইকেল জে ও'নীল, *টেরারিস্ট স্পেকটাকুলার্স ঃ শ্যুড টিভি কাভারেজ বি কার্বড?* (প্রায়রিটি প্রেস পাবলিকেশানস, নিউইয়র্ক, ১৯৮৬),পৃ. ৬।

২৬. ডায়মন্ড, "দ্য কাভারেজ ইটসেলফ", পৃ. ১৩।

২৭. ও'নীল, "টেরারিষ্ট স্পেকটাকুলার্স", পৃ. ৫২।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

২৯. সাংবাদিকের সততার গুরুত্ব সম্পর্কিত বিষয়ে দু'টি রচনার লেখক জন মেরিল, (১) *দ্য ইম্প্যারেটিভ অব ফ্রিডম ঃ এ ফিলসফি অব জার্নালিস্টিক অটোনমি*, ১৯৭৪ ও (২) *একজিস্টেনশিয়াল জার্নালিজম* ১৯৭৭ - প্রকাশক ঃ হেষ্টিংস হাউস, নিউইয়র্ক।

অধ্যায় ৬

১. চার্লস ফেনাইভেসি, "লুকিং ইনটু দ্য মাজল অব টেরারিষ্টস", *দ্য কুইল*, জুলাই/আগস্ট, ১৯৭৭, পৃ. ১৭।

২. এরিক স্মিট, "অ্যাবসেন্স অব পিটি", *দ্য কুইল*, জুলাই-আগস্ট, ১৯৮৪, পৃ. ১০।

৩. জেনি গুডউইন, "দ্য এথিকস অব কম্প্যাশন", *দ্য কুইল*, নভেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৩৯।

৪. ডব্লিউ জে ক্যাশ, *দ্য মাইন্ড অব দ্য সাউন্ড* (নফ, নিউইয়র্ক ১৯৫৭), পৃ. ২৮৪।

৫. স্টিভ নীল, *ডার্ক হর্স*, (ডাবলডে, গার্ডেন সিটি, এন ওয়াই ১৯৮৪), পৃ. ৩৮।

৬. এলসওয়ার্থ বার্ণার্ড, "দ্য প্রাইভেট লাইফ অব এ পাবলিক ফিগার", প্রকাশনা সূত্র ঃ *ওয়েভেল উইলকি ঃ ফাইটার ফর ফ্রিডম* (নর্থ মিশিগান ইউনিভার্সিটি প্রেস, মার্কেট মিশিগান, ১৯৬৬), পৃ ১৯।

৭. নীল, *ডার্ক হর্স*, পৃ ১৪৫।

www.pathagar.com

৮. র‍্যালফ ইমার্ড, "জাজমেন্ট ইস্যুজ স্প্লিট রেসপন্ডেন্টস," ১৯৮৩ *জার্নালিজম এথিকস রিপোর্টস*, ন্যাশনাল এথিকস কমিটি, সোসাইটি অব প্রফেশনাল জার্নালিস্ট প্রণীত, সিগমা ডেলটা চি, পৃ. ৫।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৬।

১০. রিটা উলফ, টমি থমসন, ও পল লা রোক, "দ্য রাইটস টু নো সাম ভার্সাস দ্য রাইট অব প্রাইভেসি ঃ নিউজ পেপার আইডেন্টিফিকেশান অব ক্রাইম ভিকটিমস, *জার্নালিজম কোয়ার্টারলি*, বালাম ৬৪, নং ২ ও ৩ গ্রীষ্ম/শরত ১৯৮৭, পৃ. ৫০৩-৭।

১১. নোরবার্ট ওয়াইনার, *দ্য হিউম্যান ইউজ অব হিউম্যান বিয়িংস* (ডাবলডে, গার্ডেন সিটি, নিউইয়র্ক, ১৯৫৪), পৃ. ১২৭।

১২. ডেভিড এ অ্যান্ডারসন, "ক্রাইম ভিকটিমস ঃ ডু দে হ্যাভ প্রাইভেসি রাইটস? - প্রকাশনা সূত্র ঃ *ক্রাইম ভিকটিমস অ্যান্ড দ্য নিউজ মিডিয়া* - ১৯৮৬ সনের ১৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এক সিম্পোজিয়ামের প্রতিবেদন। প্রকাশক ঃ *ফোর্টওয়ার্থ স্টার টেলিগ্রাম* ও ক্যাপিটাল সিটিজ/এবিসি ইনকর্পোরেটেড ফাউন্ডেশন।

১৩. প্রস্তাবক মার্লেন ইয়ং, নির্বাহী পরিচালক, ন্যাশনাল অর্গানাইজেশান ফর ভিকটিম অ্যাসিস্ট্যান্স। প্রকাশনা সূত্র *ঃ নিউজ মিডিয়া অ্যান্ড ভিকটিমস অব ক্রাইম* - ১৯৮৫ সনের ১৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যবিবরণী।

১৪. উইলিয়াম এল রাশ ও দ্য লীগ অব হিউম্যান ডিগনিটি, *রাইট উইথ ডিগনিটি ঃ রিপোর্টিং অন পিপল উইথ ডিজাবিলিটিজ*, প্রকাশক ঃ গিলবার্ট এম অ্যান্ড মার্থা এইচ হিচকক সেন্টার পাবলিকেশন, স্কুল অব জার্নালিজম, ২০৬ এভারি হল, নেব্রাস্কা ইউনিভার্সিটি, লিঙ্কন, নেব্রাস্কা, ৬৮৫৮৮-০১২৭, পৃ. ৪-৫।

১৫. আর্থার এল ক্যাপল্যান, "ডক্টর'স ডিউটি ইজ টু প্রটেক্ট প্রাইভেসি অব এইডস ভিকটিম", *মিনিয়াপোলিস স্টার অ্যান্ড ট্রিবিউন*, ৯ আগস্ট, ১৯৮৭, পৃ. ২১-এ। এইডস ব্যধির ব্যাপারে সমাজের শ্লথ সাড়ার বিষয়টিকে মূলভাব করে রচিত "অ্যান্ড দ্য ব্যান্ড প্লেড অন ঃ পলিটিকস, পিপল অ্যান্ড দ্য এইডস এপিডেমিক, লেখক, র‍্যান্ডি শিল্টস (সেন্ট মার্টিনস প্রেস, নিউইয়র্ক, ১৯৮৭)।

১৬. মাইক প্রাইড, "এ গ্রিভিং কনকর্ড রিপেলড বাই মিডিয়া মিসবিহেভিয়ার", *প্রেস টাইম*, মার্চ, ১৯৮৬, পৃ. ১২-১৩।

১৭. রয় পিটার ক্লার্ক, "কাভারিং ক্রাইম ঃ জার্নালিস্টস ফেস ডিফিকাল্ট চয়েসেস", প্রকাশনা সূত্র ঃ *ক্রাইম ভিকটিমস অ্যান্ড দ্য নিউজ মিডিয়া*, পৃ. ৫।

১৮. প্রাগুক্ত।

১৯. *জেফ গ্রীনফিল্ড, অ্যান আবিউসিভ প্রেস*, প্রকাশক গ্যালেট সেন্টার ফর মিডিয়া স্টাডিজ, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি - ১৯৮৭, ২০ শে ফেব্রুয়ারি কলোরাডো প্রেস অ্যাসেসিয়েশনের মন্তব্য থেকে।

www.pathagar.com

নির্ঘন্ট

A

ABC, - এবিসি নিউজ
Achille Lauro, hijacking of - অ্যাকিলি লরো প্রমোদতরী ছিনতাই
Agnew, Spiro T. - স্পিরো টি অ্যাগনিউ
AIDS - এইড্‌স (অ্যাকোয়ার্ড ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম)
Allen, Wally - ওয়ালি অ্যালেন
Anderson, Jack - জ্যাক অ্যান্ডারসন
Anonymous sources, confidentiality of - অজ্ঞাতপরিচয় সূত্রের গোপনীয়তা
Arcaro, Eddie - এডি আরকারো
Arizona Republic - আরিজোনা প্রজাতন্ত্র
Armstrong, Neil, and parents - নী'ল আর্মস্ট্রং ও বাবামা
Atlanta Journal and Constitution - *অ্যাটালান্টা জার্ণাল অ্যান্ড কন্সটিটিউশন*
Attica - *অ্যাটিকা* (কারাগারের নাম)

B

Bagdikian, Ben - বেন বাগদিকিয়ান
Bakker, Jim and Tammy - জিম ব্যাকার ও ট্যামি ব্যাকার
Baldwin, George - জর্জ ব্যালডুয়িন
Bathtub hoax - বাথটব জল্পনামূলক কাহিনী
Bayley, Edwin - এডুয়িন বেইলি
Berri, Nabih - নবী বেরী (নবী বারি), লেবাননের ' আমাল' নেতা
Bidin, Sen. Joseph - সেনেটর জোসেফ বিডেন
Bogart, John - জন বোগার্ট
Boisjoly, Roger - রজার বয়সলি
Bolles, Donald - ডোনাল্ড বোলেস
Briggs, Kenneth - ব্রিগস্ কেনেথ
Broder, David - ডেভিড ব্রোডার
Brokaw, Tom - টম ব্রোকাও
Bush, George - জর্জ বুশ
Butterfield, Alexander - আলেকজান্ডার বাটারফিল্ড
Butz, Earl - আর্ল বুজ

C

Campanis, Al - অ্যালবার্ট ক্যাম্পরিস
Caplan, Arthur L., on medical ethics and AIDS মেডিক্যাল নেটিকতা ও এইডস্ ব্যাধি সম্পর্কে আর্থার এল ক্যাপলান-এর বক্তব্য
Carter, Hodding - হোডিং কার্টার
Carter, Pres. Jimmy - প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার
Carter, Willie - উইলি কার্টার
Casey, William - উইলিয়াম কেসি
Cash, W. J. - ডব্লিউ জে ক্যাশ
Castro, Fidel - ফিডেল ক্যাস্ট্রো
CBS News, - সিবিএস নিউজ
Center for the Study of Democratic Institutions - *সেন্টার ফর ষ্টাডি অব ডিমোক্রেটিক ইন্সটিটিউশান্‌স (সিএসডিআই)*
Central Intelligence Agency - *সিআইএ*

www.pathagar.com

Challenger space shuttle - চ্যালেঞ্জার-নভোখেয়াযান
Chernobyl, news coverage of - চেরনোবিল পারমাণবিক দূর্ঘটনার খবরের কাভারেজ
Chicago Daily News - *শিকাগো ডেইলি নিউজ*
Chicago Tribune - *শিকাগো ট্রিবিউন*
Clark, Roy Peter - রয় পিটার ক্লার্ক
Commission on Freedom of the Press - সংবাদক্ষেত্রের (পত্রের) স্বাধীনতা কমিশন
Comcord, (N. H.) Monitor - *কনসর্ড (এনএইচ) মানিটর*
Consequences of news stories - সংবাদ-কাহিনীর ফলাফল/পরিণতি
Contras - 'কন্ট্রা' বিদ্রোহী বাহিনী (দঃ আমেরিকা)
Conventional news sources. See Sources - সাধারণ/সনাতন খবরের সূত্র, সূত্র দ্রঃ
Cowles, Gardner - গার্ডনার কাওলেস
Criticisms of press; Chernobyl coverage - সংবাদপত্রের সমালোচনা ঃ চেরনোবিল
Herd instinct and pack juornalism - যুথ চেতনা ও সাংবাদিকতা
Inherent Distortion - সহজাত বিকৃতি
Labeling - লেবেল/পরিচিতি দান
Prejudging news stories - সংবাদ-কাহিনীর প্রাক্-বিচার
Problems in news coverage - খবরের কাভারেজের সমস্যাবলী
Tunnel vision - সুড়ঙ্গ দর্শন
Croatian Nationalists (terrorists) -*ক্রোয়েশিয়ান ন্যাশনালিস্টস* (সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠি)

D

Dallas Morning News - *ডালাস মর্ণিং নিউজ*
Darrow, Clarence - ক্লারেন্স ড্যারো
Dash, Leon - লিওন ড্যাশ
Databases - ডেট্যাবেজ
Daves, Police Chief Ed - পুলিশ প্রধান এড ডেভ
Dean, Morton - মর্টন ডীন
Death: AIDS-related - এইডস্ ব্যাধিজনিত মৃত্যু
Counseling - উপদেশনা/পরামর্শদান
News - খবর
Reporting causes of - প্রতিবেদনের কারণ
Suicide - আত্মহত্যা
Teen suicides - উনবিশ আত্মহত্যা
Deep Throat - ডীপ থ্রোট (অপরিচিতের পরিচিতি)
Derstine, Philip - ফিলিপ ডেরাটাইন
Des Moines Register - ডেস মইন্ রেজিষ্টার
Dialog - ডায়ালগ
Disabilities (persons with) , style usage - এমন ব্যক্তি যার শারীরিক অসুবিধে রয়েছে/বিশেষ ভাষাপ্রয়োগ শৈলী
Donaldson, Sam - স্যাম ডোনাল্ডসন
Dragnet - *ড্যাগনেট* (টিভি অনুষ্ঠান)
Durante, Jimmy - জিমি ডুর‍্যান্টে

www.pathagar.com

Duscha, Julius - জুলিয়াস ডাশা
Dwyer, R. Budd, suicide of - আর বাড ডায়ারের আত্মহত্যা

E

Einstein, Albert, interview parody - অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন সাক্ষাতকার প্যারডি
Erie (Pa.), Morning News - ইরী (পি এ) মর্নিং নিউজ

F

Fallaci, Oriana - ওরিয়ানা ফ্যালাসি
Fenyevsi, Charles - চার্লস ফেনায়ভেসি
First Amindment - (মার্কিন সংবিধানের) ১ম সংশোধনী
Fitzgerald, A. Ernest - এ আর্নেষ্ট ফিটজেরাল্ড
Fluty, Deputy Sheriff Jim - জিম ফ্লুটি
Ford, Pres. Gerald - প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড
Fredericksburg Free Lance-Star - *ফ্রেডারিকবার্গ ফ্রি-ল্যান্স ষ্টার*
Freedom of information laws - তথ্য স্বাধীনতা আইনসমূহ
Fresno Bee - ফ্রেসনো বী
Friday, Sgt. Joe - সার্জেন্ট জো ফ্রাইডে

G

Gartner, Michael - মাইকেল গার্টনার
Gesell, Judge Douglas - জজ ডগলাস জেসেল
Gorbachev, Mikhail, and Chernobyl - মিখাইল গর্বাচেভ ও চেরনোবিল
Gospel Crusade - *গসপেল ক্রুসেড*
Greenfield, Jeff - জেফ গ্রীন ফিল্ড
Grey, David - ডেভিড গ্রে

H

Haldeman, Robert H. - রবার্ট এইচ হ্যালডেল্যান
Hanafi Muslims, seizure of hostages by- 34 (illustration) হানাফী মুসলিম জিম্মি ঘটনা (দৃষ্টান্তমূলক)
Hart, Gary - গ্যারি হার্ট
Hecht, Ben - বেন হেকট্
Hartman, David - ডেভিড হার্টম্যান
Heisenberg effect - হাইসেনবার্গ প্রভাব/প্রতিক্রিয়া
Hersh, Seymour - সীমুর হার্শ
Hilton, Jack - জ্যাক হিলটন
Hullihan, Robert - রবার্ট হুলিহ্যান
Humbard, Rex - রেক্স হামবার্ড

I

Ickes, Harold - হ্যারল্ড আইকস
Informant, reporter as - তথ্যজ্ঞাপক হিসাবে রিপোর্টার

www.pathagar.com

Inherit the Wind - *ইনহারিট দি উইন্ড*
Intermidiary, reporter as - মধ্যস্থ হিসেবে রিপোর্টার
International Herald Tribune - *ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন*
Investigative Reporters and Editors, Inc. - ইনভেষ্টিগেটিভ রিপোর্টারর্স অ্যান্ড এডিটর্স ইন্‌ক
Islamic Jihad - ইসলামী জিহাদ (সংগঠন)
Izard, Ralph - র‍্যালফ ইযার্ড

J

Janeway, Eliot - এলিয়ট জেনওয়ে
Johnson, Pres. Lyndon - প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বেনেট জনসন

K

Kaul, Donald - ডোনাল্ড কল
Kempton, Murray - মারে কেম্পটন
Kennedy, David, Funeral of - ডেভিড কেনেডির অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠান
Kennedy, Pres. John F. - প্রেসিডেন্ট জন ফার্ডিনান্ড কেনেডি
Kennedy, Robert F. - রবার্ট এফ কেনেডি
Khaalis, Hamaaa Abdul - হামাস আবদুল খালিস
Kilpatrick, James J. - জেম্‌স জে কিলপ্যাট্রিক
Kozol, Jonathan - জোনাথন কোজোল
Ku Kluz Klan - কু ক্ল্যাক্‌স ক্ল্যান (বর্ণবাদী গুপ্ত সংগঠন)

L

Lamberto, Nick - নিক ল্যাম্বার্টো
Language usage, by sources - খবরের সূত্রের বাগপ্রয়োগ রীতি
Lazarsfeld, Paul - সমাজবিজ্ঞানী পল ল্যাজার্সফেল্ড
Levy, Leonard - লিওনার্ড লেভি
Lexington (Ky.) Herald- Leader - *লেক্সিংটন (কেন্টাকি) হেরাল্ড লিডার*
Liebling, A. J. - এ জে লায়েবলিং
Linde, Justice Hans - বিচারপতি হ্যানস লায়েবলিং
Lippmann, Walter - ওয়াল্টার লিপম্যান
Los Angelrs Times - *লস এঞ্জেল্‌স টাইম্‌স*
Louiville Couier-Journal - *লুইসভিল কুরিয়ার জার্ণাল*

M

McAuliffe, Christa - ক্রিষ্টা ম্যাকলিফ
McCarthy, Sen. Joseph - সেনেটর জোসেফ ম্যাকার্থি
McCartney, James - জেফ্‌স ম্যাকার্টনি
McCombs, Maxwell - ম্যাক্‌সওয়েল ম্যাকম্‌স
McDonald, Donald - ডোনাল্ড ম্যাকডোনাল্ড
Madison, James - জেম্‌স ম্যাডিসন

www.pathagar.com

Margin of error, in polling - ভোটে উপান্তি/পরিপ্রান্তিক ভূল হার
Marshall, Gen. George - জেনারেল জর্জ মার্শাল
Martin, L. John - জন এল মার্টিন
Meacham, gov. Evan - গভর্ণর ইভান মিচাম
Meet the Press - *'মীট দ্য প্রেস'*
Mencken, H. L. - এইচ এল মেনকেন
Merton, Robert - রবার্ট মার্টন
Messier, Rev. dan - রেভারেন্ড ড্যান ম্যাসিয়ার
Meyer, Philip - ফিলিপ মেইয়ার
Milwaukee Journal - *মিওয়াকি জার্ণাল*
Minneapolis Tribune - *মিনিয়াপোলিস ট্রিবিউন*
Mollenhoff, Clark - ক্লার্ক মলেনহফ
Monty Pythones Flying Circus - *'মন্টি পাইথনস ফ্লাইং সার্কাস (ছায়াছবি)*
Moss Michael - মাইকেল মস
Mowere, Robert Scott - রবার্ট স্কট মোরার
Moyers, Bill - বিল ময়ার্স
My Lai - *মাই লাই* (ভিয়েতনামের গ্রাম)

N

Nader, Ralph - র‍্যালফ ন্যাডের
National Enquirer - *ন্যাশনাল এনকোয়ারার*
National Jewish Monthly - *ন্যাশনাল জুয়িশ মান্থলি*
National Organozation for Victim Assistance (NOVA) - *ন্যাশনাল অর্গাইজেশান ফর ভিকটিম অ্যাসিষ্ট্যান্স (নোভা)*
NBC News - এনবিসি নিউজ
New England Journal of Medicine - *নিউ ইংল্যান্ড জার্ণাল অব মেডিসিন*
News: changes in - খবরে পরিবর্তন
Definitions - সংজ্ঞাসমূহ
Rational Nature of - এর যৌক্তিক প্রকৃতি
News-gathering process: barriers to substantive coverage সংবাদ-সংগ্রহ প্রক্রিয়া ঃ সারবান সংবাদ কাভারেজের অন্তরায়সমূহ
Effects of - এর প্রভাব প্রতিক্রিয়া
Nature of - এর প্রকৃতি
Obstacles to sensitive coverage - সংবেদনশীল কাভারেজের প্রতিবন্ধকতাসমূহ
As part of power of the press - সংবাদক্ষেত্রের (পত্রের) ক্ষমতার অংশ হিসেবে
Reducing error - ভূল কমানো
Newsweek - *নিউজউইক*
New York Evening Mail - *নিউ ইয়র্ক ইভনিং মেল*
New York Sun - *নিউইয়র্ক সান*
New York Times - *নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স*
Nixon, Pres. Richard - প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসন
Nonconventional sources. See Sources - অ-সনাতন খবর সূত্র, সূত্রসমূহ দ্রঃ

www.pathagar.com

North, Lt. Col. Oliver - লেঃ কঃ অলিভার নর্থ
NOVA. See National Organization for Victim Assistance নোভা দ্রঃ *ন্যাশনাল অর্গানাইজেশান ফর ভিকটিম অ্যাসিস্ট্যানন্স*

O

Olson, James - জেম্‌স ওলসন
O' Neill, Michael - মাইকেল ও'নীল
Orlando Sintinel - ওরল্যান্ডো সেন্টিনেল

P

Park, Robert - রবার্ট পার্ক
Penthouse magazine's " Miss Pet, " - *পেন্থহাউস ম্যাগাজিনে 'মিস পেট'*
Perkins, Jack - জ্যাক পার্কিনস
Poverty, coverage of - দারিদ্র সংক্রান্ত সংবাদ কাভারেজ
Power or the press - সংবাদক্ষেত্রে (পত্রের) প্রভাব ও ক্ষমতা
Precision journalism - সূক্ষ্ম, যথাসাংবাদিকতা
Preparation - প্রস্তুতি
Press conferences - সংবাদ সম্মেলন
Pride, Mike - মাইক প্রাইড
Prevacy - ব্যক্তিগত একান্ততা
Progressive - প্রগতিশীল
Promoting news sources - খবরের সূত্র গড়া
Protecting news sources - খবর সূত্রের নিরাপত্তা বিধান
Provedince Sunday Journal - *প্রোভিডেন্স সানডে জার্ণাল*
Public figures - সরকারী/লোক কর্মকর্তা/ব্যক্তিত্ব

Q

Questions: Nature of and how to improve - উন্নতি কেমন করে করা যায়, উন্নতির প্রকৃতিঃ প্রশ্নমালা
Prissures against - চাপ
Sociology of - সামাজতত্ত্ব

R

Rather, Dan - ড্যান র‍্যাথার
Rawls, Windell - ওয়েন্ডেল রল্‌স
Raagan, Pres. Ronald - প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগ্যান
Religion, news coverage of - ধর্মীয় সংবাদের কাভারেজ
Relyea, Harold - হ্যারল্ড রিলিয়া
Risser, James - জেম্‌স রিসার
Rivera, Geraldo - জেরাল্ডো রিভেরা
Rivers, William - উইলিয়াম রিভার্স
Roberts, Oral - ওর‍্যাল রবার্টস
"Rolodex journalism," - রোলোডেক্স সাংবাদিকতা"
Ronald, Steve -·রোন্যাল্ড ষ্টিভ
Roosevelt, Pres. Franklin - প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট
Rosenberg, Howard - হাওয়ার্ড রোজেনবার্থ
Ruckeyser, Lewis - লুইস রুকেইসার
Rush, William - উইলিয়াম রাশ

www.pathagar.com

S

Safire, William - উইলিয়াম স্যাফায়ার
Salancik, Jerry - জেরি স্যালানসিক
Schmidt, Paul - পল শ্মিট
Schmitt, Eric - ইতি শ্মিট
Shaw, Donald - ডোনাল্ড শ
Shield laws - 'শীল্ড আইন
Shiite Moslems- শিয়া মুসলিম
Sirhan, Sirhan - সিরহ্যান বিশারা সিরহ্যান
Snyder, Jummy "Tge Greek" - জিমি স্নাইডার 'দ্য গ্রীক'
Sources: Attending events - সূত্রসমূহ ঃ সংবাদ-ঘটনায় উপস্থিতি
Beats - বিট
Conventional nature of - এর সনাতন প্রকৃতি
Minorities and disenfranchised - সংখ্যালঘু ও অধিকারহারা জনগোষ্ঠি
Nonconventional, nature of - এর অ-সনাতন প্রকৃতি
Precision journalism - সুক্ষ্ম, যথা সাংবাদিকতা
Public records - সরকারী রেকর্ড
Public relations personnel - জনসংযোগ কর্মীবর্গ
Star Tribune (Twin Cities) - ষ্টার ট্রিবিউন
Suicide. See Death - আত্মহত্যা ঃ হত্যা দ্রঃ

T

Tabershaw, Dr. Irving - ডঃ আর্ভিং টেবারশ'
Teamsters Union - টিমষ্টারস ইউনিয়ন
Teeley, Perter - পিটার টীলি
Telephone, use in news gathering - সংবাদ সংগ্রহে টেলিফোনের ব্যবহার
Teller, Dr. Edward - ডঃ এডওয়ার্ড
Terrorism: Definition of - সন্ত্রাসবাদ, এর সংজ্ঞা
Guidelines for coverage - কাভারেজের জন্য নির্দেশিকা
Incidents - ঘটনা, ব্যাপার
News reporting concerns - সংবাদ প্রতিবেদনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ
Thomas, Cal - ক্যাল টমাস
Thomas, Helen - হেলেন টমাস
Thomas, William F. - উইলিয়াম এফ টমাস
Tufariello, Chief Petty officer Michael - মাইকেল তুফারিয়েলো, চীফ পেটি অফিসার

U

USA Today - ইউএসএ টুডে

www.pathagar.com

V

Van doren, Irita - আইরিটা ভ্যান ডোরেন
Van Slyke Turk, Judy - জুডি ভান স্লাইক টার্ক

W

Wallace, Henry - হেনরী ওয়ালেস
Wallace, Mike, Parody of - মাইক ওয়ালেস প্যারডি
Wall Street journal - ওয়ালস্ট্রীট জার্ণাল
Wall Street Week - ওয়াল স্ট্রীট উইক
Walters, Barbara, Parody of - বার্বারা ওয়াল্টার্স প্যারডি
Washington Post - ওয়াশিংটন পোষ্ট
Washington Star - ওয়াশিংটন ষ্টার
Watergate - ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারী
Waters, Ethel - ইথেল ওয়াটার্স
Webb, Eugene - ইউজিন ওয়েব
WHO-TV (Des Moines) - ডব্লিএইচ ও টিভি (ডস মইন্স)
Wicker, Tom - টম উইকার
Wiener, Norbert - নোরবার্ট ওয়াইনার
Williams, Maurice - মরিস উইলিয়াম্স
Willkie, Wendell and Edith - উইলকি, ওয়েন্ডেল ও এডিথ
Witcover, Jules - জুলেস উইটকাভার
Woodward, Bob - বব উডওয়ার্ড
Wortman, Tunis - টুনিস ওর্টম্যান

Y

YIPPIES -

www.pathagar.com